CONTENTS

Tuesday, the 25th February, 1997

Wednesday, the 26th February, 1997

Thursday, the 27th February, 1997.

SUBJECT MATTERS :

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, Tripura, on the 25th February, 1997 at 11-00 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, The Deputy Chief Minister, & the Deputy Speaker, 13 Ministers and 31 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার আসন গ্রহণ করিবামাত্র। বিরোধী দলের নেতা শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন মহোদয় স্যন্দন পত্রিকায়, প্রকাশিত খোয়াইর ঘটনাবলী সম্পর্কিত একটি খবর পাঠ করতে থাকেন এবং এই খবরটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি তখনই দাবী করেন। বিষয়টি উত্থাপন করিবামাত্রই সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়, গণ্ডগোলে বিষয়টি সম্পূর্ণ অশ্রুত থাকে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা আপনারা বসুন। এই বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং অ্যাটেনশন পিরিয়ড রয়েছে। আপনি তখন এই বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার (অনুপস্থিত)

শ্রী অমল মল্লিক (অনুপস্থিত)

শ্রী হরিচরণ সরকার

শ্রী হরিচরণ সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮০।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরণ সরকার (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৯৪

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড কোশ্চেন নাম্বার-৯৪।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৯৪।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কত গৃহহীন পরিবারের গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং আরো কত পরিবার গৃহহীন রয়েছে।

২। উপরিউক্ত গৃহহীন পরিবারদের গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? এবং

৩। একটি গৃহ নির্মাণ করতে কত টাকা ব্যয় হয়ে থাকে?

উত্তর

১। মোট ১২,৬২৫টি গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী রাজ্যে গৃহহীন মোট পরিবারের সংখ্যা ২,২৫,৪৮০।

২। হ্যাঁ, ইন্দিরা আবাসন যোজনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩। প্রতিটি ঘরের নির্মাণ ব্যয় ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উর্ধসামা ২১,৫০০ টাকার মধ্যে সীমিত রাখা হচ্ছে।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় রাজ্যের কোন ব্লকে কত টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— এই তথ্য আমার কাছে এক্ষুনি নেই। ফলে এর উত্তর আমি দিতে পারছি না স্যার।

শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ আরোও বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, ইতিপূর্বে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে বরাদ্দটা কিছুটা কম ছিল বলেই এখন সেটা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি গৃহ নির্মাণের জন্য ২১,৫০০ টাকা বরাদ্দ থাকছে। এবং আরোও অতিরিক্ত ৫০০ টাকা এই বাবদ ধরা থাকে।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (ঘটিবরায়):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ২২ হাজার টাকা দিয়ে গৃহ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু এই কারিগরী কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের কুমারঘাট ব্লকের কাজের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাগুলি তদন্ত করে দূর করবার চেষ্টা করবেন কিনা? মূলত কাঠ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে। যেমন সেই কাঠগুলি একটা নির্দিষ্ট কোন জায়গা থেকে নিতে হবে এটা ইমপ্লেমেন্টিং অফিসার ছাড়া কেউ নিতে পারবেন না। তবে ইমপ্লেমেনটিং অফিসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নমানের কাঠ সংগ্রহ করছেন এবং এটা এখানে লাগাতে হবে সেই ঘরে এটা পরিবর্তন করা যাবে না। এটা যেমন একটা জিনিষ, এটা ওরিয়েন্টাল ওয়ার্কের ক্ষেত্রে যে, লেবার রেনারেশন যেটা ধরা আছে সেই জায়গায় আমরা দেখছি যে কেরিং লোডিং আন-লোডিং এইসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে সেটা শুধু এই কেরিং লোডিং-এর টাকা সেখানে ধরা নেই। তারজন্য সেই মালটা জায়গাতে পৌঁছে না। তারজন্য ব্লক থেকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই দুইটা জিনিষকে তদন্ত করে এটা সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রকল্পটি নতুন এবং যে একুশ হাজার পাচশত টাকা, এই টাকার মধ্যে ঘর করার যে ব্যবস্থাটি এটাও নতুন আমরা চালু করেছি। মাননীয় সদস্য যে অসুবিধার কথা বলেছেন কোন কোন জায়গা থেকে এই ধরনের অভিযোগ পাচ্ছি। এবং যেরকম অভিযোগ আমরা পাচ্ছি সেগুলিকে দেখার

চেষ্টা হচ্ছে। কাঠ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এটা ঠিক ফরেস্ট দপ্তর তাদের দেখার কিছু থাকে কাঠ সংগ্রহ করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে টেণ্ডার করে আমরা কাঠ সংগ্রহ করার চেষ্টা করব। আর কেরিংয়ের ক্ষেত্রে যে অসুবিধার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। মহকুমা শাসক, বি, ডি ও'দের সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। বাকি যে ২১ হাজার ৫শ টাকা থেকে মেকসিমাম লিমিট ২২ হাজার টাকা, সেই ৫শত টাকা তার কেরিংয়ের জন্য খরচ করতে পারেন।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে এই ঘর করার ক্ষেত্রে একটা বাস্তব অসুবিধা আমরা ব্লকগুলির মধ্যে লক্ষ্য করছি। সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবেও মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। যেখানে এই ঘরগুলি করার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে যে গ্রামগুলি রয়েছে সেগুলি গুচ্ছ গ্রাম না। আমাদের গ্রামের মধ্যে গরীব মানুষরা যেখানে বসবাস করেন এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাড়ী আছে, এখানে সরকারীভাবে বিশেষত: ডি, এম'রা গুচ্ছ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছেন। তাতে আমাদের পঞ্চায়েত লেবেলে যারা কাজ করছেন পঞ্চায়েত প্রধান তাদের এই ঘর বিভিন্ন জায়গায় গরীবরা রয়েছেন গ্রামের এই পাড়াতে একজন ঐ পাড়াতে একজন এখানে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন ডি, এম, বাধার সৃষ্টি করছেন এখানে এই রকমভাবে করা যাবে না। আমরা চাই যেসমস্ত গ্রামের গরীব মানুষদের মধ্যে একটা গাঁওসভার মধ্যে এই কাজ হউক। কোন কোন ডি, এম, এতে বাধার সৃষ্টি করছেন। এই বাধা অপসারণ করার জন্য সার্কুলার হয়েছে এটাও জানি কিন্তু কোন কোন ডি, এম, তা মানছেন না। তাই এই বাধা অপসারণ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে গুচ্ছ গ্রাম তৈরী করার কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নির্দেশিকা রয়েছে কিন্তু আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আমরা পর্যালোচনা করছি। রাজ্যের মন্ত্রীসভার বৈঠককেও সেটা ঠিক হয়েছে যে আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি এমন নয় যে, আমরা সব জায়গায় গুচ্ছ গ্রাম করতে পারি। কাজেই সেই ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকাকে আমরা শিথিল করছি। এবং ডি, এম, বি, ডি, ও,দের নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছেন সেখানেও বলা হয়েছে যেখানে সম্ভব গুচ্ছ গ্রাম করা হবে যেখানে সম্ভব আলাদা আলাদাভাবে সেখানে বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি জেলাপরিষদ তাদের যে মতামত সেটাকে ডি, এম,রা অগ্রাধিকার দিতে। বাধা কোন জায়গায় যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে সেটা আমরা দেখব।

শ্রীশহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আর, ডি, ডিপার্টমেন্ট গৃহ নির্মাণ করছে এটা ভাল কথা স্যার। এই সব ঘরগুলির সাইজটা কি? আমি যতটুকু জানি এই ঘরগুলির পরিমাপ হচ্ছে ৭ হাত বাই ১৪ হাত বাহিরের মাপ। এই সব ঘরে একটি পরিবার থাকতে পারে না। এটা একটা বিল্ডিং এর রুমের মাপ হতে পারে কিন্তু একটা ঘরের মাপ হতে পারে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ঘরগুলি ভিজিট করে দেখবেন কিনা? কিছু টাকা বাড়িয়ে এই ঘরগুলির মাপ বাড়ানো যায় কিনা? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী):— স্যার এই বিষয়টা কারোর অজানা নয়। আগের চেয়ে এখনকার ঘরগুলি মাপে অনেক বড়। আগে এই গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে যে ঘরগুলি তৈরী করা হত সেই গুলি আকারে ছোট ছিল। ইন্দিরা আবাসন যোজনায় এবার গৃহ নির্মাণের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ১ হাজার গৃহ নির্মাণ করা। এই সমস্ত ঘরগুলি নির্মাণ করতে ব্যয় ধরা হচ্ছে ২১,৫০০ টাকা। অনেক রাজ্যে বেনিফিসারীদের হাতে এই টাকাটা

দেওয়া হয় না। আমাদের রাজ্যে মোট গৃহহীনের সংখ্যা হচ্ছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৮০, শহরের ৩০ হাজার বাদ দিলে বাকীগুলি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। প্রায় ২ লক্ষ গৃহহীন আছে গ্রামাঞ্চলে। তবে এই ঘরগুলির সাইজ বড় করা এবং টাকা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এক্ষুনি সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ মহোদয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চেন নাম্বার—১৬৫।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার—১৬৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর দুটি মহকুমা নিয়ে পৃথক জেলা গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরে মহকুমায় আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে কবে নাগাদ সেই দাবী মঞ্জুর করে আরো একটি জেলা গঠন করা হবে ?

উত্তর

১। কিছু সংখ্যক লোক জেলা গঠনের দাবী উপস্থাপন করেছেন।

২। বর্তমানে এই বিষয়ে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কদমতলা ব্লক অফিসে, পানিসাগর ব্লক অফিসে এবং ধর্মনগরের এস, ডি, ও, অফিসে পৃথক জেলা গঠনের দাবীতে হাজার হাজার লোক ডেপুটেশান দিলেন। এই হাজার হাজার মানুষ কি করে কিছু সংখ্যক মানুষে পরিণত হল ? এবং ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমাতে বন্ধ পালিত হল, তা কি সরকারের দৃষ্টিতে আসে নাই ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্যে আমরা একটাই নুতন জেলা গঠন করেছি, রাজ্যে যেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার সেই অগ্রাধিকারের কথা বিবেচনা করে সমস্ত দিক দেখা, উপজাতি অধ্যুষিত যে অঞ্চলটা সেই কেন্দ্রে ধলাই ডিষ্ট্রিক এটাকে আমাদের গঠন করতে হয়েছে। এই রকম একটা পরিস্থিতির ভেতর এক একটা জায়গাতে আলাদা আলাদা করে জেলা গঠনের মত ব্যবস্থা বা যতই প্রয়োজন থাকুক তা করা সম্ভব নয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, ধর্মনগর শহর রাজ্যের সিংহদ্বার, আমি দেখেছি সেই হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর শহর কি এই রাজ্যে কোন গুরুত্ব নেই ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— খুবই গুরুত্ব আছে। ধর্মনগর দিয়েই তো আমরা সকলেই রেলের যাত্রা করে থাকি। রেলকে আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সব দিক থেকে বিবেচনা করেই ধর্মনগর সাব-ডিভিশন, কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশন গুলিতে যাহাতে সব ধরণের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং তার যে পপুলেশন সেই পপুলেশনের দিক চিন্তা করেই এই সমস্তগুলি করা হচ্ছে, যেগুলি রাজ্যের অন্য কোন শহরে পাওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য :— মিঃ স্পীকার স্যার এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চেন নাম্বার-১৭০।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চেন নাম্বার-১৭০।

প্রশ্ন

১। পি, এফ ল্যাণ্ড ভূমিহীনদের ও গৃহহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে।

৩। সরকারী অফিস, মন্দির, মসজিদ, মক্তব, স্কুল ও পূর্তদপ্তরে অধিকৃত জায়গার পুন:জরীপ করে স্ব-স্ব সিমানায় পিলার দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

৪। থাকলে বিভাগ ভিত্তিতে এই কাজ গুরুত্ব দিয়ে অতি সত্বর দেখা হবে কি ?

উত্তর

১ ও ২। রাজ্যে বর্তমান পি. এফ. ল্যাণ্ড নাই কিন্তু ফরেষ্ট ল্যাণ্ড আছে। পি. এফ. আর. এফ. ও পি. আর. এফ এবং ফরেস্ট ল্যাণ্ড খাস ঘোষণা করে বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাগে।

৩ ও ৪। ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি পুন:জরীপের কাজ চলছে। যে যে এলাকায় জরীপের কাজ শেষ হয়েছে সেই এলাকায় সরকারী অফিস, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি সিমানা নির্দ্ধারিত হয়েছে। যেখানে জরীপের কাজ হাতে নেওয়া হয়নি সেখানে ক্রমান্বয়ে জরীপের মাধ্যমে উক্ত সীমানা নির্দ্ধারণ করা হবে। সীমানায় পিলার দেবার বিষয় অ্যালটিদের নিজস্ব।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে পি. এফ. ল্যাণ্ড ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে আগে সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে কোন ফরেস্ট ল্যাণ্ড ছিল না। কাজেই সেই সমস্ত পি. এফ. ল্যাণ্ড গুলিকে মুক্ত করে ভূমিহীনদের দেওয়ার জন্য কোন সুব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা ভূমিহীনদের অ্যালটমেণ্ট দেওয়ার জন্য নেই। এখানে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিলে পরে সেইগুলি দেওয়া যায়।

এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাগে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন ফরেষ্ট ল্যাণ্ড সরকার কাজে লাগাতে পারবেন না। ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাকট, ১৯৮০ এই আইন করা আছে। কাজে কাজেই কোন সুযোগ নেই। ১৯৫০ এবং ১৯৫২ সালে নানজাপ্পা দুইবার নোটিফিকেশান করেছেন পি. এফ. ল্যাণ্ড বিষয়ে। সেই সিদ্ধান্ত ছিল, সারা রাজ্যে এপ্রক্সিমেইট এত বর্গ কিলোমিটার জমি পি এফ. বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জরীপ করে জায়গা চিহ্নিত করতে হবে কোন্ কোন্ জায়গা পি, এফ, ল্যাণ্ড হবে। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত কখনো জরীপ হয়নি। তার ফলে শুধু

মাত্র এপ্রক্সিমেইট স্কোয়ার বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ২ হাজার বর্গ কিলো মিটার এর কিছু বেশী) জমি পি. এফ. রয়ে গেছে। ১৯৮২ সনে বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নেন, যে এই রকম থাকলে জুমিয়া পুনর্বাসন অসম্ভব হবে। স্যার, ১৯৮০ সালে ফরেষ্ট কনজারভেশান অ্যাকট হবার পর সেটাকে সংশোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হননি। কেন্দ্রে তখন কংগ্রেস সরকার ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী বাতিল করে দিয়েছেন। চীফ কমিশনার থেকে রেসিলড্ করা হবে। পি. এফ. ল্যাণ্ড বলে কিছু নেই। কোন দপ্তরে যদি লেখা থাকে, তাহলে এটা ভুল। কোন পি এফ. জমি নাই। আর এফ. (রিজার্ভ ফরেষ্ট) আছে। পি আর এফ হতে পারে। কোন অংশকে রিজার্ভ করার প্রস্তাব দপ্তরের ফাইন্যাল করতে হবে। বাকী হচ্ছে, ফরেষ্ট ল্যাণ্ড। ১৯৮০ সালের ফরেষ্ট কনজারভেশন অ্যাকট্ অনুযায়ী ফরেষ্ট ল্যাণ্ডের কোন জায়গা আমরা ব্যবহার করতে পারি না। এই আইনে আছে যারা জোত পেয়েছেন তাদের গাছ কাটার অধিকার নেই। সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের রুলিং আরো সাংঘাতিক হয়েছে। গাছে হাত দেওয়া যাবে না। নিরাপত্তার প্রশ্নে বন পরিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ২০ মিটার, ২০ মিটার করে রাস্তার দুধারের বনের। কিন্তু বন কাটা যাবে না। রাজ্য সরকার সুপ্রীম কোর্টে রিভিউ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে অগ্রসরও হয়েছেন। আমরা খাস জমি সম্প.র্ক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্যার, ১৯৮২ সনে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার-এর সিদ্ধান্ত ছিল, পি.এফ. এলটের রেসিলড্ করা। ১৯৮৭ সালে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেখানে সার্ভে করে জায়গা উদ্ধার করে নিয়ে সেই জমি খাস জমি হিসেবে এলট দেব। ১৯৮২-এর পর ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আমরা এলটমেণ্ট দিয়েছি। কিন্তু পরে জোট সরকার তা বাতিল করে দেয়। এমন কি পাট্টা পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। একটি সিদ্ধান্তের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আগন লাঘব করার জন্য চীফ সেক্রেটারী, তখনকার ফরেষ্ট দপ্তরের সেক্রেটারী হিসাবে নোটিশ জারী করে দেন। যেহেতু চীফ সেক্রেটারী সই করেছেন সে জন্য সারা রাজ্যে প্রতিভাত হয়, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। আমরা ৩য় বামফ্রন্ট সরকার পরীক্ষা করে দেখছি।

সেটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে এটা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত। চীফ সেক্রেটারীর সিদ্ধান্ত সুপারসিড হতে পারে না। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তই। সেই অনুযায়ী জোট সরকারের আমলে যেটা করা হয়েছিল সেটাকে আমরা মূল্য দেইনি। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত কাউন্সিল অব মিনিস্টারের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ১৯৮৭ ইং সালে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তকে পুনর্বহাল রেখে কার্যকরী করার জন্য আবার নূতন করে আমরা সার্ভের নির্দেশ দিয়েছি। আগামী জুন-জুলাই মাসের মধ্যে সমস্ত ফরেষ্ট ল্যাণ্ড সার্ভে করা হবে। সেই সার্ভের ভিতর যে সমস্ত জায়গায় বন সেই, সেই সব জায়গাকে চিহ্নিত করে ১৯৮০ ইং সালে যে ফরেষ্ট কনজারভেশান এ্যাক্ট হয়েছে তাকে সংশোধন করে জমি যাতে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হবে। এই অবস্থায় বর্তমানে জমিগুলি আছে।

শ্রী ভূদেব ভট্টাচার্য :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বন জমীদের প্রশ্নে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা হবে। কিন্তু এক্ষুণি আমরা দেখেছি এই রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে বিশেষ করে পূর্ত দপ্তরের রাস্তা নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কোন কোন জায়গা মন্দির, মসজিদ এবং স্কুল বাউণ্ডারী সহ অধিকাংশ

জায়গাগুলিই অন্যরা বেদখল করে আছে এবং সঠিকভাবে তার সীমানা চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্ততঃ পি. ডব্লিউ, ডির রাস্তার কাজ সহ স্থানীয় ভাবে প্রতিটি তহশীলকে নির্দেশ দেওয়া হবে কিনা যে কোন অসুবিধা হলে সেটা দূরীকরণের জন্য তারা প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা এই সমস্ত সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য চেষ্টা করছি। শুধু মাত্র সরকারীর স্পট বেদখল করে রাখেনি, সরকারী অফিস পর্যন্ত বেদখল করে আছে। এমনকি ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়াটার—ধলাই জেলার হেডকোয়াটারের জায়গা পর্যন্ত বেদখল করে আছে। এটা এখনও পর্যন্ত আমরা পরিস্কার করতে পারিনি। বড়মুড়াতে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জায়গা এত বছর হয়ে গিয়েছে কি করে কোন আইনে সেখানে এই ধরনের প্ল্যান্ট করলো তার জন্য সরকারকে এখনও কেইস লড়তে হচ্ছে। এগুলি আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের জনস্বার্থে যে ব্যবস্থাগুলি দরকার সেগুলির প্রতিটি ব্যাপার আমরা হস্তক্ষেপ করছি এবং জনগণকে সহায়তা দেবার জন্য আমরা আবেদন করছি। পাশাপাশি এ কথাও জোর দিয়ে বলছি বন থাকার দরকার আছে। বন যেখানে আছে সেটাকে রক্ষা করার জন্য ব্যাপক ভাবে সকলের সহযোগিতা নিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস : এডমিটেড কোয়েশ্চেন নং ২০২ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ২০২।

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫—৯৬ ইং এবং ১৯৯৬-৯৭ ইং সালে কত ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

২। তার মধ্যে কোন বিভাগে কত এবং এস সি, / এস, টি, কত ?

উত্তর

১। ১৯৯৫—৯৬ইং সালে মোট ১,৯৭৫ জন ভূমিহীনকে ২,২৯৮'৫৯ একর এবং ১৯৯৬-৯৭ ইং সনের ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং পর্যন্ত মোট ৩,৬৩০ জন ভূমিহীনকে ৩৪২'১৯ একর ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

২। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না। জেলা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে মোট ১,১৬১ জন এস. সি. ও ১,৯৩৭ জন এস, টিকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫—৯৬ ইং সন ও ১৯৯৬—৯৭ ইং (ডিসেম্বর ১৯৯৬) সনের ভূমি বন্দোবস্ত
জেলা ভিত্তিক হিসাব

সন	জেলা	ভূমিহীন ও গৃহহীন সংখ্যা	ও পরিমাণ	সংখ্যা	ভূমিহীন পরিমাণ	সংখ্যা	গৃহহীন পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৯৫—৯৬	পশ্চিম জেলা	২১৯ জন	২৩২·০৪ একর	৯৭ জন	১৫২·৬১ একর	৪৯ জন	১১·৩৮ একর
	উত্তর জেলা	৭৯ জন	২০২·৬৪ একর	২৬ জন	৯·২৮ একর	২৮ জন	৬·৫২ একর
	দক্ষিণ জেলা	৩৬২ জন	৫৪৫·০৫ একর	৪৮০ জন	৫৪৭·৮১ একর	২৫৩ জন	৭১·৮২ একর
	ধলাই জেলা	১৫০ জন	৩৩৪·১৭ একর	৮৬ জন	১২৯·৭৮ একর	১৪৬ জন	৫৫·৮২ একর
		৮১০ জন	১,৩১৩·৯০ একর	৬৮৯ জন	৮৩৯·৪৯ একর	৪৭৬ জন	১৪৫·২০ একর
১৯৯৬—৯৭	পশ্চিম জেলা	৫৭৮ জন	৭৮০·০৩ একর	৩৮৬ জন	৩৯৪·৬৭ একর	৩৪৬ জন	৩৭·৪৮ একর
	উত্তর জেলা	৭৯ জন	২৩০·৪৩ একর	২২ জন	১০০·০৭ একর	২৫ জন	৩·৯৯ একর
	দক্ষিণ জেলা	৫৩১ জন	২৯৪·৫৮ একর	৬৯৫ জন	৫৭৪·২১ একর	৩৩৬ জন	৫৫·১৪ একর
	ধলাই জেলা	৯৪ জন	১৬৯·৭৯ একর	৩৯৭ জন	৬৭৮·০১ একর	১৪১ জন	২২·৩৫ একর
		১,২৮২ জন	১,৪৭৪·৮৩ একর	১,৫০০ জন	১,৭৩৭·০৪ একর	৮৪৮ জন	১২০·৩২ একর
	সর্বমোট :—	২,০৯২ জন,	২,৭৮৮·৭৩ একর,	২,১৮৯ জন,	২,৫৮৬·৫৩ একর,	১,৩২৪ জন,	২৬৫·৫২ একর।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ২০৫।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ২০৫।

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কতজন বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছেন? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ যাবৎ মোট ২,২৪১ জন, ১,৬৩৮·৮৪ একর বে আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছেন। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়ার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

মহকুমা	সংখ্যা	পরিমাণ
সদর	১২১ জন	১০৫·৭০ একর
খোয়াই	৫২২ জন	২৯৮·৮০ একর
সোনামুড়া	১৫৩ জন	৮৮·৭৩ একর
বিশালগড	৬২ জন	৪৪·৮৫ একর
কৈলাশহর	১৫৫ জন	১৭৪ ৫৩ একর
ধর্মনগর	১৪ জন	১৮·৭৬ একর
কাঞ্চনপুর	৬১ জন	৫২ ৫০ একর
উদয়পুর	১৩৮ জন	১৬৭·২০ একর
অমরপুর	১২৪ জন	১৭৫·৬৮ একর
বিলোনীয়া	২৫১ জন	১৬৬·১৩ একর
সাব্রুম	১২৪ জন	৫৬·০৬ একর
কমলপুর	১৬১ জন	১১১·৬৯ একর
লংতরাই ভ্যালী	১০৪ জন	১৭৪·১৮ একর
গণ্ডাছড়া	৩ জন	৩ ২৩ একর
	২,২৪১ জন	১,৬৩৮·৮৪ একর

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে যে সংখ্যাটা জানালেন আসলে তা ঠিক নয়, কারন অনেকে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পায়নি। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কি? আমার ২নং সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে আমরা দেখেছি কিছু এলাকার মধ্যে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি বিক্রয় না করে অনেকের মধ্যে লীজ এবং পাওয়ার অব এটর্নী নিয়ে ভোগ দখল করার প্রবণতা দেখা যায় কিছু এলাকায়।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমার সাপ্লিমেন্টারীটা হল, দীর্ঘদিন ধরে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া হয়নি এটা ভাগ করে আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে, এই ইস্যুটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এসে শেষ করে দেওয়ার এইরকম কোন পরিকল্পনা করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেকটা ব্লকে আমাদের যে অ্যালটমেণ্ট কমিটি আছে এটা এ, ডি, সি'র এলাকার মধ্যেও এ, ডি, সি. এলাকার বাইরেও। এইগুলি ব্লক ভিত্তিতে অ্যালটমেন্ট কমিটি। সেই সমস্ত কমিটিগুলির সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখানে যে হিসাব বলা হয়েছে সেই হিসাবে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কোন কোন জায়গা থেকে কিছু প্রশ্ন এসেছিল সেগুলি চেক-আপ করে দেখে ব্যবস্থা করেছি। এখন যদি আরও আসে আমরা নিশ্চয়ই দেখব এবং দেখে থাকি। এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধারের পর কোন কমপ্লেন এই ১ হাজার ২৪১ জনের মধ্য থেকে আসেনি। দ্বিতীয় হল আপনার এই যে পাওয়ার অফ অ্যাটরনির কথা যেটা বলেছেন বিষয়টা রাজ্য সরকারের কাছে না আসা পর্যন্ত আইনের আশ্রয় না নেওয়ার চেষ্টা না করা পর্যন্ত এটার পক্ষে খুবই কঠিন। কোন জায়গা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে এভাবে না আসলে পরে অসুবিধা হয়। তৃতীয় হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আমরা সব জায়গাতেই এইগুলিকে দেখার চেষ্টা করছি। সেদিক থেকে এখানে যে কমপ্লেইনগুলি আসে সেই কমপ্লেনগুলির মধ্যে ২-১টা কেইস আছে যেগুলি কোর্টে মামলা চলছে। কাজেই সেইসব ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে হয়ত এই জমি প্রকৃত যিনি পাওনা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সেই ক্ষেত্রে হয়ত ২-১টা কেইস এইরকম থাকতে পারে।

শ্রীশহীদ চৌধুরী : – সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি বে-আইনীভাবে দখল করা আছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম জমির পরিমাণ কত এবং এরকম পরিবারের সংখ্যা কত ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সারা রাজ্যে একসময়ে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ রাজ্যে একটা সার্ভে করার চেষ্টা করেছিলেন। সকলকে আহ্বান করেছিলেন দরখাস্ত উপস্থিত করার জন্য। সেই দরখাস্ত বিরাট সংখ্যায়, আমার হাতে এই মুহূর্তে সেই হিসাব নেই। পৃথকভাবে প্রশ্ন করলে সেগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারব। তবে হাজার হাজার দরখাস্ত এরকম পড়েছিল, এগুলিকে পরে স্ক্রুটিনী করা হয়। প্রথম ৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের আগে এবং পরে এই ভিত্তিতে এগুলিকে স্ক্রুটিনি করে বহু দরখাস্ত বাতিল হয়ে যায়। তারপর কিছু সংখ্যক থাকে। এই জমি হস্তান্তরের ব্যাপার নিয়ে যেটা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে, এটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায় কিনা। দারিদ্রজনিত নানারকম পরিস্থিতির মধ্যে এবং যেহেতু আমাদের মিশ্র বসতি এলাকা সেইসব জায়গায় জমি হস্তান্তরের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে, এটা একটা কণ্টিনউড্ স্কীম, এই প্রসেসটা সম্পূর্ণ বন্ধ করা খুব কঠিন। এ, ডি, সি, এলাকার ভিতরেও মিশ্র বসতি আছে। এটা বন্ধ করা কঠিন। তবু কমেছে। কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে খুব বেশী। সারা রাজ্যে বিশেষ করে এ ডি, সি, এলাকায় আমরা যে নতুন আইনটা সংশোধিত আইন যেটা কেন্দ্র থেকে মঞ্জুর করেছেন, অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন সেই কেন্দ্রের অ্যাপ্রুভড্ যেসমস্ত ব্যবস্থাগুলি তার ভিতর দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে। আমরা খাসের জায়গা, যেসব জায়গা আগের থেকেই আমাদের রাজ্য সরকার থেকে সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৭১ এর আগে যারা এসেছেন এবং স্থায়ীভাবে এখনও রয়েছেন তাদেরই শুধু বন্দোবস্ত দেব। তাতে আরও শক্তিশালী হয়েছে বিষয়টা। উপজাতিদের দখল করা সমস্ত খাস জমি উপজাতিদেরকেই সমস্ত বন্দোবস্ত দিতে হবে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা ঃ— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন, বে-আইনী জমি হস্তান্তরের প্রশ্নে প্রকৃতপক্ষে আমার জানা মতে প্রত্যেকটা বিভাগের মধ্যে তিনটা এলটমেণ্ট কমিটি আছে, একটা ব্লক এরিয়াতে, একটা নগর পঞ্চায়েত এরিয়াতে, আর একটা হচ্ছে এ ডি সি এরিয়ার মধ্যে। বে-আইনী জমি হস্তান্তর বা ফেরত ঠিক মত পেল কি পেল না সেই ব্যাপারে কোন দায়িত্ব এই কমিটিগুলির নাই। এই জিনিষগুলি দেখেন রেভেনিও অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টর, তাদের এই কাজটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যারা এখনও বাকী আছে, জোর করে দখল করে আছে এখনও এই রকম ঘটনা অনেক আছে। এটা করতে হবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে। কাজেই এই কমিটির কোন দায়িত্ব আছে বলে অন্তত আমার জানা নাই, থাকলে এখানে যুক্ত করে দিলে ভাল হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী : (মন্ত্রী)— মিঃ স্পীকার স্যার, এলটমেণ্ট কমিটি এলটমেণ্ট করেন এবং এলটমেণ্ট কমিটি যেটা তৈরী হয়েছে সেটা পঞ্চায়েত সমিতি বা সরকারের মনোনীত বি এ সি যেগুলি আছে এই বি এ সি এবং পঞ্চায়েত সমিতি গুলি থেকে প্রতিনিধি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে নিয়ে এই এলটমেণ্ট কমিটিগুলি তৈরী করা হয়েছে। সেদিক থেকে আমরা সরকার থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, কারণ তারা অনেক বেশী ঘনিষ্ট, আমরা তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেই। সাধারণতঃ এই কৃষি জমি এলটমেণ্ট-এর প্রশ্নে সেটা সবচেয়ে বেশী গ্রামাঞ্চলে ব্লক এলাকাগুলির মধ্যে আছে। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা সহায়তা নেই। সেই রকম ধরনের কোন আইন কানুন এটা তা নয়। এলটমেণ্ট কমিটি এলটমেণ্ট করবে, তারা সব চেয়ে কাছের কাজেই তাদের পরামর্শ আমাদের প্রয়োজন সেই দিক থেকে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— স্যার, এই যে জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রথমে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মহকুমা শাসকের অফিস থেকে যখন রায় বের হয় তখন অনেকে সেই রায়কে নিয়ে আপিল করেন জজ কোর্ট, তারপর জজ কোর্ট থেকে নোটিশ যায় যে, এইটা এখন দখল দেওয়া বন্ধ রাখ, কেইস শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটাকে দখল দেওয়া যাবে না। কাজেই বে-আইনী দখলদার সেই জমিটা দখল করে রাখে। স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করি জজ কোর্টে কেইসটা যাওয়ার ফলে তিন চার বৎসর যাবৎ গরীব উপজাতি অংশের জনগণকে হয়রানী হতে হয়। এই রকম অনেক গুলি কেইস আমার কল্যাণপুরে আছে, আমি নামধাম দিয়ে বলতে পারি। তারপর জজ কোর্ট থেকে রায় বের হল যে জমি ফেরত পাবে, তারপর আবার একে হাইকোর্ট করছে, ফলে আরও কয়েক বৎসর গরীব উপজাতি অংশের জনগণকে হয়রানী হতে হবে। স্যার, এই রকম অনেকগুলি কেইস আছে আমার কল্যাণপুর এলাকাতে যেগুলি হাইকোর্টে আছে, কবে যে তার রায় হবে ঠিক নাই। এদিকে সেই বে-আইনী দখলদার অলরেডী জমি চাষ করে যাচ্ছে এবং এই রকম কেইস নিশ্চয়ই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক-গুলি আছে এবং এইভাবে গরীব উপজাতি অংশের জনগণের পক্ষে হাইকোর্ট করে জমি ফিরিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন, কাজেই এই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা নেবেন জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, কোর্টে যাওয়ার পর সরকারের খুব সমস্যা, এখানে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করব কোর্ট ন্যায় বিচার করবেন এবং সেখানে যাতে খুব তাড়াতাড়ি কেইসগুলি শেষ হয়ে যায় এবং সেখানে যাতে কাউকে হয়রানী হতে না হয় এটা আমরা আশা করব। স্যার, মাননীয় সদস্য মাধববাবু একটা প্রশ্ন করেছিলেন সেটাও আমি এই প্রসঙ্গে বলছি, এ, ডি, সির আলাদা একটা এলটমেণ্ট কমিটি আছে, শুধু তাই নয় এই এলটমেণ্ট কমিটির সুপারিশ থেকে এলটমেণ্টের ক্ষেত্রে এবং ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই আমরা এ, ডি, সির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখি, তাদের থেকেও পরামর্শ নেই। কারণ কোথায় কোথায় এই রকম

বে-আইনী হস্তান্তর হয়েছে সেগুলিকে আইনগতভাবে নিশ্চয়ই কালেক্টররা সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু সব জায়গা থেকে সমস্ত খবর নেওয়ার জন্য আমরা সর্বস্তরেই যোগাযোগ রাখি এবং এগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর কেইস যেগুলি আছে সেগুলি আমরা দেখছি কতটুকু কি করা যায়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে পাওয়ার অফ্ এটর্নী, যেটা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়া হয়, এটাকে বন্ধ করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার বিষয়টা খুব কঠিন, পাওয়ার অফ্ এটর্নীর অধিকার সাধারণভাবেই প্রত্যেক নাগরিকের আছে, তার উপরে মাননীয় সদস্য যখন প্রশ্ন তুলেছেন ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে কোর্টের ব্যাপার সেটা নিশ্চয়ই কোর্ট বিচার করবে। কিন্তু আমরা দেখলাম এই যে ১৮৭ তম সংশোধনী মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে এসেছে—তাতে আমরা চেয়েছিলাম এই আইনটাকে সংশোধন করা যে জমি যিনি দখল করছেন তাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই জমিটা কিভাবে তার দখলে এসেছে। যারা জমি বে-আইনীভাবে হস্তান্তর করেছে তাদের সেটা প্রমাণ করতে হবে না। এখন আমরা দেখেছি এই যে সাক্ষ্যর একটা জাল দস্তগত দিয়ে কেউ প্রমাণ করতে চায় যে একটা দস্তগতটা জাল। কাজেই এই যে সাক্ষী সাবুদ কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করা যায় এবং এই সমস্ত গরীব মানুষের মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকার আইনের খরচ ইত্যাদি মেটানোর জন্য তাদের সাহায্য করবেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সরকার উপজাতি জনগণের যে অধিকার, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ চলছে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করব। কোর্টের যে সমস্ত ব্যাপার—আইনগত খরচের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে এবং সে সব জায়গা থেকে তারা সাহায্য নিতে পারেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার মহোদয়ের একটি প্রশ্ন সম্পর্কে আমি ইন্টারেস্টেড। কাজেই আমি সে প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাই।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে—প্রশ্নের নাম্বার বলুন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার-১১২।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার অ্যাডমিটিড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১১১।

প্রশ্ন :— (১): রাজ্যে ল্যাম্পস্ অ্যাণ্ড প্যাকস্ সহ সমবায় সমিতিগুলির কাছে মোট কতটি পাওয়ারটিলার আছে।

উত্তর :— রাজ্যে ল্যাম্পস এবং প্যাকস্ সহ সমবায় সমিতিগুলিতে মোট ৩১৫টি পাওয়ার টিলার আছে।

প্রশ্ন নং (২): পাওয়ারটিলারগুলির মধ্যে মোট কতটি চালু আছে ?

উত্তর : — পাওয়ারটিলারগুলির মধ্যে মোট ১৮২টি চালু অবস্থায় আছে।

প্রশ্ন নং (৩): নষ্ট ও মেরামত অযোগ্য পাওয়ারটিলারগুলির পরিবর্তে নতুন পাওয়ারটিলার সরবরাহের কথা বিবেচনা করা হবে কি না ?

উত্তর :— ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বছরে নষ্ট পাওয়ারটিলারগুলির মেরামত করার জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ দেওয়ার জন্য—বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা দেখেছি বিভিন্ন ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্-এর মধ্যে যে পাওয়ারটিলার আছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাবটা দিয়েছেন সেই হিসাবের মধ্যে মিল নেই। কারণ

আমরা দেখেছি একটা পাওয়ারটিলার তিনদিন চালাবার পর সেটাকে নষ্ট বলে বিগত জোট সরকারের আমলে তারা নিজেদের বাড়ীঘরে সেগুলিকে নিয়ে রাখা হয়েছে। এখন সেগুলিকে ঠিকমত মেরামত করে সচল করলে সেটা আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এইগুলিকে মেরামত করে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ গুলিকে আরো ভালভাবে কাজ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ৫ বছর আগে এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ গুলিতে যে সমস্ত পাওয়ার টিলার ছিল এগুলি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন, সেটা সত্যিই তখন এগুলি কারও কারও নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে পরিণত হয়েছিল। এর মাধ্যমে ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স্ গুলি কোন আয় সংগ্রহ করতে পারে নাই। তৃতীয় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ল্যাম্পস বা পেক্সগুলির মাধ্যমে কি করে আয় বাড়ানো যায় সেই চেষ্টা করছি! এখানে আমি আগেই বলেছি যে, ১৮১টি পাওয়ারটিলার চালু অবস্থায় আছে। অবশিষ্টগুলি স্পেয়ার পার্টসের অভাবে সাডাউন করা যাচ্ছে না। তবে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরে কতটুকু এইগুলিকে কার্যকরী করা যায় সেটা অবশ্যই চেষ্টা করব।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বছরে ১৮২টি পাওয়ারটিলার ব্যবহার করে কত টাকা আয় হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়া যেত। কারণ এক্ষুণি কোন তথ্য এখানে নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার-১৬৮

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার-১৬৮।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার-১৬৮।

প্রশ্ন

১. এ ডি সি এলাকায় পি. এফ. ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা,

২. থাকলে কবে নাগাদ সেটা কার্যকরী করা হবে,

৩ না থাকলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১নং হইতে ৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

রাজ্যে বর্তমানে কোন পি, এফ, নাই। পূর্বতন পি, এফকে বর্তমানে ফরেস্ট ল্যাণ্ড বলা হয়। ফরেস্ট কনজারভেশন এ্যাক্ট ফরেস্ট ল্যাণ্ডে বন সম্পদ ছাড়া অন্য কোন ভাবে জমির ব্যবহার করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। এ, ডি, সি, এলাকার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা আইনত প্রযোজ্য। রাজ্য সরকার ফরেস্ট ল্যাণ্ডের কোথায় কতটুকু বন আছে সেটার সার্ভের কাজ শুরু করেছেন। ১৯৮০ সনের পূর্বে যে সকল জমি বাস্তুভিটি ও অন্যান্যভাবে ব্যবহার হয়েছে এবং যে সকল জমিতে কোন প্রকার বনের অস্তিত্ব নেই সেই সব জমি আলাদা করে সরকারের খাসের অন্তর্ভুক্ত করে বাকি জমিতে পি আর, এফ, গঠনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ফরেস্ট ল্যাণ্ড আইন থেকে মুক্ত জমিতে সরকার বন্দোবস্ত দেবেন।

মি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার—১৩৩।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার—১৩৩।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৩৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী একাধিক গাঁও পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত আছেন,

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় কিনা ?

উত্তর

১। দু'-একটি ব্লকের অধীনে কতিপয় ক্ষেত্রে একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী একাধিক গ্রামপঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

২। উক্ত কারণে কতিপয় ক্ষেত্রে কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হল। যে সকল তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তরপত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (বিশালগড) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই হাউসে আসার ব্যাপারে বলেছিলাম। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ের বাড়ী থেকে কার্বাইন উদ্ধার, ওয়ারলেস সেটে বৈরীর সঙ্গে কথাবার্তা—এই সম্পর্কে হাউসে এসে স্টেইটমেণ্ট দেওয়ার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা রাগ করে চলে গেছেন তো।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ;— এখন আদর করতে এসেছি, এখন বলুন।

মিঃ স্পীকার :— এটা অভার হয়ে গেছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এটা কি হলো বলুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি এই সভাকে জানিয়েছেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত লিডার অব্ দি হাউস আছেন উনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, স্যার,...... ।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন, শুনুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার,

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— শুনুন, শুনুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, * * *

* * * Expunged as ordered by the chair,

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি, শুনুন, আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি বসুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, স্পীকার সম্পর্কে মন্তব্য, এটা হতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ শুনুন, এটা এক্সপান্সড্ করা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, স্পীকার সম্পর্কে এসব কথা বলতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, জনস্বার্থে ওরা আসেনি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন, বসুন, সাহায্যে করুন, এইভাবে চলে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এইভাবে চলে না. এইভাবে চলে না শুনুন। আপনি তো সবের উপরে, আপনি এই ভাবে বলছেন কেন ? মাননীয় নৃপেনবাবুকে বলছি। আপনি তো সংসদীয় গণতন্ত্রের অত্যন্ত পুর খাওয়া মানুষ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, হাউসকে খুশী করার জন্য মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবে না। এই হাউসকে খুশী করার বিষয় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এইভাবে হয়না, এইভাবে চলে না। আইন আছে রুলস্ আছে তারমধ্যে চলতে হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এখানে এসে চেঁচামেচি করে সময় নষ্ট করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— এরা সব খুনী।

(গণ্ডগোল)

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার : বসুন বসুন। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়ের নিকট থেকে একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উহা উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— নোটিশটি হচ্ছে "খোয়াই ত্রান শিবির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল বৈরীর গুলি" এই শিরোনামে গত ২৪-২-৯১ ইং তারিখ স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এখন বিবৃতি দিতে না পারেন তা হলে সময় চাইতে পারেন। এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা বসুন। আপনারা শান্ত হোন।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবে হাউস চলতে পারেনা। আপনারা বসুন। আপনারা নীয়ম মেনে চলুন।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা শান্ত হোন। আপনারা বসুন। আপনাদের রুলস্ অব প্রসিডিউর অনুযায়ী চলতে হবে।

গণ্ডগোল

(বিরোধী সদস্যরা ওয়াক আউট করেন)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বিষয়টা ফলো করতে পারিনি। আপনি যদি আবার বলেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আমি আবার বলছি। বিষয়টা হচ্ছে, ফেরারেন্স পিরিয়ড। নোটিশটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়। নোটিশটি হচ্ছে "খোয়াই ত্রান শিবির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল বৈরীরা : গুলি" এই শিরোনামে গত ২৪.২.৯৭ ইং তারিখ 'সান্দন' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৭.২.৯৭ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :– আমি আরেকটি বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি হচ্ছে 'গত ১২ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব থানাধীন কল্যানী এলাকায় ইতি সাহা নামে এক মহিলার গায়ে আগুন ধরিয়ে মেরে ফেলা সহ পনের দায়ে বধূ নির্যাতন সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য তিনি যদি এখনই বিবৃতি দিতে না পারেন তা হলে সময় চাইতে পারেন। এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখিতে পারবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৭.২.৯৭ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আরেকটি বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্য শ্রীশহীদ চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি হচ্ছে "গত ২২,১.৯৭ ইং তারিখে আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় অগ্নিকাণ্ডে সোনামুড়া শহর সংলগ্ন ৬টি পরিবারের বাড়ীঘর আসবাবপত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এখনই বিবৃতি দিতে না পারেন তা হলে সময় চাইতে পারেন। এবং আজ অথবা পরে করে উনার বক্তব্য রাখিতে পারবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৭.২.৯৭ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে ২টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ১৯.২.৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন।

এখন আমি শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত রেফারেন্স পিরিয়ডটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো,—

"এগ্রি বি এস সি. ফিসারী সাইন্স ইত্যাদি কোর্স-এ বহিঃরাজ্যে পাঠরত এস. সি. সহ অন্যান্য ছাত্র ছাত্রী গণের স্টাইপেণ্ড না পাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— ১৯.২.৯৭ ইং তারিখে বিধানসভার মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস কর্তৃক উত্থাপিত "এগ্রি বি এস. সি, ফিসারী সাইন্স ইত্যাদি কোর্সে বহিঃরাজ্য পাঠরত এস সি. সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রী-দের স্টাইপেণ্ড না পাওয়ার সম্পর্কে" :—

এগ্রি বি. এস. সি. ফিসারী সাইন্স, এম. বি বি এস, বি ডি এস, সি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ট্যাকনোলজিক্যাল ইত্যাদি কোর্সে রাজ্যের বাইরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীগণকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর থেকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এন,ই,সি, থেকে স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হয়। শিক্ষা বিভাগ শুধু মাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং, টেকনোলজিক্যাল কোর্সে বহিঃরাজ্যে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং, শিক্ষা বিভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনোলজিকাল কোর্স ভিন্ন অন্যান্য কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড প্রদান সম্পর্কীত বিষয়ে যুক্ত নয়। তবে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রেরিত তথ্যানুসারে ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড প্রদান সংক্রান্ত বর্তমান পরিস্থিতি নিম্নরূপ,

১। কৃষি দপ্তর,-

বি, এস, সি, (এগ্রি), বি, এস. সি. (হর্টি) এবং বি, এস সি, (এগ্রি ইঞ্জিনীয়ার) কোর্সে বহিঃরাজ্যে পাঠরত এস, সি, (এন, ই, সি, কোটায় এবং রাজ্য কোটায় ভর্ত্তি হওয়া) সকল ছাত্রছাত্রীগণকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

১৯৯৪-৯৫ সনের পূর্ব পর্য্যন্ত এন, ই, সি, কোটায় পাঠরত ছাত্রছাত্রীদেরকে এন, ই, সি, থেকে প্রতিমাসে ৪০০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেয়া হত। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সন থেকে এন,ই,সি, কোটায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদেরকে এন,ই,সি, তরফ থেকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে ঐ সকল ছাত্রছাত্রীগণকে ১৯৯৪-৯৫ ইং সন থেকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে রাজ্য সরকারের বাজেট বরাদ্দ থেকে "ত্রিপুরা পোষ্ট মাধ্যমিক স্টাইপেণ্ড" দেওয়া হচ্ছে। এরকম ছাত্রসংখ্যা ৫৯। এছাড়া রাজ্য কোটায় ভর্ত্তি হওয়া ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে ও ৩০০ টাকা হারে ঐ স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

বহিঃরাজ্যে পাঠরত এস, সি, সহ ছাত্রছাত্রীগণকেই যার যার কলেজ থেকে রিপোর্ট ও লিখিত চুক্তি ইত্যাদি পাওয়ার পর প্রথম ছয় মাসের স্টাইপেণ্ড দিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় প্রতি সিমিস্টার পরীক্ষায়

কৃতকার্য হওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর ছয় মাস পর পর স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হয়। যদি কোন ছাত্রছাত্রী সিমিস্টার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তবে কৃতকার্য হয়েছে এমন রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে স্টাইপেণ্ড প্রদান স্থগিত রাখা হয়।

২। মৎস্য বিভাগ :—

বর্তমান বি. এস. সি, (ফিসারী) কোর্সে ছয় বছর-এর পাঠক্রমে ৪ জন এবং এক বছরের পাঠক্রমে ৪ জন মোট ১২ জন ছাত্র ছাত্রী বহিঃরাজ্যে পাঠরত আছে। ৭-৯ ৯৬ তারিখ থেকে এন, ই, সি. ছাত্রছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, ছাত্রছাত্রীরা প্রি-সার্ভিস পাঠরত (অর্থাৎ যারা চাকুরীরত নহে)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ৭-৯-৯৬ ইং তারিখে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মাসিক পরিবারিক আয় ১, ৫০০ টাকার নীচে, তাদেরকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ও বার্ষিক ৫০০ টাকা হারে এককালীন বুক-গ্র্যাণ্ড দেওয়া হবে। উক্ত সিদ্ধান্তক্রমে বর্তমানে তিন জন ছাত্রছাত্রীকে ৭-৯-৯৬ ইং তারিখ থেকে স্টাইপেণ্ড ও বুক্-গ্র্যাণ্ড প্রদান করা হচ্ছে। পরিবারিক মাসিক আয় ১, ৫০০ টাকার উর্দ্ধে হওয়ার বাকী সাত জনকে ছাত্রছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ড দেয়া হচ্ছে না।

৩। শিক্ষা বিভাগ :—

বহিঃরাজ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং, টেকনোলজিক্যাল কোর্সে পাঠরত সব ছাত্রছাত্রীদেরকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে পোস্ট মাধ্যমিক স্টাইপেণ্ড দেয়া হচ্ছে। কোন ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড পায়নি এমন কোন অভিযোগ শিক্ষা দপ্তরে নেই।

৪। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর :—

বি, ভি, এস, সি, বি, এস, সি, (ডাইরি) কোর্সে পাঠরত কেণ্ডিডেট-দেরকে এন, ই, সি, স্টাইপেণ্ড দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ থেকে ২৭ জন (বহিঃরাজ্যে পাঠরত) ছাত্রছাত্রীগণকে স্টাইপেণ্ড প্রদানের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের রিভাইজ বাজেট এও এই অর্থের সংস্থান রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। স্বাস্থ্য বিভাগ :—

বহিঃরাজ্যে পাঠরত (মেডিক্যাল কোর্সে) সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হচ্ছে এবং স্টাইপেণ্ড পায়নি এমন কোন ছাত্রছাত্রী নেই।

৬। তথ্য. সংস্কৃতি ও পর্য্যটন দপ্তর :—

ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেণ্ট, ক্যাটারিং টেকনোলজি এপ্লাইড এবং নিউট্রেসন কোর্সে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ড দেওয়ার বিষয়টি সরকরের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীসুবল দাস :— রাজ্যের বাইরে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করতে যান তারা একটি নির্দ্দিষ্ট স্টাইপেণ্ড পাবেন এটা জেনেই যান এবং সে টাকার উপর পরিকল্পনা নিয়ে এইখান থেকে রওয়ানা হন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে

উল্লেখও করেছেন সময়মত টাকা না পাওয়ার অসুবিধের কথা। কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোরে যেসব ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যায় সময় মত টাকা না পাবার ফলে তাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরো বলেছেন, সরকারের কাছে কোন অভিযোগ নেই। আমি এখানে নির্দিষ্ট নাম বলতে পারি, মিহির দাস সে এগ্রি বি, এস, সি, পড়তে বোম্বে গেছে। কিন্তু ২ বৎসরের উপর হয়ে গেছে সে স্টাইপেণ্ড পায়নি। এখন সে থার্ড ইয়ারে উঠেছে। তবু স্টাইপেণ্ড পায়নি। আরো আছে একই রকম অবস্থা। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা এবং যাতে এক মাসে না হলেও প্রতি দু'মাসের মধ্যে যাতে স্টাইপেণ্ড পেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, স্টাইপেণ্ড দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছেই। এখন পর্যান্ত সুষ্ঠভাবেই চলছে। যদি কারোর কোন অসুবিধা হয়, তাহলে নির্দ্দিষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট দপ্তর থেকে জেনে নিতে পারেন। মেডিকেলের ব্যাপার মেডিক্যাল দপ্তর থেকে, এগ্রিকালচারের ব্যাপার এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে জেনে নেবেন। শিক্ষা দপ্তরের সব ব্যাপার নয়। আমি অন্যান্য দপ্তর থেকে উত্তর এনে বলেছি। এটা শিক্ষা দপ্তরের একার দায়িত্ব নয়।

শ্রীসুধন দাস :— যেহেতু বিষয়টি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সে জন্য শিক্ষা দপ্তর মনিটারী করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমিও এখানে মিহির দাসের নাম স্পেসিফিক ভাবেই উল্লেখ করেছি। বিষয়টি মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি না ? আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, জিনিসপত্রের মূল্য দিনের পর দিন বাড়ছে। দিন মজুরদেরও মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে, অন্যান্য ভাতাও বাড়ান হচ্ছে। কাজেই এই প্রশ্নে রাজ্যের বাইরে পাঠরত ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড বাড়ানোর জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাত জানাই আছে। ইচ্ছাও সরকারের আছে। কিন্তু আর্থিক সংকুলান না থাকায় পরিকল্পনা নেই স্টাইপেণ্ড বৃদ্ধির। মিহির দাস সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে নিশ্চয়ই দেখব। মনিটারী করার বিষয়টি দেখব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমরা জানি, নর্থ ইষ্টার্নের অন্যান্য রাজ্যে ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। আমাদের এখানে ৩০০ টাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এখানে স্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি করা হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি, স্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাতত নেই। সরকারের ইচ্ছা অনেক কিছু করার কিন্তু সব করা যায় না।

মি: স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২০-২.৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন।

এখন আমি নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো, —

"শহরাঞ্চলের বেকার দিনমজুরদের কাজের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে"।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) : — মি: স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক আনীত 'শহরাঞ্চলে বেকার দিনমজুরদের কাজের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে' এর উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি,

শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বেকার দিন মজুরদের সংখ্যা ও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরাঞ্চলের দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের ন্যূনতম দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাদের শহরাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে শ্রমদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নগর উন্নয়নদপ্তর এই শ্রমজীবি জনগণকে নির্ধারণের জন্য পোর পরিষদ এলাকায় এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় সেবার কার্ড প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শহরাঞ্চলে শ্রমজীবি বা দিনমজুর জনগণের কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে ষ্টেট আরবান এমপ্লয়মেণ্ট প্রোগ্রাম (SUEP) চালু করা হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্যে হল—

১। শহরাঞ্চলে দারিদ্রসীমার নীচে পুরুষ ও মহিলা উভয় বেকার এবং শ্রম প্রদানের অক্ষম জনগণের পুষ্টিজনক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করা।

২। শহরাঞ্চলীয় স্থায়ী সামাজিক সম্পত্তির উৎপাদন, এই স্টেট আরবান এমপ্লয়মেণ্ট প্রোগ্রামটির সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য চলতি আর্থিক বছরে নগর উন্নয়ন দপ্তর আগরতলা পোর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতগুলিকে মোট ২৬.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

ইহা ছাড়া নেহেরু রোজগার যোজনার অন্তর্গত স্কীম অব আরবান ওয়েজ এমপ্লয়মেণ্ট (SUWE) এবং স্কীম এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাণ্ড হাউসিং এ্যাণ্ড সেলটার আপগ্রেডেসন (SHASU) প্রকল্পগুলি ও বেকার দিন মজুরদের কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রদান করেছে।

নগর উন্নয়ন দপ্তরের অন্তর্গত প্রকল্পগুলিতে দিন মজুরদের শ্রমদিবসের হিসাব ও প্রকল্পগুলির জন্য চলতি বছরে প্রদেয় অর্থের হিসাব এতদসঙ্গে প্রদত্ত হল,

MANDAYS CREATED UNDER DIFFERENT PROGRAMME DURNIG 1996-97 (UPTO DECEMBER, 1996)

NAME OF LOCAL BODIES	S. U. E. P.		N. R. Y.		DRAINAGE & SANITATION		CONSTRUCTION OF HOUSE (HOUSING)		
	Fund	Mandays	Fund	Mandays	Fund	Mandays	Fund	Mandays	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Agartala Municipal Council	2.00	6150	6.00	1206	41.74	9380	14.20	2500	(Target)
2 Dharmanagar, N. P.	2 00	3543	1 33	758	6.00	350	17 20	3000	"
3 Kailashahar, N. P.	2.00	3453	0.93	579	4 00	1530	17 00	3000	"
4. Kamalpur N. P.	2.00	2425	0.73	335	4 00	2280	9.00	1000	"
5. Kumarghat N. P.	2.00	4876	0.93	375	4.26	3755	14.50	2500	"
6. Khowai N. P.	2.00	5200	0.93	813	5.00	1320	13.00	2000	"
7. Teliamura, N. P.	2.00	2400	0 93	3116	5.00	1300	13.00	2000	"
8. Ranirbazar, N. P.	2.00	1250	1 03	340	4.00	1500	13.00	2000	"
9. Sonamura, N. P.	2.00	2826	0 80	2100	4.00	1447	13.00	2000	"
10. Udaipur, N. P.	2.00	N.A.	0 93	5028	5.00	732	15.00	3000	"
11. Amarpur, N. P.	2.00	N.A.	0.80	652	4 00	600	8 00	1000	"
12. Belonia, N. P.	2.00	1568	0.93	838	5 00	1700	13 00	2000	"
13. Sabroom, N. P.	2.00	1200	0.73	738	4.00	1800	10 00	1100	"
TOTAL :—	26.00	34,873	17 00	16,878	96.00	27,694	169.40	27 000	(Target)

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর :)— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলের ন্যায় শহরেও দিনমজুরদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নগর উন্নয়ন দপ্তর তাদের জন্য লেবার কার্ড দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সে জন্য সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমরা দেখেছি এস, আর, ই. পি‌তে গ্রামের দিনমজুরদের যে হারে মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু শহরে সেভাবে হয়নি। তাই এই ক্ষেত্রে শহরের দীনমজুরদের মজুরী বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা এটা হচ্ছে ১ নং। ২নং হচ্ছে লেবার কার্ড গ্রহনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কত দিনের মধ্যে দিনমজুরীদের চিহ্নিত করা হবে এবং যারা দিনমজুর শহরের কমপক্ষে তাদের বছরে ১০০ দিনের কাজ দেবার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু করার জন্য কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) ঃ — মাননীয় সদস্যের ১ নং প্রশ্নের উত্তরে বলছি গ্রামের এবং শহরের দিনমজুরদের সমহারে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যের ২নং প্রশ্নের উত্তরে বলছি তিনি যে ১০০ দিনের বছরে কাজের কথা বলেছেন টাকার সংস্থান হলে নিশ্চয়ই করা হবে। আমি তো এই বছরের কথা বলেছি লেবার কার্ড সম্পর্কে রেকটোস্পেকটিভ নটিফায়েড এরিয়ার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই ব্যাপারে নগর উন্নয়ন দপ্তর ১৬ হাজার ৮৭৮ ম্যানডেইজ কাজের সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত নগর উন্নয়ন এবং মিউনিসি-প্যালিটি এলাকার মধ্যে এই রকম দরিদ্র সীমার নীচে কতজন দিনমজুর আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ? এটা হচ্ছে ১নং। আমার ২ নং পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান হচ্ছে যাদের লেবার কার্ড দেওয়া হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মত ভি, পি, এল সার্ভে করা হয়েছে কিনা এবং এ বি, সি, এই ভাবে ভাগ করা হয়েছে কিনা ? শহরের জন্য এই রকম কোন সার্ভে করা হয়েছে কিনা লেবার কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে। এই ধরনের কোন সার্ভে কমপ্লিট হয়েছে কিনা এবং না হলে কত দিনের মধ্যে কমপ্লিট হবে ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) ঃ— দরিদ্র সীমার নীচে কতজন দিনমজুর আছে সেই তথ্য এখন নেই, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব। লেবার কার্ড সম্পর্কে যে তিনটা এ, বি, সি কেটাগরির কথা বললেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানিয়ে যদি আলাদা প্রশ্ন করেন তাহলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীসুধন দাস :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার. দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস যারা করে তাদের নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর সভার মধ্যে ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে কিনা এক বছর কত জনের ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে এবং প্রতি ঘরে কত টাকা খরচ হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রতি ঘরের জন্য ২৫ হাজার টাকা এষ্টিমেট করা হয়েছে।

এই টাকাটা দিয়ে যেমন একটু আগে আর. ডি, ডিপার্টমেন্টর উত্তরে বলেছেন যে এই রকম একটা স্কীম আছে আমাদের এখানে অনেকটা ফেক্সিব্‌ল কেউ যদি মাটির ঘর করতে চায় তাকে তা করতে দেওয়া হয়। এটা কোন স্ট্যাটিক্স্ না। যদি বেনিফিসারী নিজে কন্‌ট্রিবিউট করতে পারে আরও একটু বাড়াতেও পারে, ইচ্ছে করলে এটাকে আরও একটু কালার ফুলও করতে পারে, ডিজাইনও চেইঞ্জ করতে পারে, এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এটা প্রয়োজনভিত্তিকভাবে যাতে গড়া যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। কাজেই, এই সম্পর্কে স্টেটিক কোন কিছু নেই। তবু টাকাটা আমরা ২৫ হাজার পর্য্যন্ত করেছি এবং এটার

মধ্যে বিভিন্ন স্কীম আছে। একটা হচ্ছে হাউসিং বি. এম. এস যেটা বেসিক মিনিমাম সারভিস-এ সেন্টার আপ-গ্রেডেশান সেখানেও কিছু কিছু সাহায্য করা হচ্ছে। কাজেই, এটা বিভিন্ন স্কীমে করা হচ্ছে। সুতরাং সঠিক সংখ্যাটা এখন পৌছায়নি।

শ্রীসুধন দাস।— স্যার, একটা গৃহ নির্মাণের প্রশ্নে বিশেষ করে আগরতলা শহরের পৌর এলাকায় কিছু হরিজন বস্তি আছে, এই সমস্ত এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুর্বল অংশের মানুষ থাকে এবং যাদের ঘরবাড়ী নাই। এদেরকে ঘরবাড়ী তৈরী করে দেওয়ার জন্য দপ্তর থেকে সুনির্দিষ্টভাবে দুর্বল এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত করে এই এরিয়াগুলিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার নেবেন কিনা?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা সত্যিই। স্লাম এরিয়াতে বাড়ীঘর তৈরী করা শুধু না, সেনিটেশান আছে, ওয়াটার সাপ্লাই, সমস্ত কিছু নিয়ে মাষ্টার প্ল্যান করে আমরা এগুচ্ছি এবং ইতিমধ্যে শুধুমাত্র এই হাউসিং স্কীম থেকে ১৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এটা যতটুকু আমি জানি ঘর আরম্ভ না হলেও এখন পর্যন্ত আগরতলা মিউন্যাসিপ্যালিটি কাউন্সিল মিটিং-এ বেনিফিসারী সিলেক-শান করেছেন এবং স্লাম এরিয়া ডেভালাপমেন্টের যে টাকা ধরা হয়েছে এটা হয়ত মিউন্যাসিপ্যালিটি খরচ করতে পারবে কিনা সেই তথ্য পরিস্কার জানালে পারত যে কতটা ঘর করবে না করবে, কি করছে না করছে।

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম হচ্ছে শ্রীশহীদ চৌধুরী। নোটিশের বিষয়বস্তু হল—"তৈদু ধৃত ব্যক্তিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ গাড়ীতে বাড়ী পৌছে দেওয়ার" এই শিরোনামে গত ২৪-২-৯৭ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য শ্রীশহীদ চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন কবে তিনি দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় যে সংবাদটা উঠেছে। এটা আমার দৃষ্টিতেও এসেছে। অসত্য, অলীক, কল্পনাবাদ। যারা এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন একেবারেই সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তৈদুতে আমি কখন গেলাম তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। কাজেই কি বলব স্যার, এটা কি ষ্টেইটমেন্ট দেব। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। প্রেস আইনে আমার একটা প্রতিবাদ দেওয়ার নিয়ম, এইরকম অজস্র প্রতিবাদ দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিনই এইরকম অসত্য বলা হচ্ছে আর প্রতিদিনই প্রতিবাদ দিতে হচ্ছে। শুধু আমাকে নয়, অন্যান্য যারা মিনিষ্টার আছেন তাদের সম্পর্কে, এই সরকার সম্পর্কে, এইরকম অজস্র মিথ্যা সমস্ত বলা হচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ দিয়ে যাচ্ছি। আমরা রাজ্য প্রশাসনকে বলেছি যে সমস্ত মিথ্যা সংবাদ দিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা এটা সম্পর্কে প্রেস কাউন্সলে সবগুলিকে কমপাইল করে এটা যেন রেফার করার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে যখন নাকি রাজ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি, চারদিক থেকে একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে, ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের সাপোর্টে এইরকম ধরনের উস্কানীমূলক নানারকম সংবাদ, মিথ্যা তথ্য এইগুলি ভয়ংকর ক্ষতি করে। পত্রিকার যারা সম্পাদকরা আছেন, যারা সাংবাদিকরা

আছেন তাদের সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা সরকারকে সহযোগীতা করুন। অসত্য তথ্য দেবেন না অসত্য তথ্য না দিয়ে সরকার থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন. তার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। আপনার হাতে যদি তথ্য থাকে তাহলে সেই তথ্য সেখানে জানিয়ে আপনারা পরীক্ষা করে নিন, তারপর সেইসমস্ত তথ্য পরিবেশন করুন।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর):— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি বলেছেন প্রেস কাউন্সীলে যাওয়ার ব্যাপারটা গত বেশ কিছু দিন যাবত বিশেষ করে ত্রিপুরার এই পরিস্থিতিতে 'দৈনিক সংবাদ' ও 'স্যন্দন' সহ কয়েকটা পত্রিকায় যেভাবে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের উত্তেজিত করার জন্য এই সমস্ত মিথ্যা সংবাদগুলি এইভাবে পরিবেশিত করছেন। আজকেও কিছুক্ষণ হইচই হল মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে 'স্যন্দন' পত্রিকার খবর নিয়ে। এটা হল সরাসরি ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে এবং ভাত্রদের বিরুদ্ধে মূলত সেখানে একটা দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত। তাদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর আমাদের প্রচলিত যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী সরকার এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি? এটা নিয়ে আমি প্রস্তাব করছি, এই সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, বিধানসভায় এটা বোঝা যাচ্ছে যে অধিকাংশ সদস্যই এখানে তারা উপস্থিত আছেন এবং তারা সকলেই এই সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ বলে দাবী করছেন এবং তারা করেছেন তারা তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি সরকারের প্রশাসনের এপ্রোপ্রিয়েট্ অথরিটিকে নির্দিষ্টভাবে বলব আইনগতভাবে পরীক্ষা করে দেখে নির্দিষ্টভাবে প্রচলিত আইনে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা:— স্যার, এই সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলেছেন তা ঠিক আছে। স্যার, এই পত্রিকায় যে সংবাদ ছেপেছেন, এখানে দুইটা পত্রিকাই আছে আজকে যে পত্রিকা নিয়ে এখানে হইচই করা হল তার লক্ষ্যটা কি এটা বুঝতে হবে এই রাজ্যের মানুষকে এবং এই বিধানসভার সদস্যদেরও। যেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রদ্ধেয় নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবকে লক্ষ্য করে. তিনি উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছেন এবং এখানে মাননীয় বিরোধী দল. নেতা পত্রিকায় একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে, আমি যদি এটা প্রমাণ করতে না পারি তো পদত্যাগ করব। স্যার, এই পত্রিকার লেখার উপর ভিত্তি করে দেখলে পরে এই সংবাদ যারা পরিবেশন করেছেন এটা কি তাদের স্টাফ রিপোর্টার বা যে জায়গা থেকে সংবাদগুলি নেওয়া হচ্ছে সেই সংবাদদাতা কিনা? মানে পার্টিকুলার পারসনকে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, এগুলি সম্পর্কে তদন্ত করে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় এটা দেখতে বলব। আমাদের সঙ্গে সাংবাদিকরা সাক্ষাৎ করেন সব সাংবাদিক এক রকম না, আসল প্রশ্ন হচ্ছে সাংবাদিক যে সংবাদ আনেন সেটার পরিবেশন সংবাদপত্রে হয় না, এটা অনেক সাংবাদিকের কাছ থেকে আমরা শুনেছি। যারা নাকি আমাদের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে উপস্থিত হয় তাদের কাছ থেকে। কাজেই সাধারণভাবে সাংবাদিকদের সম্পর্কে আমাদের সেই রকম দৃষ্টি ভঙ্গি নেওয়াটা ঠিক হবে না। তবে সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের মালিক, সংবাদ-পত্রের এডিটর, যারা এডিট করে সংবাদ দায়িত্বটা তাদের বেশী এবং আমি বললাম প্রশাসনের এপ্রোপ্রিয়েট্ অথরিটিকে এটা বলব যে, প্রচলিত যে সমস্ত আইন রয়ে গেছে সেই আইন দিয়ে দেখার জন্য এবং নির্দিষ্টভাবে প্রেস কাউন্সিলের কাছে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরার জন্য বলব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এই বিধানসভায় সেদিন কিভাবে ফটো জালিয়াতি করে বিভিন্নভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তা আমি তুলে ধরেছিলাম। আমি এটাও বলেছি যে, সাংবাদিকতা মানে তার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমরা একশতবার মানি, সংবাদপত্র গণতন্ত্রের স্তম্ভ। সংবাদপত্রকে আমরা শ্রদ্ধা করি। সংবাদপত্র ছাড়া এই গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে প্রচার কে করবে। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের স্তম্ভ এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে কি একটা দাঙ্গার মুখে ফেলে দেবে, একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে মিথ্যা খবর দিয়ে মন্ত্রীর ফটো ছাপিয়ে তা করবে নাকি? তার পরেও কি তার জন্য কোন আইন নাই। স্যার আমরা খুব দুঃখীত আজকে যা দেখলাম এই 'স্যন্দন' পত্রিকায় কিভাবে সেই দাঙ্গাবাজীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। আর এদিকে আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ এই সংবাদ পত্রিকাকে হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমন করছে, স্যার, এটার সঠিক বিচার আমরা চাই। এটার প্রমান করতে হবে, না হলে এই বিধানসভা যে একটা সার্বভৌমত্ব-এর স্তম্ভ সেখানে এই পত্রিকাকে হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা এই খবরের সত্যতা কতটুকু তা যাচাই করে এবং সংবাদপত্রে এই ধরনের খবর ছাপানোর কারণে দেশে যে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি?

সংবাদপত্রের অতি স্বাধীনতার জন্য আজকে দেশের মধ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, এইটা চলতে দেওয়া যায় না। কাজেই এটার তদন্ত করে এর বিরোদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? এবং এই সমস্ত খবরের জন্য আইনের সাহায্যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? এইটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) : — মি: স্পীকার স্যার, এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের সবাই জানেন যে, কিছু কিছু সংবাদপত্র ঘরে বসে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে, উস্কানী দেন। এবং এর বিরোদ্ধে প্রতিবাদ দিলেও বেশীরভাগ সময় তারা সেটা ছাপেন না। কাজেই যে এথিকস্ আছে সংবাদপত্র সেটা মেইন্‌টেইন করে না, এইটা ঠিকই। তাই আমা আমাদের দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিবাদপত্র ছাপে না সে ক্ষেত্রে সেটা যেন প্রেস্ কাউন্সিলে পাঠানো হয় এবং সেক্ষেত্রে মামলা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে যে ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অন্যান্যভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে মামলা করার জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী উপজাতি হওয়ার জন্য এরা ষড়যন্ত্র করছে এবং তাঁকে আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে টার্গেট করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উপজাতি হওয়ায় তারা এইটা সহ্য করতে পারছে না ফলে তারা এই রাজ্যে আজকে দাঙ্গার সৃষ্টি করছে, উগ্রবাদী বাঙ্গালী জাতিবাদ এবং সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টিতে আরেকটি জিনিস জানতে চাই। খোয়াই-এর দাঙ্গা ব্যর্থ হওয়ার পর কিভাবে উপজাতিদের উপর অত্যাচার করা যাবে, সেজন্য দুই একটা সংবাদপত্র এবং বিরোধীদলগুলি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবং এখানে বিরোধী দলনেতা, অবশ্য কে তাদের নেতা সেটা বুঝা যাচ্ছে না, কার নেতৃত্বে তারা চলছে সেটা বুঝা যাচ্ছে না, আজকে এরা সরাসরি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু উপজাতি সেহেতু উগ্র বাঙ্গালী জাতিবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে তাঁকে" (মুখ্যমন্ত্রীকে)

আক্রমণ করার জন্য, রাজ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। কিছুদিন আগে দৈনিক সংবাদের এক বিশেষ সম্পাদকীয়তে বাঙ্গালীজাতিকে উস্কিয়ে দিয়ে কিছু মন্তব্য প্রচার করা হয়েছে। এবং দুইদিন আগে বিরোধী দলনেতা সমীরবাবু বললেন, 'এইখানে আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবকে উগ্রপন্থীর মদত দাতা হিসেবে প্রমাণ করতে না পারি তাহলে পদত্যাগ করব। আজকের পত্রিকায় এইটা সুন্দরভাবে পরিকল্পিতভাবে তোলে ধরা হয়েছে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উগ্রপন্থীদের মদতদাতা। এইজন্য স্যার, এইটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রে এই বিরোধী সদস্যরা আজকে লিপ্ত এবং তারা উগ্রবাঙ্গালীজাতিবাদ তোলে ধরে ত্রিপুরায় দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্র করছে। কাজেই এটা প্রমাণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখছি এবং প্রেস কাউন্সিলকে এখানে আমন্ত্রণ করে তদন্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না এটা আমরা জানতে চাই, এবং এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো এবং তার বিরোদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কতগুলি পদ্ধতি আছে। মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো হয়, ছাপানো হয়, তার প্রতিবাদ করলে পরে সেটাও ছাপাতে হয়। তারপরে সেটা প্রেস কাউন্সিলে পাঠানো যায়। আর যদি খুবই ক্ষতিকারক হয় তাহলে কেইস করা যায়। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে সমস্ত ক্ষেত্রে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে সেটা আমরা কেইস করব। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে যে সমস্ত কথাবার্তা ওরা বলছে ত্রিপুরার মানুষ সেটা ভাল করেই জানেন। চার, চারবার তিনি সরাসরি লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন যখন কংগ্রেস শাসন ছিল। জাতি উপজাতি সমস্ত অংশের মানুষের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি-উপজাতির সম্প্রীতি রক্ষার সেতু বন্ধনের কাজ করেছেন। আজকে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর ওরা যে সমস্ত কথা বলছেন প্রথমত মনু থেকে ধুমাছড়াতে যাওয়ার সময় তার গাড়ীতে গ্র্যানেড ছোঁড়া হয় এবং সামনের কাঁচ ভেঙ্গে সেটা ভেতরে পরে। শুধু সুইচটা অন করতে ওরা ভুল করেছিল। তা না হলে দশরথ দেব সেই দিন শেষ হয়ে যেত, তার মাংশ খুজে পাওয়া যেত না। তার পর যখন কমলপুরে গেলেন, রাস্তায় দুই দিক থেকে এম্বুস করা হল। ওর গাড়ীটা পাশ করে দিয়েছে। ওর এসকর্টের কয়েকজন জোয়ান তখন মারা গেলেন। বলরামে সেটা হয়েছে। এগুলি জানা কথা। এটাও জানা কথা যে আমাদের বিধায়ক প্রণব দেববর্মাকে অপহরণ করেছিল এবং ১১টি মাসের মধ্যে চমাসই হাতে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। উপরে-সাইডে-নীচে পলিথিন তাও আবার সেটা কাঁদার মধ্যে। এইভাবে ওদেরকে আটকে রেখেছিল দেহরক্ষী সহ। ১১ মাসের শেষের তিন মাস অনেক বলে-কয়ে হাত-পায়ের শিকলটা খুলতে পেরেছিল। এইভাবে আমাদের নির্বাচিত বিধায়ক থেকে শুরু করে কর্মী পর্য্যন্ত কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে সেটা কি আবার নুতন করে বলতে হবে ? সেটা কি প্রমাণ করতে হবে। কাজেই এই সমস্ত অপপ্রচারে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। আজকে যারা এই রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা চায় না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চায় এবং এই সরকারকে বে আইনীভাবে উচ্ছেদ করতে চায়। এটা তাদের চক্রান্ত। তারমধ্যে কিছু সংবাদপত্রেও জড়িত আছে এবং তারজন্য এরা এগুলি করছে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বললেন। সেটা সভার কার্য্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হোক্।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, সেটা সভার কার্য্যবিবরণী থেকে ইতিমধ্যেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই নিয়ে হাউসে যে স্ট্রং অপিনিয়ন সৃষ্টি হয়েছে, এই অপিনিয়নটা সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে আপনার কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয় কর্তৃক আনীত এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে— 'ধূপকাঠির শলা ও ফুলঝাড়ু বিক্রি বন্ধ হওয়ার প্রায় ১০ হাজার শিল্পী পরিবার বিপন্ন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— বাঁশের তৈরী ধূপ কাঠির শলা বিক্রয়ের উপর ত্রিপুরা ক্রয় কর আইন ১৯৯০ ইং অনুযায়ী ৪ শতাংশ হারে ক্রয় কর আরোপ করা হয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী ধূপ কাঠির শলা ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে শেষ ক্রেতার নিকট থেকে ৪ শতাংশ হারে ক্রয় কর আদায় করে প্রয়োজনীয় পারমিট ইত্যাদি বিক্রয় কর দপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেওয়া হচ্ছে। যে সকল ক্রেতা ক্রয় করা ধূপ কাঠি তৈরীর বাঁশের শলা বহিঃরাজ্যে বিক্রয়ের জন্য পাঠাবেন তাদের ৪ শতাংশ ক্রয় কর ছাড়াও কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর দিতে হয়। রাজ্য সরকার ধূপকাঠির বাঁশের শলা তৈরীর কাজে নিযুক্ত রাজ্যের হাজার হাজার দরিদ্র পরিবারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে গত ১-৯-৯৬ ইং থেকে ধূপ কাঠির বাঁশের শলা বহিঃরাজ্যে বিক্রয়ের উপর থেকে কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

ধূপকাঠির শলা এবং ফুলঝাড়ু বিক্রয় কর হওয়ার ১০ হাজার শিল্পী পরিবার বিপন্ন হওয়া জনীত উদ্ভূত সমস্যা এটা সরাসরি রাজস্ব দপ্তরের বিষয়বস্তু হচ্ছে না কিন্তু তবু আমাদের এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, ভারতের মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত রীট আবেদন নং (সিভিল) ২০২-১৯৯৫ তৎসহ রীট আবেদন নং ১৭১-১৯৯৬ এর ১২ ১২-৯৬ ইং তারিখের এক অন্তবর্তী আদেশমূলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য থেকে সর্বপ্রকার বৃক্ষছেদন এবং বহিঃরাজ্যে বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু ফরেস্ট এলাকার সবরকম ফরেস্ট সম্পর্কিত নয় এমনসব কাযকলাপও নিষিদ্ধ করেছেন। যদিও ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে ধূপকাঠির বাঁশের শলা কিংবা ফুলঝাড়ু বহিঃরাজ্যে প্রেরণের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। কিন্তু আসাম সরকার মাননীয় আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আসাম রাজ্যের মধ্যদিয়ে সব রকম বনজ সম্পদ বহিঃরাজ্যে পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে ত্রিপুরার ফুলঝাড়ু এবং ধূপকাঠির বাঁশের শলা বিক্রয়ের সাথে যুক্ত অনেক পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের আদেশমূলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গত ৬-২-৯৭ ইং তারিখে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবাসিক কার্যালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং বন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের দপ্তরসহ কর্মকর্তাদের নিয়ে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিস্তৃত আলোচনাক্রমে মাননীয় আদালতের আদেশমূলে সৃষ্ট ত্রিপুরার উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতে অতিসত্বর একটি এফিডেভিট দাখিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরকে এব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যাতে উপযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ করে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতে সমস্যাটি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী জোড়ালোভাবে পেশ করা যায়।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি এখানে ১০ হাজারের কথা বলছি যদি হিসাব করে দেখা যায় তাহলে এর চেয়ে আরও বেশী হবে লক্ষাধিক হবে। মূলত এই ফুলঝাড়ু তো

যখন এপ্রিল, মে মাস হয় তখন যখন আগুনে পুড়ে যায় তখন এইগুলির কোন মূল্য থাকে না। এটা শুধু ফরেস্ট এলাকা থেকে নয়। এই বাঁশগুলি নিজস্ব পালিত জোত ভূমিতেও হয়। এই সমস্ত বাঁশ বিরাশি মাইল থেকে কুমারঘাট অবধি বাঁশের বন রয়েছে এই বাঁশবনগুলি থেকে এই ধূপকাঠির শলা বিক্রয় করে করে এই পরিবারগুলি রক্ষা পাচ্ছেন। এইগুলি ফরেস্ট এলাকাতে না। এই বাঁশগুলি তিন বছর থাকার পর এই বাঁশটা মরে যায়। মরে যাওয়ার আগে এই ধূপকাঠি বিক্রয় করলে যে পয়সা পাবে কিন্তু মরে গেলে এটা আর হয় না। কাজেই লক্ষাধিক পরিবার এই ধূপকাঠির শলা, ঝাড়ু, এই ঝাড়ুগুলি একদম বিস্তীর্ণ এলাকার ভিতরে গিয়ে এরা এই ঝাড়ু সংগ্রহ করে বিক্রি করছেন। আমরা সেখানে কোন দিন যেতেও পারব না এবং যাইও না। এইরকম জায়গা থেকে ঝাড়ু সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে পরিবার রক্ষা করছেন এরকম লক্ষাধিক পরিবার হতে পারে। এটা মীমাংসার যে, উদ্যোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই উদ্যোগটাকে আরও যাতে তাড়াতাড়ি মীমাংসার একটা পথ খোজা যায় এবং এই ধূপকাঠির শলা ও ফুলঝাড়ু আমরা যাতে বাইরে পাঠাতে পারি এই উদ্যোগ আরও যথাশীঘ্র করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি সমস্যাটা দুই দিক থেকে। আমাদের রাজ্যের তরফে আমাদের যা করার সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে অলরেডি এই সম্পর্কে উত্থাপনের জন্য আমরা বলেছি। এবং যতটা আমরা খবর পেয়েছি আজকেই সুপ্রীম কোর্টে এই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করা হবে বা সেটা উত্থাপিত হবে। কিন্তু আর একটা সমস্যা এরসঙ্গে আছে আমরা জানি যে, ব্যক্তিগতভাবেও বাঁশের শলা, ব্যক্তিগত জায়গাতেও বাঁশ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু রাজ্যে আমরা এরূপ চলাচলের ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ আরোপ করিনি। কিন্তু এখানে এগুলি হলেও ব্যক্তিগত জায়গায় হলেও আসাম রাজ্য যেহেতু তার উপর দিয়ে এগুলি যাওয়ার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আমাদের রাজ্য থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার আর কোন ব্যবস্থা নেই। এখন একটিই রাস্তা আছে, সুপ্রিম কোর্ট যে অন্তরবর্তী আদেশ দিয়েছেন একটিকে যদি রিলাক্স করেন তা হলেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই সম্পর্কে আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছেন আমি তা আগেই বলেছি এবং আজকেই সেটা উঠার কথা।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য:— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান্ স্যার, এখানে যে উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে সেটা খুবই শুভ উদ্যোগ। আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার একটা অঞ্চলে গরীব জাতি এবং উপজাতি অংশের মানুষ এই ধূপকাটি শলার উপর নির্ভরশীল। এই দিকটা বিবেচনা করে, এই অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে ল্যাম্পস এবং পেক্স এর মাধ্যমে এই শলা কিনার কোন ব্যবস্থা করা যাবে কিনা? এবং কোন উদ্যোগ গ্রহন করবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, বাঁশ যদি কাটতেই না পারে তা হলে শলা করবে কি করে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, বাঁশটাই একটা গাছ কিন্তু আমরা বলেছি যে এটা গাছ নয়। আজকে হেয়ারিং এর কথা। একবার হেয়ারিং হয়েছে। আমাদের বক্তব্য আমরা খুব ভালভাবেই উপস্থিত করেছি। কাজেই এটার ফয়সলা হউক। দুঃস্থ লোকেরা যে এটার উপর বেঁচে আছে জানি ও তা আলোচনা হয়েছে।

মি: স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর মাননীয় কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "বোরুমরশুমের ইউরিয়া সারের সংকট সম্পর্কে।"

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার আমি এটার উত্তর দ্বিতীয় বেলায় দেব। এখন তো সময় নেই।

মি: স্পীকার :— এক মিনিট সময় আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এক মিনিটে তো হবে না।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী মহোদয়, আপনি আপনার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, 'বরো মরশুমে ইউরিয়া সারের সংকট সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব।"

বর্তমান বছরে জিলা ভিত্তিক যে পরিমান জমিতে বোরু ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তাহা এইরূপ :— (হেক্টর জমিতে)

ক্রমিন নং	জেলার নাম	স্থানিয় জাত	উন্নত জাত	মোট পরিমাণ
১।	পশ্চিম জিলা	৬৮৫	৩৩১১৫	৩৩,৮০০
২।	দক্ষিণ জিলা	৪৪৫	১২২৪২	১২৬৯০
৩।	উত্তর জিলা	৫৬০	২৬৪০	৩২০০
৪।	ধলাই জিলা	৩১০	২০০০	২৩১০
	মোট—	২০০০	৫৭০০০	৫৯,০০০

রাজ্যের কৃষক ভাইগণ বর্তমানে যে হারে সার প্রয়োগ করে, সেই হিসাবে গড়ে প্রতি হেক্টর বরো ফসলের জন্য ১০০ কে. জি ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। সেই অনুপাতে বর্তমান রবিখণ্ডে বরো ফসলের জন্য ৫৯০০ মে. টন সার প্রয়োজন।

ইউরিয়া সার অত্যাবশ্যক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী এবং সার যোগানের উপায় নির্ভর করে ত্রিপুরা রাজ্যে সার উৎপাদনকারী সংস্থা এইস্ এফ. সি এল মারফৎ ইউরিয়া সার সরবরাহ করা হয়।

রবি খণ্ডের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০,১৬০ এম, টি ইউরিয়া সার এইস, পি, সি, এল এর মাধ্যমে বরাদ্দ করে তন্মধ্যে ৪,৩২০ এম, টি ইউরিয়া সার রাজ্যের জানুয়ারী মাসের মধ্যে এসে পৌছেছে। ২৫৯২ এম, টি রেল মারফত পাঠানো হয়েছে। যা ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে পৌছবে বলে আশা করা যায়। বরাদ্দকৃত বাকী ৩২৪৮ এম, টি ইউরিয়া সার আগামী মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যে এসে পৌছবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান জিলা ভিত্তিক কৃষি গুদামে যে পরিমাণ ইউরিয়া সার মজুত আছে তাহা এইরূপ :—

ক্রমিক নং	জিলার নাম	ইউরিয়া সারের পরিমাণ
১।	পশ্চিম জেলা	৭১৮ এম.টি
২।	দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা	৪৫৫ ,,
৩।	উত্তর ত্রিপুরা জিলা	৩৭২ ,,
৪।	ধলাই জিলা	২১১ ,,
	মোট—	১৭৫৬ এম.টি

বর্তমানে মজুত সার—	১৭৫৬ এম.টি
ফেব্রুয়ারী মাসে যে পরিমাণ সার পৌঁছবে—	২৪৯২ এম টি
মোট—	৪৩৪৮ এম টি

বরো খণ্ডের প্রথমার্দ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সারের সংকট হবার সম্ভাবনা নেই। ইউরিয়া সার সরবরাহকারী সংস্থা এইস্. এফ সি.এল. রেল ওয়াগণের বরাদ্দ যথা সময়ে না পাওয়ায় পরিবহন বিলম্বিত হয়, ফলে রাজ্যে ইউরিয়া সারের অপ্রতুলতা দেখা দেয়, ও সাময়িক সংকট সৃষ্টি হয়।

এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এইরূপ :—

১। প্রয়োজনে রাজ্য থেকে অফিসার প্রেরণ করিয়া উত্তর-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিয়া অতিরিক্ত রেল ওয়াগণ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

২। ইউরিয়া সারের মজুত ভাণ্ডার ত্রিপুরাতে স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন।

৪। রাজ্য সরকার হইতে আগরতলায় তিনজন, সোনামুড়ায় দুজন, বিলোনীয়া মহকুমাতে দুজন ব্যবসায়িকে পূর্ণমূল্যে সার কৃষকদের নিকট বিক্রি করার জন্যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও বর্তমানে বৎসরে দুইটি সরকারী অনুমোদিত সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

১। নর্থ ইষ্টার্ন রিজিওন্যাল এগ্রিকালচার মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড।

২। হর্টি কর্পোরেশন, আগরতলা।

এই সংস্থা দুইটি অচিরেই তাদের কাজকর্ম আরম্ভ করিবে। তাহাতে চাষীগণ উপকৃত হইবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন কত জমিতে বোরোচাষ হয়, এবং কত সারের ভাণ্ডার আছে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই হিসাব থেকেই বুঝা যায়. প্রতি হেক্টারে ১০০ কে. জি ইউরিয়া সার পাওয়া যায় না। ২৫ থেকে ৩০ কে জি. পাওয়া যায়। একটা বস্তায় ৫০ কে. জি. ইউরিয়া সার থাকে। এটাও সব সময় পাওয়া যায় না। তাছাড়া বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। পশ্চিম জেলা এবং দক্ষিণ ও উত্তর জেলার জমির যে পরিমাণ তাতে দেখছি পশ্চিম জেলায় বেশী। এই

পশ্চিম জেলার মধ্যে আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকে হিসাব মতে প্রায় ৪০ হাজার একর জমিতে বোরো চাষ হয়। ওখানে ঠিকমত সার ব্যবহার করা যাচ্ছে না। যদি সারটা হিসাব করে দেওয়া হত তাহলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হত। কাজেই উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সারের ঘাটতি মেটার জন্য সরকার আর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি সাফিসিয়েণ্টলি অ্যাকনলেজ করেছি। আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বেশী পশ্চিম জেলায় বোরো চাষ হয়। প্রায় ৩৩৮০০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়। সারা রাজ্যে ৫৯ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়। পার হেক্টর জমিতে ১০০ কে, জি ইউরিয়া সারের প্রয়োজন কাজেই সেই হিসাব মত আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিক্যুইজিশান দিয়েছি। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে আমরা রবি মরশুমের জন্য ১০,১৬০ মেট্রিক টন সার পেয়েছি। আমাদের রাজ্যে সার এসে পৌছার সমস্যা রয়েছে। ট্রাকে করে এনে সেই সার দেওয়া যাবে না। ট্রাকে করে আনতে গেলে সারের দামের সঙ্গে ক্যারিং কষ্টের দাম সমান হয়ে যাবে। এতে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় হল, রেল ওয়াগণ। অনলি অলটারনেটিভ। রেল ওয়াগন না পেলে কি করে দেব ? তার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি গৌহাটিতে আমাদের পি. ডাব্ল্যু, ডি, ফুড এবং অ্যাগ্রিকালচার দপ্তরের লোক সব সময়ই বসে থাকে মিনিষ্ট্রি অব রেলকে পারসো করার জন্য। প্রভলেম হচ্ছে, রেল ওয়াগন পাওয়া। কেন্দ্রে নতুন সরকার এসেছে। আমাদের এম,পি,রা চেষ্টা করছেন রেল ওয়াগন পাবার জন্য। তাঁরা বার বার বলার চেষ্টা করছেন নর্থ ইস্টে এই অবস্থা চলছে। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টিদেবার জন্য। এই মাসেও দিল্লীতে মিটিং করেছি। এই মিটিংয়ে আমাদের এখানে একটি বাফার স্টক গড়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি মিনিষ্ট্রি অব অ্যাগ্রিকালচার এরা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, মার্চ মাসে বাফার স্টক করে দেবেন। মার্চ মাসের মধ্যে বাফার স্টক তারা করবেন। যদি বাফার স্টক এখানে তৈরী করা হয় তাহলে রেলওয়ে ওয়াগণের যখন সাময়িক ক্রাইসিস সৃষ্টি হবে তখন সেটা দিয়ে আমরা কৃষকদের চাহিদা মেটাতে পারব। কাজেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটা আমরা নেবার চেষ্টা করছি। সবকিছু আমাদের হাতের মধ্যে না, সেটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সারের স্টক আছে এবং সেখান থেকে কিছু দিয়েছেন। একটা বিষয়ে আমি উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হল আমার সোনামুড়া কৃষি মহকুমাতে প্রচুর বরো ফসলের জমি আছে। সেখানে ইতিমধ্যেই সারের সংকট চলছে এবং মাঝখানে অল্প কিছু সার সেখানে দেওয়া হয়েছিল সেখানে আরও সারের দরকার তাই আরও বাড়তি কিছু সার দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আমি দেখব।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সারের দাম বেড়ে গেছে। এমনিতেই কৃষকরা সার পায় না। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই সারের দাম বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেছেন এখন এই সারের দাম বৃদ্ধি হলে রাজ্য সরকার তাতে সাবসিডি দেবেন কিনা বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাবসিডি দেবার জন্য উদ্যোগ নেবেন কিনা ? দ্বিতীয়ত প্রাইভেট ডীলার যারা রয়েছেন তারা কি দপ্তরের রিকোয়ারমেণ্ট অনুযায়ী সার এখানে আনছে নাকি

আলাদাভাবে আনছে ? সারা রাজ্যে যেহেতু সারের সংকট চলছে তাতে আরও প্রাইভেট ডীলার বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, সারের যে দাম বৃদ্ধি হয়েছে তাতে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যও এফেকটেড হবে। আমরা রাজ্য সরকার থেকে যে ভর্তুকী দিয়ে যাচ্ছি সেটা চলবে। নূতন ভর্তুকী দেওয়া হবে কিনা সেটা বর্ধিত দাম প্রযুক্ত হওয়ার পর আমরা ওয়ার্ক আউট করে দেখব। রাজ্য সরকারের ক্ষমতার মধ্যে কিছুটা ভর্তুকি বাড়াবার চেষ্টা করব। তা না হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদেরকে বলতে হবে। আর পূর্ণ মূল্যে সার সরবরাহ করার জন্য ইতিমধ্যেই কিছু প্রাইভেট ডীলারকে আমরা লাইসেন্স দিয়েছি। এছাড়া এ. এফ. সি. এল. ও স্যারামেককে সার আনার জন্য আমরা লাইসেন্স দিয়েছি। আর ছোট ছোট প্রাইভেট ডীলার রয়েছে তারা সারা রাজ্যে পূর্ণ মূল্যে সারের চাহিদা মেটাতে পারবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর ক্ষুদ্র ও সেচ ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি ক্ষুদ্র ও সেচ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"এ. ডি. সি এলাকা সহ সারা রাজ্যের কৃষকদের জল সেচের অপ্রতুলতা সম্পর্কে।"

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি :—

ত্রিপুরা একটি পার্বত্য ছোট রাজ্য। ৭০ শতাংশ মূলতঃ টিলা জমি ও বন বেষ্টিত বাকি ৩০ শতাংশ কৃষি-যোগ্য জমি, শহর ও গ্রাম। বর্তমানে মোট কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ২,৭০,০০০ হেক্টর। তন্মধ্যে ১,১৭,০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব।

উক্ত ১,১৭,০০০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭৯,০০০ হেক্টর জমি ভূ-পৃষ্ঠস্থ এবং ৩৮,০০০ হেক্টর ভূগর্ভস্থ জল থেকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। নানাবিধ ভৌগোলিক অসুবিধা এবং অর্থের অপ্রতুলতা হেতু এরাজ্যে এখন পর্যন্ত যথাযথ সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে মোট ৫৩,০৮৫ হেক্টর জমি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের আওতাভুক্ত হয়েছে, যথা :—

ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ সেচ প্রকল্প :—

১) লিফট ইরিগেশান :—	৪৯৭ টি	২২,৭৩০ হেক্টর
২) ডাইভারশন্	২৫ টি	২,৪৪৮ হেক্টর
৩) স্মলপাম্প		৭,৯৮৪ হেক্টর
৪) মরশুমী বাঁধ		৭,৫৭৮ হেক্টর
		৪০,৭৪০ হেক্টর

ক) গোমতী মাঝারী সেচ প্রকল্প	১টি	১০০০
খ) ভূ গর্ভস্থ সেচ প্রকল্প :—		
১) ডিপ টিউবওয়েল	১৫৪টি	৩,৭৪১ হেক্টর
২) স্যালো টিউবওয়েল		৪৯১ হেক্টর
৩) অভার-ফ্লো		৫,১৭৮ হেক্টর
৪) বিবিধ উৎস		১,৯৩৫ হেক্টর
		১১,৩৪৫ হেক্টর

মোট সেচের আওতাধীন জমির পরিমান

(ক) মাঝারী সেচ প্রকল্প দ্বারা-	১ ০০০ হেক্টর
(খ) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প দ্বারা	৫২,০৮৫ হেক্টর
মোট —	৫৩ ০৮৫ হেক্টর

৩১শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং পর্য্যন্ত ট্রাইবেল সাব প্ল্যান এলাকায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তাবায়িত হয়েছে।

১	২	৩
লিফ্ট ইরিগেশ্যান	১৪০ টি	৬০৬৫ হেক্টর
ডিপ টিউবওয়েল	৩৩ টি	৯৮৪ হেক্টর
ডাইভারসন	৬ টি	৪৭২ হেক্টর
মোট—	১৭৯ টি	৭৫২১ হেক্টর

ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের অধীনে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং পর্য্যন্ত মোট ৬৭৬টি বিভিন্ন সেচ্ প্রকল্প আছে। তন্মধ্যে লিফট্ ইরিগেশ্যান ৪৯৭টি, ডিপ টিউবওয়েল ১০৪টি এবং ডাইভারসন প্রকল্প ২৫টি।

উক্ত সংখ্যক প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৪৪৩টি এল, আই, ১৪৫টি ডি, টি, ডবলিউ এবং ২৪টি ডাইভারসন প্রকল্প চালু এবং ৬৩টি এল, আই, ১৩টি ডি, টি, ডবলিউ এবং ১টি ডাইভারসন প্রকল্প অচল অবস্থায় আছে। অচল প্রকল্প সমূহের কারণ নিম্নরূপ :—

প্রকল্পের বিবরণ	মোট অচল প্রকল্প	যান্ত্রিক ক্রটি	বৈদ্যুতিক ক্রটি	নদীর গতি পরিবর্ত্তণ	চুরি অচল টিউবওয়েল	চালক নাই		বিবিধ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
এল, আই	৬৩	৯	৫	৮	১৮	—	১৪	৯
ডিপ টিউবওয়েল	১৩	—	২	—	১	১০	—	—
ডাইভারসন	১	—	—	—	—	—	—	১
মোট	৭৭	৯	৭	৮	১৯	১০	১৪	১০

বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত ৩টি মাঝারী ও ৫১টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ অগ্রগতির বিভিন্ন পর্য্যায়ে আছে। প্রকল্প সমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হইলে আনুমানিক ১৩,০০০ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আসিবে।

১। গোমতী মাঝারী সেচ প্রকল্প

২। খোয়াই

৩। মনু

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প :— ৪৮টি

ডিপটিউবওয়েল :— ৪টি

মোট ৫২টি।

অধিক জলসেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ৩৭৫ কিলোমিটার পি, বি, সি পাইপ সরবরাহের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত পাইপ দপ্তরের সংগ্রহে আসিবে। উক্ত পরিমাণ পাইপ সেচের কাজে ব্যবহৃত হইলে আরও প্রায় ২ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি জলসেচের আওতাভুক্ত হবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি ত্রিপুরার উন্নতির সমীক্ষায় আসিলে ব্যপক জলসেচের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ এর জন্য সরকার পক্ষ হইতে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সেই অনুপাতে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তাস্বরূপ ৩৫০ কোটি বরাদ্দের দাবী করা হয়। উক্ত পরিমাণ টাকা অনুমোদিত হইলে আগামী ১ দশক সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার সেচযোগ্য জমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হইবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এখানে অনেক তথ্য দিলেন। এখানে কয়টা অচল, কয়টা সচল সেটাও আমরা জানতে পারলাম। তবে সচল থেকে অচলের সংখ্যাটা বেশী হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। কারণ বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে আমার এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে টেকনিক্যাল কারনে সবচেয়ে বেশী গণ্ডগোল ডিপার্টমেন্টের। তার আছে, খুঁটি আছে অথচ কারেন্ট থাকেনা। কারেন্ট থাকলে মেশিন থাকেনা। আর এটা যদি থাকে আবার কর্মচারীর সমস্যা দেখা দেবে। কিছু কিছু জায়গাতে দেখেছি ৬-৭ জন করে এক একটা পাম্পের কর্মচারী আছে, আবার কোন কোন জায়গাতে একজনও নাই। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এখানে সারা ত্রিপুরার তথ্য তুলে ধরেছেন। তার মধ্যেও আমি বলতে চাই যে আমাদের এ, ডি সি এলাকার মধ্যে খুবই দুর্বল এই জলসেচের ব্যবস্থা। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। অম্পিনগর ব্লকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে যেখানে একটা লিফট ইরিগেশান ঘর আছে ৩ বৎসর ধরে। ৩ বৎসর ধরে শুধু ঘরটা পড়ে আছে শুধু বিদ্যুৎ আনতে হবে, আর একটা মেশিন বসাতে হবে। এদিকে আবার বলা হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব। বি, ডি সির মধ্যে, বার বার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও দপ্তর চুপচাপ বসে আছে নিরাপত্তা দেখিয়ে। অথচ সোনাবাড়িয়া বাজারের মধ্যে একটা ক্যাম্প আছে। এই ক্যাম্প থেকে এটা করা যায়। দপ্তরের গাফিলতির জন্য ঐ এলাকার উপজাতিরা জলসেচ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে টাকারজলা। আমাদের ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার. উনি নিজে জায়গা ঠিক করেছেন কোনখানে হবে লিফট ইরিগেশান। কিন্তু এইসব কিছুর পরেও জায়গাতেই পড়ে আছে, কাজ হচ্ছেনা। জায়গা ঠিক, স্থান ঠিক, দপ্তর বসে আছে। আমি চাই এইগুলি করা। যেমন বগাফা এলাকার মধ্যে ডাইভারশান আমি দেখেছি। অল্প কিছু সারাই হলে বিরাট এলাকা, বিরাট জমি জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। না, হচ্ছেনা। দপ্তর কি করছেন? আসলে আমাদের খুব সমস্যা। আর একটা হচ্ছে তিনঘরিয়া, অমরপুর, একটা আছে, টিলা জমিতে জলসেচের মাধ্যমে কিছু কৃষি করা। মধ্যখানে কিছু চলেছিল,

এখন পুরাটা বন্ধ। এর মধ্যেও আমরা ডেপুটেশান ইত্যাদি দিয়ে কিছু চালু করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভিতরে অন্তত এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে শতকরা ৮০ টার মত একেবারে বন্ধ। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভালভাবে যাচাই করে আগামাদিন কৃষকদের স্বার্থে, এই এলাকার বাসিন্দাদের স্বার্থে আরও ব্যাপকভাবে তার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এটা অনুমানের উপর এখানে পয়েন্ট অফ্ ক্লারিফিকেশান্ করেছে। সচল যেগুলিকে বলা হয়েছে উনি যে, বলেছেন সেগুল সঠিক তথ্য না, অচলও হতে পারে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে উনি যেটাকে অচল বলছেন সেটা সচল থাকতে পারে. এটা এভাবে হবে। কিন্তু স্পেসিফিকভাবে প্রশ্ন আনলে আমরা তদন্ত করে সেগুলি দেখতে পারি। মূলত: এর দপ্তরটা হচ্ছে, এটা আসলে পাম্পসেট বসিয়ে দিলেই জলসেচ করা যায় না, ইলেকট্রিফিকেশানটা যদি না হয়, তাহলে দুইটা দপ্তর এখানে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একে অপরের সাহায্য ছাড়া এই কাজগুলি করা যায় না। আর এটা ঠিক বলেছেন যে, এ, ডি, সি, এলাকায় বিশেষ করে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায়, সাবপ্ল্যান এলাকায় এখানে হিসাব করলে দেখা যাবে, প্রথম ৩০ বৎসর তো আমরা ক্ষমতায় ছিলাম না মানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল না। ফলে সে সব জায়গায় তখন কিছু হয়নি এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যে কয়েকটা করা হয়েছে এটা মূলত: এখানে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিছু কিছু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এদিক থেকে সেই জায়গায় নিশ্চয়ই আমরা প্রায়রিটি দিয়ে করছি। আমরা এটা করছি যাতে সেখানকার কৃষকরা জল-সেচের আওতায় আসার সুযোগ পায় তার জন্য সেখানকার কৃষকরা যাতে উপকৃত হতে পারেন তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, কিছু কিছু এল, আই, সি, স্কীম আছে যেখানে স্টাফের অভাবে এই স্কীমগুলি চালানো যাচ্ছে না। কাজেই এই সমস্যাটা দূর করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে তো বলা হয়েছে যে, ১৪টা স্কীম এবং আমাদের এই স্কীমগুলি চালানোর ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম আগে ছিল ঠিকই কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়েছি এই গুলির অ্যাপেন্সি-এ, এখন এগুলি নিলে আমাদের আর ষ্টাফের প্রবলেম থাকবে না।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, যিনি কলিং এটেনশান এনেছেন তিনি তথ্য দিতে পারেন নি। তা আমি দুইটা তথ্য দিচ্ছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন। এ, ডি সি, এরিয়ায় আমার উদয়পুরের নোয়াবাড়ীতে একটা লিফট ইরিগেশান আছে, এটা অনেক দিন আগেই হয়েছে এটা একটা বিরাট অঞ্চল, এই অবস্থায় এখানকার উপজাতিদের এই লিফট ইরিগেশান জল উঠে না, সংস্থ কিছু আছে, কিন্তু সেটা চলে না। আর একটা হচ্ছে উদয়পুরের পূর্বরংগপুষ্করিণী গাঁওসভাতে ওখানে একটা লিফট ইরিগেশান করা আছে, দুই বছর পর অনেক চেষ্টা করে দুইটি দপ্তরকে একসাথে করে আমরা এটা চালু করতে পারলাম। কিন্তু আমি জানি না ইঞ্জিনীয়ারিং কি সেল এটা, এটাকে এমন জায়গায় করা হয়েছে তাতে মনে হয় তাদের কোন এসেসমেন্ট ছিল না যে এই জায়গায় জল উঠবে কি উঠবে না। ৩ নম্বর হচ্ছে এই মেশিনের যে কমাণ্ড এরিয়া সেখানে যে পাইপ লাইন করার কথা সেটাও আজ পর্য্যন্ত সেখানে করা হয়নি। শুধু এ, ডি, সি,

এরিয়ার না এই রকম আরও অনেক আছে আমি আরও একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। উত্তর মহারানী গাঁওসভাতে ওখানে মেশিন বসানো হয়েছে আজকে দুই বছর হল, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে কোন ষ্টাফ দেওয়া হচ্ছে না এবং পাইপ লাইনও বাড়ানো হচ্ছে না, ফলে সেখানকার জমিগুলি জলের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে সুনির্দিষ্ট কয়েকটার কথা আমি বললাম। এইরকম আরও অনেক পাওয়া যাবে কাজেই এগুলি দেখে ইমিডিয়েটলী করা যেহেতু এখন বুড়ো ফসলের সিজন, তাই এইগুলিকে কার্যাকরী করার জন্য, যেগুলি তৈরী হয়ে আছে, যেগুলিতে আমাদের যেন পাওয়ার লাগালে পরে, দপ্তর একটু সক্রিয় হলে কৃষকরা জল পেতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে কাজেই এগুলি করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : স্যার, আমি তো বলেছিলাম স্পেসিফিক তথ্য যদি আসে নিশ্চয়ই আমরা সেগুলি দেখব। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, এটা কোন সময় হয়েছে আমার জানা নাই। কিন্তু এইরকম স্কীম আমরা দেখলাম আমাদের আগের সরকারের সময়তে সেদিন আমি বিশালগড়ের একটি গাঁওসভাতে দেখেছি জোট সরকারের আমলে প্রচুর কাজ হয়েছে---এখন দেখলাম সেখানে ঘরটাও নাই, সেটা নিয়ে গেছে। কাজেই, পাইপ লাইন বসানো হয়েছিল কিন্তু সেটা তোলে নিয়ে গেছে। এইরকম কিছু কিছু আছে এটা অস্বীকার করছি না। তবে আমরা এটা দেখব। আর এখন আমাদের পাইপ এসে গেছে। পাইপ পেলে আমরা দেখব এইগুলি চালু করা যায় কি না !

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার এই যে জল সেচ সমস্যা এইটা নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে এবং এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এর একটা অংশ বহু জায়গায় চালু নেই। কিন্তু যে সিস্টেমে এই জল সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এই মার্ক-২ টিউব ওয়েল এবং ডীপ্ টিউবওয়েল বসিয়ে এবং তাতে যে অসুবিধা রয়েছে যে বিদ্যুৎ নাই, মেসিন নাই বা নষ্ট হয়ে গেছে এই সব কারণে এইগুলি অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বহু নদী, নালা, ছড়া ইত্যাদি রয়েছে যেগুলিতে সারা বছরই প্রচুর পরিমানে প্রাকৃতিক জল পাওয়া যায়। সেখানে জল তোলার জন্য মেসিনের দরকার নেই, পাইপের দরকার নেই, বা বিদ্যুতের দরকার নেই। সেখানে শুধুমাত্র ডাইভারসন স্কীমের মাধ্যমেই সে জল কৃষি জমিতে সরবরাহ করা যায় অতি সহজেই। কাজেই এই ডাইভারসন স্কীমের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরার নদী, নালা, ছড়া থেকে জল সেচের ব্যবস্থা করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক যে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র কিছুনা কিছু ছড়া, নদী, নালা ছড়িয়ে রয়েছে-জল সেচের জন্য সেগুলি ব্যবহার করা যায়। এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা ডাইভারসন স্কীমের মাধ্যমেই ওয়াই, ই, এস স্কীমের টাকায় বিভিন্ন জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা করেছি। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প যে দপ্তর, এই দপ্তরের সাধারণত: তিনটি কাজ হাতে নিয়েছি। সেগুলি হচ্ছে মিডিয়াম ইরিগেশনে মনু, গোমতী, এবং চাকমাঘাট খোয়াইমুড়া, এই তিনটি ছাড়া আর কোন কোন ডাইভারসন স্কীম আমরা করিনি। এবং এবারেই আমরা চেষ্টা করছি পরীক্ষামূলকভাবে কোথায় কোথায় এই ধরনের ছড়া বা নদীর পারে বাঁধ দিয়ে এগুলি থেকে জল সেচের ব্যবস্থা করা-এটা আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে রয়েছে। আর মিডিয়াম ইরিগেশনে চাকমাঘাটে যে কাজ হয়েছে-তার ষ্টেটমেণ্ট আপনারা পেয়েছেন-সেটা ৩১শে মার্চের মধ্যেই কাজটা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। এখন শুধু ড্রেনের কাজ হচ্ছে ৬-৭ কিলোমিটার কাজ চলছে। এই বছরের মধ্যেই অন্তত: কৃষকদের জমিতে জল পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি গত ১৪-০২-১৯৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ে নিকট থেকে একটি "নোটিশ টু ডিসকাস্ অন্

মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাব্লিক ইম্পর্টেন্স ফর সট ডিস্কাশানস্" পেয়েছি এবং সভায় আলোচনার জন্য অনু-মোদন দিয়েছি। উক্ত নোটিশটির উপর আগামী ২৭.০২.৯৭ইং তারিখে আলোচনা হবে। এই আলোচনাটা হবে ত্রিপুরা বিধানসভা কার্যবিবরণী ও কার্য্য পরিচালন বিধির ৬৩নং ধারা মূলে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "রাজ্যে বর্তমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতির সম্পর্কে"।

ASSENT TO BILLS

Mr. Speaker :— একটি ঘোষণা

সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলগুলিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় উনাদের সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পাশে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

ক্রমিক নং	বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
....	....	....
1.	THE TRIPURA LAND REVENUE AND LAND REFORMS (SIXTH AMENDMENT) BILL, 1994 (TRIPURA BILL NO 4 OF 1994)	11-02-1996. (PRESIDENT)
2.	THE TRIPURA APPROPRIATION BILL, 1996 (TRIPURA BILL NO. 6 OF 1996).	29-08-1996. (GOVERNOR)

(LAYING OF REPORT AND ACCOUNT OF THE TABLE OF THE HOUSE)

MR, SPEAKER :— NOW, THE QUESTION BEFORE THE HOUSE, LAYING OF A COPY OF "THE 8TH ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS OF TRIPURA REHABILITATION PLANTATION CORPORATION LTD. FOR THE YEAR 1990–'91 AS REQUIRED UNDER SECTION 619 A (3) OF THE COMPANIES ACT. 1956."

NOW, I REQUEST THE HON'BLE MINISTER-IN-CHARGE OF THE T. R. P & P. G. P. DEPARTMENT TO LAY THE ABOVE MENTIONED REPORT & ACCOUNTS ON THE TABLE OF THE HOUSE.

Shri Aghore Debbarma (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I Beg to lay on the table of the House a Copy of " the eighth annual report & audited accounts of the Tripura rehabilitation plantation corporation Ltd. for the year 1990-'91 as required under section 619 A (3) of the companies ACT. 1956."

(GENERAL DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1996—97 Under Consideration.)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, ১৯৯৬ ৯৭ ইং অর্থ বছরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করছি উনারা যেন আলোচনা চলাকালে উনাদের আলোচনা অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। এখন আমি উভয় পক্ষের চিফ-হুইপদের

অনুরোধ করছি এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

(তালিকা পাওয়ার পর)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বছরের জন্য সরকারের তরফ থেকে এখানে ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী হিসাবে ওরিজিন্যাল বাজেট এষ্টিমেটে ৪৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ওপেনিং ব্যালেন্স সহ মোট ১২৬০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয় দেখিয়েছে। এখন আবার অতিরিক্ত খরচার টাকা মিলে সেটার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াল- ১৩২০ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিধানসভায় ত্রিপুরার জনস্বার্থে সর্বত্র মতভাবে এই অতিরিক্ত ব্যায়-বরাদ্দের সমর্থন করে। কিন্তু সরকারের পক্ষে বাজেটের আয় ব্যয়ের যে হিসাব দেখিয়েছেন তার সাথে আমাদের মতে বাস্তব কোন মিল আছে বলে আমরা মনে করি না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী এই হাউসে পেশ করার করার সময় বিধানসভায় কোন তথ্য লিখিতভাবে পেশ করেননি। যাতে করে এর প্রয়োজনীয়তাটা এই হাউসের মাননীয় সদস্যরা মন্ত্রী যারা আমরা যারা সাধারণ সদস্য, ট্রেজারী বেঞ্চের কিংবা বিরোধী দলে আছে আমরা বুঝতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৯৫-৯৬ ইং সালেও এই সরকার ১৮৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আয় দেখিয়েছেন এবং ব্যয় দেখিয়েছেন ১১৬৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ব্যয়-বরাদ্দ মিলিয়ে ঘাটতির পরিমাণ ১৮০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। এরপরে আবার কিছু দিন পরে বৎসর শেষ হওয়ার আগে ৪১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়েছিলেন। অথচ রিভাইজড্ বাজেট পেশ করার সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ব্যয় দেখিয়েছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১০৭২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। এতে করে বাজেটের উদ্বৃত্ত দেখানো হয় ২৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। অথচ বাজেট ইষ্টিমেটে ১৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এখানে মজার ব্যাপার হলো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে ৪১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা অনুমোদন নিলেও রিভাইজড বাজেটে খরচ দেখিয়েছেন ১০৭২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা যা মূল বাজেট ইষ্টিমেটের ১১৬৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পর দেখা গেল ব্যয় বরাদ্দ আরও কমে গেছে। কমে দাঁড়িয়েছে ১০৫১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বলে বাজেট এক্সেস বা উদ্বৃত্ত হয়েছে ৪৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

অথচ এই সম্পর্কে সরকার ১৯৯৬-৯৭ইং সালের বাজেট যখন এই হাউসে ব্যয় বরাদ্দের জন্য প্লেস করে তখন কোন ব্যাখ্যা সরকার বাজেটে কোথায়ও দেননি। মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে কোন ব্যাখ্যা এই সরকার দেননি। বরাবরই এরা একটা ভাঙ্গা রেকর্ড বাজান যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না, কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃ-সুলভ আচরণ। অথচ কেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার ফলেই এই ৪৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বা ট্রেজারী কেন্দ্র থেকে কোন ধন্যবাদ জানাননি। এই সরকার যে প্রত্যেকটি বছর যুক্তিহীনভাবে প্রথম বাজেট পাশ করে নেন এবং তারপর সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পাশ করিয়ে নেন। এই সব জনস্বার্থের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না তার একটি উদাহরণ দিয়েছে আরও দুইটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৯৪-৯৫ সালে এই সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন এবং খরচ করেছেন সে সম্পর্কে ক্যাগ-এর রিপোর্ট কি বলে, কনট্রোলার এণ্ড অ্যাডিটর জেনারেল-এর রিপোর্ট। আমি পরে আসছি, স্যার। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাজেট ইস্টিমেটে ভোটের এবং চার্জড মিলিয়ে মোট ১১১২ কোটি

৯০ লক্ষ টাকার অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল এখান থেকে। তারপরে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল ৪৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার। মোট দাঁড়াল তাহলে ১১৮৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এই বছর মানে ১৯৯৪-৯৫ সালে একচুয়েল এক্সপেণ্ডিচার হয়েছিল ৯৫০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ফলে ব্যয় বরাদ্দ এবং খরচের মধ্যে যে পার্থক্যটা দাঁড়ায় তার পরিমাণ হল ২০৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। উনারা বাজেট প্রনয়ণ করেছেন ডিফারেন্স হলো ২০৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। সরকারের তরফে এত লুটপাটের পর এই টাকা খরচ করতে পারবে না জেনেও বিধানসভায় ভুল তথ্য দিয়ে ভুল ফিগার দিয়ে ব্যয় বরাদ্দ বিধানসভায় পাশ করিয়ে নিয়েছেন। এটা আমার কথা নয়। সি, এণ্ড এ,' জি.র রিপোর্টে পৃষ্ঠা ১১তে The Suminorised Position of the actual expenditure during the 94-95 against Bulget position as follows- Sir orginal Grant/Appropriation 1,11 2 কোটি 90 লক্ষ টাকাযা আমি আগে বলেছি। suplimentary Grants/Appropritation 45 কোটি 84 লক্ষ টাকা মোট ১,১৫৮ কোটি 74 লক্ষ টাকা, actual expenditure 950 52 কোটি টাকা veriation savings-excess, হচ্ছে 208.62 কোটি টাকা, Sir, C&A.G. তার রিপোর্টে বলেছে There was a net saving of 208.22 crores during the year which was the result of total saving of Rs, 246,44 crores in 34 Grants and 13 appropriation and total excess of Rs, 38.22 crores in all 11 grants and appropriations, the excess of Rs. 38.22 crores in all grants and appropriation as shown in appendix-A required regulerisation under Article 205 cf the Constitution of India স্যার, সারেণ্ডারের নমুনাটা দেখাচ্ছি-উনারা টাকা সারেণ্ডার করেছেন, ওখানেও সারেণ্ডারের নমুনার মধ্যেও টাকা হাতে রেখে দিয়েছেন। রিপোর্টে বলেছেন Though, there was a total saving of Rs. 246.44 crores under 37 grants, only Rs 179,21 crores were surrendered at the fag end of the year march, 1997 বাকী টাকা উনারা রেখে দিয়ে বসে আছেন। স্যার, কি কি কাজ উনারা করেননি আমি দুই একটি নমুনা দিচ্ছি, সব দেবনা। স্যার, গ্রেণ্ড নং ১২ কো-অপারেশান ডিপার্টমেণ্ট, এখানে টাকা ফেরত গেছে 44 কোটি 07 লক্ষ টাকা due mainly to non-sanction of fund. বাহাদুর মন্ত্রীরা ফাণ্ড এর sanction দেননি অফিসারদের কো-অপারেশান ডিপার্টমেণ্ট এর অফিসাররা গরীব জনসাধারনের জন্য কাজ শুরু করতে পারেনি। স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট এখানে রিমার্ক করেছেন due mainly to nonsanction of fund and non-opproval of the schemes by the Govt. এইগুলি স্যার, আমার কথা নয়। sir, Grant No. 16 Health and Family Welfare department তখন মন্ত্রী বাহাদুর কেশববাবু ছিলেন সেই বিভাগের মন্ত্রী। এখানে বলেছেন, Non-purchesed of spare parts and non-filling of vacant posts. হাজার লক্ষ লক্ষ বেকার সেখানে ফেরত গেছে, non filling of vasant post এর জন্য টাকা থাকা সত্বেও সেখানে, 266.24 লক্ষ টাকা। স্যার. একটু আগে মাখনবাবু বলেছেন Irrigation of flud control সম্বন্ধে, উনার চিৎকার এর নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল, উনার চোখ দিয়ে জল ধান ক্ষেতে যাচ্ছে। এত চিৎকার উনি জলের জন্য করেছেন। সেখানেও ২১৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ফেরত গেছে কেন? Sir, Surrender reson for final saving hed not been intimated to the E & A.G এই পরিস্থিতি স্যার। এখানে আমি যা হিসাব দিলাম ১৯৯৪-৯৫ ইং সালের।. ১৯৯৩ সালে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারবেন যে, আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য ৯২-৯৩ সালে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ছিল,

রাজ্যসরকার ১০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার এবং প্রশস্তি পত্র পেয়েছিলেন। এই মার্কসীয় অর্থনীতি তত্ত্বে বিশ্বাসী মন্ত্রীরা ভেবেছিলেন এইভাবে কাজ না করে কেন্দ্রে যদি আমরা রাজ্যের জনসাধারনকে বঞ্চিত করে বেশী করে টাকা ফেরত পাঠাতে পারি তা হলে হয়তো ৯২-৯৩ সালের কংগ্রেস মন্ত্রী-সভায় যেভাবে আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য '৯৩ ইং সনে আমরা ১০ কোটি টাকা পুরুস্কার পেয়েছিলাম ২০৮ কোটি টাকা রাজ্যের গরীবদের স্বার্থ, পাহাড়ী, বাঙ্গালীদের স্বার্থ, কৃষকদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে উনা এই টাকা ফেরত পাঠালেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একই ভাবে '৯৩-৯৪ সালেও বাজেটের ওরজিনাল গ্রেণ্ড চাওয়া হয় ১৮৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। সাপলিমেণ্টারী গ্রেণ্টস্ এটা প্রতি বৎসরই দরকার, চাওয়া হয় ৫৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয় ১,২৪৩ কোটি ৯৯ টাকা। অথচ একই অবস্থা C.A.G. রিপোর্ট দেখা যায়। এই সরকার মোট খরচ করতে পারে, যদিও মোট ১,০৪৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার অনুমোদন এই হাউসে নেওয়া হয় তথ্য গোপন করে। সরকার খরচ করতে পারে মাত্র ৯০৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৩৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আবার ফেরত। এটা হল ১৮৯৩ ইং সনের স্যার, এখানেও একই অবস্থা।

There was a net savings of 139·20 crores during the year which was the result of total savings of 191·86 crores in 44 grants and 5 appropriation in total excess of Rs. 52·58 crores in 9 grante and 2 appropriation The excess of Rs. 52·58 crores in 9 grents and 2 appropriation as shown in appindex 1 requirs further regularisation under article 205 of the constitution of India Sir, though there was a total saving of Rs. 191·86 crores under 47 grants only Rs. 110·20 crores were surrendered at the fag and of the year March, 1994, এখানে saving পুরোটা surrender করা হয়নি। এখানেও একটা অংশ, বাকী ১১০ এর বাইরে যেটা, সেটা ওদের হাতে, দেখা যায় ১০৪৩ কোটি ৯৯ লক্ষ্য টাকার মধ্যে বাকীটা সারেণ্ডার করা হয়নি। এবং সেখানে কোন দপ্তরে কি করা হয়েছে, স্টেটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট এখানে টেকনিক্যাল লোকের দরকার। সেই দপ্তরে ২৫··৮ লক্ষ টাকা ফেরত যায় for non-filling up of the vacent posts as a part of ecconomic majer. কিসের মেজার? যে টাকা দিয়েছে তা খরচ করতে পারে না মেজার। ঐ যে ১০ কোটি টাকা। তেমনি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭, ডিপার্টমেণ্ট অব ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্টস-এর সেভিংস ৩৩৫,২৩ কোটি টাকা। ফিসারিতে ৩৬৬,২৬ কোটি টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মূল্যবান সময় নিতে চাইনা এইভাবে প্রতি বছর এরা শত শত কোটি টাকা ফেরৎ দিচ্ছে। অথচ বাজেটের এক মাস আগে সাপ্লিমেণ্ট রী বাজেট পাশ করতে হবে। ক্ষমতা নেই পুরো টাকা খরচ করার। এই হাউসে প্রকৃত তথ্য না দিয়ে, ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীকে জানতে না দিয়ে, খালি কেন্দ্র টাকা দেয় না, কেন্দ্র টাকা দেয় না, এই বলে মানুষকে ভাওতাবাজী দিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চায়। সরকারের আয় ব্যয়ের পার্থক্য সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, বিধানসভায়। এর আগেও বিধানসভায় সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পাশ করেছেন, বাজেট পাশ করেছেন এই হাউসে কোন তথ্য না দিয়েই। কেন্দ্রের রিপোর্ট না পেলে আমরা জানতাম না। ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট চেয়েছেন। আমি আগে বলেছি, জনসমর্থনে এই দাবী অনুমোদন করতে আমরা রাজী। কিন্তু তার আগে আমরা স্বাভাবিকভাবে জনস্বার্থে জানতে চাইব, বছর প্রায় শেষ। হাতে আছে ৩৩ কি ৩৪ দিন। বাজেট এষ্টিমেটে ১২ শত ৬০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এই টাকা থেকে এ পর্য্যন্ত ন্যায় সঙ্গতভাবে কোন হেডে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে এটাও আমাদের জানার

অধিকার আছে ? যে টাকা বাজেটে আমরা অনুমোদন দিয়েছি সেই টাকার পুরোটা খরচ করতে পারলেন কিনা সেটা হাউসের সামনে আসা উচিত ছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আর কত সময় আপনি বলবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর) :— আমাদের পুরো সময় আমরা ওকে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে আপনি ৪০ মিনিট বলবেন। ইনক্লুডিং নৃপেন বাবুর টাইম। আপনাদের ২৭ মিনিট। আমি ৪০ মিনিট করে দিলাম। লাগলে আরো পাবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আপনি যা সময় দেবেন সে সময়ের মধ্যেই বলব।

(গণ্ডগোল)

স্যার, আমাকে বলার সুযোগ দিন। এভাবে গণ্ডগোল হলে বলব কি করে।

মিঃ স্পীকার :— ওকে বলতে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট চেয়েছেন। স্যার, অরিজিন্যাল বাজেটে যা এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনুমোদন করিয়েছিলেন তার মধ্যে আজ পর্যন্ত কত টাকা সেভিংস হয়েছে, কোন্ কোন্ হেডে কত টাকা খরচা হয়েছে তা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে জানান। ২য় হল, ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যাণ্টস এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী চেয়েছেন তার মধ্যে কত কোটি টাকা এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে তার একটি তথ্য ভিত্তিক হিসাব এই হাউসের সামনে পেশ করার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মধ্যে কোন খরচ না হয়ে থাকলে এক মাসের মধ্যে খরচ করা সম্ভব হবে কিনা এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ক্যাটাগরীকেলী হাউসকে এ আশ্বাস দিতে পারবেন কিনা ? এই টাকা খরচ করার জন্য মন্ত্রীসভা বা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কোন কোডাল ফরমালিটিজ গ্রহণ করবেন কিনা বা হয়েছে কিনা ? নাকি এই টাকা তথাকথিত উগ্রপন্থীদেরকে দাদন দেয়ার জন্য দাবী পেশ করা হলো ? স্যার, আমি আগেই আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে জানিয়েছি যে ৯৩-৯৪ ইং সালে ১৩৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের দাবী এই সরকার খরচ করতে পারেনি। ৯৪-৯৫ ইং সালে ২০৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা খরচ করা এই সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ৯৫-৯৬ ইং সালে ৪৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই ৯৬-৯৭ ইং সালে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড সহ মোট ১৩২০ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা দাঁড়াবে তার কত টাকা খরচ হবে সে সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই সভাকে আগাম কিছু জানাবেন কিনা। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট অনুমোদন হলে এবং আগের যে মূল বাজেট যে টাকা পেয়েছে সেটা মিলিয়ে ১৩২০ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা হবে। এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসকে আশ্বাস দিন সমস্ত টাকা ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে নাকি আগের তিন বছরের মত টাকা আবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফেরৎ যাবে। টাকা ফেরৎ দিয়ে আবার টাকার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানাবেন যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বাজেট সম্পর্কিত এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির সম্পর্কে বিধানসভাকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করার অধিকার আছে। যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমি যে প্রশ্নগুলি রাখলাম সেগুলির তথ্য ভিত্তিক সদুত্তর হাউসকে না দিতে পারেন তাহলে আমরা যারা বিরোধী দলে আছি আমরা মনে করব যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশের কোন নীতিগত অধিকার নেই। আগের

বছরে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা ব্যয় করতে পারবেন না বিধানসভার মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, এ্যাক্সচেকারের টাকা জনসাধারণের কাজে খরচ করা হবে না. জনসাধারণকে ভাওতা দেবে এটা স্যার আমরা বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে আমরা এই দায় দায়িত্ব মেনে নিতে পারব না। কাজেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য, লুঠপাটের জন্য, উগ্রপন্থীদের অস্ত্র কেনার জন্য তথা তাদের লালন পালনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে পেশ করা হয়েছে যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বিরোধী দল কর্তৃক আনীত সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তাহলে আমাদের পক্ষে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করা সম্ভব হবে না।

আমরা অপেক্ষা করব মাননীয় অর্থমন্ত্রীর মতামত জানার জন্য। কিন্তু উনি সুস্পষ্টভাবে যদি আমাদের কর্তৃক আনীত যে প্রবলেমগুলি তুলে ধরেছি সেগুলির সদোত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা সমর্থন করব। উনার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের বৃহত্তর জন স্বার্থ অথবা গত ৩ বছর ধরে যেভাবে ভাওতা দিয়ে এসেছেন এই ভাওতাবাজীর সঙ্গে আমরা সামিল হতে পারব না। এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নজরে আমি আনছি এবং উনাকে অনুরোধ করব এইগুলির উত্তর দিয়ে আমাদের অবহিত করবেন যে উনাদের বক্তব্য কি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার। আপনাদের সময় ১০০ মিনিট। আপনারা ৫জন আছেন ২০ মিনিট করে পাবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি কতটুকু সময় নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি তো ২৫ / ২৬ মিনিট নিয়েছেন। আপনাদের পাওনা ৪০ মিনিট। ইচ্ছা করলে সবটা বলতে পারবেন অন্যান্য মাননীয় সদস্য যদি বলেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ১৯ তারিখ এই সভায়, এই বছরের দিনগুলি চালাবার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা. এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবী আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে জাগলার অফ ফিগারস্ এখানে উপস্থিত করেছেন সেই সম্পর্কে ২/৪টি কথা পরে বলব। এইগুলি নিয়ে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছেন তার বিরুদ্ধে আমি বক্তব্য রাখছি। ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার এই টাকার যে ম্যাকআপ এর মধ্যে আছে. এটা কেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা পড়েননি, আমি জানি না। এর মধ্যে এখানে বি, এম, এস, যেটা নূতন একটা কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন। এই কর্মসূচীতে বিলো প্রভারটি লাইন আছে একটা মানুষকে বাঁচতে গেলে যে বেসিক মিনিমাম সারভিসেস্ যা এতকাল স্বাধীনতার পর এখন স্বীকৃত হয়েছে ৭টা বিষয়ে ওখানে ঠিক করে সেগুলি কার্যকরী করার জন্য রাজ্যসরকারকে কিছু টাকা-পয়সা দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন এটা সকলেরই জানা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে এসেছেন এবং আমাদের রাজ্যেও এসেছেন। এসে তিনি যা অবলোকন করেছেন ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার পর থেকে সংগ্রাম করছে এবং একটাই দাবী করছে যে মানুষ ভুলতে বসেছিল যে ত্রিপুরার মানুষ স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা অঙ্গরাজ্য। এই প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রথম উপস্থিত হয়েছে এবং আমরা শুনেছি পরিবর্তিত সরকারের কাছে তিনি ঘোষণা করলেন যে আন ইন-ব্যালেন্সড্ ক্রিয়েট হয়ে গেছে গোটা দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ৫০ বৎসরে। তার জন্য একটা স্পেশাল ইনসেনটিভ ঘোষণা করলেন। ৬ হাজার ১০০

কোটি টাকার স্পেশাল ইনসেনটিভ। এটা প্ল্যানঅ্যালোকেশানের বাইরে থাকবে। ইনসেনটিভ ঘোষণা করলেন, একটা প্যাকেজ ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য। এই ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা শুধু আমরা নই, বিরোধী দলের নেতারা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ সেটা জানে। এই কর্মসূচীগুলি রূপায়নের জন্য টাকা পয়সা ইত্যাদি আসতে শুরু করে। এই দেবগৌডার গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রে এসেছে মাত্র ৭-৮ মাস হয়েছে। সুতরাং এই গভর্ণমেণ্টের যা কর্মসূচী আছে সেগুলি ঘোষণার পর আমরা যে বাজেট গ্রহণ করেছি, সেই বাজেটে সেটাত অন্তর্ভূক্তি ছিলনা। এজন্য এই বি এম, এস স্কীমে ৪৬ কোটি টাকা দিয়েছেন। এটা এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত যেটা দাবী করা হয়েছে। স্যার, এখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ২জনই আছেন, শ্রদ্ধেয় নৃপেন চক্রবর্তীও আছেন, তিনিও জানেন। সেন্ট্রালি স্পনসর্ড স্কীম কিছু থাকে যেগুলি বাজেটের মধ্যে ম্যাচিং গ্রাণ্টস স্টেটের তরফ থেকে যা থাকে তার একটা অ্যালোকেশান থাকে। তারপর গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টাইম সেইসব টাকা পয়সা ইত্যাদি দেয়। ৫ বৎসরে এইধরনের টাকা কি হিসাব শুধু আমি না ত্রিপুরা রাজ্যের সকলেরই জানা আছে। সেজন্য ওদের অবশ্য অ্যাডজাস্টমেণ্টের বা সাপ্লিমেণ্টারী এর দরকার হয়না। যা অতিরিক্ত এসেছে যার যার বাড়ীঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেইসব ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং, সেজন্য সেন্ট্রালি স্পনসর্ড স্কীমের জন্য ৫কোটি টাকার মধ্যে আছে। এটা ৮১ জানেন চাকমা শরনার্থীরা আছেন। সেখানে তাদের জন্য এই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হয়। তার জন্য ৫কোটি ৫৮ লক্ষ ৮হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। সেটা ত এর মধ্যে আনতে হবে ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে, এটা ত বায় না দেখিয়ে, হিসাবপত্র না করে খরচ করা যাবেনা। আগে এইসব করে তারা অভ্যস্ত ছিলেন। এই বিষয়গুলির এখন অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই সবগুলির পরিমান হচ্ছে ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। স্যার, এটা ত ত্রিপুরার সব মানুষ জানে। যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের সঙ্গে যুক্ত তারা জানেন, যারা বিরোধী পক্ষে বসে আছেন ত রাও জানেন যে, গভর্ণমেণ্ট চলতে গেলে, সব করতে গেলে যা আছে। সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্টস্ ইজ মাস্ট এটা সিস্টেমের মধ্যে আছে। সিস্টেম, বিলেতে লোকরা যাওয়ার পরও আমাদের দেশে এই আইনকানুন চলছে। সেগুলির জন্য এগুলি দরকার এবং ২ জন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন। তাদের সময়েওত প্রতি বৎসরে সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্টস ইত্যাদি আনতে হয়েছে। অস্বীকার করার সুবিধা নাই। ত্রিপুরার সব মানুষ জানে। আমার আশ্চর্য লাগছে স্যার, সব জেনেশুনেও ৯৭ এর মেহেরালী বলছেন সব ঝুটা হ্যায়। এটা ও ঠিক নয়। আমাদের যে প্ল্যান অ্যালো-কেশান হয় প্রতি বৎসর, প্ল্যান আলোকেশানের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যে প্ল্যান মানি ঠিক করেন, তার মধ্যে কিছু লোন থাকে। বাইরের লোনের অংশ থাকে, ইণ্টারন্যাল লোন থাকে। সেটা বাজেটে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে লোন মানি দেখিয়ে, প্ল্যান সাইজ ঠিক করে বাজেট হয়। বাজেটটা ত সবসময় আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব। এটা সমীরবাবু অস্বীকার করবেন কিনা জানিনা, সব লোক স্বীকার করে যে এটা হচ্ছে আনুমানিক আয় ব্যায়ের হিসাব। বাজেট প্রেজেণ্টেশানে বা অন্যান্য সময়েতে সেজন্য অ্যাকচুয়েলের প্রশ্ন আসে। সেটা হচ্ছে পরের ব্যাপার। সেজন্য এই প্ল্যান মানি ঠিক করার জন্য কিছু লোনের টাকা ইত্যাদি নিয়ে এইসব ঠিক থাকে। এটা হচ্ছে চলার পথের প্রশ্ন রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির প্রশ্ন। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই লোনকে আমরা নেব অথবা লোন না নিয়ে আমরা সারাতে পারি কি না দেখব। এই করে করে আমরা যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ৯৩ সনে সরকারে এসেছি সমীরবাবু অস্বীকার করতে পারবেন আমাদের লোকের মাত্রা কত ছিল? ৭৭৩ কোটি টাকা টোট্যাল

লোন ছিল তার আগেতো শচীন্দ্রলাল সিনহার রাজত্ব গেছে বামফ্রন্ট সরকারের দুইটা রাজত্ব গেছে এই অবস্থায় তখন ২৩১ কোটি টাকা লোন ছিল সেই সময়ে। আর গত পাঁচ বছরে এরা যে অবস্থায় দাঁড় করিয়ে গেছেন রাজ্যটাকে, এটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা অস্বীকার করতে পারবেন না এবং এরা বুঝবেন. অন্যদের কাছে সেই হিসাব নেই, কিন্তু ওনাদের কাছে সেই হিসাব আছে। স্যার, তাদের আসার আগে রাজ্যে লোন ছিল ২৩১ কোটি টাকা, আর তারা সেটাকে গত পাঁচ বছরে করেছে ৭৭৩ কোটি টাকা. তারমানে ৫৪২ কোটি টাকা তারা পাঁচ বছরে লোন করে গেছেন. সুধীর বাবু কিছু করেছেন, আর সমীর বাবু কিছু করেছেন। কাজেই আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে যে আজকে যারা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার লুটপাট করছেন তারা তো শুধু ধ্বংসের লিলার মধ্যে ছিলেন। গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে ইকনমিক বেইস ও স্ট্রাকচার গ্রামেগঞ্জে গড়ে উঠেছিল আপনারা সেটাকে ধ্বংস করেছে যে যে. উন্নয়নের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল, সামান্য যে শিল্প ভিত্তি গড়ে উঠেছিল গ্রামের গরীব মানুষের চাষবাষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে সামান্য কিছু সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল, তারপর শিক্ষার উন্নতির কথাই বলুন আর যাই বলুন. মোট কথা মানুষের জীবনে যা যা দরকার সেগুলির প্রত্যেকটার উন্নয়নের জন্য যে ভিত্তিটা গড়ে উঠেছিল, দালান বাড়ী যেগুলি করা হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেগুলির দরজা জানালা সব খুলে নিয়ে চলে গেছে কারণ যেহেতু এগুলি বামফ্রন্ট সরকার করেছে তাই এগুলির কোন দরকার নাই। স্যার, দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমি যে কোয়ার্টারে আছি সেটাতে যখন আমি আসি তখন দেখি যেটার ইলেকট্রিক ফিটিংসগুলি পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে. পাশে একটা ওয়াল ছিল যে ওয়ালটা পর্যন্ত ভেঙ্গে ইটগুলি তুলে নিয়ে গেছে। গত পাঁচ বছর ধরে তো এই জিনিষটাই ঘটেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। সুতরাং সেইজন্য এই বিষয়গুলি তো সবার জানা আছে ত্রিপুরা রাজ্যকে এই জায়গায় ওরা পৌঁছে দিয়েছিল, এটা কি লুটপাট ছিলনা। আমি জানি না এই ৫৪২ কোটি টাকা যা লোন করেছিল তাতে তার উদ্যোগটা কি ছিল। কথা তো ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে, কিন্তু একটাও তো উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরী হয়নি. মন্ত্রীরা তখন সেই পাঁচ বছর ধরে পকেটে ছুরি, কাচি নিয়ে শুধু ঘোরাঘুরি করেছেন. আর যেখানে ফিতা পেয়েছেন সেখানে ফিতা কেটেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যা তৈরী হয়েছিল সেগুলির উদ্বোধন করতে করতে সেই সময়ের প্রথম দিকটা চলে গেছে। প্রথম অবস্থায় তারা শুধু ফিতা কেটেছেন, তারপরে পকেট কাটা শুরু হয়েছে সেই সব ছুরিকাচি দিয়ে. ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ তো জানে, জানেন না শুধু ১৯৭৯ এর মেয়ের আলীরা, তারা বলেন সব জুট হায়। স্যার. এখানে আমাদের এই তো টাকা পয়সা ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে সেগুলিতো খরচ করতে হবে. আপনারা সবাই জানেন. বামফ্রন্টের আমলে যে কথা উনি বলেছেন হিসাবপত্র যা দিয়েছেন সব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমরা একথা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, একটা পয়সাও আমরা ফেরত দেইনি। তাছাড়া ফেরত যাওয়ার কোন বিধান আছে কিনা মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীরবাবু এখানে আছেন উনি বলতে পারেন। রাজ্যের টাকা ফেরত পাঠানোর কোন অর্থনৈতিক নিয়মে কোন বিধান ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে আছে কিনা আগের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 'আমরা কি বুঝব এ সবের' তা যারা বোঝে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি ইজ দেয়ার এনি প্রভিশন ইন দা ইকনমিক সিসটেম অফ ইণ্ডিয়া? যে একটা টাকা একটা রাজ্য থেকে ফেরত যায়. এই ফেরত দেওয়ার এবং ফেরত নেওয়ার এজেন্সি কে এটা কি বলতে পারেন? স্যার, কোন রাজ্য থেকে কোন টাকা ফেরত যায় না সমীর বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি কত টাকা ফেরত দিয়েছেন, এ সব কেন বলছেন এবং এসব বলে কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, এটা বিভ্রান্তির বিষয় না। বিষয় হচ্ছে, পত্রিকায়

নাম তোলার জন্য যদি এসব বলা হয়, আর বামফ্রন্টকে হেয় করার জন্য যদি এসব বলা হয় তাহলে আমাদের কিছু বলার নাই। স্যার, প্রসঙ্গক্রমে উনি এখানে উল্লেখ করেছেন যে তার সন্দেহ আছে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে টাকা আমরা চেয়েছি তা খরচ হবে কিনা। আমাদের এখানে যা চাওয়া হয়েছে তা খরচ হবে কিনা।

আমি এই কথা বলতে পারি যে, প্রতিটি দপ্তরে, কোন দপ্তরের কথা তিনি বলবেন, প্রতিটি দপ্তরেই মানুষের জন্য আমরা টাকা খরচ করছি এবং মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য টাকা খরচ করছি। যে ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, সেগুলির মেরামতের জন্য আমাদের আরো বেশী টাকা দরকার, এই টাকায়ও চলবে না। তিনি হিসেব-টিসেব করে দেখিয়ে বলেছেন যে, গোলেবারে যে টাকা পয়সা ইত্যাদি ছিল তা উদ্বৃত্ত হয়ে গেলো, সেটা ফেরত গেছে। কিন্তু তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনিও জানেন অনেক টাকা স্টেটে যখন ফ্লো হয় ইন্ ৩১শে মার্চ গভর্নমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া থেকে, তারপর নর্থ-ইষ্টার্ণ কাউন্সিল থেকে যে সমস্ত টাকা পয়সা আসে বিভিন্ন স্কীমে। ৩১শে মার্চের মধ্যে টাকা পয়সা এসে, সেই টাকা পকেটে করে বাড়ী নিয়ে যাব। ওটা গভর্ণমেন্ট এক্সচেকার এর কাছে না আসে। হ্যাঁ, এখানে শুধু কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলেই চলবে। আমরা তো তা করি না। কাজেই গেলবার যে উদ্বৃত্ত দেখেছেন এন, ই, সি, আমাদের বিভিন্ন প্রোজক্টে টাকা দেওয়ার কথা সেটা আমরা ৩১শে মার্চ তাদের কাছ থেকে পাই। এবং সেই টাকাটাই একসেস্ হিসেবে দেখানো হয়েছে কাজেই এটা কি উনার জানা নাই এটা কি উনি বুঝেন না? তিনি বুঝেন এবং বুঝেও তিনি এইসব বলেন কেন? তিনি এই সব করেন কারন তিনি বলেন যে এইভাবে কায়দা করে বামফ্রন্ট জনবিচ্ছিন্ন করতে হবে, তাদের বদনাম করতে হবে। এমনিতে তো সারা ভারতবর্ষে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এই দেখছেন যা একে একে নিমেষে দেউটি। যেটা শুরুতে চলছিল—সেই পাঞ্জাব, যেটা তাদের গর্বের জায়গা ছিল— যে উগ্রপন্থী দমন করেছেন, এই করেছেন, সেই করেছেন। সেই গর্বের উগ্রপন্থী দমনের সেই কেন্দ্রবিন্দুটাকেই তারা উপহাস করেই যিনি উগ্রপন্থী দমনের সব-চাইতে বড় হাতিয়ার তার শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে দিলো-কোথায়? যে জায়গাতে বসে পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী দমনের কেন্দ্র, যে জায়গায় বসে পাঞ্জাবকে শাসন করছিলেন, যে জায়গায় বসে গোটা ভারতবর্ষকে বাণী শোনাচ্ছিলেন, যে জায়গাতে পাঞ্জাবের সব উগ্রপন্থীকে দমন করেছেন সেই জায়গাতেই উগ্রপন্থীরা মুখ্যমন্ত্রীকে উড়িয়ে দিয়েছে। সেই জায়গাতেও মানুষ রাখলেন না, মানুষ এইখান থেকেও কেড়ে নিয়ে গেলো। ৮৭-র জায়গায় ১৪তে নামিয়ে দিলো এইসবের জন্য। এইখানেও ঠিক তাই হয়েছে। এখানেও গর্ব করে এই হাউসেই শুনেছিলাম স্যার, যে বামফ্রন্ট ৫০ বছর পর এই রাজ্যে আসতে পারবেনা। দূরবীন দিয়ে তাদের দেখতে হবে। আর আমরা কোন কথা বল্লেই উনি বলতেন দুর্মুজ করব। দুর্মুজ করা হবে। এইটা আজকে ভাগ্যের পরিহাস কি না জানি না, এই সমীরবাবু বলতেন দুর্মুজ করা হবে। আর আজকে তাকেই এর সাথী হতে হচ্ছে। এইটাই হচ্ছে দুর্ভোগ। এইটাই আমি বলতে চাই দুর্ভোগ। এই ইতিহাস এখানেই আছে স্যার, এই হাউসেই আছে, এই ইতিহাস এখানে আছে। স্যার, কান পাতলে শুনা যাবে। সুতরাং সেইজন্য আমি শুধু এই কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে তারা চেষ্টা করছেন, কেন এগুলি করছেন? সমীরবাবু কি বুঝেন না, সব বুঝেন। গত কয়েকদিন ধরে এই হাউসে এলেন না, কেন? না, রাজ্যপাল তাকে দেখতে পারেন না? তিনিও গান্ধী টুপি দেন, গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। তাই যারা একটু ঠিকঠাক চলবেন তাদের কাউকেই পছন্দ হয় না। যারা প্রতিদিন টি, ভি, খুললে দেখবেন পুলিশ ধরে ধরে কোর্টে নিচ্ছে আর আনছে তাদের খুব পছন্দ। তাদের পছন্দ হয় এটাই হচ্ছে ইতিহাস। যাই

হউক, এখানে রাজ্যপালকে আনেননি সেটা তারা করতে পারেন। এটা তারা জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি তারা করে গেছেন যেভাবে চক্রান্ত করেছেন, ১৯৮৮ সালের চক্রান্ত তার ব্লুপ্রিণ্ট। একই রকমভাবে এখানে এসব কথাবার্তা। এর আগেও উগ্রপন্থী তোষন ইত্যাদি এসব হয়েছে। আর যেখানে যান সেখানে উস্কানী দিচ্ছেন কিসের জন্যে যে না বামফ্রন্টকে ফেলে দাও, বামফ্রন্টকে ফেলতে হবে। এবং সেটা করবার নিজেদের সামর্থ নেই, হিম্মত নেই তারা সেটা পারবেন না। তাই এখানে চাইছেন পেছনের দরজা দিয়ে কোন রকমে কেড়ি কেটে আশা যায় কিনা আর কিছু সাঙ্গপাঙ্গ যোগাড় করে। সুতরাং বড় বড় করে চিৎকার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় কিনা, না বিভ্রান্ত করা যাবে না। স্যার, কিছু দিন আগেও শুনেছিলাম তিনি এই উগ্রপন্থীদের লালন পালন করার কথাটা বলেছেন। আমি সমীরবাবুকে জিজ্ঞাস করতে চাই, বলতেও চাই সমীরবাবুকি বলতে পারেন যে এই উগ্রপন্থী লালন পালন কারা করছে? সমীরবাবু কি বলতে পারেন ১৯৮৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারকে এখান থেকে হটানোর জন্য কি চক্রান্ত করেছিলেন, সমীরবাবু কি ভুলে গেছেন যে বিজয় রাংখলকে আগে বলতেন নৃপেন চক্রবর্তী, এখন আর এত কথা বলবেন না থুরি কেটে সব বন্ধ করে দেবেন, মুছে দেবেন সেই দাগ। নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব এই বিজয় রাংখল তৈরী করেছেন, বৈরীদের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছেন। আমি কি সমীরবাবুকে জিজ্ঞাস করতে পারি যে সেই বিজয় রাংখল, যে বিজয় রাংখল নৃপেনবাবুর সৃষ্টি বা দশরথবাবুর সৃষ্টি। এখন অবশ্য তিনি নৃপেনবাবুর সঙ্গে আছেন। আমি জিজ্ঞাস করতে পারি এইরকম হওয়ারতো কথা ছিল না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টপার্টির সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল। একই খেলা খেলছেন। এখন সঙ্গীকে? সঙ্গী এন, এল, এফ, টি, টাইগার। যারা আজকে জোট দেখছেন, গত নির্বাচনে যে জোট হয়েছে এই জোট-এর সিদ্ধান্ত যে কোন মূল্যেই এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। সেইজন্য এন, এল, এফ টি, টাইগারদের দিয়ে উগ্রপন্থীর ব্যাপারটাকে বাড়াও। আগে চিৎকার করেছিলেন এদের বেআইনী ঘোষণা কর, চিৎকার করেছিলেন উপদ্রুত ঘোষণা কর, চিৎকার করেছিলেন নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দাও। আমরা বার বার বলেছি এই দিয়ে উগ্রপন্থা দমন করা যায় না। এ শুধু আমার কথা না গোটা ভারতবর্ষের যারা এসব কথা চিন্তা করতেন সমস্যাটা তৈরী হয়েছে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি থেকে এই আর্থ সামাজিক অবস্থার যতক্ষন না পরিবর্তন করা যাবে যতক্ষন না পর্য্যন্ত এই নিচুতলার যে মানুষ পড়ে আছে যা ৫০ বছর, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যে, ৪৬ বছর এক টানা কংগ্রেস রাজত্ব করেছে কেন্দ্রে তারা যে পাপ করে গেছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্য আজকে ত্রিপুরার মানুষকে, ভারতবর্ষের মানুষকে তা দিতে হচ্ছে বুকের রক্ত খরচ করে তার জন্য দিতে হচ্ছে। সুতরাং তারা যে এই অন্যায় করেছেন তার থেকে এর জন্ম হয়েছে। বলতে পারেন কেন এমন হবে না? সমীরবাবু কি জবাব দেবেন, জবাব দেবেন আমরা যখন সংবিধান গ্রহণ করি তখন তো ছিল দশ বছরের মধ্যে ট্রাইবেলদের জাতিসত্ত্বার বিকাশ ঘটানো হবে লেখা ছিল সংবিধানে। দশ বছরের মধ্যে সিডিউল্ড কাস্ট যারা ছিল তাদের জব সামাজিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা এসব দূর করতে হবে তাদেরও মূল স্রোতের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, আনলেন না কেন? পাঁচবার সংবিধানটা পরিবর্তন করা হয়েছে ট্রাইবেলদের ট্রাইবেল রাখার জন্য, এস, সি, দের এস, সি, রাখার জন্য বরং এমন অর্থনৈতিক তারা চালিয়ে দিলেন ৪৯-৫০ বছরের মাথায় এসে এস, টি, এস, সিদের কোন উন্নতি হলই না। যেখানে যাদের সংবিধানে কোন রকম রিজারভেশান-এর প্রশ্ন ছিল না সেখানে তাদের খোঁজ হচ্ছে যে আরও কতজনকে টেনে নামানো গেছে। এই চক্রান্ত আজকের, এই চক্রান্ততো সেইদিন থেকে চলছে। সুতরাং তারই ফল ইন্দিরা গান্ধীর রক্ত ঝড়ে, তারই ফলে রাজীব গান্ধী খুন হয়, তারই ফলে বিয়ন্ত সিংরা, তারই জন্য

প্রায়শ্চিত্য করছেন। সমীরবাবুরা কি তার থেকে বাদ যাবেন এদের নিয়ে গেলে। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বদনাম বামফ্রন্টকে উৎখাত করা। যে মুহূর্তে ইমারজেন্সী ফাইট করার জন্য আমরা যখন স্টেপ নিলাম, যখন একটা একটা করে কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করলাম, কেন্দ্রের পরিবর্তন-এর মধ্যদিয়ে সরকার যখন এখানে আমাদের ইমারজেন্সী ফাইট করার জন্য তারা আমাদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন, কি কৌশলে তখন দেখবেন, আজকে যারা চিৎকার করছেন বামফ্রন্ট সরকারকে হটাতে হবে, রাষ্ট্রপতি শাসন চাই, এখন আর উপদ্রুতের কথা বলেন না, রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। তারা এই জায়গায় আসবার জন্য ওদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, উগ্রপন্থী ষড়যন্ত্র করে ইনসারজেন্সীর পরিবর্তন শুরু করে দিলেন জাতিগত দাঙ্গা এই জায়গায় নিয়ে এলেন ত্রিপুরা রাজ্যকে, এই কথা অস্বীকার করবেন সমীরবাবু ? অস্বীকার করতে পারবেন না। সেইজন্য যখন দেখি ক্যাম্পগুলির মধ্যে গিয়ে মানুষের কি সমস্যা আছে, সেই সমস্যার পরিবর্তে মানুষ যখন বাড়ীঘরে যেতে চায় তাদের সেখানে বাধা দিয়ে বলে না না বাড়ীতে যাবে না এখানে থাক। এগুলি কি ত্রিপুরার মানুষ জানেন না ? জানেন। ত্রিপুরার সব মানুষ জানেন যারজন্য সমীরবাবুদের এই চক্রান্ত ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ ব্যর্থ করেছেন। এইজন্য স্যার যখন কল্যাণপুর জ্বলছে, চেবরী জ্বলছে তখনও ঐ পাশের গ্রাম-এ ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল দিনের বেলায় খেতে এক সঙ্গে কাজ করছে রাতের বেলায় একসঙ্গে পাহারা দিচ্ছে যাতে গনতন্ত্রের শত্রুরা আসতে না পারে। সেইজন্য তার পাশের জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে। এত চক্রান্ত করেও সেই জায়গায় যেতে পারছে না আর এখানে বলেছেন উগ্রপন্থী তোষণ পালন ইত্যাদি। আমরা সেইজন্য বলছি উগ্রপন্থী যেহেতু কংগ্রেসের সৃষ্টি আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত এই আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয় ততক্ষণ পর্যান্ত উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করা যায় না। তাকে সাময়িকভাবে স্তিমিত করা যায়, তার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থার জন্য যা দরকার সেটাকে শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ যথেষ্ট না তারজন্য দরকার জনগণের ঐক্য, জাতি উপজাতির ঐক্য, এই ঐক্যকে ঘটাতে হবে, শক্ত ভিটের উপর দাঁড় করাতে হবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এই জায়গাই হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বামফ্রন্ট এত কিছু করার পরও তারা চেষ্টা করছেন জাতি উপজাতির ঐক্যকে নষ্ট করবার জন্য। এত চক্রান্ত করেও ভাঙ্গা গেল না। এমনকি শুধু ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার। এই যখন পরিস্থিতি সেইজন্য চাইছেন এখন অন্য রাস্তায়, পেছনের রাস্তা দিয়ে কি করে সরকারে আসা যায় এটা চাইছে। ত্রিপুরার মানুষ এই খোয়াব পূর্ণ করবে না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আর কতক্ষণ বলবেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আমি শেষ করছি স্যার। সেইজন্য আমি বলব এইসব ছেড়ে ত্রিপুরায় আগে যা ক্ষতি করেছেন, কারণ এই ত্রিপুরা শুধু বামফ্রন্টের ত্রিপুরা না। এই ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের লোকরা থাকবে এই ত্রিপুরায় কংগ্রেসের লোকরা থাকবে, এই ত্রিপুরায় অন্য রাজনৈতিক দলমত যারা বিশ্বাস করেন তারা থাকবে আগামীতে তাদের সন্তান, সন্ততীরা এখানে থাকবে। সেইজন্য আমাদের উপর ঐতিহাসিক দায়িত্ব আজকে আমরা যারা আছি রাজনীতি করি তাদের উপর দায়িত্ব আগামী প্রজন্মের জন্য কি ত্রিপুরা আমরা রেখে যাব ? আমরা অশান্তিপূর্ণ ত্রিপুরা রাখব, দাঙ্গাদীর্ণ ত্রিপুরা রাখব না একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থাতে উন্নত ত্রিপুরা রাখব ? এখানে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ ভাবছে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে যাব। আমরা ত্রিপুরা কোন ভাবে যাব ইচ্ছে করলেও যেতে হবে, না করলেও যেতে হবে কেলেণ্ডারকে থামিয়ে রাখা যাবে না, ঘড়িকে উল্টোদিকে ঘুরানো যাবে না। সুতরাং সেই জায়গায় আমরা কি নিয়ে যাব ? রক্তের বিনিময়ে ক্ষমতায়

আমার যে খোয়াপ সেটি বেশী টিকে না। ১৯৮৮ সালের ভোটের তিন দিন আগে বিজয় রাংখলকে দিয়ে ৯১ জন লোককে খুন করিয়েছে। এই ৯১ জনকে খুন করার পর উদয়পুরের একটি বাড়ীতে ৬ জনকে খুন করেছে। সেখানে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি। তারপরে গকুলপুরে সাত জনকে খুন করেছেন। সেখানেও ৭ বছরের একটি ছেলে আছে। ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে এই চেহেরা। মানুষ খুন করে ক্ষমতায় আসলে চলবে না। সেই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেই জন্যই ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেও লাগাতে পারে নি। ত্রিপুরার জাতি উপজাতির অংশের মানুষ ঘৃণাভরে আপনাদেরকে প্রত্যাখান করেছেন। সারা রাজ্যে চক্রান্ত করেও তারা সেই ক জ করাতে পারে নি। এখন পিছনে পিছনে চেষ্টা করছেন। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব এই সমস্ত রাস্তা ছারোন। উন্নত ত্রিপুরার দিকে আমরা এগিয়ে যাব। মানুষ যাকে চাইবে তাদেরকে ক্ষমতায় পাঠাবে। সেখানে আসলে পরে আপনারা শাসন করবেন। এখন আমাদের যখন পাঠিয়েছেন, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে চাই। সুতরাং এই উন্নত ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি-উপজাতির রাজ্য, মৈত্রীর রাজ্য। রাজ্যের সুখ বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট আজকে যে কাজ করে চলছে তাতে ওরা মাঝে মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি করছে। সেই বাঁধা অতিক্রম করে আজকে ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রত্যাশা, বিরোধী দলের সদস্যরা আউট অব ট্রেক হবে না। ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে ছোড়ে ফেলে দিয়েছে। আবার সেই একই অবস্থা, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই বলছি, কোন চক্রান্ত নয়, আসুন ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করি। সাধারণ মানুষের জন্য এখানে ব্যয়-বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪০ কোটি টাকা। এখানে গরীব মানুষের জন্য ধরা হয়েছে ৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে সেন্ট্রাল স্কীমের জন্য। নন-প্ল্যানে এখানে যেটা রাখা হায়েছে সেটি বেশী টাকা নয়। আবার এখানে কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তিন কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আর সবটাই হচ্ছে উন্নয়নের টাকা। এখানে সবটাই হচ্ছে গরীব মানুষের টাকা। এটাকে বিরোধিতা করা মানে গরীবদেরকে বিরোধিতা করা। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আশা করি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সকলেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবং সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই বলে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যাণ্টকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৬-৯৭ সালের যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ড এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। মোট ২৯টা ডিমাণ্ডের মধ্যে এখানে ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ডিমাণ্ডের উপর যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা সমর্থন করতে হয়। এখানে খুব সাবলিল ভাবে সুন্দরভাবে বিরোধী দলনেতা বক্তব্য রেখেছেন এবং একটা জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবং এই জ্ঞানে আমরা খুবই উপকৃত হব সেটি উনি মনে করেছিলেন। কিন্তু তার সঠিক জবাবটিও সেখানে মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু দিয়েছেন। উনি যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন এবং বলতে চেষ্টা করছেন অর্থাৎ যার দেখতে নারী, তার চলন বাঁকা। বিরোধীতার নামে, বিরোধিতা করা। তার মধ্যে কোন দিন কি কি খাতে কি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটি উল্লেখ করেনি। যদি ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি। আর পাশ থেকে সেখানে আমাদের পুরজন শ্রদ্ধেয় নেতা কিছুটা টোন করেছিলেন সেখানে। দেখে দেখে সেখানে মধুসুধনের কবিতার কথা মনে পড়ে গেলো।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল, লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে। জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায় ফিরাব কেমনে॥ দিন দিন আয়ুহীন বল, দিন দিন তবু আশার নেশা ছুটলে না যায়॥ রে পামর যেন সম করে পোহাইবি রাত্তি। জাগিবেরে এই জীবন কুসুম রাতি॥

যে ভাবে এখানে প্রশ্ন করছেন, যেভাবে বিরোধীদের সঙ্গে জায়গায় গিয়ে সহযোগিতা করছেন তাহাতে মনে হয়ত বা ভাবছেন আবার আগের দিনটা ফিরে আসে কি না, কারণ এটা বলাটা খুবই মুশকিল যে ক্ষমতার জন্য কে লালায়িত, কে লালায়িত নয়। যাক এই সমস্ত কথা বাদ দেই। সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপরেই আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখি। আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে কথাটা জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উগ্রপন্থীদের অস্ত্র শস্ত্র কেনার জন্য এবং তাদের লালন পালন করার জন্যও এত টাকা নাকি সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। আসলে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টের ডিমাণ্ডের মধ্যে কোন খাতে কি যুক্তিতে টাকা সেখানে আনা হয়েছে তার ভিতরে যাওয়ার চেষ্টাও সেখানে করা হয় নাই। যে কথাটা এখানে বলতে চেষ্টা করেছেন সেটি না বলে জানি না কেন হঠাৎ করে সুর পরিবর্তন করেছেন। এবং যে ধরণের বক্তব্য রেখেছেন সেই ধরণের বক্তব্য দিতে আমি আর কখনো শুনিনি। সুন্দর করে টাকা পয়সার হিসাব দিয়ে, সমীরবাবুর মত মহামান্য নেতার কাছে এটা আশা করা যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ এ হোম ডিপার্টমেন্টে চার কোটি ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার ধরা হয়েছে যার জন্য তারা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত এখানে চতুর্থ বেটেলিয়ান, আই আর বেটেলিয়ান গঠন করা হচ্ছে। তার বেতনের প্রভিশন সেখানে ধরা হয়েছে। আর সফিস্টিকেটেড আর্মস যেটা ৪৬ সিরিজে হউক বা অন্য সিরিজ হউক সেখানে অস্ত্র কেনার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। উগ্রপন্থী দমনের ক্ষেত্রে এই সমস্তগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই এখানে যারা উগ্রপন্থীদের নাম শোনে বুকে কাঁপন ধরবে। কাজেই সেই কারণে এখানে আবার বলছেন যে এই সমস্ত টাকাগুলি সমস্তই উগ্রপন্থীদের দিয়ে দিবেন।

রাজ্যেও দীর্ঘ দিন ধরে কংগ্রেস (আই) সরকারে ছিল। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থা হয়নি। কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন পাঠশালা পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। কারা দায়ী এর জন্য? ২০০ বছর বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ জাতি গোষ্ঠীর জন্য সংবিধান সম্মত কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়নি কিংবা কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি স্বাধীনতার ৫০ বছরের রাজত্বে। স্যার, যে রাজ্যে মেজরিটি উপজাতি বসবাস করতেন সেই রাজ্যে ৫০ বৎসর পর আজকে তারা মাইনরিটিতে পরিণত হয়েছে। তারা আজকে পাহাড় থেকে পাহাড়ে, কন্দর থেকে কন্দরে চলে গেছে। তার জন্য দায়ী কংগ্রেস নীতি, কংগ্রেসের আদর্শ। কংগ্রেসের নীতি তাদের আদর্শকে রক্ষা করতে পারে নি, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারেনি, তাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে পারেনি। কংগ্রেসের নীতিতে দেশের যুবকগণ বিভ্রান্ত হয়েছে। এর জন্য তো বিভ্রান্ত যুবকগণ দায়ী নন। আজকে এই পাহাড়ী যুবকদের কাঁধে বন্দুক নিয়ে লড়াই করার জন্য কারা উস্কানী দিচ্ছে? সমগ্র ভারতবর্ষে আজকে উগ্রপন্থীর জন্ম হয়েছে কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতির জন্য। কাশ্মীর থেকে শুরু করে পাঞ্জাব। আজকে মণিপুরে কি অবস্থা চলছে? মণিপুরের মন্ত্রী বেরুতে পারেন না। এম, এল, এ, বেরুতে পারেন না। লখিন্দরের বাসর ঘরের মত লোহার ঘরে বাস করতে হয়। আসামেও সেই দিন অসম গণপরিষদ শাসন ক্ষমতায় এসেছে। এর আগে শইকিয়া মন্ত্রীসভা ছিল। পুলিশ মিলিটারী দিয়ে উগ্রপন্থীর সমস্যা সমাধান করা যায়নি। এর জন্য চাই, অর্থনৈতিক প্যাকেজ। এর জন্য চাই, সুন্দর পরিবেশ। যাতে একটি উপজাতি যুবক বলতে পারে, এই ভারতবর্ষের আদর্শের

কথা। আজকে বামফ্রন্টকে দায়ী করা হচ্ছে। স্নেহময় চাকমাকে কি আমরা চিনিনা? রতিবাবুরা উগ্রপন্থীকে উস্কানী দেওয়ার চেষ্টা করছেন। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিরঞ্জন দেববর্মা, এখানে একটি চিঠি পড়েছেন। বিজয় রাঙ্খলকে লেখা সুধীর বাবুর চিঠি। সেখানে লিখা আছে, বার্তাবাহককে কংগ্রেসের কর্মীদের জন্য ১০০ রিভলবার ও ৫টি এস. এল আর দেবার জন্য রেভিলিউশনস গ্রিটীংস। কাজেই, উগ্রপন্থীদের সাথে কাদের যোগাযোগ এটা সাধারণ মানুষ জানে। খোয়াইতে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা হয়েছিল। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ত্রিপুরার মানুষের জন্য এই দাঙ্গা ছড়াতে পারে নি! তবে এর প্রচেষ্টা এখনও চলছে। এর সাথে জড়িত আছে, কিছু সংখ্যাক পত্র পত্রিকা। বিধানসভায় নাটক করা হয়েছিল। সব সরকারই বিরোধী দল থেকে গঠন মূলক আলোচনা চায়। সরকারের ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে সেটা তুলে ধরার দায়িত্ব বিরোধী দলের। কিন্তু কয়দিন পর তাঁরা আজকে এখানে এ্যাসেম্বলীতে এসেছেন? নৃপেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কিভাবে উস্কানী দিচ্ছেন। কিভাবে স্টেটমেণ্ট করেছেন এই কংগ্রেসী নেতারা, এটা আজকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। তারা পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতার আসবার চেষ্টা করছেন। ক্ষমতার লোভ বড় লোভ। আজকে উনাদের হিংসা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস বাবদ ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি এখানে রসিকতা করে বলছি এই টাকা দেখে উনাদের জিহ্বা'র জল পড়ছে না তো। বামফ্রন্ট সরকার বুক ঠুকে বলতে পারে যে এই বাজেটের প্রতিটি পাই পয়সা এই রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে খরচ করছে এবং তার হিসাবও সেখানে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু, জোট সরকারের আমলে টাকার কোন হিসাব ছিল না। ব্লকের টাকা, ফিসারীর টাকা সমস্ত টাকাগুলি কি ভাবে লুঠ হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি। বামফ্রন্ট সরকার এসেছে আজকে ৪ বছর হল, কেউ কি এখানে বলতে পারবে যে বামফ্রন্ট মন্ত্রীরা ব্যাগ ভর্ত্তি করে ১ লাখ, ২ লাখ, ৩ লাখ টাকা নিয়ে গেছে? স্যার জোট সরকারের আমলে একদিনে ২৬ লক্ষ টাকা ড্র করা হয়েছে সমস্ত টাকাটাই কংগ্রেসী নেতারা নিয়ে গেছেন। এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। বামফ্রন্ট সরকার যে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা থেকে এই রাজ্যের মানুষের চোখ ফিরিয়ে দেবার জন্য তারা এখানে মিথ্যা গল্পের অবতারনা করার জন্য বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা এখানে চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি ডিমাণ্ড নং ১২ তে ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে কো-অপারেটিভ ব্যাংক ঋন দেবার জন্য, ঋনের শেয়ার ক্যাপিটাল ল্যাম্পাস, প্যাক্স এবং গ্রামস্তরে কাজের উন্নতির জন্য টাকা ধরা হয়েছে। ডিমাণ্ড নং ১৫ ইরিগেশান খাতে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন গ্রামের মানুষ ইরিগেশান কি সেটা জানত না। তখন মেশিন কেনা হয়েছিল কিন্তু চালু করা হয়নি। রাজ্যের গরীব কৃষকরা যাতে জল সেচের সুবিধা পেতে না পারে তার জন্য তারা চেষ্টা করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামস্তরে ইরিগেশানকে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রান চেষ্টা করছেন। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে মেডিসিন এবং মর্ডানাইজ মেশিন কেনবার জন্য। যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগন এখন আরও বেশী করে স্বাস্থ্য পরিসেবা পেতে পারে। তার জন্য এই টাকা এখানে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্যার, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টে ১২ কোটি ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা জুমিয়া রাবার প্লান্টেশান এবং অন্যান্য স্কীমে টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এখানে একটা মৌলিক দৃষ্টিকোন থেকে টাকা বরাদ্দ করেছেন। ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি টি. এস. আই, সিকে গ্র্যাণ্ট দেওয়া, টি করপোরেশন কুমারঘাট ও ধর্মনগরের জন্য মেশিন কেনা বাবদ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরাহয়েছে। আর, ডি, ডিপার্টমেণ্টে ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

তারপর বিভিন্ন গ্রামীন জলসরবরাহ প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনায় যেখানের রাজ্যের গরীব মানুষকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বিরোধিতা করেছেন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা। ডিমাণ্ড নং ৪৩ স্পোর্টস ও ইয়থ প্রগ্রামের টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে খেলাধুলা বলতে কিছু ছিল না। সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই তো সেদিন আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা বাইরে থেকে খেলে প্রচুর পুরস্কার নিয়ে এসেছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার একটা যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটাচ্ছেন। কলেজ লেককে একটা স্টেডিয়াম করা হয়েছে। উদয়পুরেও একটা ষ্টেডিয়াম করা হবে এবং একটা সুইমিং পুলের জন্যও এখানে টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন তার জন্য এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। আমি আশা করব বামফ্রন্ট সরকার দ্রুত এই কাজগুলি শেষ করবেন। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন এবং সেগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা দলমত নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে সবাই এটাকে সমর্থন করবেন। আমি বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান রাখছি বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে আসুন আমরা সবাই মিলে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখ এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে কিছু বক্তব্য সংযোজন করছি। আজকে এই হাউসে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে আলোচনা রেখেছেন সেই আলোচনার মধ্যে আমরা অনেক কিছু শুনতে পেয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই তাঁরা কথায় কথায় বলেন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই কিন্তু উনাদের আমলে উনারা কি করেছিলেন? বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ৪ বছর ধরে যে সমস্ত কাজকর্ম করছেন তাতে তাঁরা সন্তোষ্ট নন তাই তাঁরা বলছেন রাজ্য রাষ্ট্রপতির শাসন চাই, আমি জিজ্ঞাসা করছি জোট রাজত্বে যখন খুন হয়েছিল ৭৩৯ জন মানুষ, গুম হয়েছিল ২২৯ জন, ধর্ষণ হয়েছিল দুই শতাধিক নারী, ৩/৪ হাজার বাড়ীতে আগুন দিয়ে ছারখার করা হলো, ২৫ হাজার মিথ্যা মামলা হলো, ৩০ হাজার মানুষকে মিথ্যা মামলায় এরেষ্ট করা হলো, ৬০০ কোটি টাকার মত আত্মসাৎ করা হলো এবং ৬০০ লোক উপবাসে মারা গেল তখন তো মাননীয় বিরোধী সদস্যরা একটি কথাও বলেন নি যে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হোক? আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ধরণের কোন ঘটনা রাজ্যে নেই। জোট রাজত্বের গত ৫ বছরের হিসাব পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে এইগুলি তো আমাদের তৈরী নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, জোট রাজত্বে যে ৬০০ লোক উপবাসে মারা গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সমস্ত জায়গাগুলি চিহ্নিত আছে এবং জায়গাগুলির নাম হচ্ছে দামছড়া, খেদাছড়া, কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া এবং ১৮ মাইল। আমরা দেখেছি সেই সময় করবুকে মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে একজন শিশুপুত্রকে বিক্রি করা হয়েছিল এই ছিল জোট রাজত্বের অবস্থা। ৪ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য পরিচালনা করছেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তো কেউ উপবাসে মরেনি। আমরা দেখেছি কুর্তি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত হাজার হাজার বাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছিল। এইগুলি তো আজ নির্মাণ করা প্রয়োজন। তাই আর, ডি, দপ্তর থেকে এবং রাজ্য সরকার থেকে যে সমস্ত মানুষ এই রাজ্যের মধ্যে নানা অসুবিধায় আছেন তাদের জন্য

এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট চাওয়া হয়েছে। তাই আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করছি। এখানে কথায় কথায় বলা হয় উগ্রপন্থী সমস্যা, আর আমাদের পাশাপাশি রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা আছে, তার বিচার কে করবে? সারা ভারতবর্ষে কি উগ্রপন্থী সমস্যা নেই? আমাদের পাশাপাশি রাজ্য, আসামে গত ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং একটা ট্রেনের উপর বোমা মেরে ৩০০ লোক মেরেছে সেই জায়গার নাম হচ্ছে কোকড়াঝাড়।

এই আসামের চেয়ে বড় উগ্রপন্থী ত্রিপুরায় কি আছে নাকি? নিশ্চয়ই না। মনিপুর আমাদের পাশাপাশি রাজ্য, ৩২ জন বাসের যাত্রী, একটা বাসের উপর গুলি করে ৩২ জনকে মেরে ফেলল। এছাড়া বাসের মধ্যে অনেকেই আহত হল। একটা বাসের মধ্যে অসংখ্য লোক থাকে। এইভাবে গুলি করে মনিপুরে যে ঘটনাটা ঘটল এটাও বড় রকমের দুর্ঘটনা। ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরণের কোন ঘটনা নাই। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে উগ্রপন্থীর কিছু কিছু সমস্যা আছে বা কিছু কিছু উৎপাত চলছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্য অনেকটা শান্ত। সেদিন রাজ্যপাল যে, ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণের মধ্যেও আমরা দেখেছি, কমপেয়ার করেছেন, তুলনা করেছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের গত বৎসরের সঙ্গে এই বৎসরের, এমনকি জোট রাজত্বের সঙ্গে বামফ্রণ্টের রাজত্ব। এইগুলি তুলনা করেছেন। আমরা দেখেছি সবশুদ্ধ মিলে ত্রিপুরা রাজ্য এখন অনেকটা ভাল অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এবং জোট রাজত্বের তুলনায় তো ভাল বলাই যায়। এই রাজ্যকে বিল্লাল মিঞা একাই প্রায় শ্মশান করে দিয়ে গেছেন। বিল্লাল মিঞা বিয়ে করেন যখন ৬ লাখ মানুষ নিমন্ত্রণ করলেন বাংলাদেশের ঢাকা থেকে শুরু করে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত। ৮০ কুইণ্টাল মাংসের ব্যবস্থা করা হল। বিল্লাল মিঞা ছিলেন ভেটেরিনারী দপ্তরের মিনিষ্টার। ভেটেরিনারী দপ্তরকে উজার করে দিলেন। গরু, ছাগল এইগুলি সব কেটে উজার করে দিলেন। ৮০ কুইণ্টাল মাংসের ব্যবস্থা করলেন, ৪০ কুইণ্টাল মাছের ব্যবস্থা করলেন, ৪০ কুইণ্টাল মাছ দেওয়ার পরও এই ফিশারী ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টারের কাছে তার ভাই সেলিম মিঞাকে পাঠানো হল ১ লাখ টাকা নগদ দিতে হবে। যখন সেলিম মিঞা গিয়ে বললেন ১ লাখ টাকা নগদ দিতে হবে তখন ডাইরেক্টার বললেন, আমি ঘুরে আসি। আমি ঘুরে আসি তিনি সম্ভবত: ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে চলে গেলেন। আর উনি ফিরে এলেন না যে এক লাখ টাকা দিতেও পারব না, ৪০ কুইণ্টাল মাছ তো দিলাম। ভেটেরিনারী দপ্তর থেকে ৪০ কুইণ্টাল মাংসের ব্যবস্থা হল, ৫০ বস্তা দুধের ব্যবস্থা করা হল, ৫০ কেজি ঘিয়ের ব্যবস্থা করা হল। এই রাজ্যটাকে তো বিল্লাল মিঞা একাই কাৎ করে দিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, জোট রাজত্বে পুলিশের পর্যন্ত নিরাপত্তা ছিল না যে পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা দেয়। সেই পুলিশের পর্যন্ত নিরাপত্তা ছিলনা। ১৬-১৭ হাজার পুলিশ যখন এই রাজ্যে তাদের দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছিল তখন তাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন এই সমীর বর্মণ। এছাড়া পুলিশের কোন রকমের কোন ক্ষমতাই ছিলনা বলা যায়। উদয়পুরের ডি. এস. পি প্রণব বোস, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গিয়েছিলেন, কংগ্রেসের কোন এক কর্মী প্রণব বোস ডি, এস, পির গালের মধ্যে চড় দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে। কেউ কোন কথা বললেন না। এই ছিল জোট রাজত্বের অবস্থা। এখানে মতিলাল সাহাকে দেখতে পাচ্ছি না, উনিও মন্ত্রী ছিলেন। উনার বাড়ীর পাশেই থানা আক্রান্ত হল এবং থানার ওসির হাত ভেঙ্গে দিলেন। এই ধরণের ঘটনা তো আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি। আমতলীর ও, সি বাড়ী যাওয়ার পথে স্কুটার থেকে নামিয়ে তাকে খুন করা হল। এই ধরণের ঘটনাও আমরা দেখেছি। তবে একটা পাল্টা হয়েছে চম্পকনগরে। চম্পকনগরে গিয়েছিল কে বা কারা আক্রমন করার জন্য। সেখানের থানার ও, সি ছিল বেয়ারা, গুলি করে দিয়েছে। দুইজনকে খুন করে ফেলেছে। আজকে এখানে সমীরবাবু বলেছেন যে বামফ্রণ্টের মন্ত্রীরা যারা এখন বাহাদুর মন্ত্রী হয়ে গিয়েছে, জোট রাজত্বের মন্ত্রী, যারা মন্ত্রী বাহাদুর আর বামফ্রণ্টের মন্ত্রীরা নাকি বাহাদুর মন্ত্রী।

ডেভিলপমেন্টশান কি পার্লেন্ট গেল? আমরা শচীন সিংয়ের সুখময় সেনের রাজত্ব দেখেছি। শচীন সিংয়ের আমল দেখেছি, সুখময় সেনের আমল দেখেছি। তখন রাজ্যে বাজেট ছিল ১২ কোটি, ১৪ কোটি, ১৬ কোটি। তার মধ্যে ৪ কোটি, ৫ কোটি টাকা ফেরৎ যেত। এখন হাজার কোটির উপর বাজেট হয় এই রাজ্যের মানুষের জন্য। তখন টাকা খরচ না করে ফেরৎ দেওয়া হত, আর যেগুলি খরচ দেখানো হত সেগুলি আত্মসাৎ করে ফেলতেন। এই ছিল কংগ্রেস রাজত্বের অবস্থা। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে তারা বলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীরবাবু বলেছেন আমরা তো রাজ্যের টাকা ফেরত দেই না. এটা ভাল কথা. তারা নিজেরা সব লুটেপুটে খেয়ে ফেলেন এবং এইভাবে ৬০০ কোটি টাকা তারা আত্মসাৎ করেছেন. ফেরত দেব না সব আমরা খেয়ে ফেলব। বেতন দিতে পারেন নি মনে আছে, কিভাবে ওভার ড্রাফ্ট করেছেন মনে আছে. এই সব অনেক কিছু আমরা পত্রিকায় দেখেছি। স্যার, ওরা আবার এখানে বলেছেন আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করব না, তা এখানে তো সমর্থন করব না, দিল্লীতে কি করবেন, সেখানে তো সমর্থন করবেন, সমর্থন না করে হয় না। স্যার, এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যেভাবে লড়াই, সংগ্রাম বামফ্রন্ট সরকার করে এসেছেন আজকে তারই ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন এসেছে তা কুমারঘাট পর্যান্তই বলুন, আর আগরতলা পর্যান্তই বলুন এই রেল লাইনের জন্য ত্রিপুরার জনগণ ও বামফ্রন্ট সরকার বহু আন্দোলন করেছে। কংগ্রেস রাজত্বে কিন্তু আমরা রেল লাইন পাইনি যুবাজির আমলে, জনতার আমলে আমরা কুমারঘাট পর্যান্ত রেল লাইন পেয়েছি। আর এখন যুক্তফ্রন্টের আমলে আগরতলা পর্য্যন্ত মঞ্জুর করেছেন। এই রাজ্যে আগরতলাতে কাজ শুরু হবে উত্তর দিকে যাওয়ার জন্য এবং উত্তর দিকে কুমারঘাটে কাজ শুরু হবে লাইন দক্ষিণ দিকে আসার জন্য। আজকে এটা দেওয়ার জন্য আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাই এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার আছে বলেই আমরা আজকে রেল লাইনের মঞ্জুরী পেয়েছি। আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত ন্যাশানেল হাই হবে যেটা কোনদিন ধারণা করা যায়নি, আগরতলা এয়ারপোর্টকে ঢেলে সাজানো হবে। এই রাজ্যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাটেলিয়ান তৈরী করা হবে। এগুলি বামফ্রন্ট সরকার করে যাচ্ছেন এবং এগুলি যে কেন্দ্র আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে তা নয়, এগুলির জন্য লড়াই করতে হয়। কিন্তু সেই লড়াইতে আমরা তো কখনও কংগ্রেস আই) জোট রাজত্বে যারা মন্ত্রী বা কর্মী ছিলেন তাদেরকে সামিল হতে দেখতে পাইনি। জোট রাজত্বে তো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোন কাজ ছিল না, সারা বছরে কাজ ছিল দুই দিন, ঐ দুর্গা পূজার আগে দুই দিন ধুতি ও শাড়ীর কাজ ছিল। তখন তো পি ডব্লিও, ডির রাস্তাঘাট ছিল না, কোন পোল ভেঙ্গে গেলে মাসের পর মাস সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকত, পি ডব্লিও, ডির কোন লোক গিয়ে কেউ দেখারও সময় পেত না যে কোথায় কি নষ্ট হয়েছে। এই ধরণের ঘটনা ধর্মনগরে অনেক আছে এবং রাজ্যের সর্বত্রই আছে। জোটের আমলে স্কুল ঘর ছিল, কিন্তু স্কুল ঘরের বেড়া এবং ব্যান্স কিছুই ছিল না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার স্কুল ঘর করে দিচ্ছে ছাত্রদের বসার জন্য ব্যান্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাজ্যের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে, স্কুল আছে, অঙ্গনওয়াড়ী সেণ্টার আছে, বারোয়াড়ী সেণ্টার, এস বি স্কুল আছে বা হাই স্কুল যেগুলি আছে সিনিয়রই হোক আর জুনিয়রই হোক যাই বলুন সব কাজ আজকে এই সরকার করছেন। বিভিন্ন স্কুলগুলিতে এই সরকার পাকাবাড়ী তৈরী করে দিচ্ছেন, যে দীর্ঘস্থায়ী হবে। জোট রাজত্বে এই রাজ্যে আমরা দেখেছি অন্ধকার, লাইটের কোন ব্যবস্থা ছিল না, রাজ্য তখন দুই মাস পুরো অন্ধকার ছিল। আমাদের রাজ্যে তাদের আমলে মেঘালয় থেকে যখন কারেন্ট আনা হত তখন মেঘালয়ের কাছে রাজ্যে ১৪ কোটি টাকার মত বাকী ছিল এবং সেই বাকী টাকা রাজ্য সরকার দিতে পারেনি বলেই রাজ্য তখন দুই মাস অন্ধকারে ছিল। মেঘালয় টাকা না পাওয়ায় রাজ্যকে তখন কারেন্ট দিতে রাজী হয়নি. এই ছিল

জোট রাজত্বের কাহিনী, আজকে আবার এখানে এসে বড় বড় কথা বলছেন। মি: স্পীকার স্যার, আমি আর সময় নেব না। আজকে এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমি বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে দেখেছি সমস্তটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, অন্যান্য বক্তারাও অনেক বলেছেন, আমি আর বলছি না, আমি এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ, আপনার সময় ১৪ মিনিট।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করে অনুমোদন চেয়েছেন হাউসে এটাকে আমি সমর্থন করতে পারলে খুশি হতাম। যে কারণে আমি সমর্থন করতে পারছি না এই ব্যাপারে আমাদের বিরোধী দলনেতা হাউসে ইল্যাবরেট ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই বিরোধী দলনেতার বক্তব্যকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, একদিকে এখানে তো বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু গত চার বৎসর ধরে আমরা কি দেখছি একদিকে হাউসে টাকা চেয়ে অনুমোদন নেওয়া হচ্ছে, অনুমোদন সমর্থন করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে অনুমোদন চেয়েছে দিতে পারি যদি সেই টাকা ব্যয় হয়। তবেই এখানে ৬০ কোটি ৩৯ টাকার অনুমোদন চাওয়া হয়েছে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে। অতীতে কি দেখেছি। ১২১৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের যে বাজেট তাতে ধরা হয়েছে এবং তার ওপেনিং উদ্বৃত্ত ৪৭ কোটি টাকা, তার মানে আগের বছরের। তাহলে মোট ৬০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট ধরা হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব বাবু বক্তব্য রাখছিলেন বিরোধীদলের বক্তব্যকে কাউণ্টার করে। উনি কি ক্যাগ (সি, এ, জি,) রিপোর্ট সম্পর্কে রেফারেন্স দিয়েছেন জানি না। এখানে ১৯৯৩-৯৪ তে ১৩৯ কোটি টাকা খরচ করতে পারেন নি। তাহলে টাকা আমি নিচ্ছি এইটা কি? এইটা হলো লোক দেখানো। গ্রামে গঞ্জে কাজ হচ্ছে না। ডেভেলাপমেণ্টের কাজ হচ্ছে না। তাহলে সেই টাকাগুলি এইখানে হাউসে জরে অনুমোদন চেয়ে টাকা খরচ করতে পারছেন না। টাকা যদি খরচই না করা যায় তাহলে টাকা কিসের জন্যে অনুমোদন ?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার স্ত্রী আমাকে বললো যে আমার বোনের বিয়ে। এখন আমার কাছে ৫,০০০ টাকা আছে। আমি ৫০০০ টাকা বিয়েতে খরচ করতে পারি-এর বেশী করতে পারব না। তাহলে এখন যদি ৫,০৬৫ টাকা আমি খরচ করি তাহলে সাপ্লিমেণ্টারী হবে ৬৫ টাকা। এখন বিয়ের পরে দেখা গেলো যে আমি ৪০০০ টাকা খরচ করতে পেরেছি। তাহলে আমার বউ কি বলবে তোমার মত একটা গোলাম আর নাই। আমার মোরদ নেই আবার আমি টাকা চেয়েছি, হাউসের কাছে অনুমোদন চেয়েছি।

(নেপথ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে—বা ! বা !)

বা ! বা! নয়—ব্যাখ্যা ভালকরে করবেন। ১৯৯৪-৯৫ তে ২০৮ কোটি টাকা খরচ করতে পারেন নি, অথচ বছরের পর বছর অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ বছরে ১১৬৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। ১৮০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ডেফিসিট ধরে বাজেট করা হয়েছে। এরপরেও ১৯৯৫-৯৬ তে ৪১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। দেখা গেল ডিফারেন্স হলো ২২২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এই যে ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এই টাকা এই এক মাসের মধ্যে খরচ করা যাবে কি না ? স্যার, এটা হাউসকে বলতে হবে। সদস্যদের বলতে হবে। একজন টিপ্পনী কাটলো রিসোর্স দেখেছেন ? না।

একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি স্যার প্যাজ ২৪-বিজনেস ফর একনেস্ ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫ এ এডিশনাল অ্যামাউন্ট আণ্ডার সি, এস, স্কীম ফর ইরিগেশন প্রোজেকটস্-অ্যাপ্রুভড্ বাই দ্যা গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া। কবে, কখন ? কোন দিন, কতদিন আগে ? এইগুলি না বললে থউকুকার উপর কীর্ত্তন, থাউকুকার উপরে স্যার, কীর্ত্তন এটা স্পেসিফিক বলতে হবে, হাউসকে জানাতে হবে, লোক সমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। আমি এইজন্য টাকা নিয়েছি, আরো টাকা খরচ হয়েছে কি না ? যদি বলি ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে কি না ? বা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কবে হবে, এক মাসের মধ্যে হবে কি না ? তারপর অঢেল আছে, প্রভিশন রয়েছে আপনাকে সেটা স্পেসিফিক বলতে হবে। স্যার, একদিকে দেখানো হচ্ছে যে টাকার ব্যবস্থা নাই, আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে টাকার অনুমোদন নেওয়া হচ্ছে আবার এটা খরচ করতে পারছেন না। কাজেই, এই যে অতিরিক্ত টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে বলতে পারেন ? তাহলে এই টাকা দেবেটা কে ? কোন সোর্স থেকে টাকাটা পৌছবে ? এই টাকা কি কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ? স্যার, আমাদের এখানে একটি বাংলা প্রবাদ চালু রয়েছে— "গাঁধা জল খায় ঘুলিয়ে।" মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র এখানে বলেছেন, কেন খোয়াই যাওয়া হল ? কেন শিবিরে বিরোধীরা গেল ? স্যার, আজকে সেখানে তাদেরই যাওয়া উচিৎ ছিল। সেখানের শিবিরগুলিতে আন্ত্রিক, মহামারী শুরু হয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তাদের মদতপুষ্টি তথাকথিত বৈরীদের দ্বারা ক্ষমতা দখল করেছে সেটা চার বছর হয়েছে। এই চার বছরে রাজ্য সরকার চারবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন এখানে। আবার প্রতিটি অর্থ বছরের শেষ দিকেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করছেন। বাজেট তারা বারংবার করতেই পারে। অথচ টাকা বরাদ্ধ হচ্ছে কিন্তু রাজ্যের একটি দপ্তরের কাজে রাজ্যবাসী খুশী নন বরং বিরক্তি প্রকাশ করছে। এক চতুর্থাংশ টাকাও জনগণের জন্য খরচ করা হচ্ছে না স্যার।

স্যার শিক্ষা দপ্তরের বর্তমান হালটা কি ? কি সব হচ্ছে ? কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে রয়েছে। স্কুলগুলির বাৎসরিক পরীক্ষা কি হচ্ছে ? হচ্ছে না স্যার। এখানে ওরা বলতে পারলেও মাঠে-ময়দানে গিয়ে এসব বলতে পারবে না। এটা কি রাজ্যের মানুষের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হচ্ছে। স্যার, রাজ্যে এখনও চারশর উপর স্কুল বন্ধ রয়েছে বলে খবর। এখানে তারা উপজাতি দরদের কথা দেখাচ্ছে ! এখানে স্যার, বলা হয়েছে নৃপেনবাবু বিরোধী দলনেতা তথা বাঙ্গালী নেতা। লজ্জা থাকা উচিৎ তাদের। রাজের মুখ্যমন্ত্রী একজন রয়েছেন যিনি বিধানসভা এড়িয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। আমাদেব দেশের সংবিধানটি আজ নিশ্চয়ঃ দুঃখ পাচ্ছে এসব দেখে। এই বিধানসভাতে প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু মুখমন্ত্রী অনুপস্থিত। অথর্বমুখ্যমন্ত্রী আজকে হাউসে আসতে পারছেন না। চল্লিশ হাজারের উপর রাজ্যের উপজাতি রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। এটাই কি উপজাতিদের জন্য আপনাদের কাজ ? তারা আজকে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে তফ্‌সিলী জাতি এবং ও, বি সি-দের জন্য এখানে অধিক টাকা চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শাসক দলের মদতপুষ্টিদের হাতে কয়েকশত তফ্‌সিলী জাতি সম্প্রদায়ের লোকজন মারা গিয়েছে। আরুন্ধবাচাইয়ে কি হয়েছে দেখেছেন ? সেখানে আপনাদের যাওয়ার সাহস নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার জন্য আর মাত্র দু'মিনিট সময় রয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—স্যার, আজ রাজ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে সমগ্র রাজ্যটাই কাঁপছে। আর এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই কমলপুর শহরে ব্যাংক ডাকাতি হয়ে গেল ! আমরা এই ধরণের কোন ঘটনা শুনতে পাই নাই,

কিন্তু আজকে সেটা হচ্ছে। উনার উপস্থিতিতে ব্যাংক লুট! স্যার, সম্প্রতি চেবরি, খোয়াই, কল্যাণপুর, তৈদু, ও জারুলবাচাইয়ে সংঘটিত হত্যা লীলায় এ.কে, সিরিজের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া তারা যে সমস্ত অস্ত্র রাজ্যে অবস্থানরত: পুলিশ বা প্যারা মিলিটারী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে তার থেকে কি একটিও উদ্ধার করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে? না হয় নাই। এই সমস্ত লোকদের সারেণ্ডার করিয়ে প্রতি মাসেই ৭০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এক-আধটি গাদা বন্দুক ছাড়া ওরা কি অন্য কোন অস্ত্র জমা দিয়েছে? আজকে কমলপুরের মানুষ বলছেন যে ঐ ব্যাঙ্ক লুটের টাকা থেকে নাকি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাটোয়ারা পাচ্ছেন। এবং এই যে অস্ত্রগুলি জমা পড়ছে না এতে মানুষ বলছে এই অস্ত্রগুলি নাকি উনারই নির্দেশে গোপন করে রাখা হয়েছে। আজকে লজ্জা থাকা উচিৎ। এই যে বললাম গাধা জল ঘুলিয়ে খায়। যখন বিরোধীরা বলল রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা দেওয়া হোক—তখন সেটা মানা হল না। এটা একটি অথর্ব মন্ত্রিসভা। দে সুড্ রিজাইন্ ইমেডিয়েটলি। কারণ তাদের চিন্তাধারায় অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। উপদ্রুত দেওয়া হয়েছে, চারটি থানাকে, উপদ্রুত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হল। ঐ যে বললাম ঐ ভাবেই খাবে। নিজেরা সুপারিশ করে উপদ্রুত এলাকা দিবে। কিন্তু প্রথমে করা হল না কেন? যেহেতু বিরোধী দল থেকে এটা দাবী করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য কনক্লোড করুন। ২৮ মিনিটেরজ ায়গায় ৪০ মিনিট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সমগ্র রাজ্যের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির অবস্থা কি? বেশীর ভাগই বন্ধ হয়ে রয়েছে। জোট আমলে যে দু-চারটি নুতন করে চালু করা হয়েছিল সেগুলিও আজকে বন্ধ। পাবলিক হেলথের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কি জন্য চাওয়া হয়েছে? পাইপ আনতে হবে। আর সেই পাইপ যাবে উগ্রপন্থী নামধারীদের হাতে। তৈরী হচ্ছে অস্ত্র।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— হাঁ স্যার, শেষ করছি। এরা উপকার করতে পারবে না রাজ্যের মানুষের। ইউ সুড্ রিজাইন্। রিজাইন্ করে জনগণের বাঁচার একটা পথ তৈরী করে দিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে যদি ক্ষমতায় আসতে পারেন—এখন তো এসেছেন থ্রো একস্ট্রিমিষ্ট। এই অনুরোধ করে এবং এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের বিরোধিতা করে করে আমার বক্তব্য শেষ করছি—ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯শে মার্চ তারিখে ৬০কোটি ৩৯লক্ষ ১৭হাজার টাকা যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্রেণ্ড এই বিধানসভায় চেয়েছেন এটাকে আমি, সমর্থন করছি। এবং বিরোধী দলনেতা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে না ঘর কা না ঘাট কা' এইরকম ভাবে বলেছেন যে এটাকে সমর্থন করতে পারি, যদি অর্থমন্ত্রী কমিটেড এক্সপেণ্ডিচার, রিকোয়ারমেণ্ট এই গুলির হিসাব আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন তা হলে আমরা সমর্থন করতে পারি তা না হলে সমর্থন করতে পারিনা। তার পদাঙ্ক অনুসরন করে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ তাই বলতে চেষ্টা করেছেন। এটা বিধানসভায় আসার পরে বাজেট অধিবেশন বলুন আর সাপ্লিমেণ্টারী গ্রেণ্ড বলুন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সমীরবাবু একটা অংকের ধাঁধা সৃষ্টি করার

চেষ্টা করেন। এটা মনে হয় আমাদের দেশের কংগ্রেস দলের যিনি অর্থ মন্ত্রী ছিলেন উনার কাছ থেকে শিখেছেন এটা করলে পরে দেশের মানুষ আপনাদের কি পরিণতি করে দেয় এটা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। মাননীয় মনমোহন সিং যিনি কংগ্রেস আমলের অর্থমন্ত্রী ছিলেন তিনি খুব বিদ্বান লোক, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, আমি আরেকটা বিধানসভায়ও বলেছিলাম, তিনি যতদিন অর্থমন্ত্রী ছিলেন ভারতবর্ষের মানুষকে বার বার বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রাইস ইনডেক্স কমছে অর্থনীতির অংকের খেলা দিয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষের ৮০ কোটি ৯০ কোটি মানুষ রেডিওতে এবং টি. ভি. তে শুনতেন আর বাজারে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখতেন যে জিনিষের দাম এক টাকা ছিল সেটা তিন টাকা হয়েছে। এটা ভারতবর্ষে ৯০ কোটি মানুষ কোন দিনও বুঝেনি। যার ফলে মানুষের ঘৃণা হয়েছে কংগ্রেস দলের প্রতি তার জন্য ওদেরকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বিরোধী দলের নেতা যিনি আছেন উনার আছে আর যারা বিরোধী সদস্য আছেন তাদেরও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এখানে সেটা অনুসরন করে সমীরবাবু বলার চেষ্টা করছেন। আমি এখানে সবগুলি ডিমান্ড উল্লেখ করতে চাইনা. সমীরবাবু কি সুন্দর করে বক্তৃতা রাখেন তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং মাননীয় সদস্যরাও বুঝতে পেরেছেন। সমর্থন না করার জন্য যা করার দরকার তা তারা করেছেন। এখানে আমাদের মুখ্য সচেতক পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন যে টাকার অংকটা কিভাবে আছে আমাদের সামনে। কারণ সমীরবাবু এটা বুঝেন না যে কেন্দ্রীয় সরকারের কতগুলি স্কীম থাকে, এখানে কোন কোন স্কীমের মধ্যে ৮০:২০ পারসেন্ট, রাজ্য সরকারকে ২০ পারসেন্ট বহন করতে হয় এবং ৮০ পারসেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে। এই রকম বিভিন্ন স্কীম আছে, যেগুলের জন্য এখানে অর্থ চাওয়া হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটা ডিমান্ডের সঙ্গে রিকয়ারমেন্টটা কেন তা বলা হয়েছে। এখানে রতনবাবু রিকয়ারমেন্টের প্রশ্ন তুলেছেন রিকয়ারমেন্ট যদি দেখতে চান তা হলে মূল বাজেট দেখুন। এটা না দেখে এই হাউসে তো বিভ্রান্ত করার কোন কারণ নেই। মূল বাজেটটা দেখুন যে অন্ গয়িং স্কীমে কি আছে। এই স্কীমগুলির মধ্যে কোনগুলি শেষ হয়েছে। আমি একটা কথা বলব আমাদের রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা বিশেষ পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন যেটা মাননীয় বিরোধী দলনেতা উল্লেখ করেছিলেন যে টাকা খরচ করতে পারেনি, তার জন্য এই ১০ কোটি টাকা দিয়েছে। টাকা খরচ করতে পারেনি তার জন্য মূল তথ্যের বিকৃতি করবেন না। এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মধ্যে একটা আর্থিক শৃঙ্খলা এনেছেন। তার জন্য এ পুরস্কার। এই রাজ্যের সমস্ত সদস্যরা জানেন, এই রাজ্যের মানুষ জানেন, রাজ্যের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি মানুষ যারা আছেন, তারা জানেন যে বেতন হয়নি এক তারিখে অবার ড্রাফট পাইনি বলে। অবার ড্রাফট না পেলে পরে এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা বেতন পাবে না। এই রকম পরিস্থিতিও সৃষ্টি করেছেন। এই রকম অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যারা, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা কো অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করতে পারে না। এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ড এর উল্লেখ করে আপনাদেরকে বলতে পারি। এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ড এর প্রশ্নে সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই, শুধু আমি এই কথা বলব আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয় বার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটাকে কখনো বিধানসভায় দাড়িয়ে কখনো বলেছি যে রাজ্যের মধ্যে ইমার্জেন্সী প্রবলেম নেই। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে ইমারজেন্সীকে বাড়িয়ে তুলা হচ্ছে

রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি যদি আমাদের সময় দেন তাহলে আমি প্রমান করে দিতে পারব যে কংগ্রেস এবং টি,ইউ জে, এস দল পরিকল্পিত ভাবে এই রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং এটা পরিতাপের বিষয়। আমি বিনয়ের সঙ্গে হাত জোর করে করজোরে নিবেদন করব মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে, এই রাজ্যে যখন বর্বর রাজত্ব কায়েম হয়েছিল, এই রাজ্যে যখন সমস্ত গণতান্ত্রিক জ্ঞান ধারণাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, কোন নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। যিনি হাজারও লক্ষ চিঠিপত্র লেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং রাজ্যের মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য। এই রাজ্যের মধ্যে সমীর বর্মন এবং জোট সরকারের নেতারা মাননীয় নৃপেন চক্রবর্তীকে উপাধি দিয়েছিলেন নালিশ চক্রবর্তী হিসাবে। আমি জানি এই রাজ্যের মানুষ জানে নৃপেনবাবুকে খুন করার জন্য সেদিন চক্রান্ত করা হয়েছিল বিশালগড থেকে আরম্ভ করে বিলোনীয়া পর্যন্ত, উদয়পুর পর্যন্ত এবং জোট সরকার সমীর-বাবুরা, সুধীরবাবুরা। আজকে সেই মাননীয় নৃপেন চক্রবর্তী তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, দিন। আমি একটা ছোট মানুষ ওদের কাছে কিছুই না। তবু আমি সবিনয়ে একটি গল্প ওদের উদ্দেশ্যে রেখে দিতে চাই, কিছু দিন আগে পত্রিকায় পড়েছিলাম, কলিকাতার চিড়িয়াখানায় একজন যুবকের সখ হয়েছিল নরখাদকের গলায় মালা পরানো কিন্তু সে মালা পরাতে পারে নি, মালা পরাতে গিয়ে সে ঐ নরখাদকের পেটে ঢুকে গেল। এখন তাঁদের গলায়, বাম আন্দোলনের নেতা তাঁদের গলায় মালা পড়াচ্ছেন। উনার কি পরিণতি হবে কে জানে। এই রাজ্যের মানুষ উনার কাছে অনেক আশা করেছিল, আমরা যুবকরাও করেছিলাম। এখন উনি কি বলছেন? পত্র পত্রিকায় অনেক কিছু বলছেন। এই সব কথা এই রাজ্যের মানুষের মঙ্গল করবে না। স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধিতা করার জন্য তিনি বিরোধী বেঞ্চকে পরামর্শ দিচ্ছেন। স্যার, এই রাজ্যের মানুষ কি চায়? এই রাজ্যের মানুষ ত্রিপুরার মঙ্গল চায়। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের প্রতিটি পয়সা পাই পাই ব্যবহার করছে। এখানে দুর্নীতি নেই। মন্ত্রীরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। তাঁরাও বলতে পারেন নি। কোন পত্র পত্রিকাও বলতে পারেনি, মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। আমি বলব রতিবাবু আছেন, কংগ্রেসদল আছে ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস (আই) টি. এন, ভি, যখন আঁতাত হল না তখন তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি সুধীরবাবু টি, এন ভি, সম্পর্কে কি ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন টি, এন, ভি নেতা বিজয় রাঙ্খল খুনী। তাদের সঙ্গে থাকা যায় না। তারপরে যখন ১৯৯৬ সালে শান্তির বাজার এবং কাঞ্চনপুর উপ-নির্বাচনে আঁতাত হল, তখন এই খুনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে উপনির্বাচন করলেন। এটা কি মিথ্যা কথা দীপকবাবু?

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ— সুযোগ দিন বলার, তখন জবাব পাবেন)

সুযোগ অনেক পেয়েছেন। স্যার, এই রাজ্যের মানুষ শান্তি চায়। এটা দেখে এখন পাগল হয়ে গেছেন। আগে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বিভ্রান্ত যুবকদের বলতেন, গুলি করে বাংলাদেশে চলে যেতে। কিন্তু এখন বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভাল হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের দেশের মাটি ব্যবহার করে ভারতবর্ষের কোন ইনসারজেন্সী ভারতের বিরুদ্ধে ইনসারজেন্সী করতে পারবে না। এখন দেখলেন, বিপদ—কোথায় যাবেন? বলুন না, সমীরবাবু গত তিন বছরের পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী কে ছিলেন? কেন্দ্রে তখন কংগ্রেস সরকার ছিল। আমরা চেয়েছিলাম ফোর্স বাড়ানোর জন্য। কিন্তু এই রাজ্য থেকে ফোর্স তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, কন্ট্রোল করুন।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— টি. এস আর—এর ফোর্থ ব্যাটেলিয়ন করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। আমাদের আরক্ষা দপ্তরকে আরো আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে তুলতে হবে। নৃপেনবাবুর ভাষায় বলতে হয়, এটা দেখে ওদের সোনার টুকরো ছেলেদের জন্য বুক কেঁপে উঠছে। এই জন্য কি সোনার টুকরো ছেলেদেরকে জঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল। সমীরবাবুরা তো এতদিন উপযুক্ত আইন চাইতেন। এটাও দেওয়া হয়েছে। তাহলে আর চিৎকার কেন? তাঁদের তো আবার দু'টি দল। একটি সমীরবাবুর, আর একটি সুব্রতবাবুর। আপনারা কোন্ দলের? তাঁরা দেখলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর বাঁচার রাস্তা নেই। পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার উপায় নেই। কাজেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। তাছাড়া সমীরবাবুরা একটি বারও বললেন না যে এখানে আর. ডি. ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে টাকা চাওয়া হয়েছে গ্রামের গরীব মানুষের জন্য। উনারা যখন ক্ষমতা থেকে চলে গিয়েছিলেন তখন এরাজ্যের শ্রমিকদের মুজুরী ছিল ১৭ টাকা। বামফ্রন্ট সরকার এটাকে তিনবার বাড়িয়েছেন। এখন তাদের মজুরী হয়েছে ৩২ টাকা। তাঁরা গ্রামের গরীব মানুষের কথা একটি বার উল্লেখ করলেন না, উনারা এই রাজ্যের মানুষের মঙ্গল চান এটাতো আমার মনে হয় না। বামফ্রন্ট যদি এই রাজ্যের মানুষের মঙ্গল না করে তাহলে তার রায় দেবে এই রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ। কিন্তু রাজ্যের রক্তের বন্যা বইয়ে মানুষকে দাঙ্গার মধ্যে ঠেলে দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসা যাবে না। ১২২ বছরের কংগ্রেস আজকে কোথায়? সমীরবাবুরা বলেছেন আমরা ওখানে টাকা চাইছি দুর্নীতি করবার জন্য। দুর্নীতি কথাটা বলবার অধিকার তাঁদের নেই। এখন পর্যন্ত নরসীমা রাও এবং তার পুত্র এবং কংগ্রেসের কয়েক ডজন মন্ত্রী যার হিসাব ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকা তারা আত্মসাৎ করেছেন। এই দলের লোকরাই এখানে এসে দুর্নীতির কথা বলে। দুর্নীতিতে যাদের জন্ম তাঁরা দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই দেখবেন না। আজকে এই অনৈতিক দলটি সম্পর্কে প্রশ্ন এসে গেছে। এটা ভারতবর্ষের পরিতাপের বিষয়। পৃথিবীর মানুষ যখন টি. ভি. দেখে, পত্রিকায় কংগ্রেসীদের এই দুর্নীতির কথা দেখে তখন ভারতবাসী হিসাবে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। আমাদের দেশের সরকারের উচ্চ ক্ষমতায় বসে তারা হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট আনার ফলে উনারা ভাবছেন এই টাকাটা হয়তো বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের পকেটে চলে যাবে। পকেট মেরে যারা অভ্যস্ত তারা ভাবেন সেও বোধ হয় আমার মত পকেট মার। যিনি নেশাগ্রস্ত, অন্য লোক যদি ঠিক মত পা ফেলতে না পারে তাহলে তিনি ভাবেন সেও বোধ হয় আমারই মত নেশাগ্রস্থ মানুষ। যাই হোক আমি আবেদন করব এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে গেলেই এই টাকাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এটা সব জায়গাতেই করা হয়ে থাকে, এটা চিরাচরিত প্রথা। রাজ্যের মানুষের শান্তি সম্প্রীতির প্রশ্নে, এই রাজ্যের উন্নয়ন কল্পে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি আশা করব এই গ্র্যান্টকে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা সমর্থন করবেন, এই রাজ্যের উন্নয়নের সাহায্য করবেন। রাজ্যের উন্নয়ন যদি হয় তাহলে তার মাঝখানে রাজনীতি করা যাবে। সেই দিক থেকে আমি আবারও বিরোধী বন্ধুদের প্রতি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে এবং আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতপন চক্রবর্তী। সময় খুব কম।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। ৩০ লক্ষ লোক যারা বাইরে আছেন, যাদের জন্য আমরা কাজ করছি তাদের জন্য কিছু বলছি। আমি শিল্প দপ্তরে কিছু অতিরিক্ত গ্র্যান্ট চেয়েছি। আমাদের জুট মিলের জন্য কিছু অতিরিক্ত টাকা চেয়েছে। জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তারা এই জুট মিলটিকে বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। সেখানে শ্রমিকদের বেতন পর্য্যন্ত হত না। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে টাকা এখানে তো লম্বা চওড়া হিসাব দেখান হলো সেটার জবাব মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন। তার জন্য অপেক্ষা করুন এবং হাউসে উপস্থিত থাকবেন। জুট মিলের জন্য আমরা ৫০ লক্ষ টাকা চেয়েছি। জুট মিলের অবস্থা কি ছিল সেটা ত্রিপুরাবাসী জানেন। জুট মিলের অবস্থা উনারা কি করেছিল ? জুট মিলের এমপ্লয়ীজ শেয়ার এবং এমপ্লয়ার শেয়ারের ২ কোটি টাকার উপর উনারা বাকী রেখে গেছেন। শুধু ওদের বেতন দেওয়া বন্ধ করেননি শ্রমিকদের যে পাওনা ওটা মেরে খেয়ে গেছেন সেই দেনা আমরা শোধ করেছি। ফলে জুট মিলে ত্রিপুরা রাজ্যের পাট চাষীদের পাট বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেহেতু জুট মিল বন্ধ করে দিয়েছে সে জন্য। ট্রাইবেল, নন্ ট্রাইবেল এই যে হাজার হাজার মানুষ পাট চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল ওটাকে আমরা শুধু চালু করিনি, ঋণও শোধ করেছি এবং আমরা আবার তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছি তাই তারা আবার পাট চাষ করতে আরম্ভ করেছে। স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রির যে স্কীম ওদের আমলে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কাগজে কলমে সেটা চালু ছিল। এই যে বেকার সমস্যা কোন সরকারের পক্ষে এই বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, রাজনৈতিক কথা বলতে হয় সেটা আলাদা কথা। বেকারদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প খুলে দিয়ে তারা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের মধ্য দিয়ে তারা কাজ করছে। কিন্তু জোট আমলে তাদের যে সাবসিডি দেবার কথা সেই টাকা পর্য্যন্ত বকেয়া রেখে গেছেন সেগুলি আমরা রেগুলারাইজড্ করেছি। এই বছর আমরা তাদের আরও বেশী সাবসিডি দিতে চাই তার জন্য কিছু টাকা চেয়েছি এবং অনুরূপভাবে গ্রামীন কুটির শিল্পের জন্যও কিছু টাকা চেয়েছি। স্যার রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট প্রগ্রামের জন্য আমরা অতিরিক্ত টাকা চেয়েছি, আমরা গ্রামীন যে কর্ম সংস্থান প্রকল্পগুলি আছে সেগুলি চালু করেছি। জুট আমলে মানুষ এইগুলির নাম দিয়েছিল "লুটপাট কমিটি"। সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি এবং তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পের জন্য এস, আর, পি এই রকম প্রকল্পগুলি সেগুলিতে যাতে আরও বেশী টাকা দেওয়া যায় তার জন্য আমরা এখানে কিছু টাকা চেয়েছি যার উপরে ভিত্তি করে গ্রামে যে অনাহার হতো জোট আমলে কত লোক মারা গেছে সেটা এখন আর হয় না। জোট আমলে একবার দিল্লীর পার্লামেন্ট থেকে টীম এসেছিল তাঁরা তো বলেছিলেন দ্বিতীয় কালাহান্ডি হয়ে গেছে। বিধানসভায় রেকর্ড রয়েছে জোট আমলে এক ম্যানডেইজও কাজ দিতে পারেন নি এই সমস্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে। গত বিধানসভায় আমরা এইখানে দিয়েছি ২৪ ম্যানডেইজ। এই বছর আরও বেশী দেবার জন্য চেষ্টা করছি। আপনারা (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) এই ম্যানডেইজ দিতে পারেন নি হিসাব রয়েছে এটা আমার মুখের কথা নয়। আপনারাই বা কেন আমার মুখের কথা বিশ্বাস করবেন। স্যার, এই যে বিষয়টা আমি জানি না মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কিভাবে গ্রহণ করবেন, আমি জানি না উনারা এই কর্মসূচীকে কতটুকু গ্রহণ করেছেন। নতুন প্রকল্প, নতুন নাম হয়ত পরিচিত হননি ঠিকমত। এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডসের মধ্যে বেসিক মিনিমাম সার্ভিসের জন্য বেশীর ভাগ টাকাটা এখানে চাওয়া হয়েছে। ৪৬ কোটি টাকা আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল, হাউসিং স্কীম, ইন্দিরা আবাস যোজনা এইগুলি করবার জন্য। ইন্দিরা আবাস যোজনা উনারা চালু করেছিলেন। রাজ্যে কত লোককে ঘর দিয়েছিলেন ? এক হাজার। দিল্লীতে সরকারটা

পরিবর্তনের সংগে সংগে কি করে সেটা ৬ হাজার হয়ে গেল? সেজন্য আমরা টাকা চেয়েছি। কিন্তু আমরা যা চেয়েছিলাম তা পাইনি, কিন্তু টাকাটা আমরা পেয়েছি সেই টাকায় আমাদের কাজ করতে হবে। এখানে এখন টাকা খরচের ব্যাপারে বলতে হয় যে উনারা অতিরিক্ত খরচ করেছেন, কি খরচ করেছেন তা জানি স্যার, আমরা মন্ত্রী হবার পর শুনেছি সেই মন্ত্রী আগে যারা কাজ করতেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের কাছ থেকে গল্প শুনেছি স্যার। রাষ্ট্রীয় লেনাদেনা আছে, অবলার দোকানের দেনা পর্যন্ত রয়েছে। সিগারেট এনেছেন শ্লিপ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত জিনিষ এনেছেন শ্লিপ দিয়ে। সেটাও সরকারের ঘরে বাকী রেখে গেছেন। এটাত আমরা করতে পারি না, এই জিনিষটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না। কাজেই স্যার আমরা এখানে যেটা চেয়েছি তার প্রতিটি পাই-পয়সা যাতে জনগনের জন্য খরচ করা যায় তার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই এক পয়সাও এদিক সেদিক হবেনা আমরা এটা বলতে পারি। কাজেই আমি মনে করি যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ এখানে আমরা চেয়েছি, আমার দপ্তরের যে তিনটা হেডে আমরা টাকা চেয়েছি এগুলি হাউস অনুমোদন করবেন এবং অন্যান্য যে ২৮টা দপ্তরের জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে সেই টাকাগুলি হাউস থেকে অনুমোদন পাবে। পরিশেষে স্যার একটা কথা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের উদ্দেশ্য বলে শেষ করব, এখানে চীৎকার করে লাভ হবেনা, এক বৎসর দুই মাস পরে ময়দানে দেখা হবে, বিচারকরা বসে আছেন, তাদের সামনাসামনি হবে। তাতে যদি ৯৩ এর মত আপনাকে পুরস্কার দেয় ত দেবে আর যদি এখানে চলে আসতে পারেন, চলে আসবেন, আমাদের কোন আপত্তি নাই। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — এই সভা আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE "A"

PAPER'S LAID ON THE TABLE.

(Question's & Answer's)

Admitted Starred Question No.— 2

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the panchayat Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এ কতজন নির্বাচিত প্রধান ও উপপ্রধানকে (ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর) ট্রেনিং এর আওতায় আনা হয়েছে।

২। পঞ্চায়েত সমিতির স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতিগণ ও পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য, সদস্যাগনের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা এবং

৩। থাকিলে কতজনকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এ এপর্যন্ত ৪৪১ জন নির্বাচিত প্রধানকে ট্রেনিং এর আওতায় আনা হয়েছে। পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এ এখন পর্যন্ত নির্বাচিত উপ-প্রধানদের ট্রেনিং এর আওতায় আনা হয়নি।

২। হ্যাঁ, আছে।

৩। এপর্যন্ত ৮০ জন পঞ্চায়েত সমিতির স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতিকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No—12

Name of Member :—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বি, পি, এল সার্ভে অনুযায়ী ত্রিপুরার দারিদ্র সীমার নীচে ৭৩·৫৪ শতাংশ লোক আছে, এবং

২। ইহাও কি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা মত রাজ্যের (ত্রিপুরার) ক্ষেত্রে শতকরা ৩৬·৮৪ শতাংশ সীমার নীচে লোক দেখানো হয়েছে,

৩। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ, সত্য।

২। সত্য নয়। এতদিন পর্য্যন্ত সংখ্যাটি ছিল ৭ ৭ শতাংশ, বর্তমানে আসামের অনুকরনে ২২·৮ শতাংশ।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার ৪৯তম এন, এস, এস অনুযায়ী ত্রিপুরার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা হিসাব করেছিল শতকরা ৭·৭ ভাগ পরে রাজ্য সরকারের ক্রমাগত চাপের ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আসামের অনুকরনে এ রাজ্যেও এই সংখ্যা হবে ২২·৮ শতাংশ।

Admitted Starred Question No. 64

Name of M.L A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :--

১) খোয়াই মহকুমার পহড়মুড়া পারমানেন্ট ব্রীজ এ্যাপ্রোচ রোড এর মহকুমা হাসপাতালের নিকট (টি, কে, রোড) থেকে কালি বাড়ী অব্দি অংশের ভূমি অধি অধিগ্রহনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা,

২) উপরোক্ত রাস্তার অংশের জমির মালিকগণ ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পেয়েছেন কিনা এবং

৩) কবে নাগাদ উক্ত রাস্তার অংশ পি, ডব্লিউ, ডি, কে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, খোয়াই মহকুমার পহড়মুড়া পারমানেন্ট ব্রীজ এ্যাপ্রোচ রোড এর মহকুমা হাসপাতালের নিকট (টি, কে, রোড) থেকে কালিবাড়ী অব্দি অংশের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২) প্রকৃত মালিকানা নিরূপণ সাপেক্ষে অধিগ্রহণকৃত ক্ষতি পূরণ বাবদ অর্থ খোয়াই মহকুমা শাসকের নিকট দেওয়া হয়েছে। উক্ত অর্থ অধিকাংশ ভূমির মালিকগণকে দেওয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে ভূমির প্রকৃত মালিকানা নিরূপণ সাপেক্ষে দেওয়া হবে।

৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিগ্রহনকৃত ভূমির দখল পি, ডব্লিউ, ডিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে গড়মিলের দরুন দেওয়া হয়নি, তবে অতি শীঘ্রই বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No.— 78

Name of Member :—Shri Amal Mallik.

"Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be Pleased to State—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কয়টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরী আছে,

২। এর মধ্যে কয়টির নিজস্ব পাকা বাড়ী আছে,

৩। ১৯৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫ এবং ৯৫-৯৬ ইং সালে রাজ্যে কয়টি পঞ্চায়েতে নতুন পঞ্চায়েত লাইব্রেরী খোলা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৩০৮ (তিন শত আট) টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরী আছে। তন্মধ্যে ১৪৯ (এক শত উনপঞ্চাশ) টি পঞ্চায়েত ঘর ও লাইব্রেরী যুগ্মভাবে নির্মিত।

২। রাজ্যে ৩০৮টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরীর মধ্যে মোট ১৩৭টির ক্ষেত্রে নিজস্ব পাকা বাড়ী রয়েছে।

৩। ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে পৃথকভাবে লাইব্রেরী নির্মানের জন্য কোন অর্থ মঞ্জুরী পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে প্রদান করা হয় নাই। ১৯৯৪-৯৫ ইং এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে পঞ্চায়েত ঘর ও লাইব্রেরী যুগ্মভাবে নির্মানের জন্য ৯৪-৯৫ ইং সনে ৫১টি এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ৯৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত ঘর ও লাইব্রেরী নির্মানের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।

Admitted Starred Question No— 79

Name of M L A. :— **Shri Amal Mallik.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১) রাজ্যের বর্তমান জেলা, মহকুমা ও ব্লকগুলির সীমানা পুনঃ নির্দ্ধারণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) থাকলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে জেলা, মহকুমা ও ব্লকগুলির সীমানা পুনঃ নির্দ্ধারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের গোচরে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No— 80

Name of M L A :— **Shri Hari Charan Sarkar.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সিনেমা হলের সংখ্যা কত।

২) উক্ত সিনেমা হলের মাধ্যমে কত পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়।

৩) সিনেমা টিকিটের জিনিস কালোবাজারী বন্ধের কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সিনেমা হলের সংখ্যা ৩৮টি।

২) উক্ত সিনেমা হলের মাধ্যমে ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে মোট ৫৮,১১,৪৯৯'৯৮ টাকা এবং ১৯৯৬-৯৭ ইং (জানুয়ারী '৯৭ পর্য্যন্ত) মোট ৪৫,৯৯,৩৮৫ ২৫ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

৩) সিনেমা টিকিটের জিনিস কালোবাজারী হচ্ছে বলে এমন কোন অভিযোগ সরকারের কাছে আসেনি।

Admitted Starred Question No. 83

Name of Member :— **Shri Hari Charan Sarkar.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ইন্দিরা আবাসন এবং বি, পি, এল আবাসন প্রকল্পে কতজন ত্রিপুরাবাসী ঘর পেয়েছেন ?

২) এর মধ্যে এস, সি—এস, টি এবং জেনারেল কত ?

উত্তর

১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইন্দিরা আবাসন এবং বি, পি, এল আবাসন প্রকল্পে মোট ৮৭১২ জন ত্রিপুরাবাসী ঘর পেয়েছেন।

২) এর মধ্যে এস, সি—২৪২৬ জন, এস, টি—৩৯০৩ জন এবং জেনারেল ২৩৮৩ জন।

Admitted Starred Question No. :—193

Name of Member :—Shir Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লকে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ ব্লকে কোন পঞ্চায়েত Extension Officer নেই ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ ব্লকে অবিলম্বে পঞ্চায়েত Extension Officer দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। খুব শীঘ্রই মোহনপুর ব্লকে পঞ্চায়েত Extension Officer এর উর্দ্ধতন পদাধিকারী একজন পঞ্চায়েত অফিসার দেওয়া হবে এবং যথাসময়ে একজন পঞ্চায়েত Extension Officer ও দেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. :—207

Name of Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleassd to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লক থেকে Death Certificate পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণ ভীষনভাবে হয়রানীর সম্মুক্ষীন হচ্ছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। না, মোহনপুর ব্লক অফিসে এরূপ কোন তথ্য নেই।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—210

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the TRP & PGP Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পি, জি, পি, প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ৩১/১২/৯৬ ইং তাং পর্যন্ত কতগুলি পরিবারকে পুনঃর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

২। উক্ত সময়ে পি, জি, প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

৩। উক্ত প্রকল্প চালু রাখার জন্য ১৯৯৭-৯৮ সালে কত পরিবারকে পুনঃর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যে পি, জি, পি প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ৩১/১২/৯৬ ইং তাং পর্যন্ত মোট ৯,১১৪ (নয় হাজার একশত চৌদ্দ) পরিবারকে পুনঃর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে পি, জি, প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য মোট ১,২৫৪.৯৪৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

৩। উক্ত প্রকল্প চালু রাখার ১৯৯৭-৯৮ সালে ১০০০ (এক হাজার) পরিবারকে পুনঃর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-starred Question No —1

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং বৎসরে রাজ্য LIGH & EWSS স্কীমে কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। ১৯৯৬-৯৭ বৎসরে রাজ্যে মোট কতজনকে LIGH & EWSS স্কীমে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	১৯৯৫-৯৬ইং সনে কত জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে		১৯৯৬-৯৭ইং সনে কতজনকে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।	
	এল, আই, জি এইচ	ই ডব্লিউ এস এস	এল, আই, জি, এইচ	ই, ডব্লিউ, এস এস
১। সদর	৪৬	৫৩	৫০	৬৪
২। খোয়াই	২৪	৪২	৫৩	৪১
৩। বিশালগড	—	—	৪০	৫৩
৪। সোনামুড়া	—	—	৩৬	৪৮
৫। উদয়পুর	—	—	২৬	২০
৬। অমরপুর	—	—	২১	—
৭। সাব্রুম	—	—	৪০	৩০
৮। বিলোনীয়া	—	—	৪৮	৪৬
৯। কৈলাসহর	—	—	৩২	৪১
১০। ধর্মনগর	—	—	২৩	৩০
১১। কাঞ্চনপুর	—	—	৩২	৪১
১২। কমলপুর	—	—	৪৯	৬৪
১৩। লংতরাই	—	—	২০	২৫
১৪। গণ্ডাছড়া	—	—	—	—
মোট—	৭০	৯৫	৪৭০	৫০৩

Admitted Unstarred Question No —3

Name of member :—Shri Ashok Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জম্পুইজলা ব্লক ও বিশালগড় ব্লকের অধীন কোন গাঁও পঞ্চায়েতে গ্রুপ হাউসিং, ইন্দিরা আবাস যোজনা ও অন্যান্য প্রকল্পে ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বৎসরে মোট কতটি গৃহ নির্মান করে দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি ঘরের খরচ কত?

২। বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের কতজন, যেমন এস টি, এস, সি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেনিফিসিয়ারী কোন গাঁও পঞ্চায়েতে কতজন (পঞ্চায়েত ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

৩। অম্পিইজলা ব্লক ও বিশালগড ব্লকের অধীন কোন্ পঞ্চায়েতে কতটা রিংওয়েল, কতটা মার্কট্যু টিউবওয়েল ও কতটা টিউবওয়েল বর্তমানে আছে, (পঞ্চায়েত ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

৪। উপরি উল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে কোন্ পঞ্চায়েতে কতটা রিংওয়েল. মার্কট্যু টিউবওয়েল কতটা টিউবওয়েল সচল অবস্থায় আছে ও কতটা বিফল হইয়া গিয়াছে (পঞ্চায়েত ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

১, ২, ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 9

Name of Member :— Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং বর্ষে কতগুলি নুতন টিউবওয়েল, মার্কটু টিউবওয়েল, রিং ওয়েল এবং সেনিটারি ওয়েল করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

১৯৯৬-৯৭ ইং বর্ষে কতগুলি নতুন টিউবওয়েল, মার্কটু টিউবওয়েল, রিং ওয়েল এবং সেনিটারি ওয়েল করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত কতগুলি করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং বর্ষে বিভিন্ন ব্লকে নতুন টিউবওয়েল, মার্কটু টিউবওয়েল, রিংওয়েল এবং সেনিটারি ওয়েল করার হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

ব্লকের নাম	নতুন টিউবওয়েল	মার্কটু টিউবওয়েল	রিংওয়েল	সেনিটারি ওয়েল
১। বিশালগড	৫৫৫	৩৪	৭২	৫৭
২। মোহনপুর	৩২৮	৪৬	৫০	৩৯
৩। মেলাঘর	৩০৭	৩৪	৫৬	৬০
৪। জিরানীয়া	২৯১	৩৮	৪৬	৩১
৫। তেলিয়ামুড়া	২৭৮	৩১	৭২	৪৩
৬। খোয়াই	২০৯	৩১	৫১	৩৮
৭। অম্পিইজলা	৫২	২৮	৬৪	৪৬
৮। মান্দাই	৯২	১৬	৫	৩১
৯। তুলাশিখর	৭০	২০	১৭	২৩
১০। ডুকলী	২০০	২০	১৮	২৩
	২৩৮০	২৯৮	৪৫১	৩৯১

১। মাতারবাড়ী	২৯৭	৬৮	৪০	৩৬
২। কিল্লা	৫০	২২	৩০	২৩
৩। অমরপুর	১৮০	৩৪	২০	৪০
৪। রাজনগর	১৮৪	৫১	৮৪	৩৬
৫। রোপাইছড়ি	৫৮	৩১	৩৫	৪৯
৬। করবুক	৪১	৪৫	২০	১৭
৭। বগাফা	২৭৫	৬৮	১০৫	৩০
৮। সাঁতচাদ	—	৩৬	৫১	২৫
	১১০৮	৩৫৫	৩৮৫	২৫৬

ব্লকের নাম	নতুন টিউবওয়েল	মার্কটুটিউবওয়েল	রিংওয়েল	সেনিটারী ওয়েল
১। সালেমা	—	৮২	—	৬৭
২। ছামনু	—	৫	—	৪৮
৩। মনু	—	৪৭	—	৫৮
৪। ডম্বুনগর	—	৫১	—	৩
		১৮৫		১৭৬
১। কুমারঘাট	—	১০৪	—	৭৪
২। কদমতলা	—	৬৪	—	৩৮
৩। পেচারথল	—	১০	—	১৯
৪। পানিসাগর	—	৬০	—	৩৬
৫। দশদা	—	১০	—	২৫
		২৪৮		১৯৩

নতুন টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের হিসাব উত্তর ও ধলাই জেলার ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক দেওয়া হল।

জেলার নাম	নতুন টিউবওয়েল	রিংওয়েল
১। উত্তর ত্রিপুরা	৫০০	২২৬
২। ধলাই	১৬৩	২৩১
	৬৬৩	৪৫৭

উত্তর

১৯৯৬-৯৭ ইং বর্ষে নতুন টিউবওয়েল, মার্কটু টিউবওয়েল এবং সেনিটারীরয়েল করার লক্ষমাত্রা এবং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং পর্য্যন্ত সাফল্যের জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

জেলার নাম	নতুন টিউবওয়েল		মার্কটুটিউবওয়েল		রিংওয়েল		সেনিটারীওয়েল	
	লক্ষমাত্রা	সাফল্য	লক্ষমাত্রা	সাফল্য	লক্ষমাত্রা	সাফল্য	লক্ষমাত্রা	সাফল্য
১। পশ্চিমত্রিপুরা	১০০০	৮০২	৫২৫	২৫৭	১২০০	৭০৩	৫২৫	১৬৫
২। দক্ষিন ত্রিপুরা	৬০০	৪৬৭	৫২০	১৫১	৮০০	২১৩	৮৪২	৪৫
৩। উত্তর ত্রিপুরা	৮৯০	২০৩	৩০০	৭১	৮০০	১০৮	৩০০	৮৩
৪। ধলাই	২০০	১০৪	৭০	৪৩	২৬৮	১৫	৫৫	৫০
৫। এ. ডি. সি,	—	—	১৫০	৭৯	—	—	১৫০	২২
	২৬৯০	১৫৮৬	১৫৬৫	৬০১	৩০৬৮	১০৩৯	১৮৭২	৩৬৫

Admitted Un-Starred Question No.10

Name of M.L.A. :— Shri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট কয়টি দেশী ও বিলাতী মদের দোকান আছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

২) তার মধ্যে কতটি তপ: উপজাতি ও তপ: জাতির লোক লাইসেন্স পাইয়াছে ;

৩) কোটা প্রথা চালু আছে কিনা ;

৪) যদি না থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট ৮৯টি বিলাতী ও ৫০টি দেশী মদের দোকান আছে (নিম্নে জেলা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হলো)

জেলার নাম	বিলাতী মদের দোকানের সংখ্যা	দেশী মদের দোকানের সংখ্যা
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪৬	১৯
উত্তর ত্রিপুরা	১৫	১৭
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৯	১০
ধলাই জেলা	৯	৪
	৮৯	৫০

২) তারমধ্যে তপ: উপজাতি ৪টি এবং তপ: জাতি ৮টি লাইসেন্স পাইয়াছে।

৪) মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোটা প্রথা নাই।

৪) ত্রিপুরা এক্সাইজ এক্ট ১৯৮৭ এবং ত্রিপুরা এক্সাইজ রোল ১৯৯০'তে কোন বিধি নিয়ম নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 16.

Name of M.L.A. :— Shri Hari Charan Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি পরিমাণ ভূমি পুন:র্বাসন (Relief) দপ্তরের অধীনে আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২) উক্ত ভূমি রাজ্যে সরকার গ্রহণ করে (খাস ঘোষণা করে অতিসত্বর) ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৪৭৫৭.৭৮ একর ভূমি পুন:র্বাসন দপ্তরের অধীনে আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম		জমির পরিমাণ
সদর	—	১৩৮৩.৩৩ একর
সোনামুড়া	—	১২৩ ২৪ ,,
খোয়াই	—	৫৯৭.৩৫ ,,
বিশালগড	—	৮২৪.৬২ ,,
কৈলাসহর	—	৩৩০.৭৩ ,,
ধর্মনগর	—	৩৮৮.৬৬ ,,
কাঞ্চনপুর	—	—
উদয়পুর	—	১৬৩ ৮৯ ,,
অমরপুর	—	০.৮৯ ,,
বিলোনীয়া	—	১২৭.৪৪ ,,
সাব্রুম	—	২৩২.৫৭ ,,
কমলপুর	—	১৪৯ ৫৮ ,,
আমবাসা	—	১২.৪৫ ,,
লংতরাইভেলী	—	৪২৬.০৩ ,,
গণ্ডাছড়া	—	—
	মোট—	৪,৭৫৭০.৭৮ একর

২) হ্যাঁ, পুনঃবাসন দপ্তর থেকে প্রস্তাবিত ভূমি বন্টনের ছাড়পত্র পাওয়ার পর যোগ্য ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে আইন মোতাবেক বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

Admitted Un-Starred Question No— 17

Name of M. L. A :— **Shri Hari Charan Sarkar.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খাস ভূমির পরিমাণ কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২) ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীন এবং গৃহহীন এর সংখ্যা কত, এবং

৩) উক্ত খাস ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে সত্বর বিলি বন্টন করার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) রাজ্যে মোট ৮৭৩টি মৌজার মধ্যে ১৮/২/৯৭ ইং পর্য্যন্ত ৬৭৮টি মৌজার পুনর্জরিপ রেকর্ড অনুসারে এবং বাকী ১৯৫টি মৌজা সাবেক রেকর্ড অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট খাস ভূমির পরিমাণ ২,৩৪,৭৩৫·৭৮ একর।

জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব— নিম্নরূপ :—

জেলার নাম	মহকুমার নাম	খাস ভূমির পরিমাণ	
পশ্চিম ত্রিপুরা :	সদর :	২১,৯২২,৭৪	একর
	খোয়াই :	১৬,৬৪৯·০২	,,
	বিশালগড় :	৪৮,৫২৯·৫৩	,,
	সোনামুড়া :	৬ ৮১৪ ৬৬	,,
উত্তর ত্রিপুরা :	কৈলাসহর :	১৪ ৭০৩ ৫৭	,,
	ধর্মনগর :	১১,৬৬৬ ৮৭	,,
	কাঞ্চনপুর :	২,৪৬০ ৫৯	,,
দক্ষিন ত্রিপুরা :	উদয়পুর :	১৮ ১৫৪·৯৮	,,
	অমরপুর :	২,৬৫৯·৩৯	,,
	বিলোনীয়া :	২৫,৯২৪·৯৬	,,
	সাব্রুম :	১২ ৪৮·৮৮	,,
ধলাই জেলা :	কমলপুর :	১৪,৭৩১·৪২	,,
	লংতরাই ভেলী :	১০ ৮৭৮·০০	,,
	আমবাসা :	৬,৬৬৮·৩৮	,,
	গণ্ডাছড়া :	১০,৪৭৩·৭৯	,,
	মোট :	২,৩৪,৭৩৫·৭৯	একর

২। ১৯৯৮ ইং সনের সমীক্ষা অনুসারে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা নিম্নরূপ :

ভূমিহীন = ৩০,২২৫ জন
গৃহহীন = ১৬,৩১৩ ,,
ভূমিহীন ও গৃহহীন = ৫৭,৯২৬ ,,

মোট : ১,০৪,৪৬৪ জন

কোন তহশীলে উক্ত পরিসংখ্যানের নথী না থাকলে সেখানে নতুন করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পরিসংখ্যান করার জন্য সরকার আদেশ দিয়েছেন।

৩। সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যতীত সমস্ত খাস ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য সরকার এক জরুরী কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। গত ২১/১১/৯৬ ইং তারিখে রাজস্ব দপ্তরের এফ, ৪ (১৫)-আর, সি, সি,/৯৬ নং মেহা মূলে সমস্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও সেটেলমেন্ট অফিসারদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী ৩০শে জুন ১৯৯৭ ইং তারিখের মধ্যে মৌজা ভিত্তিক খাস ভূমি বন্দোবস্তের কাজ শেষ করতে হবে।

ভূমি বন্দোবস্তের কাজ সুষ্ঠুভাবে ত্বরান্বিত করার জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বি, ডি, ও-দেরও এতদ্ বিষয়ে যুক্ত করা হয়েছে।

Admitted Un starred Question No :— 19

Name of the Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Co-Operative" Department be Pleased to State—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কতটি লেম্পস ও কতটি পেক্স ঋনের দায়ে ডিফল্টার হয়ে আছে, এবং কতটি রেগুলার আছে ;

২। ঐ ডিফল্টার লেম্পস্ পেক্স গুলিকে রেগুলার করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন;

৩। ইহা কি সত্য যে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী কৃষক, জুমিয়া পরিবার (ঐ সমিতিগুলির ঋনের দায়ে ডিফল্টার হয়ে যাওয়ায় স্বনির্ভর প্রকল্প থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন ?

৪। সত্য হইলে ঐ সমস্ত দরিদ্র পরিবারের সম্পূর্ণ কৃষি ঋন মুকুব করার প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হবে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৪৬টি ল্যাম্পস্ ও ১৫৫টি প্যাক্স ঋনের দায়ে ডিফল্টার হয়ে আছে। ১০টি ল্যাম্পস্ এবং ৫৮টি প্যাক্স রেগুলার।

২। ঋন আদায়ের মাধ্যমে এগুলিকে রেগুলার করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৩। হঁ্যা, ডিফল্টারের ফলে ঋন দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। তবে স্বনির্ভর প্রকল্পে সমবায়ের মাধ্যমে ঋন দেওয়া হয় না।

৪। বর্তমানে এধরনের কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Un-Starred Question No—23

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং ১৯৯৪-৯৫ ইং এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং এ তিন বৎসরে DWCRA স্কীমে রাজ্যে মোট কতটি কমিউনিটি হল, মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশেড্ তৈরী হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

DWCRA স্কীমে ১৯৯৩-৯৪ ইং, ১৯৯৪-৯৫ ইং এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে মোট ৪ (চারটি) মাল্টিপারপাস ওয়ার্ক শেড্ তৈরী হয়েছে। কোন কমিউনিটি হল তৈরী হয় নাই।

ব্লক ভিত্তিক মাল্টিপারপাস্ ওয়ার্ক শেডের হিসাব নিম্নরূপ :—

১। কুমারঘাট ব্লকে — ১টি
২। কাঞ্চনপুর ব্লকে — ১টি
৩। মাতারবাড়ী ব্লকে — ১টি
৪। সাতচাঁদ ব্লকে — ১টি

Admitted Un-Starred Question No.—36

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে কোন্ ব্লকে মোট কতটি পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে ঋন দেবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিলো (ব্যাঙ্ক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে আই, আর, ডি পি, প্রকল্পে মোট ১৪৫৫০টি পরিবারকে ঋন দেবার জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছে।

ব্লক ভিত্তিক ও ব্যাঙ্ক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	UBI	SBI	TSCB	TGB	UCO	CBI	মোট
1	2	3	4	5	6	7	8
১। বিশালগড়	৫০	—	৩৩৫	৮৫	২১৯	—	৬৮৭
২। মোহনপুর	১১২	২০৫	—	৫০	১৫৮	২২৫	৭৬০
৩। জিরানীয়া	৩৭০	—	—	—	—	—	৩৭০
৪। খোয়াই	১৮০	২০০	--	—	—	—	৩৮০
৫। তুলাশিখর	১৬০	৯০	—	—	—	—	২৫০
৬। মান্দাই	১৮৫	—	৫৫	৬০	—	—	৩০০
৭। তেলিয়ামুড়া	২৯১	২৪০	৪৫	—	১৭০	—	৭৪৬
৮। মেলাঘর	৩৯৭	৩৭০	৬৫	৩০	—	—	৮৬২
৯। ডুকলী	২০৫	৩১৫	—	—	—	—	৫৬০
১০। জম্পুইজলা	—	—	—	১৭৫	—	—	১৭৫
১১। সালেমা	৭৫০	৩৭৫	২৬০	৭৫	—	—	১৪৬০
১২। ডম্বুরনগর	—	—	—	২৫০	—	—	২৫০
১৩। ছামনু	২০০	—	৫৫	১০	—	—	২৬৫
১৪। মনু	২৫০	১৮৫	—	৬৫	—	—	৫০০
১৫। কুমারঘাট	৪৫০	৭৫০	১০০	—	—	—	১৩০০
১৬। পানিসাগর	—	৪৫০	—	—	—	—	৪৫০
১৭। কদমতলা	২৭৫	—	৫০	—	—	—	৩২৫
১৮। দশদা	৩৭৫	—	—	১১০	—	—	৪৮৫
১৯। পেচারতল	২০০	—	৫০	১০০	—	—	৩৫০
২০। মাতাবাড়ী	২২৫	২৭৫	২৭০	২০৫	—	—	৯৭৫
২১। অমরপুর	২৮৫	৮০	—	১০০	—	—	৪৬৫
২২। রাজনগর	২৩০	১৩০	২১৫	১২৫	—	—	৭০০
২৩। বগাফা	১৫০	১৭৫	১২৫	২৫০	—	—	৭০০
২৪। সাতচাঁন্দ	২০০	২০	১৯০	১৪০	—	—	৫৫০
২৫। রূপাইছড়ি	—	১৫০	—	৬০	—	—	২১০

ব্লকের নাম	UBI	SBI	TSCB	TGB	UCO	CBI	মোট
1	2	3	4	5	6	7	8
২৬। কিল্লা	১২০	—	—	৩০	—	—	১৫০
২৭। করবুক	২৪০	৭০	—	১৫	—	—	৩২৫
মোট—	৫৯১০,	৪১২০,	১৮২৫,	১৯২৫,	৫৪৫,	২২৫,	১৪৫৫০,

প্রশ্ন

১। তন্মধ্যে মোটকতটি পরিবারকে ঋণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। তন্মধ্যে মোট ৩৮৩৯টি পরিবারকে ঋন দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLAITVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISION OE THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala on wednesday. the 26th, February, 1999 at 11.00 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar. Hon'ble Speaker in the Chair, The Deputy Chief Minister, The Deputy speaker, 13 Ministers, and 33 Members

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার, (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক, (অনুপস্থিত)। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২০০।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২০০।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে নতুন পি, এইচ, সি, স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২) যদি থাকে বিলোনীয়া বিভাগের রাজনগর (ব্লক হেডকোয়াটার) নূতন পি এইচ. সি, করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে নতুন নর্মস অনুযায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

২) বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগরে বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীসুধন দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে, নর্মস অনুসারে করা হয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন যে রাজনগরে একটা ব্লক হেডকোয়াটার আছে এবং অসংখ্য লোকের বসবাস ও বিভিন্ন অফিস ওখানে আছে। কাজেই, এই দিক থেকে এই ব্লক হেড কোয়াটারকে পি, এ, সি, করার জন্য নর্মসে কভার করছে না কেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) ঃ—অনারেবল স্পীকার স্যার, রাজনগরের ব্লকে পি, এ, সির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিক। কিন্তু অর্থের সীমাবদ্ধতার জন্য এইগুলি করা সম্ভব হচ্ছে না। নূতন নর্ম-এ কয়েকটা জায়গাকে বিশেষভাবে সিলেকট করা হয়েছে যেখানে

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে। যেমন, ধনবিলাশ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কৈলাশহর। সালেমা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র. খেদাছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তুইচাকমা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বড়পাথরী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, চানকাপ-জাংথুম মিলিয়ে একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এছাড় নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি ইনসিউর হয় তাহলে গঙ্গানগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিও চালু করা হবে এবং দশদা কাঞ্চনপুরে বিল্ডিং হস্তান্তর হলে পরেই সেখানেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হবে। এইগুলি করার পর যদি টাকার সংকুলান হয় তাহলে নিশ্চয়ই রাজনগরের বিষয়টা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সমস্ত ইনফ্রাসট্রাকচার তৈরী হয়ে আছে সেখানে এইটাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে ট্রিট করে এইটাকে উদ্বোধন করার ব্যবস্থা করবেন কিনা। আমার জানা মত সোনামুড়া মহকুমার মতিনগরে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দালান বাড়ী ডাক্তার নার্স এবং স্টাফদের থাকার কোয়াটার ইত্যাদি সব কিছু তৈরী হয়ে আছে অনেক দিন যাবত, ডিসপেনসারী হিসাবে এটা কাজ করছে।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) —অনারেবল স্পীকার স্যার, উনি যেটা বলেছেন সেটা এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড না। তবু আমি বলছি উনি যেটা বলেছেন সেটার যদি সবকিছু কাজ শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটা সম্পর্কে সমস্ত রকমের খবরাখবর বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ইমিডিয়েটলী সেটাকে আরম্ভ করব।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেখানে যেখানে পি. জি. পি র মাধ্যমে যে বিল্ডিংগুলি তৈরী করা হয়েছে এবং পি. জি পি.র ডাক্তারের সংখ্যা যেহেতু সীমিত—সেখানে এই বিল্ডিংগুলি যদি স্টেট্ গভার্ণমেন্টের কাছে হ্যাণ্ডওভার করা হয় তাহলে সেখানে মেডিক্যাল স্টাফ্ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, পি. জি. পি. বলে কোন কথা নয় পি. জি পি ছাড়াও আরো রয়েছে যেমন খেদাছড়া, তুইচাকমা সেখানে যারা দায়িত্ব নিয়েছে তারা এইগুলি করবে। এখন সে রকম দায়িত্ব তারা যদি নেয় এবং বিল্ডিং কমপ্লিট করে তা রাজ্য সরকারের হাতে হ্যাণ্ডঅভার করে এবং অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে দেয় তাহলে আমরা সেখানে স্টাফ্ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেব।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগরে পানিছড়া সাবসেন্টার ১৯৫০ ইং সনে নির্মিত হয়েছে। এই সাব্-সেন্টারটিকে পি. এইচ সি-এ উন্নিত করার জন্য কোন উদ্যোগ সরকারের আছে কি না ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি উনি ভাল করেই জানেন যে ১৯৫০ ইং সনে এই সাবসেন্টার হয়েছে এটা ঠিকই। এবং কিছুদিন আগে

এখানে একটি ফাউণ্ডেশন স্টোন্‌ও বসানো হয়েছিল তৎকালীন স্পীকার শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ মহোদয় কর্তৃক। কিন্তু কাগজপত্রে দেখা গেলো যে এটার কোন সেংশানই নেই। কাজেই, এর দ্বারা আমরা সেখানে ভিত্তি করতে পারি না। তবে যেহেতু ধর্মনগরে উপ্তাখালীতে একটি বিল্ডিং হয়েছে এটার কোয়ার্টার্স্‌ বিল্ডিং তৈরী হলে এটা আমরা চালু করব। এবং ব্রজেন্দ্রনগরেও হচ্ছে তারপর জলাবাসাতেও হচ্ছে, তারপর বুড্‌নামেও হয়েছে ধর্মনগরের ভিতরেই। এখানে আরেকটা পি. এইচ. সি. খোলার মত প্রয়োজনীয় অবস্থা আসেনি। তবে ভবিষ্যতে যদি আলাদা ডেভেলাপমেন্ট ঘটে তবে নিশ্চই আমরা দেখব।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ধর্মনগরের শনিছড়াতে একটা পাথর বসানো হয়েছে, সারা রাজ্যে এই রকম কতটি পাথর আছে—জোট আমলে বসানো হয়েছিল তা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এরা হাতের পাঁচ আঙ্গুলে নীলা পাথর, অমুক পাথর, তমুক পাথর লাগিয়েছে, এইভাবে পাব্‌লিক্‌কে প্লীজড করার জন্য অনেক পাথর বসিয়েছে-এইটা গণনা করা সম্ভব নয়।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন্দ্রিয় সরকারের যে বেসিক মিনিবাস সার্ভিস প্রকল্প রয়েছে তারমধ্যে হেল্‌থ ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবাও পড়ে এবং এটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার থেকে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর মানে আমাদের রাজ্য সরকার টাকা পয়সা পেয়েছেন কি না এবং এর দ্বারা গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আলাদা একটি স্টেট্‌মেন্ট আজকে আমার দেওয়ার কথা আছে, তখন আমি জানাব কত টাকা পাওয়া গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই ব্যাপারে এবং কোথায় কোথায় কিভাবে তা খরচ করা হয়েছে।

শ্রীঅখিল চাকমা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন তাতে আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার হয়নি। ১৯৯৩ সালে নবীনছড়াতে পি. জি. পি. বিল্ডিং করে তা স্টেট্‌ গভার্ণমেণ্টের কাছে হ্যাণ্ডওভার করেছে। কিন্তু সেখানে এখনো কোন স্টাফ দেওয়া হয়নি। তারপর জয়শ্রীতে, একটা নতুন বিল্ডিং হয়েছে সেখানে কোন স্টাফ নাই, তারপর তুইনানিংএও বিল্ডিং হয়েছে কিন্তু কোন স্টাফ দেওয়া হবে কি না তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রিমিটিভ্‌ গ্রুপ্‌ প্রোগ্রামে এরা ইনিসিয়েটিভ্‌ নিয়ে এই বিল্ডিংগুলি করেছে। এরা স্টাফ্‌ চাইলে না দেবার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ ডি সি.

থেকেও দিতে পারে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকেও দিতে পারে। তবে এই রকম কোন রিকুইজিশান আসেনি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২১১।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২১১।

প্রশ্ন নং (১) : কমলপুর মহকুমার কুলাই হাসপাতালে রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য কি কি ব্যবস্থা চালু আছে ও পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং উক্ত হাসপাতালে কয়টি শয্যা আছে।

উত্তর :—প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুচিকিৎসার জন্য যে সমস্ত সুযোগসুবিধা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থাই কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে। কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৫ (পাঁচ) জন চিকিৎসক আছে যাহা খুব কম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই আছে। বর্তমানে কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নূতন কোন ব্যবস্থা সংযোজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা—১০।

প্রশ্ন নং (২) : কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কয়টি সরকারী এ্যাম্বুলেন্স আছে।

উত্তর : কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি এ্যাম্বুলেন্স আছে।

প্রশ্ন নং (৩) : উক্ত হাসপাতালে সরকারী গাড়ী ও এ্যাম্বুলেন্স না থাকিলে তাহার ব্যবস্থা কি?

উত্তর :—প্রশ্ন আসে না।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে কুলাই হাসপাতালে সরকার এ্যাম্বুলেন্স এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে বলেই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানালেন, কিন্তু আমি যা' দেখলাম গত ২৭ জনুয়ারী ইমারজেন্সীতে একটি রোগীকে জি বি. হাসপাতালে পাঠাবার জন্য সরকারী এ্যাম্বুলেন্স চাওয়া হয়ছিল কিন্তু কোন এম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি। পরে বাধ্য হয়ে আমরা সবাই ১০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়ে একটা গাড়ী ভাড়া করে সেই মুমূর্ষ রোগীকে জি. বি. হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীঅনিল চাকমা:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই হাসপাতালের এম্বুলেন্সটি ব্যবহারের উপযোগী বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানিয়েছেন। কিন্তু স্যার, আমার অভিজ্ঞতায় আমি যা দেখেছি সেটা হচ্ছে গত ২৭ তারিখে দুর্ঘটনায় আহতদের আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে প্রেরণের জন্য সেখান থেকে কোন এম্বুলেন্স পাওয়া যায় নাই। ফলে, আমরা বাধ্য হয়ে সেখান থেকে একটি গাড়ী এক হাজার টাকায় ভাড়া করে আহতদের সহ জি. বি হাসপাতালে আসি। দ্বিতীয়ত, বেশীরভাগ সময়েই দেখা যায় গুরুতর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী কমলপুর বা আমবাসায় না নিয়ে জি. বি. হাসপাতালেই নিয়ে আসতে হয়। কেন না আমবাসার

মত হাসপাতালগুলিতে রোগীদের জন্য সীটের সংখ্যা খুবই সীমিত। তাছাড়া সেসমস্ত হাসপাতাল-গুলিতে ঠিকভাবে ঔষধও পাওয়া যায় না ফলে বাইরে থেকেই বেশীরভাগ ঔষধ ক্রয় করে আনতে হয়। এই সমস্ত অব্যবস্থাগুলির কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে বিষয়টি বলেছেন সেটা ঠিকই আছে যে গত ২৭ তারিখে উনি একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন এবং উনার সঙ্গে অন্যরাও কয়েকজন আহত হয়েছিলেন মারাত্মকভাবে। নিহতও হয়। ঠিক ঐ সময়টাতে সেখানকার এম্বুলেন্সটা অন্য রোগী নিয়ে আগরতলা জি বি. হাসপাতালে চলে আসে। ফলে উনারা ভাড়া গাড়ী করে জি. বি-তে আসেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, হাসপাতালের সীটের বর্তমান অবস্থাটা নিয়ে। স্যার, আমরা ধলাইতে একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার তৈরী করেছিলাম। কিন্তু সেটা ওপেনিং হওয়ার পূর্বেই সেখানে ধলাই জেলার ডি এম অফিসটি বসে যায়। এটা নির্মাণ করতে আমাদের বেশ কিছু টাকা খরচাও হয়েছিল। আমরা এখন একইভাবে গঙ্গানগরে আর একটি পি. এইচ সি. চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছি। এবং ঐ অঞ্চলের নদীর পূর্বদিকে আরোও একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার চেষ্টা করছি। সেটা আমি ইতিপূর্বে এখানে বলেছি। হাসপাতালগুলিতে নূতন করে সীট দেওয়ার ব্যবস্থা না করতে পারলেও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে যেভাবে একের পর এক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার খোলা হচ্ছে বা হবে তাতে আশা করি এই সমস্যাটা কিছু লাঘব হবে। আর এখানে মেডিসিনের যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা সরকারী নিয়মে সর্বত্র একইভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এই ব্যাপারে যদি মাননীয় সদস্যের সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে জানাতে পারেন এবং এই বিষয়ে তদন্ত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীঅনিল চাকমা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সরকারী নিয়মানুসারে মেডিসিন সাপ্লাই করা হয়ে থাকে। আমার কাছে এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। দুর্গম উপজাতি জনপদে পি. জি পি, দপ্তর থেকে ঔষধ সরবরাহের কথা থাকলেও সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে না। আবার যদিও বা দিচ্ছে তাহলে প্রায়শঃই দেখা যাচ্ছে দুঃস্থ রোগীদের পেটের ব্যথার যে বড়ি দেওয়া হচ্ছে সেই বড়ি খেলে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত রোগীর দাস্ত, বমি হচ্ছে বা সে সমস্ত রোগী ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে। সে এক অদ্ভুৎ ব্যবস্থার চিকিৎসা! কাজেই এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটা ঠিকই। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই সব হচ্ছে না সেটা আমি বলছি না। যদিও বিষয়টি পি.জি পি দপ্তরের। সেখানে দপ্তরের ডাক্তার রয়েছে এবং রোগীদের কাছে ঔষধ পৌঁছে দেওয়ার

জন্য গাড়ীও রয়েছে। যদিও এটি আমার দপ্তর নয় তবুও আমি বলছি সেলাইন থেকে শুরু করে সমস্ত ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থাই রয়েছে। ক্যাম্প করে এইগুলি দেওয়া হয়ে থাকে। শিকাড়ী-বাড়ী, গঙ্গানগর, চাম্পাহাউর সহ ভিতরের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে ক্যাম্প করে ঔষধ দেওয়া হয় নাই। তারপরও যদি এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কারোও কোন অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে পি, ডি, পি, দপ্তর যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই দপ্তরের যে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়-এর সেই তথ্য জানা আছে কিনা, না থাকলে এগুলি তদন্ত করে সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য এটা আলাদা প্রশ্ন করবেন। এটাতো আমার না। উনাকে প্রশ্ন করলে উনি উত্তর দেবেন। কিন্তু হঠাৎ করে করলে উনি কি প্রস্তুত যে, উনি উত্তর দিতে পারবেন ?

শ্রী সুবল রুদ্র :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে, কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬ জন ডাক্তার আছেন এবং প্রেকটিক্যালি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন নরমস ব্যবহার করা হয়, কিনা ? এবং সেখানে পারটিকুলার কুলাই হাসপাতালে যে ৬ জন ডাক্তার আছে তার মধ্যে কয়জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন অথবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে এইভাবে চিন্তাভাবনা করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ করা হয় কিনা ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে দিকে তাঁর নিক্ষেপ করেছেন সেটা লাভ হবে না। ধলাই যেহেতু ডিস্ট্রিকট টাউন সেখানে অনেক লোকের ভীড় বেড়েছে। সেইজন্য ডাক্তারের সংখ্যাও স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। যেজন্য অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যে নরমস সেটা থেকে সেখানে কিছুটা ব্যাতিক্রম হলেও হতে পরে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২১৮।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২১৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বর্তমানে আর্থিক বছরে রাজ্যে রেশন শপ বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে ?

২। নিয়ে থাকলে তা কোথায় কোথায় স্থাপন করা হবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ, আমাদের পরিকল্পনা আছে সারা রাজ্যে ১০টি রেশন শপ খোলার জন্য।

২। ক) পশ্চিম ত্রিপুরায় ৩টি খ) দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩টি গ) উত্তর ত্রিপুরায় ২টি ঘ) ধলাই জেলায় ২টি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রেশনশপের সঙ্গে গুদামের সম্পর্ক আছে স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে স্বীকার করেছেন যে, ১০টা নতুন রেশনশপ খোলা হবে। এখানে আরবান এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই যে রেশনশপগুলির মধ্যে আমরা বার বার দেখেছি, বিশেষ করে গঙ্গানগর এলাকাতে এখানে রেশনশপ যেমন আছে কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা হল গুদাম। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভায় বলেছেন যে, গঙ্গানগর রেশনশপকে ঠিকমত চালু করতে গেলে গঙ্গানগরে গুদাম দরকার। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :– স্যার, রেশনশপে যে সামগ্রী পাঠানো হয় বিভিন্ন গুদাম থেকে সেগুলিকে পাঠানো হয় দুর্গম এলাকায়। আমরা যখন পাঠাই ভ্যান দিয়েও আমরা পাঠাই এবং অন্য গাড়ী করে সেখানে পাঠানো যায়। কাজেই, রেশনশপের সঙ্গে গুদাম থাকতে হবে এইরকম কথা নয়। তবে গঙ্গানগরের এলাকাবাসী তারা গুদাম সম্পর্কে বলেছেন। সেখানে আর একটা গুদাম খোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। এবং যদি হয় তাহলে দপ্তর সেই দিকে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :– সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রেশন দোকানগুলিতে অবাধ দুর্নীতি চলেছে। এই দূর্নীতি বন্ধ করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে-এই ব্যাপারে একটা প্রস্তাব ছিল যে, রেশন ডিলারদের কমিশন অনেক কম, এই কমিশন কম হওয়ার ফলে আমার মনে হচ্ছে তারা এই সব দূর্নীতি করছে। তাদের কমিশন বৃদ্ধি করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ? আমার মনে হচ্ছে কমিশনটা বাড়ালে পরে তাদের দূর্নীতির পরিমানটা কমে যাবে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—স্যার, যদিও বিষয়টা প্রাসঙ্গিক না তবু আমি বলছি। রেশন ডিলারদের কমিশন এই ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের বিশেজ্ঞদের নিয়ে। বিষয়টি তাদের বিচার বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। তাদের কাছে থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর বিষয়টি দেখা হবে।

শ্রীমতী কার্তিককন্যা দেববর্মা (জম্পুইজলা) :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, সদরের কোথায় কোথায় নূতন রেশন সপ খোলা হবে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—স্যার, এই রেশন সপ খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নীতি বা গাইড লাইন রয়েছে। তারা সেই গাইড লাইনে বলেছেন যে ৪০০ কার্ড নিয়ে একটা

নূতন রেশন সপ খোলা যাবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এই গাইড লাইনের ব্যতিক্রম করতে হচ্ছে জনসাধারণের সুবিধার জন্য। কিন্তু কোন কোন জায়গায় তা খোলা হবে এখনি নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের কতগুলি এরিয়া ঠিক করা আছে। যেমন পশ্চিম ত্রিপুরায়-৬টি, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৬টি, উত্তর ত্রিপুরায় ৪টি এবং ধলাই-এ ৪টি। তবে এই সবগুলি আগামী নূতন আর্থিক বছরে খোলার জন্য চেষ্টা করা হবে।

শ্রীমতী কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, রেশন সপগুলিতে ইনিসপেক্টরদের সরাসরি ভিজিট করার কথা কিন্তু এইগুলি সময়মত ভিজিট করা হয় কিনা? আর যদি তা না করা হয় তা হলে তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—স্যার আমাদের খাদ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন খাদ্য অফিসারদের এবং ইনিসপেক্টরদের নিয়ে আমরা কনফারেন্স করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাসে অন্তত ২ বার করে রেশন সপগুলিতে ভিজিট করা হয়। এইগুলি দেখাশুনা করার জন্য, তারা ঠিক মত ভিজিট করছে কিনা, এবং রেশন সপগুলিতে মালপত্র ঠিক মত যাচ্ছে কিনা এবং দেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য ভিজিলেন্স কমিটি রয়েছে। তারা রেশন সপগুলি ভিজিট করে দেখবে সব সময়। তবে তারা যদি সঠিক ভাবে ভিজিট না করে সেই অভিযোগ আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানালে আমরা তার ব্যবস্থা অবশ্যই নেব।

শ্রীমতী কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রি মহোদয় জানাবেন কি? গত বিধানসভার অধিবেশনে আমি বলেছিলাম যে কত তারিখে, কোন সপ্তাহে চাউলগুলির ব্যাপারে দুর্নীতি হয়েছে সেই ব্যাপারে বলেছিলাম। ১৯৯৬ইং ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে চাউল দেওয়ার কথা ছিল। তখন মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন যে সব চাউল দেওয়া হয়ে গেছে শুধু মার্চ মাসের একটি সপ্তাহের চাউল সর্ট ছিল। কিন্তু সেই সময় আমাদের জয়নগর রেশন সপে প্রথম সপ্তাহের চাউল নিয়ে আনার ব্যাপারে খুব বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, যে একটি সপ্তাহের চাউল নাকি নয়ছয় হয়ে গিয়েছিল সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি উৎথাপন করেছেন সেটি পার্টিকুলারলি এ রেশন সপের ব্যাপারে এবং এই ব্যাপারে আমার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলেন এবং সেই সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তও করা হয়েছে। সেই তদন্তের রিপোর্টটি আপাততঃ আমাদের হাতে নেই। তবে আমি মাননীয় সদস্যা মহাশয়াকে অনুরোধ করব যদি খুব প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করার জন্য। তারপর উনাকে জানিয়ে দিতে পারব।

শ্রীমতী কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি রেশন ডিলার

পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি কি ? এবং যে সব রেশন সপের ডিলার দুর্নীতির কারণে ডিলারশীপ কেন্সেল হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওর ছেলেকে ওয়ারিস স্বত্ব হিসাবে রেশন সপটি দেওয়া হয়, এই ধরণের কোন নিয়ম নীতি আছে কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছিলাম যে এই সমস্ত তথ্য এখন হাতে নেই, আমি মাননীয়া বিধায়িকাকে বলব এবং আমন্ত্রণ জানাবো তিনি আমাদের অফিসে আসুক, আসলে পরে সমস্ত অফিস্যারদের ডেকে সমস্ত তথ্যটাকে আমরা দেখব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ? আমাদের গঙ্গা নগরে গোডাউন আছে, কিন্তু সেই গোডাউন এর নিরাপত্তার প্রশ্ন আজকে চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোন কিছু হল না, তার কারণ। এখানে দেখা যাবে যে এ,ডি,সি এলাকা এবং আরবান এলাকাতে রেশন বণ্টনের যে পার্থক্য দেখা যায় সেগুলি এবং বিশেষ করে চিনির ব্যাপারে বলছি এ,ডি,সি এলাকাতে আরও বেশী করে চিনি দেওয়া যায় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, যদিও এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা সংহতিপূর্ণ নয় তবু আমি উত্তরটা দিচ্ছি-এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে গোডাউনের ব্যাপারে, সেই ব্যাপারে আমি সেখানকার এস,ডি,ও কে একটি চিঠি দিয়ে বলেছিলাম যে সেখানে গোডাউন করাটা ভাইয়েবল্ কিনা দেখার জন্য। সেই ব্যাপারে এখনো কোন তথ্য আমার কাছে আসে নি। যাহাই হউক যখন মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন এখন আমি এই ব্যাপারে খোঁজ নেব। আর তিনি যে চিনির ব্যাপার বলছেন, আমাদের রাজ্যে যে চিনি বরাদ্দ আছে তাতে এখন যতটা দেওয়া হচ্ছে তার বেশী দেওয়া সম্ভব না। আমারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তার চিনির বরাদ্দ বাড়াবার জন্য যদি বাড়ে তাহলে আমরা অন্য জায়গায় আর কিছু বেশী চিনির দেবার জন্য উদ্যোগ নেব

শ্রীসহীদ চৌধুরী :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর এই বিষয়টি জানা আছে কি যে কমিশন না বাড়ানোর ফলে রেশন সপের ডিলারগণ দুর্নীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে ? আমাদের সোনামুড়াতে যে এ ব্যাপারে কমিটি হয়েছিল সেই কমিটি ২ বৎসর আগেই রেশন সপের ডিলারদের কমিশন এবং কেরিং কষ্ট বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব এখনও সরকার গ্রহণ করেন নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই প্রস্তাব তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী করার জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি, সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ জন্য কমিটি তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। তাদের রিকমেণ্ডেশান আমরা এখনও পাই নি। রিকমেনডেশান পেলে পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকারঃ—শ্রী সমীরদেব সরকার। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :—স্যার, সমীর দেব সরকারের প্রশ্নটি আমি এখানে তুলতে আগ্রহী।

মি : স্পীকার :—ঠিক আছে বলুন।

শ্রীসুধন দাস : - অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৬৬।

মিঃ স্পিকার :—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৬৬।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৬৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের জেলখানাগুলিতে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৬ ইং তারিখে মোট কতজন বিচারাধীন বন্দী ছিলেন।

২। রাজ্যের জেলখানাগুলিতে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত সব মিলিয়ে মোট কতজন বন্দী ছিলেন। (১৫ ৯.৯৬ ইং তারিখে)

৩। জেলখানাগুলিতে ১০ বৎসরের বেশী সময় ধরে আছেন এমন বন্দী কতজন (সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন) ?

উত্তর

১। রাজ্যের জেলখানাগুলিতে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৬ ইং তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৪৯৭ জন বিচারাধীন বন্দী ছিলেন।

২। রাজ্যের জেলগুলিতে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা ৪৯৭ জন এবং সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা ২০৫ জন। মোট ৭০২ জন বন্দী আছেন ১৫.৮,৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত।

৩। শুধু কেন্দ্রীয় কারাগারেই মাত্র একজন পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ১০ বছরের বেশী সময় ধরে আছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সংখ্যার কথা এখানে বললেন তার মধ্যে কত জন বন্দী যাবৎ-জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী আছেন ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আলাদা পশ্ন করলে উত্তর দেয়া যাবে।

শ্রীমতী কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা :—সাজাপ্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা এর মধ্যে কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে বলতে পারি, মহিলার সংখ্যা ১৮ জন। তার মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা ৩, এবং বিচারাধীন মহিলার সংখ্যা-১৫ জন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, দীর্ঘদিন যাবৎ যে বন্দী সাজাপ্রাপ্ত তাদের, সারা বছরে কতদিন করে রিভিশান পান ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব পাবেন। কারণ এ জন্য নিয়ম আছে। সে নিয়ম দেখে বলতে হবে। বর্তমানে আমার কাছে সেটা নেই।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :—স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই রাজ্যের জেলখানায় কোন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—এই সমস্ত বন্দীরা কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন জেলখানাগুলিতে বন্দী থাকা অবস্থায় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কিনা ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী :—স্যার, আমাদের জেলখানাতে যে সমস্ত সাজাপ্রাপ্ত বন্দী আছে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি। বিশেষ করে আমরা যেহেতু এই কারাগারকে সংশোধনাগার হিসাবে ট্রিট করছি তার জন্য জেলখানাতে কতগুলি বিশেষ কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন-বাঁশ বেতের কাজ শেখানো হয়ে থাকে, যাতে বন্দী জীবনের পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে স্বনির্ভর হতে পারে। তারপর সেখানে বাইনডিং -এর কাজ শেখানো হয়, তাঁতের কাজ শেখানো হয়, টেইলারিং ইউনিট আছে, কৃষি কাজ আছে। এই ভাবে বিভিন্ন ইউনিটে সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে কর্মশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জেলখানায় এই সমস্ত সাজাপ্রাপ্ত বন্দী যারা যারা আছেন তারা বিভিন্ন শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর তাদেরকে কোন রকম সরকারী চাকুরী বা তাদেকে আর্থিক সাহায্য সহায়তা দেওয়া হয় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—স্যার, সরকারী যে নিয়ম আছে সে নিয়ম অনুযায়ী তারা যদি চাকুরী পাওয়ার উপযুক্ত থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই পান। আমাদের ছেলে এরকম অনেকেই আছে যারা চাকুরী পেয়েছেন। তাছাড়া তাই আর ডি, পি ও বিভিন্ন স্কীম আছে, প্রাইমিনিষ্টার রোজগার যোজনা আছে, সেখানেও যদি তারা আবেদন করেন, তাহলে সে অনুযায়ী তাদের কেস বিবেচনা করা হয়।

শ্রীসুদন দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সারা দেশে যে ভাবে কেলেংকারী বাড়ছে তাতে তিহার জেলে জায়গা নাও হতে পারে। দূর্ণীতিপরায়ণ এই ধরণের কোন আসামী আমাদের এখানে জেলে আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—স্যার, এটা ঠিক যে সারা দেশের যে চিত্র এটা খুবই আশংকাজনক। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্যান্ত এই ধরণের কোন ঘটনা আমাদের নজরে আসে নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅমল মল্লিক। (মাননীয় সদস্য মহোদয় হাউসে অনুপস্থিত)

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজ নগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের একটি প্রশ্নের ব্যাপারে আমি ইন্টারেষ্টেড। এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৫ স্যার।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) শারীরিক বিকলাঙ্গদের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য রাজ্যে বর্ত্তমানে কয়টি স্পেশ্যাল মেডিকেল বোর্ড আছে,

২) রাজ্যে প্রতি জেলার এইরূপ একটি করে স্পেশ্যাল মেডিকেল বোর্ড আছে কিনা,

৩) না থাকলে তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১,২, এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

এরকম একটি বোর্ড আছে। উত্তর, দক্ষিণ ও ধলাই জেলার জন্য এইরূপ বোর্ড করার পরিকল্পনা আছে এবং আগামী মার্চ মাসের মধ্যে গঠন করা হবে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে খানিকটা ভুল আছে। প্রত্যেক জেলায় একটি করে বিকলাঙ্গ বোর্ড সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। এগুলি বর্ত্তমানে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে বিকলাঙ্গদের সার্টিফিকেট দিতে অসুবিধা হচ্ছে। এটা পুনরায় চালু করা হবে কিনা ?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন, ভুলটা আমারই হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ জেলাতে বোর্ড আছে এবং তার জন্য সি এম. ও রেসপেকটিভকে দায়িত্ব দেওয়া আছে, কনভেনর করা হয়েছে। এই বোর্ডগুলি ডিফেক্ট ছিল। এই মার্চ মাসের মধ্যে এগুলি খোলা হবে।

শ্রীসহীদ চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যারা বিকলাঙ্গ তাদের পক্ষে উত্তর, দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এবং বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল থেকে জেলা শহরে গিয়ে সার্টিফিকেট নেওয়া কষ্টকর। এটা অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বার বার আগরতলায় এসে কোন সময় হয়তো ডাক্তার পাওয়া যায় না এবং কোন সময় হয়তো বোর্ডের লোক পাওয়া যায় না এই জাতীয় অসুবিধাগুলি হচ্ছে। তাই মহকুমা হেড-কোয়ার্টারে ক্যাম্প করে বিকলাঙ্গদের সার্টিফিকেট দেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন এই ধরনের অসুবিধা হয় সে জন্য ডেইট করা আছে প্রতি মাসের প্রতি বুধবারে এই বোর্ড আগরতলায় সার্টিফিকেট দেবে। তবে

একটু আগে বলেছি ডিলিট্রিকট্ বোর্ডগুলি এখনও চালু হয়নি। সেগুলি চালু হলে আমরা যাতে ক্যাম্প করে সাব-ডিভিশানে গিয়ে সপ্তাহে একদিন না হলেও মাসে যাতে একদিন গিয়ে এই সার্টি-ফিকেট দিতে পারেন সেটা করার ব্যবস্থা হবে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত সেশানেও আমি এই সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম এবং এবার আবার প্রশ্ন করছি যে এই সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে তার একটা পারসেনটেইজ আছে অথচ যার একটা আঙ্গুল নেই তার পারসেনটেইজ দেওয়া হলো ৭৫ পারসেন্ট কিন্তু যার একটা পা নেই তার পারসেনটেইজ দেওয়া হলো ৪০ পারসেন্ট। একটা বোর্ড আছে এবং বোর্ডের একটা রেজিষ্টার আছে। এই রেজিষ্টারটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন কিনা যারা সত্যিকারের বিকলাঙ্গ তাদের পারসেনটেইজটা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য গত সেশানেও এই প্রশ্ন করেছিলেন এবং তখনও আমি বলেছিলাম কেটাগরিক্যালি নাম দিলে তদন্ত করে দেখব কিন্তু তিনি নাম দেননি।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জম্পুই, খুমপুই, কৈলাশহর ইত্যাদি জায়গা থেকে একজন বিকলাঙ্গ কি করে আগরতলা শহরে যাবে সার্টিফিকেটের জন্য তাই ডিষ্ট্রিকট ওয়াইজ না করে সাব-ডিভিশ্যান ওয়াইজ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি বলেছি ডিষ্ট্রিকট বোর্ডগুলি সাব-ডিভিশানে যাবে। মাসে নির্দিষ্ট ডেইট থাকবে সেই ডেইট অনুযায়ী যাবে। ফলে দূর দূরান্ত থেকে সবাই আসতে পারবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক, শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৫

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে কয়টি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক ও চিকিৎসার সুযোগ চালু আছে (মহকুমা হাসপাতাল সহ)।

২। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে নূতন কোন মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক ও চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু করা হবে কিনা এবং হলে কোন মহকুমা হাসপাতালে ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে ৫টি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু আছে। যথা-জি বি হাসপাতাল, আই, জি, এম হাসপাতাল, আর. জি. এম. হাসপাতাল, কৈলাশহর, ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল, উদয়পুর এবং ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল। ৫টি হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু আছে। যথা-ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর মেমোরিয়্যাল হাসপাতাল, হাপানিয়া, ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল,

উদয়পুর, আর. জি. এম. হাসপাতাল, কৈলাশহর, ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল ও কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল।

২। কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে ব্ল্যাড ব্যাংক চালু করার পরিকল্পনা আছে, মোটামুটি মেশিন পত্র সব বসেছে লাইসেন্স এখনও আসেনি, লাইসেন্স পাওয়া গেলেই ব্লাড ব্যাংকটি চালু করব এবং চক্ষু চিকিৎসকের স্বল্পতার দরুন সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসার সুযোগ সম্প্সারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীসুবল রুদ্র :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কমলপুর মহকুমায় তো চালু হবে ভাল কথা, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সোনামুড়া মহকুমায় চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :—স্যার, ব্লাড ব্যাংক সোনামুড়াতে হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীসুধন দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, আর কোন মহকুমাতে এটা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং এইটা কিসের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, মানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে না কি দূরবর্তীতার ভিত্তিতে।

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :—অনারেবল স্পীকার স্যার, এই ব্লাড ব্যাংক চালু করার ভিত্তিটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যেমন কমলপুর থেকে আগরতলাতে আসাটা খুবই কষ্টকর, কাজেই সেখানে দরকার। কৈলাশহরেও সেই একই কারণে দরকার। উত্তর দক্ষিণ দিকে উদয়পুরকে করা হয়েছে যাতে কাছাকাছি সোনামুড়া যেতে পারে বা তারা আগরতলাতেও আসতে পারে। দরকার হচ্ছে যেমন বিলোনীয়াতে এবং অমরপুরে। আমরা পরবর্তীকালে এগুলি করার চেষ্টা করব।

শ্রীঅনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :—গণ্ডাছড়াতে একসরে করার জন্য জিনিষপত্র সব কিছু সেখানে পৌঁছে গেছে আজকে তিন বৎসর হয়েছে। এই অবস্থায় সেখানে ব্লাড ব্যাংক যে হবে না, এই গণ্ডাছড়া কি অমরপুর থেকে কাছে এবং এটা কি ব্যাকওয়ার্ড প্লেস না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :—গণ্ডাছড়া সম্পর্কে এখন কোন পরিকল্পনা নাই, যদি অর্থের সংকুলান হয় তো নিশ্চয়ই গণ্ডাছড়ার প্রতি সব চেয়ে আগে প্রায়রিটি দেওয়ার চেষ্টা করা হবে পরবর্তীকালে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই প্রশ্নটা তুলতে ইচ্ছুক।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে, বলুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১১৭

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—অনারেবল স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১১৭

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের পুরানো বহি-বিভাগটিকে (মহারাজগঞ্জ বাজারস্থিত) সেটেলাইট ডিসপেনসারী করে স্থায়ী চিকিৎসক দেবার ব্যবস্থা করা হবে কিনা,

২) এই হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক স্থাপন ও চক্ষু চিকিৎসক দেবার কথা দপ্তর বিবেচনা করছেন কি ?

উত্তর

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের পুরানো বহি-বিভাগটিকে স্যাটেলাইট ডিসপেনসারী করার কোন পরিকল্পনা স্যাটেলাইট বলে নাই। কিন্তু সেখানে পারমানেণ্ট ডাঃ একজন না হয় একজন রোটেশ-নালী বসে। কাজেই, সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে এবং সেখানে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা আছে। ব্লাড ব্যাংকের কথা এখনও বিবেচনা হয়নি, তবে চক্ষু চিকিৎসকের জন্য অলরেডী অর্ডার হয়ে ছ।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টরী স্যার, খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের বর্তমান যে অবস্থা তাতে যে সীট সংখ্যা আছে তার ডবল রোগী সেখানে সব সময় ভরতি থাকে। এই হাসপাতালটির ভিতরে এবং বাহিরে সব সময় রোগীদের খুব ভীড় লেগে থাকে। স্যার, এই হাসপাতালটি লক্ষাধিক লোকের জন্য কাজ করছে, ফলে সেখানে রোগীর ভীড় লেগেই থাকে, এই অবস্থায় সেখানে যে বহি-বিভাগটি আছে সেখানে যদি একজন স্থায়ী ডাক্তার রেখে চিকিৎসার সুযোগ করা যায় তাহলে সেখানে এই মহকুমা হাসপাতালটিতে চিকিৎসার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—এই অবস্থাটার কথা চিন্তা করে সেখানে রোটেশন হিসাবে ডাক্তার না পাঠিয়ে স্থায়ীভাবে ডাক্তার দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে খোয়াইর রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী এইটা স্বীকার করি। তার সেটেলাইট ডিসপেনসারী করে স্থায়ী ডাক্তার দেবার যে দাবী মাননীয় সদস্য করছেন তার জবাবে আমি বলতে চাই যে ডাক্তার পার্মানেণ্ট না রোটেশনে আছে সেটা আসল ব্যাপার নয়, আসল হচ্ছে সেখানে ডাক্তার যাচ্ছে কিনা, আর খোয়াই হাসপাতালে সীট বাড়ানোর জন্য যে দাবী সেটা সেখানে আরো ১৫টি সীট বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। এখন সেখানে পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে ঘর করা শুরু হয়েছে কিনা সেটা আমি জানি না। ঘর এর কাজ কমপ্লিট হলে সেটা করা হবে। আর বর্তমানে গণ্ডগোলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাইবেলরা সবচেয়ে বেশী এফেকটেড হচ্ছে। কাজেই, আমরা ইমিডিয়েটলি তোলাশিখরে একটি পার্মানেণ্ট ক্যাম্প করে সেটা স্কুল বিল্ডিং হলে বা অন্য কোন বিল্ডিং না প্রয়োজনে তাবু খাঁটিয়ে হলেও অতি সত্বর সেখানে একটি পার্মানেণ্ট হাসপাতাল করতে চলেছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক। (অনুপস্থিত)

শ্রীসহীদ চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক কর্তৃক আনীত প্রশ্নটিতে ইন্টারেস্টেড্ থাকায় ১৪১ নং প্রশ্নটি উৎথাপন করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১

প্রশ্ন : রাজ্যে বর্তমানে কতজন এম, বি, বি, এস, বি, ই, এগ্রি, বি,এস, সি, এবং ভেটেরিনারী পাশ করে বেকার হয়ে আছে, তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

উত্তর :—রাজ্যের বর্তমানে ৭০২ জন এম, বি, বি, এস বি, ই, এগ্রি, বি, এস, সি, এবং ভেটে-রিনারী বেকার যুবক রয়েছেন। তাদের হিসাব আলাদা ভাবে দেওয়া হল :—

এম, বি, বি, এস,	২৪ জন,
এগ্রি, বি, এস, সি,	১০৪ জন,
বি, ই,	৫৫৯ জন,
ভেটেরিনারী	১৫ জন।

শ্রীসহীদ চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সমস্ত দপ্তরে এইসব পদের কতগুলি খালি আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা এইটার সঙ্গে রিলেটেড নয় এটা আলাদা ভাবে করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৫৫৯ জন বি, ই পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার বেকার আছেন, তাদের চাকুরী হয়নি। এরা কি সবাই এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা না বাইরের থেকে পাশ করা। তাছাড়া কিছুদিন আগে এই বেকার ইঞ্জিনিয়াররা আন্দোলন করেছেন চাকুরীর জন্য এবং তাদের চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রতি-শ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফে এই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট দেখেছি। কাজেই রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে এই ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এবং রাজ্যে অনেক পোস্ট ভেকেন্ট রয়েছে যেগুলি ফিল্-আপ্ করা হচ্ছে না সি, এ, জি, র রিপোর্টে দেখেছি। সেই হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না এই বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের অবিলম্বে নিয়োগ করার প্রশ্নে সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরের দায়িত্ব হচ্ছে বেকারদের হিসাব রাখা। আর তাদের চাকুরী দেবার দায়িত্ব হচ্ছে অন্যান্য দপ্তরের। কাজেই মাননীয় সদস্য যে দপ্তরে চাকুরী চান সেই দপ্তরের তারা বলতে পারবেন। তবে এইটা ঠিক যে অনেক বেকার

ইঞ্জিনীয়ার রয়েছে। এবং দেশ গড়ার কাজে শুধু যে ইঞ্জিনীয়ারদের ভূমিকা রয়েছে তা নয়, প্রত্যেকটি মানুষেরই দেশ গড়ার কাজে যথোপযুক্ত ভূমিকা রয়েছে। তবে টেক্‌নিক্যালি পাশ যারা তাদের অবদান রয়েছে। আর বেকার ইঞ্জিনিয়ার তিনি এই রাজ্যের থেকেই হোক্‌ বা বাইরের কলেজ থেকেই পাশ করা হোক্‌ তাদেয় সকলকেই এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে হয়।

আমরা সেই হিসাবেই নাম নথিভুক্ত করি। তারমধ্যে বাহিরেরও থাকিবেন এবং ভিতরেরও থাকিবেন। আর সরকার ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কিছু পোস্টও ক্রিয়েট করা হয়েছে। সেই অনুসারে তাদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য পত্রিকায় যা দেখেছেন সেটা ঠিকই দেখেছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :-সাপ্‌লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তার মধ্যে এস সি এবং এস,টির সংখ্যা কত এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, ২৭ জন এম.বি.বি. এস বেকারের মধ্যে একজন এস.সি, একজন এস,টি এবং আটজন মহিলা রয়েছেন। ১০৪ জন কৃষি স্নাতকের মধ্যে ২১ জন এস.সি, ১০ জন এস টি এবং ৭৩ জন জেনারেল বেকার রয়েছে। তাদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা এবং ৮৬ জন পুরুষ রয়েছে। বি,ই, পাশ করা বেকারের সংখ্যা ৫৫৯ জন। এর মধ্যে এস, সি ৮২ জন, এস,টি ৫৬ জন এবং জেনারেল ৪২১ জন রয়েছে। এদের মধ্যে ৩৯ জন মহিলা এবং ৫২০ জন পুরুষও রয়েছে।

এদের ছাড়াও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার বেকারের সংখ্যা ৩১০ জন। পশু চিকিৎসক বেকারের সংখ্যা ১৭ জন। এর মধ্যে কোন উপজাতি নেই। ৩ জন এস,সি রয়েছে এবং অবশিষ্ট ১২ জন সাধারণ শ্রেণী ভুক্ত বেকার। এদের মধ্যে একজন মহিলা ১৪ জন পুরুষ বেকার পশু চিকিৎসক রয়েছে।

মি: স্পীকার : -প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হল। যে সমস্ত তাড়কা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পত্রগুলি এবং তাড়কা (*) চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

CONDOLENCE MOTION

মিঃ স্পীকার : —আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে সভাকে জানাচ্ছি যে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং বিকাল তিনটায় ওড়িশার বারিপদার কাছে মধুবনে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২৫০ জনেরও বেশী পুড়ে মারা গিয়েছেন। আহতের সংখ্যা প্রায় ৭০০ জনেরও বেশী। উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল স্বামী নিগমানন্দের ৪৬তম ভক্ত সমাবেশ। ওড়িশা ভারতের নানা জায়গা থেকে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছিলেন। বেলা তিনটে নাগাদ হঠাৎ আগুন লেগে যায় অনুষ্ঠান মণ্ডপে ও ভক্তদের অস্থায়ী তাঁবুগুলিতে মুহূর্তে আগুন চারদিক

থেকে দ্রুত ঘিরে ফেলে। ফলে অনেকেই বেরোতে পারেন নি, আগুনের ভেতর থেকে। পায়ের চাপা পড়েও অনেকে মারা যান।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে ও মৃতের আত্মীয় পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করেছি।

(২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করা হয়।)

OBITUARY REFERENCE

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এসভাকে জানাচ্ছি যে চীন বিপ্লবের প্রথম সারির নেতা ও সমাজ তান্ত্রিক চীনের অন্যতম রূপকার কমরেড্ দেঙ জিয়াও পিঙ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং রাত ৯টা ৮মিনিটে বেজিঙের ঝোঙনানহাই এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন।

দেঙ জিয়াও পিঙ ১৯০৪ সালের ২২শে আগস্ট চীনের দক্ষিণ পশ্চিম সিচোয়ান প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৯২০ সালে ওয়াক স্টাডি কর্মসূচীতে মনোনীত হয়ে পড়াশুনার জন্য তিনি ফ্রান্সে যান। ১৯২২ সালে চীনের সোস্যালিস্ট ইউথ লিগের সদস্য হন। ১৯২৪ সালে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯২৭-২৯ সালে তিনি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯-৩০ সালে গুয়াঙশি প্রদেশে কুয়োমিনটাঙ বিরোধী অভ্যুত্থানে তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। ১৯৩৪ সালে লং মার্চে অংশ গ্রহণের সময় তিনি ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৫ সালে তিনি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ৭ম কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালের পর তিনি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির দক্ষিণ পশ্চিম দপ্তরের প্রথম সম্পাদক, সামরিক ও প্রশাসনিক কমিশনের সহ সভাপতি এবং সামরিক কমিশনের রাজনৈতিক কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে তিনি চীনের সহকারী প্রশাসনিক পরিষদে সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালের পর চীনের উপ প্রধানমন্ত্রী, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিসদের সহ সভাপতির দায়িত্ব নেন তিনি। ১৯৬৬ সালে সংস্কৃতি বিপ্লবের শুরুতেই তাঁকে সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে তিনি আবার চীনের উপ প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি, পলিটব্যুরোর স্ট্যাণ্ডিং কমিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সেনা বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিশনের সহ সভাপতি এবং গণমুক্তি ফৌজের চীফ অব্ জেনারেল স্টাফ নিযুক্ত হন।

১৯৭৮ সালের প্লেনারী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক আধুনিককরণ ও সংস্কার কর্মসূচীতে পার্টির

কাজ কেন্দ্রীভূত করার প্রস্তাব আনেন ও মুক্তনীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেন।

১৯৮১ সালে তিনি পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হবার পর ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ সালে উপর্যুপরি দু'বার জন গণতান্ত্রিক চীনের কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনেরও সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে হংকং ওম্যাকাও এ জনগণতান্ত্রিক চীনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য হিসাবে এক দেশ দুই ব্যবস্থার নীতি গৃহীত হয়েছিল তারও প্রবক্তা ছিলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেঙ জিয়াও পিঙের অবদান স্বীকৃত। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপনে দেঙ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাছাড়া, ভারত, জাপান, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে দেঙ অগ্রণী ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন।

চীনের এই বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক-এর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে আধুনিক চীনের প্রয়াত স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্যগণ দাঁড়িয়ে ২ (দুই) মিনিট মৌন পালন করেন।)

MATTERS RAISED BY MEMBER

শ্রীব্রজেন্দ্রগণ চৌধুরী (জুলাইবাড়ী) :—স্যার এখানে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্ছি বিষয়টি হল-আমি এবং দিলীপ চৌধুরী দিল্লী থেকে গত ১৯ তারিখ কলকাতাতে এসেছি। তখন ডেপুটী রেসিডেন্ট কমিশনার ত্রিপুরা ভবনের শ্রী এ. কে. পোদ্দার মোহদয় আমাদেরকে ত্রিপুরা ভবনে থাকতে দেয়নি। আমাদেরকে সারা রাত্র ভি. আই. পি. লাউঞ্জে বসিয়ে রেখেছে, আমরা বলেছিলাম যে মাত্র একটি রাত্র থাকব। তার পরদিনের সকালের ফ্লাইটে আগরতলা চলে যাব বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি আমাদেরকে বললেন যে কোন রুম খালি নেই। জায়গা দেওয়া যাবেনা।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (আগরতলা) : শেইম, শেইম।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—আপনাদের লজ্জা হয় না। আপনাদের লজ্জা থাকা দরকার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বসুন, বলতে দিন।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :—আপনি একজন মন্ত্রী আপনার দায়িত্ব অনেক।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, উনি কে ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—আপনি কে ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন। আপনারা শান্ত হোন। মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

শ্রীব্রজেন্দ্রমগ চৌধুরী :—স্যার, আমি এবং দিলীপ চৌধুরী এনটাইটেল ত্রিপুরা ভবনে থাকার জন্য। কিন্তু আমাদেরকে সেই পোদ্দার সাহেব রুম দেননি। স্যার, ৫নং রুমটা খালি ছিল। আমাদেরকে সেখানে দেওয়া যেত। মানিক সরকার সেখানে প্রেফারেন্স পায়। এছাড়া সেখানে পাঞ্জাবের ডাইরেক্টর এন. সি. সিংহ ছিল।

(গণ্ডগোল)

স্যার, পোদ্দার সাহের আমাদের সঙ্গে যে বিমাত্রিসুলভ আচরণ করেছেন এই বিষয়ে আমি আপনার কাছে জানতে চাই?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে অনুরোধ করছি তাদেরকে বলতে দিন।

শ্রীমতিলাল সাহা :—মি : স্পীকার স্যার, আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে ত্রিপুরা ভবন নিয়ে। এখানে বলতে হয় যে আমরা যারা বিধানসভার সদস্য আছি তাঁরা কেউ রোলিং পার্টির আবার কেউ বিরোধী পার্টির সেটি হতেই পারে। আমার প্রশ্নটা এখানে যারা আগে যাবে তাদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়া দরকার এবং সেটিই নিয়ম। কিন্তু এখানে বলতে হয় আগে থেকে বুক করার পরেও আমরা সীট পাই না ত্রিপুরা ভবনে। এই কারণেই আমি এখানে বলতে চাই নির্দিষ্ট একটি নিয়ম করে বলে দেওয়া হউক কারা কারা সেখানে থাকতে পারবে। শুধু অফিসাররা সেখানে থাকতে পারবে, শাসক দলের সদস্যরা থাকতে পারবে, আর মন্ত্রীরা থাকতে পারবে কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা থাকতে পারবে না।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আমি বলছি আপনারা শুনুন। আমি এখানে বলছি সভার অবগতির জন্য। উনারা যখন দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে ছিলেন তখন ওরা আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন যে আমরা এখানে আটকিয়ে আছি আমাদের ত্রিপুরা ভবনে থাকতে হবে। এবং এটা যোগাযোগ করার জন্য মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলেছিলাম। এবং তাদেরকে আমি বলেছিলাম আপনাদের ব্যাপারে বিরোধী দলের নেতাকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনাদের স্ট্র্যাটেজীটা কী সেটি আপনারা আসার পরেই আপনাদের বিরোধী দলনেতাকে জানাবেন। বিরোধী দলনেতাকে আমি জানিয়েছি আমার পি, এস এর মাধ্যমে। কিন্তু এখানে আপনারা আমাকে জানাননি যে সেখানে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য। আমাকে যে ব্যাপারে জানিয়েছেন সেই ব্যাপারে আমি জানিয়ে দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলার জন্য।

শ্রীবৈদনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে অনেক বিধায়ক আছেন

তাঁরা গিয়ে ত্রিপুরা ভবনে থাকেন। এখানে সমীরবাবু আছেন রতনবাবু আছেন। তারা এখনো আছেন। আর কলকাতার ত্রিপুরা ভবনের বড় অংশটি আমরা ভেঙ্গে ফেলেছি। তার কারণে সেখানে অ্যাকমডেশন কম আছে। আশা করি কিছু দিনের মধ্যেই বড় বিল্ডিং-এর কাজ শেষ হবে। ততদিন সেই বিল্ডিংটি শেষ না হচ্ছে সেখানে কিছু শর্টেজ থাকবে কিন্তু জেনারেলি কোন বিধায়ককে দেওয়া হয় এটা কিন্তু ঘটনা না সেই রকম হওয়ার কথা না ? সেটা আপনারাও জানেন। এখানে যারা আছেন সবাই জানেন দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে তো এখানে বিধায়কটি রয়েছেন তাদের বন্ধুরাও রয়েছেন। আমি যখন দিল্লী যাই আমার সঙ্গে তাদের দেখা হয়। সমীরবাবুর সঙ্গেও তো বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এই রকম জেনারেলী হয় না। এটা হঠাৎ করে কি হয়ে গেছে ঘটনাটি আমি জানি না। বিল্ডিং শেষ হয়ে গেলে কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিশপুর) :—স্যার, আমার কাছে স্পেসিফিক নাম আছে। কে কোন রুমে ছিলেন সেটা বলছি। ১ নং রুমে, মানিক সরকার। ২নং রুমে রত্না সরকার। ৩নং রুমে পি কে পান ৪নং রুমে এন, সি সিনহা। ৫ নং রুম নিল। ৬ নং রুমে নারায়ণ রূপিনী। ৭ নং রুমে দেবব্রত কলই, এম. এল.এ,। ৮ নং রুমে কে, বি, এস, দেববর্মা। স্যার, ১৯, ২, এর ঘটনা আমি স্পেসিফিক বলছি। ১৮ তারিখ ফোনে বলা হয়েছিল। ১৯ তারিখ থেকে ২০ তারিখে চলে আসবে আমাদের ২ জন এম, এল. এ। কিন্তু তাদের রুম দেওয়া হয়নি। অফিসার চাকমা পোদ্দারকে বলেছিলেন, "স্যার, ৫ নং রুম খালি আছে, আমাদের ২ জন এম, এল.এ, রুমের জন্য সারা রাত্রি বসে থাকবে এটা বিশ্রী দেখায় তাদেরকে ঐ রুমটি দেওয়া হউক।" কিন্তু দেওয়া হয় নি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ৫ নাম্বার রুমটি চীফ মিনিস্টারের জন্য। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা জানি, এটা অফিসারদের ও থাকতে দেওয়া হয়। যদি মুখ্যমন্ত্রীর রুমটি কাউকে না দেওয়া হত, তাহলে আমাদের কোন প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু যেখানে অন্যদের দেওয়া হয় সেখানে অপজিশানের মেম্বার বলে কি দেওয়া হয় নি ? বিষয়টি সরকার থেকে তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :—নিশ্চয়ই খবর নেব।

শ্রীমতিলাল সাহা :—স্যার, সি, এম-এর সীট ব্যবহার করা যাবে না এ রকম নির্দেশ থাকলে আমাদের কোন অবজেকশান নেই। কিন্তু অন্যদের দেওয়া হচ্ছে, হোয়াই নট অপজিশান এম, এল, এ ? দিল্লীর ব্যাপারে আমাদের কোন কথা নেই। কলকাতার ব্যাপারেই এ সব হচ্ছে। সারা রাত্রি আমাদের ২ জন এম, এল. এ, ড্রয়িং রুমে বসে রইল এটা দেখা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, জেনারেলি কলকাতায় প্রবলেম আছে। কিন্তু

পার্টিকুলার কি হয়েছিল দেখব। আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না। আমি বিষয়টি দেখব।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—স্যার, ত্রিপুরা ভবনের ব্যাপারে আমি কি দেখেছি? আমরা বিধানসভার এম, এল, এ আছি, কিন্তু কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে গিয়ে দেখা গেল, একোমডেশান নেই। এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ অপজিশান বেঞ্চ এই রকম সেন্টিমেন্ট হওয়া উচিত নয়। আমি ২০ তারিখে ছিলাম। আমি দিল্লী থেকে জানিয়েছি, আমার ছেলেও জানিয়েছে। কিন্তু এসে দেখেছি, আমাকে এক অফিসারের সঙ্গে রাকেটে রুম দিয়েছে। ডাইরেকটর জেনারেল অব পুলিশ একোমডেশান পেলেন, রুম নং ৫ এ। এরপর আমি মি পোদ্দারকে বলেছিলাম, যদি জায়গা না থাকে তাহলে বলুন আমি হোটেলে চলে যাব। কিন্তু রাকেটে দেওয়া হল কেন? এম, এল, এ,র সঙ্গে দিতে পারতেন। কিন্তু একজন অফিসারের সঙ্গে কেন? উনাকে আমি চিনি না, জানি না কি করে এক সঙ্গে থাকব? হয় রুম দিন, না হয় বলে দিন রুম পাওয়া যাবে না। যাই হউক, শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে সরিয়ে দিয়েছে। আমি ছিলাম। এ রকম দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টান দরকার। কিন্তু আমরা জানি, ৫ নাম্বার সি, এম, সীট ইউজড হয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, গভর্ণমেন্টের এটা দেখা দরকার। একটা সারকুলার আছে যে সেখানে কারা কারা থাকতে পারবে। সেখানে কি প্রেফারেন্স আছে সেটা ঠিক করা দরকার।

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে চারটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা মহোদয় কর্তৃক গত ২১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিয়োক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—"মাছের ক্ষয়রোগে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীপকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা মহোদয়-য়ের কর্তৃক উল্লেখ্য বিষয়ের উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

ত্রিপুরার অধিকাংশ পুকুরের মাটি বেলে দোআশমুক্ত হওয়ার ফলে বর্ষাশেষে শুরু থেকে পরবর্তী বর্ষা পর্যন্ত পুকুরের জলের গভীরতা দ্রুত হ্রাস পায়। পুকুরের জল ঘন হয়ে যায় এবং নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। কয়েক বৎসর হইতে এই সময়েই মারাত্মক ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে। এই রোগে ব্যাপকহারে মাছ মারা যাইতেছে এবং মৎস্যচাষীগণ সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছেন। এই কারণে শীতের শুরুতেই মৎস্যচাষীরা ছোট মাছ এমনকি পোনাও বিক্রয়

করিতে বাধ্য হইতেছেন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এতে রোগে আক্রান্ত পুকুরে মাছের কানি প্রতি প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ কে জি পর্য্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। এর ফলে মৎস্য চাষীর মোট এবং আয় উভয়ই দারুণ ভাবে বিঘ্নিত হইতেছে।

এই রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় এবং উপশমের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু অদ্যাবধি কার্য্যকরী কোন কিছু আবিস্কৃত হয় নাই।

গত ১৯৯৬ ইং সালের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরায় মাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেই সেমিনারে মাছের রোগ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় নসি অনুসন্ধান সংস্থার, ভূবনেশ্বর কেন্দ্র হইতে আগত বিশেষজ্ঞ মৎস্য বিজ্ঞানীরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন এবং ভেষজ ঔষুধাদি বিশেষ করে কাঁচা হলুদের রস চুন সহ প্রয়োগের জন্য বলেন।

চুন হলুদের রস প্রয়োগ কিছুটা কার্য্যকরী হইলেও পুরোটা নয়। হলুদের রস ও চুন ছাড়াও এন্টিবায়োটিক ইত্যাদি ঔষধও এই রোগের উপমেশ কিছুটা কার্য্যকর।

বিগত বৎসরগুলির অভিজ্ঞতায় বর্তমানে আরোগ্যের চেয়ে প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থাদি নেওয়ার উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। এই মারাত্মক রোগের সম্ভাব্য কারণ, প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্তমান বৎসরে ৮৮৮৩ জন মৎস্য চাষীকে নিয়ে ত্রিমাসিক আলোচনা সভা, ২৮৮১ জন চাষীকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিপুরায় অগ্রনি পত্রিকাগুলির মারফৎ গণশিক্ষার ব্যবস্থাদি নেওয়া হইয়াছে। চলতি ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে উদয়পুরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৮টি ব্লকের উন্নত মৎস্য চাষীদের নিয়ে এবং ২৪ তারিখে পশ্চিমজেলায় ১০টি ব্লকের মৎস্যচাষীদের নিয়ে মাছের রোগ ও তার প্রতিকার" এই বিষয়ে মৎস্যচাষীদের সাথে মত বিনিময় হয়। এইরূপ আলোচনা চক্র ২৮.২.৯৭ ইং এবং ১.৩.৯৭ ইং তারিখে ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রতিষেধক ব্যবস্থাদির ব্যাপক প্রচার ছাড়াও বর্তমান বৎসরে রোগ নিরাময়ের জন্য ৭২৭ জন মৎস্যচাষীকে ক্লোটামাইসিন ও চেলাকপ বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছে এবং তার সফলও পাওয়া যাইতেছে। এতে উৎসাহিত হইয়া আরোও ৩০০০ জন চাষীকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই রোগের কোন মেডিসিন এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এটা পরিতাপের বিষয়। কারণ আমাদের ৪৩ মৎস্য বিজ্ঞানী রয়েছেন কিন্তু মাছের ক্ষয় রোগ সম্পর্কে প্রিভেনটিভ কিছু নির্ণয় করতে পারেন নি। যাইহোক আমি যেটা জানতে চাই ১৯৯৫-৯৬ সালে এই রোগে কি পরিমাণ ক্ষতি এই রাজ্যের মৎস্য চাষীদের হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটা প্রতিহত করার চেয়ে এটার প্রিভেনটিভ মেজার

কি নিয়েছেন যাতে এই রোগটা না হয় এবং তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার উত্তরে বলেছি এই রোগ সম্পর্কে চাষীদের সচেতন করার জন্য অর্থাৎ এই রোগ হওয়ার আগে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন আলোচনা সভায় তাদেরকে সচেতন করা হচ্ছে। তাছাড়া মাননীয় বিধায়ক যে প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন যে, গত বছর কি পরিমাণ ক্ষতি এই মৎস্য চাষীদের হয়েছে সেটা এখানে আমার হাতে ঠিক নেই। তবে আমাদের হিসাব আছে পরবর্ত্তী সময়ে দিতে পারব।

শ্রীসুধন দাস :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবি যারা ছোট ছোট উৎপাদক যাদের একটা পুকুর আছে তাদের পেশাগত অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাদের সাহায্যের ব্যাপারে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, এই সম্পর্কে আমাদের ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ী উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে যে আমরা ফিস রিক ইনস্যুরেন্স করার জন্য বলা হয়েছে এবং তাদের আমরা ভর্তুকি দিয়ে থাকি। যারা ইনস্যুরেন্স করেছেন তারা টাকা পেয়েছেন এই জাতীয় রোগ হলে।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্ত্তৃক গত ২১.২.৯৭ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ এর সংকট সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটি উৎথাপিত হয়েছে সেটা হলো :-

"সারা রাজ্যে বিদ্যুতের সংকট সম্পর্কে।"

রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীডের আওতাধীনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল।

বর্ত্তমানে রাজ্যের বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রায় ৯০ মেগাওয়াট। নিজস্ব উৎপাদন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীডের প্রাপ্ত বিদ্যুৎ দিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বর্ত্তমান উৎপাদন নিম্নরূপ :-

	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা	বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতা
১)	বড়মুড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	(২×৫ ১×৬.৫) মেগা:	৮ মেগাওয়াট

১৬.৫ মেগা:

২) রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ৪×৮=৩২ মেগাওয়াট ২২-২৪ মেগাওয়াট

৩) গোমতী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৬ মেগাওয়াট ৯.৫ মেগাওয়াট

বড়মুড়া ইউনিটগুলি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় (স্পায়ার্স) যন্ত্রাংশ না পাওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রসঙ্গত বড়মুড়া ইউনিটগুলির মডেলের মেসিন উৎপাদন প্রস্তুতকারী স্পিনাসুইজা বর্তমানে এম, এন, এইচ, এস কোম্পানী বন্ধ করিয়া দিয়াছে। স্বাভাবিক কারণে স্পোয়ার্স পাওয়া যাচ্ছে না এবং ইউনিটগুলির নষ্ট হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশগুলিকে কোনও প্রকারে মেরামতি করে চালানো হচ্ছে। স্পোয়ার পাওয়া গেলেও দপ্তরের মেসিন মডেলের সঙ্গে খাপ খায় না বা মেলে না।

প্রয়োজনীয় গ্যাস রুখিয়ার মেশিনগুলি চালানোর জন্য গেইল, ও, এন, জি, সি সরবরাহে অক্ষম হওয়ায় রুখিয়ার একটি ইউনিট উৎপাদন করতে পারছে না। প্রসঙ্গত গেইল ও, এন, জি, সি রামচন্দ্রনগর এবং রুখিয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্পে গ্যাস লাইন এবং গ্যাস সরবরাহ কেন্দ্র বসানোর কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নানা কারণে করতে পারেনি। তবে বর্তমানে কাজ পুরোদমে চলছে এবং আশা করা হচ্ছে আগামী জুন জুলাই-এর মধ্যে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। রুখিয়ায় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের (এন, ই, সি) র আর্থানুকূল্যে দুইটি ৮ মেগাওয়াট-এর ইউনিট বসানোর কাজ রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর হাতে নিয়েছে। প্রথম ইউনিটটি (রুখিয়া ইউনিট নং-৫) মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে। আর কি দ্বিতীয় ইউনিটটি আগামী জুন ৯৭ ইং চালু করা সম্ভব হবে। এই দুইটি ইউনিট চালু হলে রুখিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৬×৮=৪৮ মেগাওয়াট দাঁড়াবে। কিন্তু সবগুলি ইউনিট চালানো নির্ভর করছে ও, এন, জি, সি ও গেইলের তৎসংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম সত্বর শেষ করার ও প্রয়োজনানুযায়ী গ্যাস সরবরাহের উপরে ও, এন, জি, সি, গেইল রুখিয়ায় বর্তমানে দৈনিক তিন লক্ষ দশ হাজার কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহ করতে সক্ষম। সবগুলি মেসিন চালানো হলে দপ্তরের প্রয়োজন দৈনিক পাঁচ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় সংস্থা আর, পি, এন, এন, গোমতী প্রকল্পের ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের সামান্য অংশ এখনো শেষ করতে পারেনি। ১৯৯৫ সনের মার্চে সমান্তরাল সাইযে বসানোর কাজ প্রায় শেষ করে চালু করা হয়। কিন্তু সামান্য কাজ আর, পি, এন, এন না করায় উৎপাদন নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রায় পৌছানো যায়নি। আর, পি এন, এন, কে এই কাজ অতি সত্বর শেষ করার জন্য বার বার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। এই কাজ শেষে গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ১২ মেগাওয়াট-এ পৌছাবে। উপরোক্ত হিসাব অনুসারে রাজ্যের বর্তমান দৈনিক নিজস্ব উৎপাদন

গড় ৪০ মেগাওয়াট।

রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা বাকী অংশ মেটানোর জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীডের বিদ্যুতের উপর নির্ভর করতে হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীডের আওতাধীন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ত্রিপুরার সর্বোচ্চ শেয়ার ৪৯ মেগাওয়াট। তবে এই ৪৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যদি প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিটি ইউনিট চালু থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিদ্যুৎ সংস্থার উৎপাদিত বিদ্যুতে রাজ্যের শেয়ার নিম্নরূপ :-

	উৎপাদন কেন্দ্র	বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে প্রাপ্ত	রাজ্যের শেয়ার
ক)	কাঁঠালগুড়ি	১৬'৮৮ মেগাওয়াট	৮'০৪ শতাংশ
খ)	কপিলি	১০'৩২ মেগাওয়াট	৬'০৮ শতাংশ
গ)	লোকতাক	১০'৫৯ মেগাওয়াট	১২.৯৫ শতাংশ

আমরা মোট ৪০'৭৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেতে পারি।

কিন্তু উপরোক্ত রাজ্যের শেয়ার পুরো উৎপাদন হলেও পাওয়ার গ্রীড। এই পরিমান বিদ্যুৎ রাজ্যে পরিবহনে অক্ষম। কেন্দ্রিয় বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে ত্রিপুরা কুমারঘাটে কপিলি-খানদং-জিরিরাম-আইজল হয়ে ৪৭০ কি, মি, দীর্ঘ লাইনের মাধ্যমে রাজ্যে পৌঁছায়। কিন্তু এই লাইনের পরিবহন ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৫০ মেগাওয়াট।

এই লাইনের মাধ্যমে মনিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে। শুধু মিজোরামের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রায় ৩৩ মেগাওয়াটের মত। আর কেন্দ্রিয় বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে মিজোরামের শেয়ার ৩৪ মেগাওয়াট। উপরোক্ত কারণে পরিবহন লাইনের অপ্রতুল ক্ষমতানুযায়ী ত্রিপুরার সর্বোচ্চ ২০ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ পেতে পারে না। অবশ্য কেন্দ্রিয় বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির উৎপাদন কোনও সময়ই পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক উৎপাদন অনুসারে এবং নানা প্রতিকুলতার মধ্যে ও রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর এন, ই, আর, এল, ডি, সি, সু-সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০-২৫ মেগাওয়াট রাজ্যের সর্বোচ্চ চাহিদার সময় নিয়ে থাকে। রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন এবং এন, ই, গ্রীডের আমদানীকৃত বিদ্যুৎ নিয়েও সান্ধ্যকালীন সর্বোচ্চ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। সন্ধ্যায় ৫'৩০ মিনিট থেকে রাত ১০-০০ টা পর্য্যন্ত রাজ্যের বিদ্যুতের ঘাটতি প্রায় ২৫ মেগাওয়াটের উপরে। এই ঘাটতি ফিডার পিছু পর্য্যায়ক্রমে দেড় থেকে দুই ঘন্টা লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে মেটানো হয়। নিজস্ব উৎপাদন এবং বহিঃরাজ্যেরের আমদানি কোন ও ইউনিট থেকে ব্যাহত হলে সকালের দিকেও কোন কোন ১১ কে, ভি, ফিডারের পর্যায়ক্রমে আধ ঘটার লোডশেডিং করতে হয়। কেন্দ্রিয় সরকারী সংস্থা নিপকো ৪টি ২১ মেগাওয়াট ইউনিটের

কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের ৪টি মেশিন কাছারের করিমগঞ্জে প্রায় বৎসর খানেক আগে জার্মানী থেকে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বদরপু-আগরতলা রাস্তার পরিবহন ক্ষমতা কোন কোন জায়গায় অপ্রতুল হওয়ায় এই রাস্তা পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। মনু নদীর উপর (ডাইভারশন রোড) তৈরী করা হয়েছে, আঠামুড়া অতিক্রম করানোর জন্য আর একটি প্রাইম-মোভার আনা হয়েছে। এই সব নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মেশিনগুলি বর্তমানে আগরতলায় ৮৫ কি. মি দূরে আনা হয়েছে। অন্যান্য কাজ নেপকো শেষ করার চেষ্টা করছে। আশা করা যায় নেপকোর কথামত এই প্রকল্পের প্রথম ইউনিটটি জুলাই এ চালু হতে পারে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির পূর্ণ উৎপাদন শুরু হলে আশা করা যায় রাজ্যের বিদ্যুৎ সমস্যা কিছু লাঘব হতে পারে। সি. ই এর লোড সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০২ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুতে চাহিদা সর্বোচ্চ ১৮৬ মেঘাওয়াটে দাঁড়াবে। ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য দপ্তর নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দপ্তর অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে। নবম পরিকল্পনার প্রথম বড়মুড়াতে ১১×২১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বসানোর পরিকল্পনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বোর্ডের বিগত সভায় এই প্রকল্প প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রিয় পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এর আনুমানিক খরচ প্রায় ৯৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

সব মিলিয়ে আমরা যতটা করতে পারব সেটা ব্লককে জানানো হয়। ব্লক বা পঞ্চায়েত সমিতি নির্ধারণ করে দেয় কোথায় কোথায় লাইনের সম্প্রসারন হবে। কাজেই এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারবে সেই সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি বা ব্লকগুলিই। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব উনি যেন এই ব্যাপারে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারাই এই বিষয়গুলি দেখেন। আমাদের দপ্তর থেকে এইগুলি করছি না। মন্ত্রী বা অফিসার এইগুলি দেখেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে, তাদের কাছে এই বিষয়গুলি পৌঁছে দেওয়া মাত্র। এই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রী অরুন ভৌমিক : - পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুবই রস করে বলেছেন যে মানুষের জীবনটা হচ্ছে খুবই টেম্পরারী। ঠিক তেমনি মন্ত্রীত্বটাও টেম্পারারী। আমি জানতে চাই উনার আমলে রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে কিনা? দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, রামচন্দ্রনগর বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি বলেছি যে ২০০২ সালের মধ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ১৮৬ মেগাওয়াটে পৌঁছবে। এটাই আমাদের রাজ্যের চাহিদা। তবে আমি এই কথা বলতে পারি সামগ্রিকভাবে বছর তিনেকের জন্য এখানে যেসব প্রকল্পগুলি আমাদের আছে, বছর তিনেকের বিদ্যুতের চাহিদা আমরা এই বছরের মধ্যেই মিটিয়ে দেব। লোড-শেডিং তামাদের

রাজ্যে আর হবে না। স্যার, এখানে আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যকে বলব— ১৯৯৩ সালে রাজ্যে ভোটের মাধ্যমে যখন আমরা ক্ষমতায় এলাম এবং আমার হাতে যখন বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রীত্ব আসে সেই বছরই ডুম্বুর বিদ্যুৎ প্রকল্পে বন্যায় প্রভূত ক্ষতি হয়। তখন আমাদের রাজ্যে মাত্র ৪ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। বাইরের বিদ্যুৎ মাত্র সারা দিনে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা তখন সরবরাহ করা যেত। বাকী সময়টাতো অন্ধকারেই থাকত। সেই দিক থেকে এখন আমরা বলতে পারি বর্তমানে লোড-শেডিং মাত্র দেড় থেকে দুই ঘন্টা হচ্ছে।

কোন কোন জায়গাতে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কিছুটা বেশীও হতে পারে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন মাত্র এই তিন-সাড়ে তিন বছরে চার থেকে চল্লিশ মেঃওয়াটে নিয়ে আসাটা সহজ ব্যাপার নয়। তবে এই সমস্যা দেশের অন্যান্য রাজ্যেও রয়েছে। তবে আগামী জুলাই মাসে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন আমাদের রাজ্যে ৮০ থেকে ৯০ মেঃওয়াট হবে বলে আশা করা যায়।

আর রামচন্দ্রনগরের যে কথাটা মাননীয় সদস্য বললেন সেটা রাজ্য সরকার করছে না। সেটা করছে 'নেপকো'। তাদের সঙ্গে অবশ্য আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। ওরা আমাদের যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে আগামী জুলাই মাসে প্রথম ইউনিটটি চালু হবে। দ্বিতীয় ইউনিটটি চালু হবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। তৃতীয় ইউনিটটি চালু হবে আগামী নভেম্বর মাসে। এবং আগামী ডিসেম্বর মাসেই চতুর্থ ইউনিটটি চালু হবে বলে ওদের টাইম সিডিউলড রয়েছে। সেই জন্য আমাদের আশা আগামী ডিসেম্বর মাসের পর রাজ্যে আর লোড-শেডিং-এর আশা নেই। ফলে আমরা এগুলি দিয়েই চাহিদা মেটাতে পারব।

এছাড়াও নবম পরিকল্পনায় আমরা রুখিয়ায় ২১ মেগাওয়াট আর একটি দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৮ মেগাওয়াট আর একটি উত্তর ত্রিপুরায় ৮ মেগাওয়াট যদি ওখানে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় ভাল, গ্যাস সরবরাহ করতে পারে তাহলে সেখানে আরও দুটি আমাদের প্রজেক্ট করার পরিকল্পনা এই মনে রয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা নেপকো যে সমস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে, যেমন নাগাল্যাণ্ডের দয়াং আছে, অরুনাচলের রাঙ্গানদী আছে এগুলি যাতে সত্বর শেষ হয় বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। পাওয়ার গ্রীড, কপিলি-বদরপুর-ধর্মনগর আগরতলা পর্যন্ত আর একটি ১৩২ কে. ভি. লাইনের কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প শেষ হলে রাজ্যের বাইরের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকেও আমরা বিদ্যুৎ আনার প্রতিবন্ধকতা এখন যা রয়েছে সেটা কিছুটা দূর হবে। আমি আশা করব আমাদের যে প্রজেক্ট এখন আছে এবং বাইরের যা শেয়ার আমাদের প্রাপ্য আছে যদি আমাদের পরিবহণ লাইন ওরা শেষ করে এবং রাজ্যে এই সমস্ত অসুবিধা দূর করে গ্যাসের অসুবিধা দূর করে যথাসময়ে যদি আমাদের পাওয়া যায় তাহলে

এই আর্থিক বছরে ১৯৯৭-৯৮ বা ১৯৯৭ ক্যালেণ্ডার ইয়ারে আমার রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা অন্তত বছর তিনেকের জন্য আমরা মেটাতে পারব। আমার প্রত্যাশা যে জুন/জুলাই মাস থেকে এই চাহিদা বিদ্যুতের যে সংকটটা রয়েছে এই সংকট আমরা মেটাতে পারব। এই সময়তে আমাদের যা আছে এটা এই জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের বলব সারা রাজ্যের মানুষকে তাদের মাধ্যমে বলব যাতে এই অসুবিধার জন্য নিশ্চয় বিদ্যুৎ না থাকলে অসুবিধা হয়। এইজন্য আমাদের শুধু তারা সহযোগিতা করেন এই কথা আমি বলছি।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, রাজ্যার সব দপ্তরই সচল শুধু বিদ্যুৎ দপ্তর অচল। লোডশেডিংতো প্রতিদিন আছে। লোডশেডিং হলে লোকে বলে এটা নাকি যমপুরী।

স্যার, লোডশেডিং কালো না সাদা আমি দেখিনি। আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে ব্লকে, পঞ্চায়েত্ত সমিতিগুলিতে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। শুরু হয়, এই কারণে যে ব্লকগুলিতে মানে ব্লক এলাকায় দেড় কিলোমিটার বা দুই কিলোমিটার লাইন যায় এক্সটেনশন হয়ে। এখন কে কতটা খুঁটি পাবে এই নিয়ে বিরোধ শুরু হয়ে যায়। ব্লকতো রাজ্যে অসংখ্য আছে যেমন মেলাঘর, বিশালগড় ডুকলী, মান্দাইনগর, জিরানীয়া তুলাশিখড় মাতারবাড়ী, ডুম্বুরনগর বগাফা, রাজনগর, কদমতলা, পানীসাগর, আরতো নগর নাই জম্পুইজলা, মোহনপুর, তেলিয়ামুড়া, অমরপুর সাতচাঁন কল্যাণপুর সালেমা, খোয়াই, মনু, ছামনু, কুমারঘাট, পেঁচারথল, দশদাহাট, রূপাইছড়ি, বিল্লারঘাট ব্লকের পরিচয় করবুকে ভুগ্নীসাইয়া কোলাকোলি বর দিয়া সাতাশটা নক্ষত্রের মত ব্লকগুলি হয়। নতুন আরও দুইটা হয়। একটা জম্পুই পাহাড়ে হয় আর একটা আমবাসাতে হয় ২৯টা। স্যার, সবটি ব্লকেতো একই ঘটনা একই অবস্থা। প্রবাদে আছে খাজনা দিয়া নদী সেঁচা যায় না। এটা সিলেটি ভাষা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কি ক্লারিফিকেশান চান ?

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— তাই এইভাবে আমরা কতদিন বসে থাকব বিদ্যুতের আশায় ? একটা গ্রামে যদি বিদ্যুৎ দপ্তর একটা খুঁটি বসাতে পারে তাহলে সারা জীবন দপ্তর উত্তর দেন গ্রামতো ইলেকট্রিফাইড। তাই আর গ্রামে বিদ্যুৎ যায় না। স্যার, রাজ্যে আমরা তিন বছর ছয় বছরের কথা শুনতে চাই না। আমরা জানতে চাই রাজ্যে পারমানেন্ট ব্যবস্থা কত বছরে করে হবে আর যাতে বিদ্যুতের কোন ঘাটতি না থাকে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মানুষের জীবন টেমপোরারী, মাননীয় সদস্যও টেমপোরারী। তাকেও যেতে হবে। সুতরাং, পারমানেন্ট কোন কথা বলতে পারব না। তবে আপদকালীন যেসব সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য দপ্তর আরা

কাজ করে চলছি।

উনি যে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন সেটা আলাদা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে পরিবহনের ব্যাপারটা অন্য। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। আমরা ভারতবর্ষে আছি ভারতবর্ষের কিছু আইন-কানুন আছে নিয়ম আছে, টাকাতো আমাদের নিজস্ব নেই, আমাদের ধার করে আনতে হয়। সেই আইন অনুযায়ী আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতে হয়। সুতরাং, তারজন্য বিদ্যুতায়িত গ্রাম এটার যে নরমস আছে আমাদের এন. এ, সি, আর, ই সি, যার থেকে টাকা পয়সা আমরা পাই। আর, ই সি, থেকে টাকা আনতে গেলে তাদের যে পদ্ধতি আছে নিয়ম আছে। একটা গ্রামের মধ্যে সেখানে একটা পয়েন্ট জ্বালিয়ে দিলেও ভাংলে সেটা বিদ্যুতায়িত হয়। এই সব পদ্ধতি আছে নিয়ম আছে। ঐ নিয়মের বাইরেতো আমরা যেতে পারি না। আবার ওদের নিয়ম আছে যে গ্রাম বিদ্যুতায়িত এই গ্রামের এগেনেষ্টে আর লোন দেবে না। সুতরাং, সেইজন্য এখানে আমাদের নতুন পদ্ধতি করতে হয়েছে, নিয়ম করতে হয়েছে। আমরা এখন নতুন হেমলেট করে আমরা চেষ্টা করছি যে, ঐ এক্সটেনশনের কাজগুলি বিদ্যুতায়িত গ্রামের মধ্যে করা যায় কিনা এবং সেটা দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। মাননীয় সদস্যের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা দপ্তর থেকে কিছু করি না, মন্ত্রীর কোটা নেই। অফিসারের কোটা নেই। আমরা যতটা টাকার সংকুলান করতে পারি সব টাকায় কতটা আমরা লাইন করতে পারব টোট্যাল রাজ্যে সেটা আমরা নির্দ্ধারণ করি প্রতি ব্লকে আমরা জানিয়ে দেই, পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে জানিয়ে দেই, যেখানে এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে ব্লকগুলিকে আমরা জানিয়ে দেই যে কোথায় আমরা কত কিলোমিটার লাইন করতে পারব। সেই অনুসারে কোন কোন জায়গায় সেগুলি করতে হবে দু'ধরণের হয় একটা মারজিন ভিলেজ যেগুলি আছে তার মধ্যে অর্থাৎ নতুন ভিলেজ যেগুলি নেওয়া আগে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছেনি সেখানে বিদ্যুৎ নেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মন্ত্রী বাহাদুর এখানে যা ক্লিয়ার করেছেন তার মধ্যে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে ডম্বুর থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা আগরতলা হয়ে গণ্ডাছড়াতে যায়। এই বিদ্যুৎটা সরাসরি ডুম্বুর থেকে রৈস্যাবাড়ী দিয়ে ডুম্বুর দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? তা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিদ্যুৎ যেখান থেকেই উৎপাদন করা হউক না কেন সমস্ত ব্যাপারটা একটা গ্রীডের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয়ে থাকে। আমরা বর্তমানে এটা উদয়পুর থেকে কন্ট্রোল করে থাকি। ডুম্বুর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে উদয়পুরে আসে, তারপর সেখান থেকে সাউথের সব জায়গাতে দেওয়া হয়। গণ্ডাছড়াতে যদি এই দিক দিয়ে

দেওয়া হয় তা হলে এটা জলবিদ্যুৎ না, এটা তাপবিদ্যুৎ। সুতরাং যাইহোক তাপ হোক আর জল হোক বিদ্যুৎ গণ্ডাছড়াতে যায়। তবে সেই বিদ্যুৎ যেখান থেকেই পাক। প্রশ্ন হচ্ছে ওখানকার বিদ্যুৎটা হতে হবে তা তো কথা নেই। যেই বিদ্যুৎই হোক সেটা যাওয়ার ব্যাপার। আমরা সেটার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। গত ২৪.২ ৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহোদয় যুগ্মভাবে এই রেফারেন্স পিরিয়ডটি এনেছিলেন। রেফারেন্স পিরিয়ডটির বিষয়বস্তু হল "রাজ্যের মহকুমা ও ব্লকসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে টেলিফোন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা সম্পর্কে।"

শ্রীবংশীচন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র নাথ মহোদয় এখানে যে রেফারেন্স পিরিয়ডটি এনেছেন সেটি হল "রাজ্যে মহকুমা ও ব্লকসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে টেলিফোন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা সম্পর্কে।" এই সম্পর্কে আমি জানাচ্ছি যে রাজ্যের মোট ১৫টি মহকুমার মধ্যে ১৪টিতে টেলি- ফোন এক্সচেইঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। শুধুমাত্র লংতরাই ভ্যালীতে এখনও টেলিফোন এক্সচেইঞ্জ স্থাপন করা হয়নি। মোট ১৭টি ব্লকের মধ্যে ১৫টিতে টেলিফোন এক্সচেইঞ্জ আছে। যে সমস্ত ব্লকে এক্সচেইঞ্জ নেই, পার্শ্ববর্তী ব্লকের এক্সচেইঞ্জ দ্বারা সে সমস্ত অনেক স্থানেই কাভার করে। যেমন ছামনু, কভার করছে ছৈলেন্টা এক্সচেইঞ্জ দ্বারা। বগাফা, রাজনগর কাভার করছে বিলোনীয়া এক্সচেইঞ্জ দ্বারা। উদয়পুর এক্সচেইঞ্জ কাভার করছে মাতাবাড়ী। এছাড়া কিছু ব্লকে পি, সি, ও, আছে। (সঙ্গের তালিকায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল এনেক্সার-১)

দুরসঞ্চার দপ্তরের পরিকল্পনা আছে রাজ্যের সমস্ত গ্রামে টেলিফোন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার। এ পর্যন্ত ৩৬৪টি গ্রামে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ৪৫টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কাজ করছে এছাড়া ১৯৯৭ইং মার্চের মধ্যে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু করা হবে।

১। আম্পি, ২। কাঞ্চনপুর, ৩। মহারানীপুর ৪। শিলাছড়ী, ৫। শালগড়া

রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫৩টি টেলিগ্রাফ অফিস আছে। মোট ৪৫টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর মধ্যে ৩১টিতে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা তথা এস-টি-ডি এবং আই, এস, ডি, চালু করা হয়েছে। এছাড়া নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে এস, টি, ডি, আই, এস, ডি, সিষ্টেম চালু করা হবে,

১) কল্যাণপুর ২) ছৈলেংটা ৩) মনুবাজার ৪) কুমারঘাট ৫) মেলাঘর,

৬) মহারানী ৭) পেঁচারথল ৮) কাঞ্চনপুর ৯) চন্দ্রপুর ১০) জম্পুইজলা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে রাজ্যের প্রায় সব-মহকুমা ও ব্লকসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে টেলিফোন ব্যবস্থা অনেক স্থানেই সম্প্রসারণ হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যে বাকীগুলোতেও হবে।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বল্লেন যে গ্রামে ৩৬৪টি গ্রামে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। আমি যতটুকু জানি যে কিছু কিছু পঞ্চায়েতে টাওয়ারের মাধ্যমে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু আছে এটা সত্য। কিন্তু যেগুলিতে চালুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার মধ্যে বেশীর ভাগই অচল হয়ে আছে বর্তমানে এইগুলি কোন কাজ করছে না। এইগুলি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অনেক গ্রাম আছে যেগুলিকে এই টাওয়ারের মাধ্যমে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করে পঞ্চায়েতগুলিতে টেলিফোন এর আওতায় আনা হয়নি। এইগুলি টেলিফোনের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীসুবল রুদ্র :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, রাজ্যে ৩৬৪ টেলিফোন লাইন চালু আছে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে টাওয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে টেলিফোন চালু আছে। এটা সত্য। কিন্তু যেগুলো চালু করা হয়েছিল এরমধ্যে বেশীর ভাগই অচল হয়ে আছে। এটা কাজে আসছে না। এবং এটা সারাই করার ব্যবস্থাও এযাবৎ দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া এখনো অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত আছে সেখানে এই ব্যবস্থা করা হয় নি। কাজেই এইগুলিকে আনার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ? এবং এস টি ডি এইসবগুলি সংখ্যা খুবই কম। কাজেই যদি তিন চার লাইনে কথা হয় তাহলে ক্যাপসুল কথা বলতে শুরু করে যে "লাইন ইজ বিজি"। এই ভাবে সেগুলি কোন কাজে আছে। তাছাড়া, দ্বিতীয় যেটা ক্লিয়ারফিকেশন চাইছি, সেটা হল মোহনপুর রানিরবাজার, জিরানীয়া এই ধরনের কিছু কিছু জায়গায় যে লোক্যাল লাইনের ব্যবস্থা আছে সেখানে ম্যাসিন সেট-আপ করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত নিম্ন-মানের। কাজেই সেখানে সব সময় লাইন পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেগুলি জানতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যে টেলিফোন টাওয়ারগুলি আছে সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ লাইন খারাপ। আসলে এই বিষয়ে আমরাও দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করিছি। কিন্তু এইগুলি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ করছি। সেগুলি সারাই করার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ

করা হচ্ছে। এছাড়া দপ্তর বলছে ত্রিপুরার সমস্ত গ্রামেই টেলিফোনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে। সেই দপ্তর বলছে যে ১৯৯৭ এর মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলবে। তাদের এই কথাটি বাস্তবায়িত হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবুও আমরা বলছি তাদেরকে আপনারা যখন ১৯৯৭ মার্চ মাসের মধ্যে টার্গেট করেছেন অবশ্যই সাফল্য করতে চেষ্টা করবেন। তারপরে যেগুলি আছে এস. টি. ডি ক্ষেত্রে বা একটি মহকুমা আর একটি মহকুমার সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে যে অবস্থা আছে সেই ব্যাপারে আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই ক্ষেত্রে তারা বলছে যে চেনেল কম। যেহেতু চেনেল কম তাই সেখানে চেন্নাল বাড়িয়ে প্রত্যেকটা মহকুমার সঙ্গে সিংঙ্গেল চেনেল করার জন্য চেষ্টা করছি। এই কথা উনারা বলেছেন। আর আমরাও প্রতিটা মহকুমা ও ব্লকের সঙ্গে সিঙ্গেল চেনেল করার জন্য আমরাও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবং আগরতলার আশে পাশে যে লাইনগুলি আছে এইগুলি প্রায় খারাপ হয়ে যায় এটা সত্য। একথা ওরাও স্বীকার করেছেন যে লাইনগুলোতে বিভিন্ন ফ্রন্ট আছে। সেগুলি দূর করার জন্য আমরাও বলব।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ (দুই) পর্যান্ত মূলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মি: স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা এবং শ্রী সুধন দাস মহোদয় যুগ্মভাবে গত ২৪।২।৯৭ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"সম্প্রতিকালে ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করার ফলে মৎসজীবিদের সমস্যা সম্পর্কে।"

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রাজ্যের বৃহত্তম জলাশয় ডম্বুরে মাছ ধরার জন্য জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী সমবায় সমিতিভূক্ত জেলেদেরকে দপ্তর হইতে প্রতি বৎসর লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই লাইসেন্সগুলি এক বৎসর অন্তর নবীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। লাইসেন্স ফি ২৫ টাকা এবং নবীকরণের ফিও ২৫ টাকা। বিগত ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে যথাক্রমে ৬২০ জন, ৭৮৯ জন এবং ২৯৭ জন জেলেকে ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রতিকালে ডম্বুর জলাশয়ে কয়েকজন জেলেকে মাছ ধরাকালীন সময়ে অপহরণের ঘটনা এবং জলাশয়ে আরও দুই একটি ছিনতাই ও লুটপাটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলেরা মাছধরার লাইসেন্সের জন্য বা পুরানো লাইসেন্সগুলি নবীকরনের জন্য দপ্তরের কাছে কোন

আবেদন করেন নাই বা আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। এখানে উল্লেখ্য যে মৎস্য দপ্তর হইতে মাছধরার লাইসেন্স ইস্যু বা নবীকরন করার কাজ বন্ধ করা হয় নাই। দপ্তরের টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন অনুযায়ী যে সমস্ত জেলে মাছ ধরার লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য দপ্তরের পক্ষ হইতে তাদের প্রত্যেককেই মাছধরার লাইসেন্স ইস্যু করাও পুন: নবীকরণ করা হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে (বিশেষ করে মে-জুন মাস মাছের প্রজননের সময় ডম্বুর জলাশয়ে মাছধরা বন্ধ রাখা হয়। দপ্তর হইতে সেই সময় ক্লোজিং সীজন ঘোষণা করা হয়ে থাকে। ১৯৯৬-৯৭ইং সনে ডম্বুর জলাশয়ে ১৫-৫-৯৬ইং হইতে ৩১-৭-৯৬ইং পর্য্যন্ত দপ্তর হইতে এক বিজ্ঞপ্তিমূলে (নং এফ. ৫ (২)-ফিস-৯৬-৯৭ ডেটেড ১৪-৫-৯৬) ক্লোজিং সীজন ঘোষণা করা হয়েছিল। ৩১-৭-৯৬ইং এর পর হইতে পুনরায় দপ্তরের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি-মূলে ক্লোজিং সীজন উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং জলাশয়ে জেলেদের মাছধরার সুযোগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, জেলেদের পক্ষ থেকে নতুন লাইসেন্স বা পুরাতন লাইসেন্স নবীকরনের জন্য কোন আবেদন দপ্তরে জমা পরে নাই যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান জলাশয়ে মাছধরার জন্য জেলেরা যদি দপ্তরে আবেদন করেন তাহলে দপ্তরের টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন অনুযায়ী যে সমস্ত জেলে মাছধরার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাদের প্রত্যেককেই নতুন লাইসেন্স বা পুরাতন লাইসেন্স নবীকরনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু এলাকার মৎস্যজীবি চেয়ারমান হিসাবে বলাই লাইসেন্সের জন্য কোন আবেদন করা হয় নি একথা সত্য নয়। এখানে বসে ষ্টেটমেণ্ট তৈরী করলে জনগণ উপকৃত হবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা জানি ডম্বুর বাঁধ হয়েছে ১৭ বছর হয়েছে। এখানে প্রায় ৫০০ পরিবার ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছে। ১৯৯৬-৯৭ সালের দু'মাস বিভিন্ন প্রভলেম থাকতে পারে এটা আমরাও অস্বীকার করি না। ১১-১-৯৭ থেকে জল পুলিশের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ভেতরে দিতে পারতেন। মানুস একদিন অনাহারে থাকতে পারে না। আর এত দিন কি করে থাকা সম্ভব? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, লাইসেন্স ইস্যু করে এলাকার জনগণকে বাঁচাতে সুযোগ করে দেবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী):—স্যার, মাননীয় বিধায়ক যে কথা বলেছেন ৫০০ না তার চেয়ে কিছু বেশী ফেমিলী হবে যারা এই জলাশয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের মধ্যে ট্রাইবেল ও নন ট্রাইবেল উভয় অংশের মানুষই আছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে উনি যে কথা বলেছেন তাদের মাছ কেনার জন্য। যথারীতি তাদের মাছ কেনার জন্য ল্যাণ্ডিং সেণ্টার আছে কালাপরিতে এবং সঙ্গে

মন্দির ঘাটেও আমাদের স্টাফ আছে এবং তাদের পেমেন্ট মিটিয়ে দেবার জন্য সেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত আছে, টাকা পয়সা দেওয়া আছে। আগে একটা অসুবিধা ছিল এক সপ্তাহে পেমেন্ট করা হত। সে অসুবিধা আমরা দূর করে দিয়েছি এবং আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি গণ্ডাছড়াতে যাতে মাছটা আমরা সংগ্রহ করতে পারি সে অনুসারে গণ্ডাছড়া সুপারিন্টেনডেন্ট এর কাছে ও যথারীতি টাকা পয়সা আমরা দিয়ে রেখেছি। কিন্তু জেলের সেখানে একটাই প্রশ্ন তুলেছেন গভীর জলাশয়ে যেতে পারছেন না। মাননীয় বিধায়ক যেটা প্রশ্ন তুলেছেন নারিকেল কুঞ্জের ক্যাম্প করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সে ক্যাম্প ব্যস্ত বায়ন হলে নিশ্চয়ই জেলেরা মাছ ধরতে যেতে পারবেন। দপ্তরের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। জেলেরা আবেদন করলে সে অনুসারে লাইসেন্স দেওয়া হবে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন তাতে একটা ব্যতিক্রম রয়ে গেছে। পুলিশের পেট্রোলের জন্য নারিকেল বাগান পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। সেখানে এস, ডি, ও বা বিভিন্ন দপ্তরের টেম্পরারি অফিস করা হবে তার জন্য নারিকেল বাগানকে পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে আগের মত কোন ভীতি বা দুঃখজনক ঘটনা নেই। অন্ততঃ ৩-৪ মাসের মধ্যে কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটেনি। মানুষ জীবনের বাঁচবার জন্য মাছ ধরবে না খেয়ে তো থাকতে পারবে না? তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি যতটুকু সম্ভব এটা পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি বলেছি আমাদের দপ্তর থেকে লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। মাননীয় বিধায়ক মহোদয় সেখানে যে কো-অপারেটিভ গুলি আছে তাদের রাজি করান, যথারীতি এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা লাইসেন্স দিয়ে দেব এবং মাছ কেনার জন্য আমার দপ্তর তৈরী আছে, আমরা টাকা পয়সা দিয়ে রেখেছি। তারা দরখাস্ত জমা দিলেই আমরা লাইসেন্স দিয়ে দেব।

শ্রীসুমন দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, লাইসেন্স ইস্যু করার অথরিটি কে? এটা কি গণ্ডাছড়া থেকে ইস্যু করা হয় কিনা? দ্বিতীয়তঃ, জেলেরা লাইসেন্স নিতে ইচ্ছুক না এই জন্য যে যারা মাছ ধরে তাদেরকে কি হারে রেইট দেওয়া হয়। এই ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখলে বোধ হয় ভাল হয়। যে কারনে জেলেরা দপ্তরের কাছে মাছ জমা না দিয়ে মাছ চোরা পথে পাচার করে দেয় এবং এটাকে বন্ধ করার জন্য মাছ ধরার বৈধ লাইসেন্স গণ্ডাছড়া থেকে দেওয়া এবং যারা মাছ ধরে তাদের একটু বেশী পয়সা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, লাইসেন্স দপ্তরের পক্ষ থেকে যতনবাড়ী সুপারিনটেনডেন্ট অফিস থেকে ইস্যু করা হয়। এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয় মাছের মূল্য বাবদ যে কথা বলেছেন সেই

মূল্য ৯৩ ইং সালের পর এখন পর্য্যন্ত ৩ বার বাড়ানো হয়েছে। মাছের বিভিন্ন গ্রেড আছে। সে গ্রেড অনুসারে-বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রেড অনুসারে মাছের মূল্য ঠিক করা হয়ে থাকে। এখন পর্য্যন্ত যে রেট আছে আমি যতটুকু খবর নিয়ে জেনেছি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত জলাশয়ে যেখানে যেখানে মাছ ধরা হয় তাদের তুলনায় অনেক বেশী রেইট আমরা দিচ্ছি। আমাদের কতগুলি নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুসারেই আমাদের চলতে হয়। মাছ ধরার বিভিন্ন রেইট আছে। গ্রেইড ওয়ান (রকা মাছ) যার দাম আগে ছিল কে, জি প্রতি তিন টাকা এখন সেটা ৫ টাকা করা হয়েছে। গ্রেইড টু (কানলা মাছ) যার দাম আগে ছিল কে, জি প্রতি ৭/৮ টাকা সেটা এখন করা হয়েছে ১০ টাকা। বড় মাছ যেটা গ্রেইড থ্রি যেটা আগে ১০ টাকা ছিল সেটা ১২ টাকা করা হয়েছে। গ্রেইড ফোর (এ) যে মাছ কে, জি ১২ টাকা ছিল সেটা ১৫ টাকা করা হয়েছে। গ্রেইড ফোর (ব) যে মাছ প্রতি কে, জি ১৮ টাকা ছিল সেটা ২০ টাকা করা হয়েছে। গ্রেইড ফাইভ যে মাছের কে, জি, ২০ টাকা ছিল সেটা ২৫ টাকা করা হয়েছে।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর ক্লিয়ার হয় নি স্যার, বাজারে মাছের দাম এই সরকারী মাছের তুলনায় আরও বেশী তাই জেলেরা এই মাছগুলি ধরে চোরাপথে ৫০-৬০ কে, জি, দরে বিক্রি করে দেয়। তাই বলছি স্যার, সরকারী মাছের দাম না বাড়ালে জেলেরা চোরা-পথে সমস্ত মাছ বিক্রি করে ফেলছে তাই সরকারের ক্ষতি হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, ডম্বুর জলাশয় এটা গভর্ণমেণ্টের জলাশয় এবং মাছও সরকারের পক্ষ থেকে ফেলা হচ্ছে। জেলেদের জাল দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। আমরা শুধু তাদের মাছ ধরার চার্জ্জ দিচ্ছি। এই ব্যাপারে যদি জেলেদের কোন মন্তব্য থাকে তাহলে আমাদের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং সে ব্যাপারে কি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যায় সেটা চিন্তাভাবনা করে বিবেচনা করা হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গ্রাম-পাহাড়ে পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে"

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়

পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব উৎত্থাপন করেছেন সে প্রসঙ্গে অভ্যন্তরে প্রবেশের আগে শুধু এটুকু বলে রাখি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এ মুহূর্তে পানীয় জলের এমন কোন গুরুতর সমস্যা নেই, যা মাননীয় সদস্যের উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া বিশেষে ছোটখাট সমস্যা থাকলেও অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সেসব সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে আসছেন। তন্মধ্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর স্থানীয় উৎস (স্পট সোর্সেস্) এবং জনস্বাস্থ্য কারীগরী দপ্তর পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

বিগত বছরে গ্রামীন এলাকার কর্মসংস্থান প্রকল্প সমূহের সুষ্ঠু রূপায়ন এবং গ্রামে জলসরবরাহ কাজের নিয়ন্ত্রণ তদারকীর জন্য জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের ৬০টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আগের শূন্যপদ মিলিয়ে চলতি বছরে মোট ৬৬ জন জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামোন্নয় ব্লকে এরা উপরোক্ত কর্মসূচীর তদারকী করছেন।

তাছাড়া অনুরূপ সময়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারেরও অতিরিক্ত তিনটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে পদে উপযুক্ত ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রচেষ্টা চলছে প্রতিটি ব্লকে গ্রামোন্নয়ন কারিগরী মহকুমা প্রতিষ্ঠা করার। আশা করা যাচ্ছে এ বছরের মধ্যেই এ কাজটি করা সম্ভব হবে। বর্তমানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের ২০টি পদ রয়েছে। আরও ১২টি পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তদুপরি জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারেরও অতিরিক্ত ৪৪টি পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। এ সবের উদ্দেশ্য পানীয় জল হোক গৃহ নির্মান প্রকল্পের অধীনে বাড়ী ঘর তৈরীর কাজ হোক অথবা দারিদ্র দূরীকরন কর্মসূচীর রূপায়নই হোক কোন ক্ষেত্রেই যেন কর্মসূচী রূপায়ন জনিত কোন সংকট না থাকে।

অর্থের অভাবে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও অনেক কাজ করা যায় না। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে চলতি সালে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে অর্থ কোন অন্তরায় নয়। গ্রামীন জল সরবরাহ খাতে চলতি সালে অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য ছিল ৯০০.০০ লক্ষ টাকা। তদুপরি প্রধানমন্ত্রীর নূন্যতম কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে গ্রামীন জলসরবরাহ খাতে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাওয়া গেছে অতিরিক্ত ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা। এই টাকা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী দপ্তরের জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে তার অতিরিক্ত। সমস্ত টাকাই পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে পর্যন্ত বন্টিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ব্যয়িত হয়েছে শতকরা ৫৯.৫৬ পারসেন্ট টাকা। এ দিয়ে মার্কট্ বসানো হয়েছে ৬০১টি, সেলোটিউবওয়েল বসানো হয়েছে ৩৬৫টি, বনভারসানের কাজ হয়েছে ১০৩৯টি। শুধুমাত্র পানীয় জল সরবরাহ খাতে প্রধান মন্ত্রীর নূন্যতম মৌলিক

কর্মসূচীর অধীনে এ বছর গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর পেয়েছে যথাক্রমে ৭৫০,০০ লক্ষ টাকা এবং ১০০০.০০লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জানুয়ারী ১৯৯৭ পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ব্যয়িত হয়েছে ৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী দপ্তরে ৫৪১.০০ লক্ষ টাকা।

নূতন কাজের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো উৎসগুলির যাতে সংস্কার ও মেরামত যথাসম্ভব তৎপরতার সঙ্গে করা যায় সে নিয়েও এ বছর প্রচুর পরিমাণ পাইপ এবং যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে। মেরামত ও সংস্কারের কাজ পুরোদমে চলছে। আগের বছর গুলিতে অনেক যন্ত্রাংশের জন্য মেরামতের কাজ বন্ধ হয়ে থাকতো কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষনা করছি যে এ বছর আমরা সম্পূর্ণভাবে সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

ত্রিপুরায় যে সব পাহাড়ী অঞ্চলে শুখা মরসুমে পানীয় জলের সমস্ত উৎস শুকিয়ে যায় এবং বিশেষ জল সংকট দেখা দেয়। ঐ সব এলাকাগুলিতে সাময়িককালের জন্য ট্যাংকারের মাধ্যমে জনসাধারনের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে উক্ত মরসুমে পানীয় জলের সংকট সম্পূর্ণভাবে নিরসনের জন্য বিকল্প প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। তাহল ঝরনার জলও বৃষ্টিরজলকে সংরক্ষনও পরিশোধন করে শুখা মরসুমে পানীয়জল হিসেবে সরবরাহ করা। উক্ত প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হলে পাহাড়ী অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট অনেকাংশে লাঘব হবে। তদুপরি জম্পুই পাহাড়ের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প রয়েছে।

তাছাড়া পানীয় জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে এ আর ডবলিউ এস পি নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ফিল্টার সরবরাহ করা হয়। চলতি বৎসরে উক্ত খাতে মোট ১৩৬,০০ লক্ষ টাকার ফিল্টার ক্রয়ের জন্য জেলান্তরে বিলি বণ্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় অর্থের পরিমান ১১৪,০০ লক্ষ টাকা ও রাজ্য সরকার বহন করেছে ২২.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থের দ্বারা ৭৬,০০০টি ফিল্টার ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে এবং এখন পর্যান্ত মোট ২১,০০০টি ফিলটার গ্রামাঞ্চলের জনসাধারনের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

ত্রিপুরার পানীয়জলে লৌহের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই অধিক লৌহযুক্ত জল পানীয়জলের উপযুক্ত নয় ভেবে, জলকে লৌহমুক্ত ও পরিশোধন করার জন্য আইরন রিমোভেল প্ল্যান্ট নামে একটি প্রকল্প ও আছে। রাজীব গান্ধী জাতীয় পানীয় জল মিশনের বিশেষজ্ঞদের এ নিমিত্ত একটি সমীক্ষা করার উদ্যোগ চলছে এরাজ্যে এরা এ সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আশা করা যাচ্ছে অনতিবিলম্বে লৌহ বিমুক্তকরন প্রকল্পের কাজে হাত দেয়া যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনসাধারণকে পরিশ্রুত পানীয়জল সরবরাহ করা সরকারের

নৈতিক এবং বিশেষ দায়িত্ব যে দায়িত্ব সম্পর্কে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। জলের ব্যাপারটি একটি স্পর্শকাতর ইস্যু। ভৌগোলিক কারণেই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে হয়ত কাজের গতি সমভাবে বেগবান নয়। কোন অঞ্চলে কখনো অসুবিধার সৃষ্টি হলেও বর্তমানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে যেভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে তাতে সে সমস্যা সংকটে রূপান্তরিত হওয়ার কোন আশংকা নেই।

সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হলে আমার বিশ্বাস মাননীয় সদস্যরা সমস্যা নিরসনে সমালোচনার পথে না গিয়ে সহযোগীতার হাত প্রসারিত করবেন। অবশ্য গঠনমূলক সমালোচনার এ সমস্ত সমস্যা শ্রদ্ধাশীল।

পরিশেষে চলতি সালের কর্মকাণ্ডের একটি হিসাব আমি তুলে ধরছি। এ বছরের জানুয়ারী মাস অবধি সর্ব্বমোট ৮৮৮-১২৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।
ব্যয়িত অর্থের দ্বারা জেলাস্তরে নিম্নলিখিত কাজ করা হয়েছে :—

জেলার নাম	মার্ক-২	সেনিটারীওয়েল	রূপান্তরিত টিউবওয়েল
১। পশ্চিম ত্রিপুরা	২৫৭	১৬৮	৭০৩
২। দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৫১	৪৫	২১৩
৩। উত্তর ত্রিপুরা	৭১	৮৩	১০৮
৪। ধলাই	৪৩	৫০	১৫
৫। এ, ডি, সি,	৭৯	১২	—
মোট	৬০১	৩৬৮	১০৩৯

আমি সভাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ (প্রধান মন্ত্রীর) ন্যুনতম কর্মসূচীর বরাদ্দসহ) পুরোটাই গ্রামীণ জনগণের কল্যাণে সদ্‌ব্যবহার করা হবে বছর শেষ হওয়ার আগেই

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের কাছে আহ্বান রেখেছেন যে আমরা যেন গঠনমূলক আলোচনা করি। কিন্তু আমরা জানি যে বর্তমানে রাজ্য সরকার যেখানে একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন তেমনি আমরা যারা বিধায়করা আছি আমরাও একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছি। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এইটাও ঠিক যে এই পানীয় জলের অনেক সমস্যাও রয়েছে—এবং এই রাজ্যের ভৌগলিক যে অবস্থা সে দিক থেকে আমি বলতে পারি যে শুখা মরসুমে আমাদের এখানে জলস্তর মাটির অনেক নীচে নেমে যায়। এবং সে জল তখন তোলা সম্ভব হয় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়। এখানে একটা বিশেষ অঞ্চলের উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে আমাদের

শিল্পবিহীন রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র উত্তর জেলার জম্পুইহীল। সেখানে পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে। সেখানে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই জলকে পরিশোধনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। বছরে হাজার হাজার পর্যাটক সহ এই জম্পুইহীলের জনসংখ্যা আট হাজার এবং তাতে ১২টি গ্রাম রয়েছে। ফলে পানীয় জলের তীব্র সংকট সেখানে রয়েছে। তবে সেখানে তাংসাং নামে একটি নদী আছে এবং ভাংমুনে আরো কিছু পানীয় জলের সোর্স রয়েছে। সেখানে পি এইচ, ডি, এবং আর, ডি, দপ্তর এবং প্রয়োজনে এ, ডি, সি র সাথে যোগাযোগ করে সেখানকার পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :-- মি: স্পীকার স্যার, জম্পুই হীলে পানীয় জলের সংকট রয়েছে এইটা সবাই জানেন। রাজ্য সরকারের টেকনিক্যাল মিশন নামে যে প্রকল্প ছিল তারাও অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়নি। মাটির নীচের জল তোলা অসম্ভব। কাজেই রেইন্-ফড, জলের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

ফলে বৃষ্টির জলকে ধরে রেখেই কাজ চলছে। এবং ছোটখাট যে সমস্ত ঝর্ণাগুলি রয়েছে সেগুলির জলও ব্যবহার করা হবে। আর যে সমস্ত সোর্স রয়েছে। সেগুলিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই চেষ্টাও আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃস্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পশু পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পশু পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিটির বিষয়বস্তু হলো—"কাঞ্চনপুর মহকুমায় বাঘাইছড়া, পেঁচারথল সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানে গরু, শুকর, মুরগসহ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর মোরগ সম্পর্কে।"

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তর ত্রিপুরায় বাঘাইছড়া পেচারথল সহ রাজ্যের কোন স্থানে বর্তমানে গরু, শুকর, মোরগ সহ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর মরগের কোন সংবাদ নেই। তবে চার মাস আগে বাঘাইছড়াতে তিনটি গৃহপালিত পশু মারা যায় এর মধ্যে একটি শুকর এবং দুটী গরু। এইগুলি জলাতংকও পেট ফাঁপা রোগে মারা গিয়েছে। এই সব রোগ মরকের পর্যায়ে পরে না।

শ্রীঅনিল চাকমা :-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাঞ্চনপুরের কথাই বলেছেন। সমগ্র রাজ্যেই এই ধরনের মরগের খবর পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে। স্যার, বাগাইছড়া, মনাছড়া, খেদাছড়া সহ কালাগাং বা পাশাপাশি অন্যত্র কোন পশু

চিকিৎসালয় নেই বললেই চলে। এক একটি গরু যখন মারা যায় তখন ঐ পরিবারের কম করেও পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা ক্ষতি হয়। এমনভাবেতো অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বাজার থেকে কিনে আনতে আনতেই রাস্তায় মারা যাচ্ছে। অর্থাৎ মরকের প্রকোপে এইগুলি মারা যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই বিষয়টি নিয়ে চিঠি দিয়েছি। চিঠিতে বলেছিলাম ঐ সমস্ত এলাকায় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নেই, খোলার ব্যবস্থা করুন। কারণ অসুস্থ একটি গরুকে গাড়ি না পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে হাঁটিয়ে আনতে-আনতেই রাস্তার মধ্যে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ে। কাজেই আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই এই সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে পেঁচারথলে একটি পশু চিকিৎসালয় খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা? এবং প্রতিটি গাঁও পঞ্চায়েতে দপ্তরের ডাক্তার-কর্মীরা গিয়ে পশুগুলির জন্য ঔষধ অন্ততঃ মাসে একবার দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা সম্পর্কে আমি এখানে সুস্পষ্টভাবেই বলেছি যে সেই ধরনের কোন খবর সংশ্লিষ্ট এলাকাতে নেই। আমাদের দপ্তরের অফিসাররা ঐ সমস্ত এলাকায় গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন। তবে এই ধরনের ঘটনা যাতে এড়াতে সম্ভব হয় সেজন্য আমাদের দপ্তর থেকে ভেক্সিন সিডিউলের ব্যবস্থা রয়েছে।

যাতে এগুলি নিয়ন্ত্রন করা যায়। এটা ঠিক যে সারা ত্রিপুরায় সেখানে প্রতিটা গরু ছাগল বা মোরগ তার সুরক্ষার করার জন্য তার যে মেডিসিন, ভেকসিন দরকার সবটা হয়ত আমাদের দপ্তরে নেই। তবে যাতে কিছুটা করা যায় আমরা কতগুলি এরিয়া ভিত্তিতে সেখানে এরিয়াকে ধরে সে সমস্ত জায়গায় ভেকসিনেশন করে দেওয়া হয় যাতে এই সমস্ত জিনিষ অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে অর্থাৎ এটাকে কনট্রোল রাখা। এবং মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে পেচারথলে কোন ভেটানারী ইনস্টিটিউশান নেই এটা ঠিক না। পেচারথলে একটি স্টক ম্যান সাব সেণ্টার আছে, সেখানে আমাদের ষ্টাফও আছে। উনি যেটা বলেছেন ভেটেনারী ডিসপেনসারী হবে কিনা? এটা আমাদের দপ্তরের অর্থের সংস্থান ইত্যাদির উপর পরবর্তী যে নবম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সেখানে আমাদের অর্থের সংস্থান হবে তার উপর নির্ভর করবে মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা উৎথাপন করেছেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব. ক্লেরিফিকেশান স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আমাদের এলাকাতেও আমরা দেখেছি যে, এখন মড়কের একটা প্রাদুর্ভাব হয়েছে বিভিন্ন এলাকাতে এবং একটা শুকর যদি মারা যায় যেহেতু শুকর আমরা খাই সবাই মিলে জাতি উপজাতির মানুষ সবাই এটা সুস্বাদু মাংস হিসাবে আমরা গ্রহণ করি। এই শুকরটা

যখন বাজারে নিয়ে বিক্রি হয় যে পরিবার এর লোক খাবে সেই পরিবারের যদি এই শুকর খেয়ে কিছু এবং তার যদি কিছু জলও সে ঐখানে ছিটাইয়া দেয় তাহলে ভাল শুকরটাও মারা যাবে, হাজার হাজার শুকর মরবে। তাই এটাকে কিভাবে বন্ধ করা যায় এবং যে শুকর মারা যায় জাস্তিফাই করে জানা পড়েও এটার মাংস বিক্রি করে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা? কিংবা কনট্রোল করা যেমন মাছের রোগেরমত আমরা চাইছি যে এটার প্রতিষেধক হিসাবে প্রথম থেকে ব্যবহার করে উনি মানতে চাইছেন না যে এই রকম হচ্ছে না। স্যার, উনি নিজের বাড়ীতে লেয়ার মোরগ পালেন। সেখানে মোড়ক লেগেছে তা জানি। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা?

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য, সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিতে পারবেন যে কোন এলাকায় বা কোন গ্রামে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ? যদি পারেন তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখব এবং ব্যবস্থা নেব। আর যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে, শুকরকে ভেকসিন দিতে গেলে এখানে দরকার হচ্ছে জনসাধারনের সচেতনতা এবং সক্রিয় সহযোগীতা। আমাদের ডাক্তার বা আমাদের ফিল্ড ষ্টাফ তারা অনেক সময় ভেকসিন যদি দিতে যান কিন্তু শুকরকে যদি আগে থেকে আটকিয়ে রাখা না হয় তাহলে এটাকে আমাদের ষ্টাফরা ভেকসিনেশন দিতে পারে না। এই ধরনের সমস্যা মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যাতে লোকাল এরিয়াতে আমাদের যে ডাক্তার ফিল্ড ষ্টাফ যারা আছেন তারা ভেকসিনেশন দিতে যান, পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ করে সেইসমস্ত এলাকার জনসাধারণ যাতে যেদিন সেখানে ভেকসিনেশন হবে তাদের যেসমস্ত এইরকম পশুপাখী যেগুলি আছে তারা যাতে আটকিয়ে রাখেন এবং ভেকসিনের কাজে সহযোগীতা করেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : — "গত ২১-২-৯৭ইং তারিখের অগ্নিকাণ্ডে চম্পকনগর বাজারের একাংশ ও তৎপূর্ববর্তী সময়ে রানীর বাজার একাংশ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অমিতাভ দত্ত মহোদয় এখন যে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশটি এনেছেন তার বিষয় হচ্ছে "গত ২১ ২ ৯৭ইং অগ্নিকাণ্ডে চম্পকনগর বাজার একাংশ ও পূর্ববর্তী সময়ে রানীর বাজার একাংশ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সম্পর্কে।"

গত ২১ ২-৯৭ইং তাং রাত্র অনুমান ৯.৩০ মিঃ সময়ে চম্পকনগর বাজারে শ্যামল গোপের

কাপড়ের দোকান থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। পাহাড়ারত পুলিশ আগুন আগুন বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিলে চম্পকনগর ফাড়ি থানার টি এস আর, পুলিশ বাহিনী স্থানীয় জনসাধারন আগুন নিভাইবার জন্য আসে এবং চম্পকনগর ফাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাথে সাথে জিরানিয়া ফায়ার সার্ভিস অফিসে সংবাদ দেয়। আগুন শ্যামল গোপের কাপড়ের দোকানের পার্শে বেলবাড়ী ১ নং রেশন সপে ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত রেশন সপের মধ্যে কেরাসিন তৈলের একটি ২০০ লিটার বেড়েল ফেটে গেলে আগুন চম্পকনগর বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। এমন সময় জিরানীয়া থেকে ফায়ার সার্ভিস এসে উক্ত আগুন আয়ত্বে আনিবার চেষ্টা করে। আনুমানিক ১ ঘণ্টার মধ্যে আগরতলা হইতে আরো ২টি ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন আয়ত্বে আনে।

উক্ত দুর্ঘটনায় চম্পকনগর বাজারের ১৫টি দোকান ও ৬টি বাড়ী সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ আনুপাতিক ১৭ লক্ষ টাকার মত। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে চম্পকনগর থানার পুলিশ গত ২১-২-৯৭ইং তারিখে ৩০৮ নং দৈনিক নামছায় রুজু করিয়া তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্ত কার্য্য অফিসারের রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে, উক্ত আগুনের দুর্ঘটনা। বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে ঘটেছে।

রানীর বাজারের আগুনের ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :—

গত ৯-২-৯৭ইং রাত্রি অনুমান ২ ঘটিকায় রানীর বাজার মটর ষ্ট্যাণ্ড এ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ৩১টি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। ক্ষতির পরিমমণ আনুমানিক ১৬ লক্ষ টাকার মত হইবে। এই ঘটনায় রানীরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে ২১৪ নম্বর দৈনিকিতে গত ৯-২-৯৭ইং নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে উপরোক্ত আগুন লাগার পেছনে কোন নাসকতা হয়েছে বলে প্রমান পাওয়া যায় নাই। তদন্তে জানা যায় বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলেই আগুন লাগিয়াছিল। আগুন নির্বাপক গাড়ি আগরতলা জিরানীয়া হইতে যথা সময়ে ঘটনা স্থানে পৌছে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আগুন আয়ত্বে আনে।

স্যার, এই আগুনে যাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে সাময়িক আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। রানীরবাজারে ৩১টি দোকান প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে মোট ১৫'৫০০ টাকা আর ৩টি দোকান সেইগুলির অল্প ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে ২০০ টাকা করে মোট ৬০০ টাকা। রানীরবাজারে মোট ৩৪টা দোকান বাবদ মোট দেওয়া হয়েছে ১৬,১০০ টাকা।

চম্পকনগরে ৩টি বড় দোকান তাদের প্রত্যেককে ২'০০০ টাকা করে মোট ৬'০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২৬টি দোকান ৫০০ টাকা করে পেয়েছেন। ১টি দোকান ৩০০ টাকা এবং আরেকটি দোকান ২০০ টাকা পেয়েছেন। চম্পকনগরে মোট ১৯,৫০০ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ব্যাংককে অনুরোধ করা হয়েছে ব্যাংক যেন তাদের যথেষ্ট পরিমানে ঋন দিয়ে এদের সাহায্য করা

হয় যাতে তারা তাদের ব্যবসাকে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে পারে।

মি: স্পীকার: - সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—এখন মাননীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিগত ২১-২-৯৭ইং তারিখে স্টার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৩৪ এর উপর প্রদত্ত উত্তর সম্পর্কে একটি সংশোধীত উত্তরপত্র সভার সামনে পেশ করি।

আমি ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি স্ট্যার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৩৪ এর সংশোধীত উত্তর সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

(মন্ত্রী মহোদয় অনুপস্থিত ছিলেন)

LAYING OF REPLIES TO POSTPOND QUESTION ON THE TABLE.

মি স্পীকার:— সভার পরবর্ত্তী কার্যাসুচী হলো—লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপণ্ড আনস্টাড কোয়েশ্চান।

গত বিধানসভার অধিবেশনে পোস্টপেণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার ৩৬ এর উত্তর দেওয়া হয়নি।

এখন আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আই লেড টু বিফোর দি হাউজ রিপ্লাই টু দি আনস্ট্যার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৩৬।

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1996-97 Passed

মি: স্পীকার: সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো:— ১৯৯৬ ৯৭ সালের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। আজকের কার্যসূচী মোট ৩১টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। দাবীগুলো আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচী অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলি একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনার শেষে আমি প্রথমেই ছাঁটাই (কাট মোশানগুলি) ভোটে দেব এবং তার পর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। আমি এখন আলোচনার জন্য আহবান রাখছি। আমাদের আলোচনা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। তার মধ্যে বিরোধী দল ২০ মিনিট। আমি এখন মাননীয় সদস্য সুধীর দাস মহাশয়কে আলোচনা করার জন্য

অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর দাস (সুরমা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৯৬-৯৭ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী যে এই সভায় পেশ করা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এবং এই দাবীর উপর যতগুলি কাট মোশান আনা হয়েছে তাকে বিরোধিতা করছি। এটা সবাই জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা রাজ্যে গ্রামে গঞ্জে উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় সারা ত্রিপুরাকে সুন্দর করে তোলার জন্য একটি কর্ম উদ্যোগ চলছে। এবং এই উন্নতির প্রশ্নে আমাদের টাকা পয়সারও প্রয়োজন। কাজেই এখানে আজকে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এখানে যে উৎপন্ন করা হয়েছে সেটি প্রয়োজন আছে বলেই আজকে এখানে আনা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত উন্নয়নের কাজ কর্ম হয়েছে এই উন্নয়নের কাজকর্মগুলির সম্পর্কে রাজ্যে যারা বিরোধী সদস্যরা আছেন মাননীয় বিধায়করা আছেন এবং আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এই কথা বলতে পারেন না রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট কোন কাজকর্ম করেন নি।

এমন কি আমরা দেখছি যে, আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের কাজকর্ম দেখবার জন্য কেন্দ্র সরকার থেকে যে সমস্ত পর্যবেক্ষকরা আমাদের রাজ্যে এসেছেন উনারাও এই কথা স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের কাজকর্ম দ্রুত গতিতে চলছে। এবং এই রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত যে অর্থ রাজ্যের সত্যিকারের উন্নয়নের ব্যয় করা হচ্ছে। আমি সারা রাজ্যের তথ্য এখানে তুলে ধরতে পারব না। আমার অভিজ্ঞতায় কমলপুর বিভাগের যে কাজকর্ম চলছে তার একটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। সরকারের সমস্ত দপ্তরের হিসাব আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি যতটুকু জানি আমাদের সালেমা ব্লক আমরা দেখেছি ১৯৯৬-৯৭ সালে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে কাজ কর্ম হবে কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের এই তিন তারিখ পর্য্যন্ত যে হিসাব সেই হিসাব অনুসারেই এক কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আমরা খরচা ভুক্ত করেছি। এবং তারমধ্যেই একটা অংশ কাজ চলছে। যেগুলির মধ্য দিয়ে ২ হাজার ১ শত ৯৫টি প্রজেক্ট কাজ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

যে কর্মযজ্ঞ চলছে এতে কমলপুরের ৫২টি গাঁও সভায় প্রতিটিতে রাস্তা-ঘাট হচ্ছে, কাল-ভার্ট হচ্ছে, বাঁধ হচ্ছে, বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হচ্ছে, গ্রামের উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। আমাদের বিভাগের অন্যান্য দপ্তরেও কাজ হয়েছে। তাতে বলা যায়, প্রতিটি গাঁও সভায় ৩০ লক্ষ করে টাকা খরচ হয়েছে এবং কর্ম যজ্ঞের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের গতি সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তা নয়, আমাদের ব্লকের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের নূতন ডিষ্ট্রিক্ট, ধলাই ডিষ্ট্রিক্ট সেখানে গেলে দেখবেন, উন্নয়নের একটা কর্ম যজ্ঞ শুরু হয়েছে। আমাদের এলাকায় রাজনৈতিক দলের লোক বিশেষ করে, কংগ্রেস (আই) যুব সমিতির লোক যারা আছেন তাঁদের কাজ কর্মের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই। এ নিয়ে মানুষের কাছে যেতে

পারছেন না। উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এই সম্পর্কে এই বিধানসভার মধ্যেও মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা বামফ্রন্ট উগ্রপন্থীর সৃষ্টিকর্তা বলে থাকেন, উগ্রপন্থীর মদত দাতা বলে থাকেন। কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এবং গত ২১ তারিখে আমাদের মাননীয় সমবায়ের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা এখানে এই হাউসে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবুর বিজয় রাঙ্খলকে লিখা একটি চিঠি পড়েছেন। তিনি পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন, নারী ও শিশুদের খুন করার জন্য। এটা খুবই নিন্দাজনক। আমি দেখেছি, তাঁরা এই চিঠির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। সুধীর বাবুও প্রতিবাদ করেন নি। এই রাজ্যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি করার জন্য কারা দায়ী এর থেকে পরিস্কার হয়ে গেছে। স্যার, আমাদের বিধায়ক শ্রীরতনলাল নাথ কমলপুরের ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা বলেছেন। সেই ঘটনা ১৯৯৫ সালের ২৯শে নভেম্বর বেলা ১২-৩০ মিনিটের ঘটনা। এই ঘটনার জন্য সেখানে পুলিশ ১৪ জন আসামীকে এরেষ্ট করেছে। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি, এই ১৪ জনের মধ্যে প্রত্যেকেই কংগ্রেস (আই) যুব সমিতির লোক। জগদীশ ঘোষ, অ্যাসিসটেন্ট টীচার এর নেতৃত্ব দিয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, মাননীয় সদস্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, কমলপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে যে ১৪ জন লোক গ্রেপ্তার হয়েছে তারা কংগ্রেস এবং টি ইউ জে. এস-এর লোক। স্যার, আমি বলছি, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অসত্য সংবাদ এখানে পরিবেশন করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীসুধীর দাস :— স্যার, আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তারিখ দিয়ে বলতে পারি যারা এরেষ্ট হয়েছে তাদের নাম, তাদের বাবার নাম, তাদের ঠিকানা সবকিছু আমার কাছে আছে। মাননীয় বিধায়ক এখানে দাঁড়িয়ে এখানে গলাবাজী করতে পারেন, কিন্তু আমি জানি মাননীয় বিধায়ক সেই জগদীশ ঘোষকে হাজত থেকে ছোটানোর জন্য আগরতলা থেকে ছুটে গিয়েছিলেন কমলপুরে গিয়ে ওকালতি করেছিলেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমি কোন অসত্য সংবাদ পরিবেশন করতে চাই না। আবার কাজে লিস্ট আছে এবং তিনি কোন দিন গেছেন তার তারিখ পর্যান্ত আমার কাছে আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করছেন যে, আমি আগরতলা থেকে ছুটে গিয়েছিলাম হাজত থেকে ছোটানোর জন্য আর আপনি এটা এলাউ করছেন ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি তো উকিল, আমি শুনেছি আপনি উকালতি করেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— না স্যার, এই ব্যাপারে আমি উকিল নই।

শ্রীসুধীর দাস :— স্যার, আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এক জন মাননীয় বিধায়ক কিভাবে এখানে অসভ্য কথা বলেন? কিভাবে একটা সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করেন? আমি উনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই বিধানসভা থেকে বিরোধী দলের এম, এল, এ দেরকে নিয়ে টিম করা হোক, আমরাও সেখানে যাব যে তিনি জগদীশ ঘোষের বাড়ীতে গিয়েছিলেন কিনা? তিনি কমলপুরে বিজয়া দেববর্মা, কংগ্রেসের মহিলা, তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন কিনা? তার বাড়ী থেকে কমলপুরে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেই বাড়ীতে গিয়ে তিনি মিটিং করেছিলেন কিনা? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার আমি এই ঘটনার জন্য সেখানে গিয়েছি উনি যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি রিজাইন করব না উনি রিজাইন করবেন?

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রীসুধীর দাস :— আপনি প্রমান চান? শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারের চিঠির জবাব দিন আগে। তারপর প্রমাণ করব।

(এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশান বেঞ্চ—এটা ফলস)

ফলস হলে আপনারা মামলা করছেন না কেন? এখানে মিথ্যার বেসাতি করছেন। স্যার, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি যে কমলপুরে যে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে সেটা কংগ্রেস, টি. ইউ জে. এস পরিকল্পিত ভাবে ডাকাতি করেছে। আমার কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্যের মধ্যে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের নাম আমি বলছি— ১) সমীর দেববর্মা, ২) অরুণকুমার দেববর্মা ৩) কাজল মনি দেববর্মা ৪) বিমল দেববর্মা ৫) জগদীশ ঘোষ ৬) অমিত দেববর্মা ৭) অধীর দেববর্মা ৮) শ্রীমতি বিজয়া দেববর্মা ৯) অসিত দেববর্মা ১০) মুলুক চাঁদ দেববর্মা ১১) রমীন্দ্র দেববর্মা ১২) যতন কুমার দেববর্মা ১৩) স্নেহকুমার দেববর্মা ১৪) মানেন্দ্র দেববর্মা— এই ১৪ জন এখন পর্যন্ত এরেষ্ট হয়েছেন। কমলপুর থানায় তাদের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে। সেই কেসের নাম্বার পর্যন্ত আমার কাছে আছে। তারা কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস-এর লোক। স্যার, আরেকটি ঘটনা সম্পর্কে আমি এখানে বলতে চাই যে টি, এন ভি যখন সারেণ্ডার করেছিল, সেদিন সাংবাদিকরা টি, এন, ভি নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল—ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমস্ত কাজকর্ম করতে গিয়ে আপনারা কাদের সাহায্য পেয়েছিলেন? সেদিন উত্তরে তারা বলেছিলেন— কংগ্রেস এবং টি ইউ, জে এস বিশেষ করে তাদের সাহায্য করেছেন। আজকেও আমরা দেখছি উগ্রপন্থীদেরকে কংগ্রেস এবং টি, ইউ জে, এস সাহায্য করছেন আমার বিভাগে। এখন পর্যন্ত পুলিশের কাছে যারা ধরা পড়েছেন তাদের ১০ জনের নাম আমি এখানে বলছি— ১) মৃত্যুঞ্জয় হালাম ২) রবিজয় হালাম ৩) ধনঞ্জয় হালাম ৪) নেনেনংবুল হালাম ৫) কৃষ্ণ দেববর্মা ৬) বিসাঘন হালাম ৭) কুমার

জালাম ৮) উত্তর দেববর্মা ৯) বিশ্ব মোহন দেববর্মা ১০) যতন কুমার দেববর্মা। স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাজ্যের মধ্যে পরিকল্পনা করছেন। তার জন্য দায়ী কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জি, এস, তাঁরাই এই সমস্ত পরিকল্পনার জন্য দায়ী। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করে আমি এই বিধান সভায় কংগ্রেস বন্ধুদের এবং টি, ইউ, জি, এস, বন্ধুদের অনুরোধ করতে চাই মানুষের জীবন নিয়ে আপনারা রাজনীতি বন্ধ করুন এই রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে আপনারাও সামিল হোন এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ। আপনাদের সময় ২০ মিনিট। আপনারা ৪ জন আছেন সময় ভাগ করে নিন বা ক্যাটাগরিক্যালি বলেন কে কত সময় নেবেন।

(ভয়েসেস ফ্রম দি ট্রেজারী বেঞ্চ—মি: স্পীকার স্যার, আপনি ভাগ করুন)।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে আমি ইকুয়্যাল ভাগ করব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মি: স্পীকার স্যার একটা জিনিষ আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এটা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বক্তব্য হবে। আপনি একটা সাব-জুডিশিয়ারি মেটার নিয়ে ১৫ মিনিট আপনি স্পীকার হিসাবে এলাউ করলেন। অভিনব ব্যাপার বসে বসে দেখেছি একটা সাব জুডিশিয়ারি মেটার আপনি হাউসের অধ্যক্ষ আপনি সেটা নীরবে এলাউ করে গেলেন এবং এটা সম্বন্ধে আপনি বক্তব্য রাখলেন না। এখন সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বক্তব্য হবে ল্য এ্যাণ্ড অর্ডার আপনি সেটা এলাউ করলেন না সব কিছু অভিনব। আপনি যা করবেন সব অভিনব বলার কিছু নেই।

মি: স্পীকার— না, না—

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, সাব জুডিস মেটারকে আপনি এলাউ করে গেলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের। আপনি কিসের জেরকস্ পেপার হাউসে এলাউ করে গেলেন।

মি: স্পীকার :— না, না— —

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আপনি এটা অথেনটিক জাজ করেছেন, এটা অথেনটিক কিনা, আপনি কি এটা বলতে পারেন ? কিন্তু আপনি এলাউ করে গেলেন। আপনার কাছে ডকুমেন্ট প্রেস করা হলো না কিন্তু আপনি উনাকে এলাউ করে গেলেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কোন স্পীকারকে এই ভাবে আমি দেখিনি স্যার। আমার নূতন অভিজ্ঞতা হলো সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— শুনুন মাননীয় সদস্য সমীররঞ্জন বর্মন আপনাকে বলা হচ্ছে—

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, ২০ মিনিট যাকে যা দিন, আমি শুধু মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য রাখার আগে উনাকে একটা ফিগার বলব। আমি দুই মিনিট সময় নেব। আমি আগেও বলেছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও বলেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনার তো এলটেড টাইম আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— যাতে উনার রিপ্লাই দেওয়ার সময় সুবিধা হয় সে জন্য, অন্য কিছু না।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি তো লিডার অব্ দি অপজিশান। আপনি তো হাউসকে গাইড করবেন এবং আপনি টাইম এলটমেণ্ট করলেন। লিডার অব্ দি অপজিশানের ফাংশ্যান কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, আপনার আমলে জান-ই বাঁচাতে পারছি না আর হাউসকে গাইড করব কি করে ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের বিরোধিতা করে এবং বিরোধী দলনেতা যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ অর্থাৎ হোম দপ্তরের উপর বক্তব্য রাখব, কারণ হোম দপ্তর একটা অপার্থ দপ্তর। এই ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। কিছুক্ষন আগে মাননীয় সদস্য মধুসূদন দাস বলেছেন কংগ্রেস এবং টি. ইউ জি. এস এই রাজ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। হাউসের ইনফরমেশানের জন্য বলছি এটা আমার কথা নয় এবং আমার ব্যাপারও নয়। গোপালচন্দ্র দাস লক্ষ্মীনারায়নপুর গৌরাঙ্গ টিলার একজন ভিকটিম তার মাকে এবং স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে, সে এফ,আই, আর করেছে ১১ জনের নামে। অফিসার ইনচার্জ রিসিভড্ একটা কপি সেখানে যাদের নাম বলা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি কি সেটা রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আউট হয়েছে। তাই এই সম্পর্কে বেশী কথা বলতে চাই না তাই ২-১ টা নাম বলছি।

আমি এখানে দুই একটা নাম পড়ছি, যোগ্যসেন দেববর্মা, পিতা টিকেন্দ্র দেববর্মা। প্রশনজিৎ দেববর্মা, পিতা কৃষ্ণমনি দেববর্মা। মন্টু দেববর্মা, পিতা সম্রাই দেববর্মা। আসামী এরেণ্ট হচ্ছে না এইটা বলছি এবং এরা সব সি পি এম-এর গনমুক্তি পরিষদের লোক। তারপর আছে লক্ষ্মীনারায়নপুরের উপপ্রধান গুণেন্দ্র দেব, শাসক দলের উপপ্রধান, উনি প্রকাশ্যে আপনাদের নৃপেন বাবুর সামনে বলেছেন, নৃপেন বাবু যখন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, "তোমাদের মত লোক থাকতে কিভাবে এখানে গণহত্যা হল।" উত্তরে গুণেন্দ্র দেব বললেন "স্যার, কি করব সব আমাদের পার্টির কেডারবা এ কে ৪৭, ৫৬ নিয়ে এসে সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে ১১.০০ টার

মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা বাধা দিয়েছি, কিন্তু কিছু করতে পারিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়েছি অতিরিক্ত ফোর্সের জন্য এবং এই ঘটনা হতে পারে অগ্রিম খবর দিয়েছি, কিন্তু উনি পাত্তা দেননি।" এইটা আপনাদের লোকের বক্তব্য আমাদের লোকের বক্তব্য না। আজকে খোয়াই সহ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই যে গণহত্যা হচ্ছে এটা সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে হচ্ছে। না হলে কারফিউ চলাকালীন অবস্থায় সেখানে জাতি উপজাতির মানুষ কিভাবে খুন হয়। সেখানে পেরা মিলিটারী ফোর্স ছিল, টি এস আর বাহিনী ছিল, তাদের সামনে কারফিউর মধ্যে গৌরাঙ্গটিলায় প্রকাশ্য দিবালোকে এতগুলি নিরীহ মানুষ নারী পুরুষ সবাইকে খুন করা হল। মৃতের সংখ্যা ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার চেপে যাচ্ছেন। সঠিক সংখ্যা জানাচ্ছে না। আমরা জানি মৃতের সংখ্যা ২০০ হবে। স্যার, আজকের শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে এই সব হচ্ছে, যেমন চম্পকনগরের হারাধন সাহা। কে খুন করছে তাকে? তাকে খুন করেছে সেই উত্তম দেববর্মা সে পার্টি অফিসে বসে থাকে, আজ পর্যন্ত তাকে কেন এরেষ্ট করা হল না। এদিকে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস দাঙ্গা করছে। এই খোয়াইটা হচ্ছে সি, পি, এমের ঘাটি, যেখান থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, যেখান থেকে মাননীয় বিদ্যা দেববর্মা আজ পর্যন্ত যিনি অপরাজিত, সেই ঘাটিতে নাকি কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস দাঙ্গা করছে। স্যার সেখানে এই উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সদস্য দিয়ে এবং সি পি এম দলের প্রত্যক্ষ মদতে দাঙ্গা করানো হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) ঃ— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, গৌরাঙ্গটিলটা কোথায় উনি জানেন কিনা জানি না। এই টিলাটা চারিদিকে বাঙ্গালী গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত কলনী সহ। এই কলোনী কি করে ক্রস করে সেখানে যাবে উগ্রপন্থীরা, এটা কল্পনার বাইরে এবং যারা এরেষ্ট হয়েছে আসামে তারা কেন শিলং-এর কয়লার খনিতে এখন কাজ করছে?

শ্রী দীপক নাগ ঃ— স্যার, এইভাবে আমার টাইম নষ্ট করা হচ্ছে। স্যার আজকে দাঙ্গা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, গনমুক্তি পরিষদের পাঁচ হাজার সদস্যকে সারেণ্ডার করিয়ে নেওয়া হল, ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের টাকা কেটে নিয়ে এবং ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরের টাকা কেটে নিয়ে মাসে মাসে তাদেরকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার ৫ মিনিট সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী দীপক নাগ ঃ— ঠিক আছে, আমি আর বলব না।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি কনট্রোল করন, আপনাকে কনট্রোল করার জন্য বলা হচ্ছে। আপনি আর দুই মিনিট পাবেন, বলুন।

শ্রী দীপক নাগ ঃ— পাশাপাশি শরনার্থী শিবিরগুলিতে কি হচ্ছে, জারুলবাছাই, তৈদু, কুটনাবাড়ী, গৌরাঙ্গটিলা, চেবরী, বিভিন্ন শরনার্থী শিবিরে আজকে কি হচ্ছে, সাহায্য এক এক ক্যাম্পে এক এক রকম হচ্ছে। যেখানে শাসক দলের লোকেরা যাচ্ছেন সেখানে একটু বেশী পাচ্ছেন, আর

যেখানে শাসক দলের লোক যাচ্ছেন না সেখানে কম পাচ্ছেন।

যেমন তৈদুতে একজন লোককে পাঁচ কে, জি, চাল ছাড়া আর কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। তারপর খোয়াই শিবিরে আন্ত্রিক রোগ শুরু হয়েছে। অথচ সরকারী তরফে বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে সেখানে নাকি শান্তি ফিরে এসেছে। আপনাদেরই দলের সেখানকারে এম, এল, এ, সমীরদেব সরকার, তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি কি বলেছেন—'ওরা ওদের জায়গায় বসে রয়েছে, আমি এসব বুঝছি এখানে কি পরিস্থিতি হয়ে এসেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ক্যাম্পে আসছে'' এইটা বিধায়ক সমীরদেব সরকারের বক্তব্য, অথচ আপনারা প্রেস ব্রিফিং দিয়েছেন যে খোয়াই নাকি শান্তি ফিরে এসেছে।

(নেপথ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে—বিধায়ক সমীর দেব সরকার এই ধরনের কথা কখনই বলেননি)

তাহলে কেন তার প্রতিবাদ দেওয়া হয়নি। এই রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর জন্য সি, পি, এম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে। ফলে আজকে খোয়াইর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে, এমনকি সদরের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা লাগানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এই দুর্গানগরের মনমোহন দেবনাথের তাদের পাঁচজনকে খুন করা হয়েছে। চম্পকনগরের কমলানগরে ৭ জনকে খুন করা হয়েছে একই লক্ষ্য বাঙালী বলে তাকে খুন করে দাও। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী এই রাজ্যে যদি অস্ত্র হাতে নিয়ে নামে তাহলে দাঙ্গা হবে। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী এবং উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা সি. পি, এম এর এই খুনী বাহিনীর ষড়যন্ত্রে এবং এই সরকারের ষড়যন্ত্রের কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সাড়া দেয়নি। দাঙ্গা হবে না। যত চেষ্টাই করুন না কেন ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা হবে না।

আজকে খুব দুঃখ লেগেছে যে মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবুর বক্তব্যে এবং তপন বাবুর বক্তব্যে। কেশববাবু বলেছেন কি দেউলিয়াপনা বক্তব্য রাখছেন, আমি যখন কোয়ার্টারে গেলাম দেখলাম কোয়ার্টারের ওয়াল শুদ্ধ উনারা নিয়ে গেছেন। এটা উনার বক্তব্য, ছিঃ। তপনবাবুরর কাছ থেকেও এইটা আশা করিনি। সিগারেটের বাকী মন্ত্রীর শিল্প নিয়ে উনার কাছে এসেছে। আজকে এই বক্তব্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ভয়াবহতাকে সত্যিই ঢাকবার চেষ্টা করুন না কেন সেটা পারবেন না। হয়তো আজকে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে পারবেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া পারবেন করতে ? আজকে মাঠে যানতো গিয়ে বলুন এই সব কথা। আজকে কোন মন্ত্রী এই সব ঘটনা যেখানে ঘটছে সেখানে যেতে পারছেন না, কোন মন্ত্রীই যাননি. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও যাননি, তাদের একটা ভয় পিঠে না পড়ে। সেই ভয়ে কেউ যাচ্ছেন না।

কাজেই স্যার, এই যে বাজেট এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য বাজেট না। এই হোমের টাকা সমরবাবু চেয়েছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হতো তাহলে তাদের যথেষ্ঠ ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে ত্রিপুরার এই উগ্রপন্থাকে দমনকরবার।

কিন্তু ত্রিপুরার পুলিশকে নিষ্ক্রীয় করে রাখা হয়েছে। কাজেই এই বাজেটে অতিরিক্ত টাকা চাওয়ার কোন অধিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নেই।

পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, আজকে থেকে ১০ বছর আগে এই তপনবাবু, বিমলবাবু, বাদলবাবু শ্লোগান দিতেন বিশ বছরের কংগ্রেস শাসনে পেলাম লাঠিগুলি আর সি, আর, পি. এফ। আর আজকে একটা কথা বল্লেই ৫ কোম্পানী সি. আর, পি, এফ লাগবে, ২৫ কোম্পানী সি, পি, এফ, লাগবে। সি, আর, পি, এফ, ছাড়া আজকে কোন মন্ত্রী বা এম, এল, এরা বেরোবার সাহস পাচ্ছেন না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার সময় মাত্র পাঁচ মিনিট।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ঃ— আরও কমাতে পারেন স্যার। এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেণ্ড যা চাওয়া হয়েছে সেটাকে সমর্থন করার প্রশ্নই থাকতে পারে না। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার—৩ এবং মেজর হেড--২০১৩ এটা যেহেতু আমি সমর্থন করতে পারি নাই যেহেতু এটার উপর আমার কাট মোশান আনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে সাহায্য করা হবে দুর্গত -দের সেটা ভাল কথা। আপত্তি থাকার কথা নয়। সাইক্লোনের জন্য বাইবে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে আর আমাদের মজোর কাটাবাড়ীতে টি. এস. আর. এই কিছুদিন আগে যে ঘটনা সংঘঠিত করেছে, কল্যানপুর বা চেবরী বা তৈদুতে যে ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে সেই ঘটনায় শিবিরে আশ্রিত-দের জন্য কত টাকা খরচা করা হয়েছে বা হবে সে সম্পর্কে কিছু নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে অন্ধ্র -প্রদেশে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছে সেজন্য পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্যের জন্য ধরা আছে। সেজন্য এটাকে : সমর্থন যোগ্য বলে মনে করিনা আর ডিমাণ্ড নাম্বার—১০, মেজর হেড ২০৫৫ সেখানেও একই অবস্থা। টি এস আর বা আসাম রাইফেলস্ কি কি ভাবে কাজ করতে পারছে তাদের কি ঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে ? তবে কি শুধু বসিয়ে বসিয়ে তাদেরকে মাছ মাংস খাওয়া নোর ব্যবস্থাই করা হবে ? এদিকে টি এস আরের অত্যাচার অপরদিকে আসাম রাইফেলস্ এর দ্বারা মা-বোনদের ইজ্জতহানী হচ্ছে। এই সরকার তাদেরকে নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসন চালাচ্ছে সেটা কি মানতে হবে ? কাজেই এটাকে কোন সময়েই মানা যায় না—মানার কথাও নয়। ফোর্সকে ঠিকভাবে সঠিক স্থানে পাঠানো হচ্ছে না। পাঠানো হলে এই ভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হত না। আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এই বিষয়গুলির উপর সঠিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই পাহাড়ি-বাঙ্গালীর ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হত এই রাজ্যে। মেঘালয়ে মাত্র দুই জন খুন হওয়াতে সেখানকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গেই পদত্যাগ করলেন দায়িত্বে

ব্যর্থতার কারনে। আর আমাদের রাজ্যে যেখানে শত শত খুন হচ্ছে সেখানে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন-রাজ্যে শান্তি রয়েছে। লজ্জা নেই? লজ্জা নেই? স্বজনহারা লোকদের মুখ দেখার সাহস পর্য্যন্ত কেউ পেলেন না আপনারা। একদিকে বলছে রাজ্যে শান্তি অপর দিকে গতকালই আবার রাজ্যের চারটি থানাকে উপদ্রুত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। এটাই কি শান্তি? যারা খুন করিয়ে অট্টহাসি হাসতে পারে তারাই বলতে পারে রাজ্যে শান্তি আছে। শান্তি আসবে না স্যার। এইভাবে শান্তি আসতে পারে না স্যার। ঠিকভাবে ফোর্সকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। কাজে লাগানোর মানসিকতা এই সরকারের নেই। বিশেষ করে এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেই। এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতার আসার সঙ্গে সঙ্গে বাগমাতে চারজন উপজাতি যুবককে কুপানো হয়েছিল। সকলের শ্রদ্ধেয় নেতা নৃপেন চক্রবর্তী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাদের দলে ছিলেন তখন- যদিও পরবর্তী সময়ে উনাকে দল থেকে সড়ানো হয়। তিনি ঘটনার মর্মাহত হয়ে রাজ্য সরকারের চিঠি লেখেন এবং বিবৃতি দেন।

দুঃখের সঙ্গে তাদের ধরেছিলেন তখন। এরপরই আবার উনাকে বহিস্কার করেছেন। সবার শ্রদ্ধেয় নেতা নৃপেনবাবু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আর উনি বলেছেন বিভ্রান্তি ধরেছে বয়স হলে এই রকম হতে পারে এই না কি বক্তব্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। তার উপর আমরা কি আশা করতে পারি? কাজেই এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে সেটার কোন অর্থ হতে পারে না।

আর একটা জায়গায় ডিমাণ্ড নাম্বার—৬০ মেজর হেড—২২১০।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন আট মিনিট চলে গেছে।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :— কাজেই এখানে তাদের যে কার্যকলাপ আমি চার বছরের কথা বলছি না, এক মাসের বলতে গেলেও শেষ হবে না। এরা সুকীর্তি করেছে, এদের সুকীর্তি কুকীর্তি এরা বলুক। রাজ্যের ত্রিশ লক্ষ মানুষ জানে এরা সুকীর্তি করেছে না কুকীর্তি করেছে, যা করেছে এই গুলি নিজেরা বলছে যে, আমরা সুকীর্তি করেছি। এই সুকীর্তির ধারক বাহকরা তাদের কার্যকর্মে আমরা কি দেখলাম. বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গায় প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের অভাব লাগান স্যার, এরা গতকাল মাননীয় মন্ত্রী বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী যিনি বিদ্যুৎও দিতে পাবেন না। এম, এল, এ. হোস্টেলে গতকাল চার ঘন্টার মত আমরা অন্ধকারে ছিলাম রাত্রী সাতটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত অন্ধকারে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত লজ্জায় উনাকে ফোন করতে হয়েছে আমাদের দীপকবাবু এই যে অবস্থা উনার দৌলতে, উনার কৃতিত্ব দেখলাম। জোটের আমলে কিল্লা হাসপাতালে আমরা উদ্বোধন করে এসেছি। সেখানে সমীর বাবুর নাম মুছে দিয়ে কেশব মজুমদারের নাম লিখেছেন. লজ্জা নেই? এটা বুঝি সুনাম।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— এই সমস্ত জায়গায় আমরা অ্যাম্বুলেন্স চেয়েছিলাম দেওয়ার জন্য। এই জিনিসগুলি উনার ভাবা উচিৎ। কাজেই আমি আমার বক্তব্যকে আর বাড়াতে যাচ্ছি না। যেহেতু আপনি বার বার রুলিং দেওয়ার জন্য খুব ব্যতিব্যস্ত, আপনার গাত্রদাহ হচ্ছে কাজেই আপনাকে বিরক্তি করতে চাচ্ছি না। কাজেই আমার বন্ধুদের যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে এই সমস্ত কাট মোশান এখানে আছে আমার সহ, এই কাট মোশানকে সমর্থন করে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে যদি আমাদের কাট যে মেনে নেন তাহলে আমরা স্বীকার করে নেব তাদের এই ব্যয় বরাদ্দকে আমরা সমর্থন করতে পারি কিনা। কাজেই আগে বলুন এই কাট মোশানকে গ্রহণ করবেন কিনা। কাজেই এগুলি সংশোধন করুন সংশোধন করার সময় আছে সংশোধন করে সমর্থন করুন তাহলে আমরা ব্যয় বরাদ্দ করে স্বীকার করব নতুবা নয়। কাজেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ ভৌমিক। আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রী অরুণ ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী উপস্থাপিত হয়েছে এটাকে আমরা সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি বিরোধীতা করি। এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে দাবীটা একটা গতানুগতিক ব্যাপার। এটা কি কংগ্রেস সরকার, কি জোট সরকার, কি বামফ্রন্ট সরকার সব সময়ই এই সাবলিমেন্টারী বাজেটের প্রয়োজন হয়। সাবলিমেন্টারী গ্রেণ্ডের জন্য একটা দাবী উৎথাপিত হয়। এবং আমাদের কন্ট্রোলার এডিটর জেনারেলের যে রিপোর্ট সেখানে দেওয়া যায় টাকা ফেরৎ দেওয়ার যে ব্যাপারটা, সেভিং এর ব্যাপারটা এমনকি সাবলিমেন্টারী গ্রেণ্ড যেটা দেওয়া হয় সেটাও যে পরবর্তী সময়ে অপ্রোয়জনীয় সেটা প্রত্যেকটা রিপোর্টেই আছে। এটা সব আমলেই আছে। আমি সেইগুলি দেখেছি। আমি সেইগুলি পড়ে শুনাতে চাইনা। এটা সত্য। আমার কিছু রিপোর্টও রয়েছে। আমি একটা বলছি, ১৯৯২-৯৩ ইং সনে, সেই সময়ে জোট মন্ত্রীসভা ছিল. মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীর রঞ্জন বর্মন তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেখানে এসেস্ট্য দেখা যায় ৬৫ শতাংশ, সেখানে লাইভেলিটিস্ বেড়েছিল ৯৯ শতাংশ। সেই সময় সেভিং ছিল ২১৫ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে ৮৯ কোটি টাকা। আর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম যে বৎসর তাতে দেখলাম এসেস্ট্ সৃষ্টি হয়েছে ৪৮ শতাংশ, আর লাইভেলিটিস্ হয়েছে ৬৫ শতাংশ প্রথম বৎসর ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে। আর সেভিং সেটা হল ১২১ কোটি টাকা। আর যেটা ফেরত, সারেণ্ডার ১১০ কোটি টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সনের এসেস্ট ৪৯ শতাংশ বেড়েছে আর লাইভেলিটিস্ বেড়েছে ৫৮ শতাংশ। ২০৬ কোটি টাকা সেভিং, আর ১৭৯ কোটি টাকা

সারেণ্ডার। এবং দেখা গেছে সব সময় সাবলিমেন্টারী গ্রেণ্ডস যে টাকা দেওয়া হয় তার অধিকাংশ গ্রেণ্ড আর মূল বাজেটের যে টাকা সেই টাকাই খরচ হয় না। এই সাবলিমেন্টারী বাজেট এই টাকা তো এমনিতেই থেকে যায়।

দেন ইট ওয়াজ কম্পিডার টু বি টোটেলি আন্নেসসরি। এটা অবশ্য অনেকটাই বুরোক্রেসদের উপর নির্ভর করতে হয়। যাই হউক এটা এখানে যেভাবে এসেছে সেটাকে সমর্থন করতে হবে যাহাতে সরকার কাজ চালাতে পারে। এই জন্য আমাদের সাটাই প্রস্তাবের কোন অর্থ হয় না। আমি যেটা মনে করি সরকারের কাজ চলায় পর্যালোচনা সমানে মনে হয় এটা খুবই দরকার সেটি বিরোধী দলের সদস্যদেরও দরকার আছে এবং সরকারের পক্ষের সদস্যদেরও দরকার আছে। সেটি খুবই দরকার। কিন্তু আমি এই হাউসে একটি উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি যেটা আনরুলী কালচার। রাজ্যের যে উগ্রপন্থী সমস্যা। এবং রাজ্যের জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়িক সমস্যা এটা রাজ্যের সবস্তরের মানুষের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা। এবং রাজনৈতিক দল হিসাবে আমি মনে করি যে কোন জাতীয় দল এবং যে কোন সদস্য এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য এগিয়ে যাওয়া। সেখানে শুধু কাদা ছুরাছুরি করে এই সমস্যা সমাধান পাওয়া খুবই কঠিন হবে। এটা সাপ্লিমেন্টারী গ্রেণ্ডের প্রশ্নে উগ্রপন্থী ইস্যু নিয়ে বা সম্প্রদায়িক প্রশ্নে আমরা যে অবস্থায় আছি সেটা খুব সহজ বলে আমার মনে হয় না। আমাদের উচিৎ সরকার এর বিরোধী দলের এই মুহূর্তে এই প্রশ্নে আরও সংযম ভাবে উদ্যোগ নেওয়া এবং কিভাবে সকলে মিলে যাহাতে আবার এই রাজ্যে জাতি দাঙ্গা না হতে পারে। এই রাজ্যে যারা মাইনরিটি আছে সে যে জাতির হোক যাতে তাদের মনে কোন ভয়ের আশংখা আসতে না পারে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলা দরকার। এবং উগ্রপন্থী সমস্যাকে সবাই মিলে সেটাকে সমাধান করার জন্য এগিয়ে যাওয়া দরকার। এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে যাহাতে রাজনীতি না করা হয়। অন্যান্য সব ব্যাপার আছে সেটাকে নিয়ে রাজনীতি করা যাবে অনেকভাবেই। ব্যাপার নিয়ে যাহাতে সবাই এফোর্ট লাগাতে মিলে একভাবে চিন্তা ভাবনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা দরকার। এখানে আছে আমাদের বিরোধী প্রধান দল হিসাবে পরিচিত কংগ্রেস পার্টী। তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা দরকার এবং তাদেরও এগিয়ে আসা দরকার এই সমস্ত প্রশ্নে। এই সমস্যাকে সমাধানের জন্য এমনিভাবে সেটাকে তৈরী করতে হবে যাহাতে সেখানে কাহারো কোন বক্তব্য থাকতে না পারে। সাম্প্রদায়িকতার কোন জিনিস সেখানে যাহাতে না থাকে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে. আমাদের এই হাউসে শাসক দলের পক্ষ থেকে সম্ভবত আমাদের চীফ হুইপ কেশববাবু বলেছেন, এবং আরো অনেকে এই রকম বক্তব্য রেখেছেন যে, এই রাজ্যে যে সরকার ও যে মন্ত্রী সভায় আছেন তাদের বিরুদ্ধে পত্র পত্রিকায় দুর্নীতির কোন অভিযোগ নেই। এটা খুব আনন্দের কথা। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই মন্ত্রী সভা ক্লীন আছে, কিন্তু যারা ক্লীন আছে এগিয়ে

আত্মতুষ্টি থাকা ঠিক হবে না। কারণ, জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ আছে এমনি দপ্তর যেমন, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই (রেশন শপ দোকান) সেখানে দুর্নীতি আছে। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি আছে প্রায়ই দেখা যায় পত্র পত্রিকায়. পঞ্চায়েত প্রধানকে দুর্নীতির জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে কি দুর্নীতি উঠে গেছে, যায়নি ? সেটলমেন্টে দুর্নীতি রয়েছে স্যার, আমরা দেখেছি, থার্ড লেফট ফ্রন্টের প্রথম ২ বছর প্রায় ১০০ কোটি টাকা ফেরৎ গেছে। আমরা প্রচুর টাকা এখন পাচ্ছি। কিন্তু সেই টাকা যদি আমরা ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদি কি করে গড়ে উঠবে ? দুর্নীতি শুধু উপরের স্তরে নাই। কিন্তু এই দুনীতি যাতে সর্ব স্তরেই মুক্ত করা যায় সে জন্য একটা চেষ্টা করা দরকার। এই বলেই এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস আনা হয়েছে তা সমর্থন করে এবং বিরোধী দল থেকে আনা কাট মোশোনের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে সরকার পক্ষের যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এবং আমার বিরোধী দল থেকে যে ১২টি কাট মোশান আনা হয়েছে তার পক্ষে ২-১টি বক্তব্য এখানে রাখছি। স্যার, আমি অর্থনীতিবিদ নই, তথাপি যতটুকু বুঝি তাতে আমার ধারণা যে, সরকার পক্ষকে সব সময়, প্রতি বছরই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস আনতে হবে তা ঠিক নয়। যদি প্রশাসনের মধ্যে দূরদর্শিতা থাকে, তাহলে যে কোন ভাবে এব সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডস্‌কে এড়ান যেত বলে আমি বিশ্বাস করি। কাজেই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে কাট মোশন সমর্থন করে আমি বলছি।

বিশেষ করে ডিমান্ড নাম্বার ১৪ পাওয়ার সম্পর্কে আরো টাকা চাওয়া হয়েছে। আমার বক্তব্য, আজকেও এই হাউসে রেফারেন্স পিরিয়ডে মাননীয় সদস্য উমেশবাবু এই ডিপার্টমেন্টকে অচল ডিপার্টমেন্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই রকম একটি ডিপার্টমেন্টের মূল বাজেটে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। সে টাকা কি করা হয়েছে জানি না, তথাপি আরো সাড়ে চার কোটি টাকার ডিমান্ড এখানে আনা হয়েছে। স্যার, আমি গ্রামীণ বাসিন্দা। আমার অভিজ্ঞ-তায় বলে এই বিদ্যুৎ কি রকম প্রয়োজনীয় জিনিষ আজকে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ না থাকার ফলেই নানা অসামাজিক কাজের জন্ম হচ্ছে। টাউনেও একই অবস্থা।

স্যার, আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখছি যে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুতের করুন অবস্থা, বিদ্যুৎ সেখানে থাকে না বললেই চলে। শহরাঞ্চলেও একই অবস্থা। আমি আগরতলা শহরে কয়েকদিন ছিলাম এখানেও বিদ্যুতের একই অবস্থা। দুই ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। বিদ্যুতের উন্নতির আশা যদি আমরা দেখতাম সে না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবায়ন যেখানে হচ্ছে না সেখানে আরও টাকার কি প্রয়োজন। সে টাকা দিয়ে উনারা কি করবেন আমি বুঝতে পারছি

না স্যার, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আজকে বলেছেন যে আগামী জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে উনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পুরপুরি বিদ্যুৎ দেবেন। এরকম কথা আমরা ৯৫ সাল থেকেই শুনে আসছি। বছরের পর বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই কথাই শুধু শুনে আসছি। কিন্তু বিদ্যুতের কোন উন্নতি হচ্ছে না। সুতরাং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে যা রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, ২০ নং ডিমাণ্ডে গ্রামীন রাস্তা ঘাটের কথা বলা হয়েছে। গ্রামের রাস্তা ঘাটের যে বহাল অবস্থা সেটা বলে আর লাভ নেই। আগে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের রাস্তা ঘাটের কিছু কাজ হত এবং মানুষও কিছু কাজ পেত। কিন্তু গত দুই বছর ধরে গ্রামের রাস্তার কোন উন্নতিই আমরা লক্ষ্য করছি না আগে এস, আর. ই পি, এন, আর, ই, পির মাধ্যেব গ্রামের রাস্তা ঘাটের উন্নতির কিছু কাজ করা হত। আজকে কয়েক বছর ধরে সেগুলি প্রায় নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে, মানুষ এগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের কথা ভুলেই গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গতকাল এখানে বলেছেন যে বছরে ২৪ ম্যানডেইজ কাজ গ্রামের গরীব মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে শ্রমিক কার্ড চালু করা হয়েছিল এমন অনেক কার্ড হোল্ডার আছেন যারা গত ৪ বছরে একদিনও কাজ পায়নি। তাহলে বছরে ২৪ ম্যানডেইজ যে কাজের সংস্থান এই সরকার রেখেছেন টাকা গুলি কোথা কোথায় গেছে? কাজেই, আমি এটাকে সমর্থন করমে পারছি না। মানুষের কাজ করার অধিকার আছে। এখানে ২৪ ম্যানডেইজ কাজ যে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাকে ঠিক ঠিকভাবে রুপায়িত করুন এবং গ্রামের রাস্তাঘাটের যে বেহাল অবস্থা সেটাকে দুর করুন। স্যার, ডিমাণ্ড নং ১০ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এখানে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে করতে পারছি না। কারন স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর।

মানুষের নিরপত্তার জন্য, মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই এই দপ্তরের কাজ। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে মানুষ এখন না পারে রাত্রিতে ঘুমোতে না পারে শান্তিতে খেতে। না পারে বাজার হাটে যেতে। মানুষ আজকে নিরপত্তা হীনতায় ভুগছে। অথচ এই দপ্তর বারবার অর্থ বরাদ্দ চাইছে। এই অর্থ দিয়ে উনারা কি করবেন। আমি বুঝতে পারছি না। যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা পাচ্ছি সেটা হল এই রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয়রা, চেয়ারম্যানরা তাদের গাড়ীর আগে পিছে স্কট নিয়ে লাল বাতি জ্বালিয়ে চলাফেরা করছেন। এই লাল বাতির ঠেলায় সাধারণ লোকের পক্ষে রাস্তায় চলাফেরা করা করা অসুবিধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাড একটা অপচয় মাত্র। এই অপচয় রোধের জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে প্রত্যাখ্যান করে নিয়ে আমাদের কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করবেন হাউসের কাছে এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দগুলি উপস্থিত করেছেন সবগুলিকে সমর্থন করছি। স্যার, আমার নিজের দপ্তরেও ডিমাণ্ড আছে এবং তাতেও কাট মোশান এসেছে। সেখানে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া তিনি কাট মোশান এনেছেন। আমি শুধু একটা জিনিষ জিজ্ঞাসা করতে চাই, স্যার, জোট আমলে তখন মাননীয় সদস্য সমীররঞ্জন বর্মন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া সদস্য ছিলেন এবং সেই মন্ত্রিসভা থেকে সেই মন্ত্রীরাই ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আই, আর, ব্যাটেলিয়ান চাই। ওদেরই প্রস্তাব সেই বছর নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রে, চ্যবন অর্থমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু ১৯৯২ সালের যে প্রস্তাব ওটা কাগজের প্রস্তাব ছিল মানুষকে দেখাবার জন্য। আমরা ওটাকে বাস্তবে কার্য্যকরী করার জন্য কেন্দ্রকে চেপে ধরেছিলাম। চারটা বছর পার হয়ে গেছে, এখন কেন্দ্রে নুতন যুক্তফ্রণ্ট সরকার আসার পর বুঝতে পেরেছেন। এতদিন বুঝানো সত্ত্বেও চ্যবন স্বীকার করেন নি, নরসীমা রাও স্বীকার করেন নি। তখন সেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ৩ জন এম. পি. ছিলেন, দুইজন মন্ত্রী ছিলেন এবং এখন সুধীর বাবু আছেন কিন্তু তখন কোন কথাবলেন নি ত্রিপুরায় এটা পাঠানো উচিত। আই, আর, ব্যাটেলিয়ান রাজনীতির জন্য নয়, পার্টিবাজী নয়, দলবাজী নয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তার জন্য, এখানকার আইন-শৃংখলা রক্ষা করার জন্য তারকথা জন্য এই দাবী, এই দাবীতে আমরা কার্যকরী করেছি। এটা কি একটা নূতন ? সারা ভারতবর্ষে যে প্রস্তাব ১০০ বছর আগে ৫০ বছর আগে, ৬০ বছর আগে, ৭০ বছর আগে কংগ্রেসের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষের জন্য বের করেছিলেন তাঁরা তা করেন নি বা করান নি, বিশ্বাসঘাতক। আমাদের সেই দাবিগুলি খুঁজে নিতে হয় এবং কার্যকরী করতে হয় মানুষের জন্য, মানুষের স্বার্থের জন্য এবং মানুষের জীবনের জন্য। তাঁরাই আজকে বলছেন কাট মোশানের কথা, তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে কি অবস্থার মধ্যে রেখেছিলেন । ৪৪টা থানা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে শুধু জনসংখ্যা নয়, এলাকাগত অবস্থা এই যে নানা রকম বার্যকলাপ আইন শৃংখলা ভাঙার জন্য তাকে পরাজিত করার জন্য, মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য আরও অনেক বেশী থানার দরকার ছিল কিন্তু করেন নি বা করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি । এই উগ্রপন্থী জোট আমলে সৃষ্টি হয়েছে । এক দিকে টি. এন. ভির আত্মসমপর্ন, আবার সেই ধনঞ্জয় রিয়াং টি; এন,ভির ঝুটে গেলেন বৈনানী। তারপর ২২ জন, ২৩ জন, ২৪ জন ২৫জন টি এন ভির নেতারা ওপেন গ্রাউণ্ড, আণ্ডার গ্রাউণ্ড, ওভার গ্রাউণ্ড দারা করছে ? টি, ইউ, জি, এস ওভার গ্রাউণ্ডের কাজ করেন। আর কিছু লোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন সরকারী চাকুরীতে পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন আবার তারা চলে গেছেন এন, এল,, টি করতে ।

কায়। এরা, যাই হোক, এই যে উগ্রপন্থী, তাদেরকে উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যেমন একটা দিক, কারন উগ্রপন্থী একটা কি দুইটা লোকের উগ্রপন্থীর ব্যাপার নয়। এটা চোর ডাকাত নয়। সমগ্র উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বঞ্চনা, যে ব্যাথা ও অমর্যাদা, তাদের অধিকারগুলিকে কেড়ে নিয়ে একটার পর একটা করে যত গুলি দপ্তরে চাকুরী হয়েছে সমীর বাবুর নেতৃত্বে তাতে যে কি ভাবে নয় ছয় হয়েছে, এটা আমার কথা না। কালকে সি, এ, জির যে রিপোর্ট বের করেছিলেন, এটা সমীরবাবু পড়েছেন, এখানে সমীরবাবু সি এ জির যে রিপোর্টা এনেছেন সে রিপোর্টই কটা জায়গায় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে সি এ জির কি রকম মন্তব্য। পেইজ - ২৪ কাপেন ২৭৫ ক্রোরস ওয়াজ স্পেন্ট ইররেগোলারলি বিট্যুইন মে ১৯৮৮ টু ১৯৯৩ অ্যাণ্ড আপ টু ১৯৯৫ ইট হেড টু মেনটেণ্ড বাই দ্য নিউ গভর্ণমেন্ট অন আন -অথরাইজড এমপ্লয়মেন্ট অব স্টাফ ফর হুইচ দেয়ার ওয়্যার নো সেংশন পোস্টস। সি, এ, জির রিপোর্ট। এখানে আমি শুধু একটা উদাহরন রাখলাম, এটা রোলস এটা হলো ত্রিপুরার তখনকার সরকারের সমস্ত কাজ কর্মের সমস্ত রিপোর্ট। এই হয়েছে সমস্ত দপ্তরে দপ্তরে। এই হোম ডিপার্টমেন্টের কি কেলেংকারী হয়েছে, সি, এ, জির রিপোর্টে সমস্ত কিছু রয়েছে। আমি সেগুলি ছেড়ে দিচ্ছি। এখন এই যে সমস্ত প্রশাসনটাকে নিরাপত্তার ব্যবস্থার সব কিছুর জন্য একটা সুস্থ চেতনা, সুষ্ঠু নীতি যে নীতির মধ্য দিয়ে আমরা কি দেখলাম, যেমন বামফ্রন্ট সরকার গত কয়েক বৎসর যাবত চেষ্টা করছেন এবং সেই চেষ্টা করার ভিতর দিয়ে আমরা এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি যে আমাদের ফোর্সের আরও দরকার। আমাদের রাজ্যে ফোর্স চাই। মাত্র দুই ব্যাটেলিয়ান ছিল টি,এস, আর। এখানে কেউ কেউ বক্তব্য করছেন ত্রিপুরার পুলিশ সব করতে পারে, আমি বলব না, পারে না। ওদের সময় ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ সালে যখন নাকি অন্যায়ভাবে জোর করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করে প্রহসনে পরিনত করেছিল নির্বাচনকে। সেই সময় উপদ্রুত অঞ্চল করতে এখানে দেড় ব্যাটেলিয়ানের মত আর্মি রয়েছে ত্রিপুরায়, আসাম রাইফের ও অন্যান্য সমস্ত নানান রকম, যে আউট ফিট গুলি ছিল ৬০ কোম্পানীর ফোর্স ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল নানান রকমের। সেই অবস্থায়ও তারা এনেছিলেন আরও অ্যাডিশন্যাল ফোর্স। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কতটুকু শক্তি আছে যে এই রকম ধরনের আক্রমনগুলিকে আমরা পরাভূত করতে পারি। আমাদের নিজেদেরও শক্তির দরকার, বছরের পর বছর চাবন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে একবার সি এম, কোন সময় ডেপুটি সি এম, কোন সময় আমি নিজে একসঙ্গে যুক্তভাবে গিয়ে কতরকম ভাবে বুঝিয়েছি, বলেছি ত্রিপুরাকে দেখুন, ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থকে দেখুন, এটা কোন রাজনৈতিক খেলা নয়, রাজনীতি এখানে করবেন না। এই বিষয়টাকে ভাল করে নজর দেওয়া দরকার, কিন্তু, দেননি।

শেষ পর্য্যন্ত ফাইনাল হয়েছিল ৩০ কোম্পানী সি, আর, পি, এফ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এসেসমেন্ট হয়েছে, বরাদ্দ হয়েছে তাদের অফিসার পাঠিয়েছিলেন দিল্লী থেকে। তারা এসে বললেন যে ৩০ কোম্প্যানী সি, আর, পি, এফ হলেই চলবে । কিন্তু সেই ৩০ কোম্পানী ও ছিলনা । দশ কোম্পানী রেখে বিশ কোম্পানী তুলে নিয়ে গেছে। এক একবার এই রকম করেছে আর আক্রমন হয়েছে । আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, শেষ পর্য্ন্ত থার্ড ব্যাটেলিয়ান রেইস করতে আরম্ভ করেছে । ফোর্থ ব্যাটেলিয়ান তাও সিদ্ধান্ত নিয়েছি । নিজেদের ফাণ্ডের তহবিলের টাকা থেকেই রাজ্যের যতটুকু সামর্থ আছে । তাই, আর, ব্যাটেলিয়ান নূতন যুক্তফ্রণ্ট সরকার এসেছে একটা ব্যাটেলিয়ান সেই জন্য আমরা পেয়েছি । কাজেই ফোর্থ ও আই, আর, ব্যাটেলিয়ান অলরেডী ষ্টারটেড । তাদের ট্রেনিং চলছে। তারপর ৪ ফোর্থ এবং আই আর ব্যাটেলিয়ন এই দুইটি পুলিশের জন্য সাপ্লিমেন্ট রী গ্র্যান্টস্ চাওয়া হয়েছে । আরেকটা ব্যাটেলিয়ন সম্পর্কে আপনাদের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই যে- আরেকটা ব্যাটেলিয়ন অল্‌রেডি সেংশান হয়ে গেছে- নেক্সট বাজেটে আরেকটা ব্যাটেলিয়ান তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যাবে । এরফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী, নিজস্ব শক্তি নিয়ে আমরা উগ্রপন্থীর মোকাবিলা করতে পারব এবং ত্রিপুরায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারব। আর বাইরে থেকে এবং ভেতর থেকে যারা এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য চক্রান্ত করছে তাদের সেই চক্রান্তকে বানচাল করা সম্ভব হবে এবং ত্রিপুরায় শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে ।

ফোর্থ আই আর, এর জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে । ফলে এখন আর তাদের বেতন ভাতা দিতে হচ্ছে না । কিন্তু এই ইন্টারভিউ চলাকালীন সময়ে যে খরচ তারজন্য সামান্য কিছু করে ৫ লক্ষ ৫ লক্ষ টাকা করে দুইটি ব্যাটেলিয়নের জন্য চাওয়া হয়েছে । অথচ এটার উপরেই মাননীয় সদস্য শ্রীরতিবাবু কাট মোশান এনেছেন । তার কারন কি? কারন হচ্ছে এই দুইটি বাহিনী গঠন করা হলে ত্রিপুরার বুকে আর উগ্রপন্থামুলক কাজ করতে দেওয়া হবে না, কংগ্রেস, উপজাতি যুব সমিতি এবং টি, এন, ভি, মিলে যে মোর্চা করে চলছে সেটা আর চলবে না ।

স্যার, অ্যাকোমোডেশন অব্ ফোর্সেস ফর ইফেকটিভ ডিপ্লয়মেন্ট- তারজন্য আমরা টাকা চেয়েছি । এডিশন্যাল টাকা বাজেটের সময় হিসেব করা হয়নি । কারন বাজেটের সময় কি আমি জানতাম যে প্রত্যেক এলাকায় এলাকায় একটা করে সি, আর, পি, দের জন্য ক্যাম্প- ঘর এবং আসামরাইফেলস্ এর জন্য ঘর নির্মান করে দিতে হবে । এখন এটা লাগবে । তারজন্য টাকা চাওয়া হয়েছে ।

স্যার, রেশন অ্যালাউন্সেস্ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশের রেশন অ্যালাউন্সেস দিয়ে কি । আমরা এইবার ৪০ টাকা করে মাথাপিছু রেশন এলাউন্সেস্ ঘোষণা দিয়েছি এবং

এই টাকাটা দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এইটা বাজেটে ছিল না। কাজেই এইটার জন্য এই অতিরিক্ত ডিমাণ্ড করা হয়েছে।

তারপর স্যার, ১৯৯৩ সালে যখন বিধান সভার ইলেকশন হয়েছিল। সেই ইলেকশনের সময় কিছু গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল পুলিশের জন্য—সে টাকাটা বাকি ছিল— সেটা পেমেন্ট করতে হবে। তারজন্য এই টাকাটা চাওয়া হয়েছে। কাজেই এরমধ্যে বাড়তি বা অন্য রকম কিছু নেই। সুনির্দিষ্টভাবে এই টাকাগুলি চাওয়া হয়েছে। এই টাকাগুলি আমাদের রাজ্যের স্বার্থ শুধু না, অত্যন্ত জরুরীভাবে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের দাঙ্গা—হাঙ্গামার মোকাবিলা করার জন্য এই টাকাটা অত্যন্ত দরকার।

স্যার, আরেকটা দপ্তর রয়েছে- রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট। সেখানেও সামান্য কিছু টাকা চাওয়া হয়েছে- প্ল্যানের প্রভিশনের মধ্যে সে টাকা- বাজেট বরাদ্দের মধ্যে যে টাকা ছিল সেটাতে কুলাচ্ছে না। এই ব্যাপারে স্যার, বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। তাই আমি বেশী বলতে যাচ্ছি না। শুধু দুটো কথা বলবো যে—মাননীয় সমীরবাবু অনেক বই- টই খোলে সি, এ জি, রিপোর্ট দেখিয়েছেন। তারপর মাননীয় সদস্য অরুনবাবু ও বলেছেন। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে—এই বামফ্রন্ট আসার পরে আমাদের কোন দপ্তরের কোন টাকাই সারেন্ডার করা হয়নি। এখানে সারেন্ডারের যে অর্থ সেটা আমি ভালভাবে বলার চেষ্টা করছি। হোয়াট ইজ্ সারেন্ডার? কি তার অর্থ? এখন যদি দেখা যায় যে খরচ কম হয়েছে ফলে টাকা বেশী রয়ে গেছে- তাহলে সেই টাকাটা প্রপার খরচ করার জন্য পরিকল্পনার উন্নয়নের জন্য ডাইভারশন হয়। তারপর আরো রয়েছে অনেক সময় হয়তো টাকাটা মার্চমাসের শেষ সপ্তাহে অর্থাৎ ২৫ তারিখ বা ৩০ তারিখ বা ৩১ তারিখ সেংশান হলো। হঠাৎ দিল্লি থেকে খবর এলো যে টাকা পাঠানো হয় এবং সেটা এলো ২৫ থেকে ৩১ তারিখের মধ্যে কোনও দিন সে ক্ষেত্রে টাকাটা খরচ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে টাকাটা সারেণ্ডার হয় না, পুনরায় কেন্দ্রের অনুমোদন নিয়ে কাজটা করা হয়। আর সি, এ, জি,র রিপোর্টে যে রি- কন্সিলিয়েশন কথাটা রয়েছে সেখানে পি, এ, সি, রয়েছে সেই পি, এ, সি, সেটাকে রিকনে্সিলিয়েশনটা করেন।

বিভিন্ন দপ্তরগুলির সঙ্গে সি, এ, জির এ্যাউন্টসের সঙ্গে রিকনসিলেট করে সমস্ত বুঝিয়ে দেন। এই কায়দায় সমস্ত কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের সময় এই রকম কোন হিসেব সি. এ, জি রিপোর্টে পাবেন না। ইরেগুলার এক্সপেন্ডিচার পাবেন না। এপয়েন্টমেন্ট- পোস্ট নেই চালিয়ে দিয়েছে। এটা ওদের আমলে হয়েছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আর বলার আছে? কাজেই সি, এ, জির রিপোর্ট পুংখানুপুংখ বিশ্লেষন হোক্। কিন্তু যে কায়দায় তাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেটা নং। ভুল কায়দা। ভুল ব্যাখ্যার সম্পর্কে সমীরবাবু খুব ভাল

জানেন। উকিল মানুষতো—আমার বন্ধু। কাজেই কেমন করে কি কায়দায় কি করতে হয় সবই জানেন। কাজেই ওসব বলে—টলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। কাজেই আমি এই প্রস্তাব অর্থাৎ আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে মোশান এনেছেন বাজেটের সাপ্লিমেন্টারী গুলি এবং বিভিন্ন দপ্তরের উপর বিরোধী পক্ষের যে সমস্ত কাট—মোশান আনা হয়েছে সে সম্পর্কে ওদের বলব—বিভ্রান্ত করার জন্য এসব কাট—মোশান নয়। ভাল করে বুঝবে যে এটা জনস্বার্থে এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সব দিক থেকেই। আপনারা এটাকে দেখে শুনে সমর্থন করুন। এই আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সংসদীয় গনতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা হল ইন্যাল ডেফথ সিস্টেম সেটা আমরা ক্ষমতায় আসার আগেও ছিল, ওরা ক্ষমতায় আসার আগেও ছিল, এখনও আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে বাজেট আলোচনা বা অতিরিক্ত ব্যয়—বরাদ্দর উপর আলোচনা করতে গিয়ে দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি যদি হাউসে অসত্য ভাষন রাখেন তাহলে সেটা হাউসের যিনি নেতা তার নজরে আনার নৈতিক দায়িত্ব আমার আছে বলে আমি মনে করি। যেমন গতকাল জনৈক মন্ত্রী এখানে বলেছেন কংগ্রেস আমলে তাঁমরা ৭১২ কোটি টাকার ইন্টারন্যাল যে রেখে গিয়েছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্ট অন্ কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স ১৯৮৮—র ভলিয়ম ছুই থেকে এখানে একটি বিষয় এখানে পড়ে শুনাচ্ছি। ১৯৭৮ সালে বিগত বামফ্রন্ট সরকার আমাদের ঘাড়ে ২৪২ কোটি টাকার ঋণের বোঝা রেখে গিয়েছিল। স্যার, আমি প্রয়োজনে এই বইটা দেখাব। রিপোর্ট অন্ কারেন্সি এণ্ড ফিনান্সে ২৪২ কোটি টাকার উল্লেখ রয়েছে।। ১৯৯৩ সালে সি, পি, এ যখন রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তখন ৩৭০ কোটি টাকা আমাদের রাখা ইন্টারন্যাল ডেফথ্ নিয়ে ওরা ক্ষমতায় আসে।

১৯৯৩ ইং সালে সি, পি, এম, যখন ক্ষমতায় আসে তখন ৩৭০ কোটি টাকা আমাদের রাখা ইনটারনেল ডেফথ। কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এদের রাখা ইনটানেল ডেফথকে নিয়ে ওরা ক্ষমতায় আসে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্ট অন্ কারেন্সী এণ্ড ফিনান্স ১৯৯৪—৯৫ ইং থেকে আমি পড়ে শুনাচ্ছি। এজ এট দ্যা মার্চ ১৯৯৪ইং ৬৮০ কোটি এজ এট দ্যা এনড অব, ১৯৯৬ ইং উনারা আছেন ৭৫২ কোটি টাকা। এটা আমার কথা নয়। এজ এট দ্যা এনড অব, ১৯৯৬ ইং ৮৪৬ কোটি এর থেকে আমাদের এই এখন ১৯৯৬—৯৭ ইং যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকের সাপ্লিমেন্টারী বাজেট না যে বাজেট পাশ করেছে সেটা দেখলে দেখবেন ৯৬৪ কোটি টাকা ইনটারনেল ডেফথ। এজ বিট ওয়াজ অন্ দ্যা ডে হোয়েন হি প্রডিউস দ্যা বাজেট ইন দ্যা

হাউস। মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসে যে বাজেট পাশ করেন এই আর্থিক বছরে যেট চলে যাচ্ছে। উনি স্বীকার করেছেন সেখানে যে ৯১৪ কোটি টাকা ইনটারনেল ডেফথ। এতে ওদের দোষ দিচ্ছি না কারণ আমি প্রথমে বলেছি গনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা মেনে রাজ্যে শাসন করতে গেলে এটা প্রয়োজন। আমার বক্তব্য হলো যেখানে আমরা রেখে গেছি ৩৭০ কোটি টাকা ইনটারনেল ডেফথ। সেখানে কালকে হাউসে বলা হয়েছে যে ৭১২ কোটি টাকা আমরা ইনটারনেল ডেফথ রেখে গেছি আমাদের সঙ্গে সেটা মাননীয় জনৈক মন্ত্রী ৭১২ কোটি বলেছে, এটা বলেনি বামফ্রন্টের টা মিলিয়ে সেটা ২৮২ কোটি টাকা সেটা বলেনি। আমি বলছি বলে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, আমি ইংরেজীটা সমরবাবুর মত এত ভাল ইংরেজী বুঝিনা। তারজন্য বন্ধু রতনবাবু বলেছেন উনি নাকি ইংরেজীতে মাস্টার ডিগ্রী নিয়েছেন উনি পড়ে শুনিয়েছেন। আসল জায়গাটা সমরবাবু বাদ দিয়ে গেছেন না উনি বুঝেননি ইংরেজী। পাঃ ২-৪৫ কোটি উনি যে কথাটা বলেন সেটা থেকে পড়ে শুনাচ্ছি। উয়ার ইরেগুলারলি বিটউইন, বিটউইন শব্দটা বাদ দিয়ে যে ১৯৯৮ এবং এপ্রিল ১৯৯৫ এপ্রিল ১৯৯৫ উনি বাদ দিয়ে গেছেন। এপ্রিল ১৯৯৫—এ ১৯৯৩ ৯৫—৯৬ ওরা কমপেয়ার অন আনঅথইজড অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাদি স্টাফ ফর হুইচ দেয়ার ওয়াজ নো পোস্ট। উনি ১৯৯৩-৯৪-৯৫ বাদ দিয়ে উনি সবটা ১৯৮৮ বলে উনি একটা রিডিং দিয়ে চলে গেলেন।

স্যার, আমি আমাদের সময়কার ইররেগুলারলি রাজ্যের বেকারদের যদি চাকুরী দিয়ে থাকি আমি গর্ব অনুভব করছি এবং ভবিষ্যতে যদি আমরা ক্ষমতায় আসি বেকারদের স্বার্থে এই রকম ছোট-খাট ই-রেগুলারিটি আরো হবে বেকারদের স্বার্থে, বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য। বেকার-দের মুখে ভাত দেওয়ার জন্য এই ধরনের ই-রেগুলারেটি আরো হবে, আমরা আরো করব। আমি পরিস্কার ভাষায় এখানে বলছি। কিন্তু এটা সবচেয়ে দুঃখের বিষয় উনি ইংরাজী পড়তে গিয়ে ৯৩, ৯৪, ৯৫. এ উনি যে এই ধরনের সু-কির্ত্তী করেছেন তা উনি স্বীকার করেননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সারেগুরের ব্যাখা কেশব বাবু একরকম দিয়েছেন, সমিরবাবু এক রকম দিয়েছেন। আমি তর্কে যাবনা, আমি তর্কে না গিয়ে আমি শুধু একটা জায়গা পড়ে শুনাব।

Though there was a total savings of Rs. 246.44 crors under 37 grands. Only 179.21 crors were surrender the beganing of the year March, 1995."

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই এই পরিস্থিতিতে আমার কোন মন্ত্রী বা বিধায়কের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমি শুধু মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নজরে এইগুলি আনলাম। আর এই সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্‌কে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা কি কারনে আমি বলেছি এবং সেই

সঙ্গে আমাদের আনিত কাট-মোশান গুলিকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আমি অর্থ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে কাট-মোশানগুলিকে উনি সমর্থন করুন। এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা আপনি ১০ মিনিট নিলেন, ২ মিনিটে জায়গায়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার আমি দুঃখিত। আমি দুঃখিত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, সর্ব্ব প্রথমে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাট মোশানের বিরোধীতা করছি। এবং যে সাবলিমেন্টারী গ্রেণ্ডস্ এর জন্য ডিমান্ড আমি প্লেইস করেছি তাকে সমর্থন করে এবং সেটা যাতে এই হাউজে পাশ হয় সেই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার আমার এই ডিমান্ডের মধ্যে সব শুধ্য ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা রয়েছে। স্যার, আমরা বামফ্রন্ট জনগনের জন্য যে টাকা আমরা সেই টাকা বরাবরই জনগনের জন্য খরচ করেছি এবং এবারও যখন সরকারে আসি, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি যে প্রত্যেকটি টাকা জনগনের জন্য খরচ করব এটাতে আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। একটা পরিচ্ছন্ন সরকার আমরা চালাচ্ছি। জনগনের সঙ্গে প্রতারনা আমরা করিনা। অপচয়ের কোন প্রশ্নই নেই। এবং সারেণ্ডার করারও কোন প্রশ্ন নেই। আমাদের যে প্লেন এলোকেশ্যান সেখানে সারেণ্ডার কোন প্রশ্ন নেই। আমাদের প্ল্যান এলোক্যাশন সেখানে সারেণ্ডার করার কোন প্রশ্ন নেই। এখানে ডিমাণ্ড নম্বার —৬ এ মাননীয় সদস্য জমাতিয়া বলেছিলন—সেই ব্যাপারে আমি বলব সেটি রিলিফের টাকা সেই কারনে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ফাণ্ডে আমরা ৫ লক্ষ টাকা আমরা রেখেছি। অন্ধ্র প্রদেশে যখন সাক্সেসিভ ডিসট্রাক্টিভ ফ্লাড হচ্ছিল এবং প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল তখন আমরা এখান থেকে কিছু টাকা পাঠিয়েছি এবং অতিতে আমাদের রাজ্যে যখন ঐ রকম ফ্লাণ্ড হয়েছে বা খরা হয়েছে আমরাও বাহির রাজ্য থেকে সেই রকম সাহায্য পেয়েছি। স্যার, এই প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে ওরা বলেছেন কুটনাবাড়ীর কথা, জিরানিয়ার কথা, কল্যাণপুরের কথা। খোয়াই এর ঘটনার পরেই আমরা ইতিমধ্যেই ৪৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি দিয়েছি। এবং তার জন্য যত টাকা লাগে আমরা খরচ করব। এবং এটা সবাই জানেন কুটনা বাড়ীর ঘরবাড়ী পুরা যাওয়ার পরে সেখানে যার যার জায়গায় বাড়ী ঘর তৈরী করে সেখানে যার ঘরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। এবং প্রতিটি জায়গায় একেই প্রক্রিয়া চলছে এতএব রিলিফের জন্য কোন টাকা অভাব হয় নাই এবং হবে না। মাননীয় বিরোধী দল নেতা সেইদিন যে হিসাব দিয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না। আমার কাছেও একটি হিসাব আছে।

১৯৮৮-৮৯ এ জোট সরকারের সেভিংস হয়েছিল ৭০,৯৮ কোটি টাকা, সি. আই, ডি. রিপোর্টের পেশ নং ১৬ ধারা ২২৫০৩। ১৯৯১ এ ওদের সেভিংস ছিল ৮৯.০০ কোটি টাকা পেরা-২,২০২ ১৯৯২-৯৩ তে এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন ২১৫,০০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা পেশ নং ৯, পেরা-২.২.১। স্যার, আমরা যখন বাজেট করি আমাদের নিজস্ব খুব হলে ১০০ কোটি টাকা। মূলত আমরা সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীম থেকে পাই। ট্যাক্সের অনুকূলে যে টাকা আমরা পাই সেন্ট্রাল স্পনারসর স্কীম, নেগোসিয়েটেড লোন, একসট্রা ইন্টার রিলেটেড প্রজেক্ট, এন, ই, সি টাকা, স্মল সেভিংস তাছাড়া বাজেটে অন্যান্য যেগুলি থাকে এই সমস্ত মিলে আমাদের বাজেট স্থির করা হয়। এবং এই বাজেটে ভারত সরকার তাদের সেন্ট্রাল স্পনসার স্কীমে কত টাকা দিবে সেটি আমাদের জানা থাকে না। বছর যখন শেষ হয় তখন হিসাব করে দেখা হয়। স্যার, সেন্ট্রাল প্ল্যান অ্যাকসপেণ্ডিচার কমেও যায়। তাছাড়া সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীমে কমেও যায়। আবার কিছু কিছু স্কীমে লাষ্ট মোমেন্টে এসেও যায়। কাজেই সি, এ, জি, রিপোর্টে যেটা থাকে তাতে কি হয়? বাজেটে ধরা আছে কিন্তু রিসিপটে টাকা নেই। রিসিপটে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এসেছে কিন্তু যখন অডিটে গেল তখন বলল, এইত রিসিপট সাইটে টাকা। আমাদের অফিসার যারা মীট করেন তখন তারা এটা বুঝানোর চেষ্টা করেন, এটা অ্যাকচুয়েলি রিসিপ্ট সাইট নয়। আমরা একটু বেশী করে বাজেট ধরেছি। আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা পাব এইভেবে এটা বড় করে ধরেছি। এবং দেখা যায়, আনস্পেন্ট। এটা শুধু বইয়ের মধ্যে। এটাকেই সারেণ্ডার বলা হচ্ছে সি, এ; জি. এটা মেনে নিয়েছেন। আমাদের সরকার, জোট সরকার বলে কথা নয়। স্যার, অ্যাকচুয়েলি রিসিপ্ট সাইট কম। স্যার, উনিত একটি হিসাব দিলেন আমি এখানে বইটি নিয়ে আসিনি। পরে দেখে নেব। ১৯৭২ সাল পূর্ণ রাজ্য পেল ত্রিপুরা তারপর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত ১৬ বৎসরে ২৪২ কোটি টাকা আসল। আপনারা যখন চলে যান, তখন ৬১০ কোটি টাকা ঋণের বোঝা রেখে যান যা আমরা দিয়েছি। আমি খবর দেব।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— গট আপ ষ্টেটমেন্ট

গট আপ স্টেটমেন্ট ? আমাদের ঋণের মধ্যে ডুবিয়ে গেছেন। কোথাও কাজ করেনি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কাজ না হলে ধরুন আমি এখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্টেটমেন্ট পড়েছি। আপনি অস্বীকার করুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী):— আমাকে ডিষ্টার্বড করছেন। আপনি ত দুইবার বলেছেন. আমি একবারও বাধা দিই নি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— ঠিক আছে বলে যান। উত্তেজিত হবেন না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, উনারা চাকুরী দিয়েছেন। প্রায় ৩০ হাজার লোক ঢুকিয়েছেন। আমরা বর্তমান চীফ্ সেক্রেটারী তুলসী দাসকে দিয়ে একটি এনকোয়ারী করিয়েছিলাম। ইনকোয়ারী রিপোর্ট ৭ হাজার ছাড়া ২৩ হাজারই ইরেগুলার সেই সম্পর্কে আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে (বিরোধী দল নেতাকে) বলেছিলাম আমার সেক্রেটারীতে আসুন, আমি দেখিয়ে দেব, সন্তোষবাবুর রিমোর্য়েন্ট ফাইলে রয়ে গেছে। এইগুলি ডকুমেন্টগুলি সরকারের ঘরে আছে। স্যার; বাজেটে টাকা ধরলেও অনেক সময় আমাদের অসুবিধা হয়ে যায়। যেমন এই বার আমরা মাইনর ইরিগেশানের ব্যাপারে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রনববাবুর সাথে দেখা করে ২৬ কোটি টাকার একটা প্রজেকট্ সাবমিট করেছিলাম। তারপর তিনবার সাধনা সাধনি আমি উনার সাথে দেখা করেছি ফোনেও কথা বলেছি। উনার সাথে মিসবাসের সময় আমার সাথে একজন মন্ত্রীও ছিলেন। প্রনববাবু এস্থাব করেছিলেন, কিন্তু টাকা আমরা পাই নি। এই বার নুতন সরকার আসার পর আমরা আশা করেছিলাম আমাদের পুরানো সাবমিটেড প্রজেকট' -এ ২৬ কোটি টাকা পেয়ে যাব। কিন্তু এই ২৬ কোটি টাকার মধ্যে কারেন্ট ইয়ারে ৫ কোটি টাকা পেয়েছি। আর বাকী ২১ কোটি টাকা তো বিসিট সাইডে আসবে না। দেখিয়েছি কিন্তু পাই নি। যেমন ই, এ, পির জন্য কারেন্ট ইয়ারে আরও ১৫ কোটি টাকা দেখিয়েছি। ওয়ালর্ড ব্যাংক থেকে টাকা পয়সা আনা যায় কিনা, সেন্ট্রালের কাছে ৭০ কোটি টাকার প্রজেক্ট সাবমিট করেছি। কিছু টাকা পাব বলে রেখেছি সেটাতো গতবারও রেখেছিলাম, কিন্তু পাই নি। এই যে টাকাগুলি ধরা হয় কাগজে পত্রে একচুয়েল রিসিট সাইডে সেগুলি আসে না। সেটা সেভিংস হিসাবে সেখানেও দেখে। এই সমস্ত ব্যাপার রয়েছে। একচুয়েলী গত বছর প্লান সাইডে আমাদের ২৮৪ কোটি টাকা ছিল এবং আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য আরও ১০ কোটি ছিল। যে টাকা আমাদের হাতে আসে প্ল্যান সাইডে সমস্ত টাকা আমরা খরচ করি। সেন্ট্রাল স্পনসড স্কীমে যদি ইন টাইম টাকা আমাদের হাতে আসে সব টাকা আমরা খরচ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কতগুলি বটলনেক আছে, যেমন-লাস্ট মোমেন্টে টাকা আসে। গতবার ও পাবলিক হেল্থ-এ মোটা টাকা এসেছিল, তার আগের বারও এসেছিল লাস্ট মোমেন্টে টাকা আসলে সেগুলি খরচ করা যায় না। বাজেট করার সময় আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল ৪৭.৪৩ যেটা সমীরবাবু উল্লেখ করেছিলেন, কুখিয়ার জন্য টাকা এসেছিল। লাস্ট মোমেন্টে টাকা এসেছে। সি, এস, স্কীমে কিছু টাকা ছিল যেটা আমরা ওপেনিং ব্যালেন্সে দেখিয়েছি। কাজেই এই ভাবে বললে তো হবে না। সমীরবাবু কি স্বীকার করে নেবেন যে ১৯৯২-৯৩ ইং সালে ২১৫ কোটি টাকা তাঁরা কেন সারেণ্ডার করেছিলেন? এ রকম হয়ে থাকে, বাজেটে ধরা থাকে কতগুলি এ্যাকসপেকটেশানে, সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীমে, মার্কেট বোরোয়িং—এ টাকা অবশ্য

পাওয়া যায়। কিন্তু নেগোশিয়েটেড লোন এবং অন্যান্য যে সমস্ত লোন থাকে এগুলি ধরা থাকে কিন্তু পাওয়া যায় না। যাইহোক, আমার ডিমান্ডগুলি যা এখানে উপস্থিত করেছি, আমাদের যে বিষয়গুলি আছে তার মধ্যে পাওয়ারে ৩ কোটি টাকা ধরেছি, জুডিশীয়ারীতে অফিসারদের বাড়ীঘর করে দেবার জন্য টাকা ধরেছি, হেলথ- এ টাকা ধরেছি। হেলথের জন্য টাকা ধরেছি, নিউট্রিশ্যান প্রোগ্রামের জন্য ৩ কোটি নিয়েছি বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য, রুরাল হাউসিং স্কীম-এর জন্য টাকা ধরা হয়েছে, চাকমা রিফিউজীদের জন্য টাকা ধরা হয়েছে, জুট মিলের জন্য টাকা ধরা হয়েছে, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য টাকা ধরা হয়েছে, রুরাল কমিউনিকেশ্যানের জন্য টাকা ধরা হয়েছে এলোমেনটারি এডুকেশ্যানের জন্য টাকা আছে এবং পে কমিশনের জন্য আমরা রেখেছি এই সমস্ত ধরে আমরা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এখানে উপস্থিত করেছি। এটা নরম্যাল প্রসিডিওরে সব জায়গাতে হয়, সেন্ট্রালেও হয়, রাজ্যগুলিতেও হয়। শুধু আন ফরসীন টাকা এসে গেল তার জন্য না এডজাষ্টমেন্ট লাগবে। এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড কোন জায়গায় বেশী খরচ হয়ে যায়, কোন জায়গায় আবার একটু অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয় রেভিনিউ সাইডে এখান থেকে টাকা নিয়ে যেতে হয়। কাজেই এই রিভাইজড্ প্রত্যেক গভর্ণমেন্টের আছে, আমাদেরও আছে। কাজেই এই যে এ্যাকসেস্ মানি যেগুলি আমরা ইদানিংকালে পেয়েছি বিশেষ করে এইগুলি জনগণের স্বার্থে সব টাকা খরচ হবে। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। ওদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তাঁরা গভর্ণমেন্টের সমালোচনা নিঃশ্চই করবেন দুর্বলতা থাকলে সমালোচনা করবেন। এটা তো সেই জায়গা আমাদের দুর্ব্বলতা যেখানে থাকবে আমরা সেগুলি সংশোধনের চেষ্টা করব। কিন্তু পাবলিক ইন্টারেষ্টে এই সমস্ত কাজ সেগুলির বিরোধিতা করার তো কোন যুক্তি সঙ্গত কারন নেই। আর ওরা এটা দেখাতে পারবেন না, আমরা এটা তর্ক করেই বলতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকার টাকা নিয়ে নয়-ছয় করেছে বা অন্য কোন রকম দুর্নীতি করেছে এটা আমাদের যে মহাশত্রু গত ১০ বছরেও পারে নি এখনও বলতে পারবে না। কাজেই আমি আশা করি মত পার্থক্য সব কিছু থাকা সত্বেও তাঁরা (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) তাদের কাট মোশান তুলে নেবেন এবং এই এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশা করেছিলাম যে মাননীয় হাউসের যিনি নেতা উনি আমাদের কাট মোশানের সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন যাতে আমরা সমর্থন করতে পারি। উনি সমর্থন না করায় আমরা বিরোধিতা করে হাউস থেকে ওয়াক-আউট করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৬-৯৭সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। আমি এখন ১৯৯৬—৯৭ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব থাকে অবশ্য যারা এই ছাটাই প্রস্তাবগুলি এনেছেন তাঁরা দেখছি এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই এইগুলিতে সেখানে আমার মনে হয় ভোট হওয়ার কোন যুক্তিকতা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী)ঃ— না, স্যার এটা তো ভোট এটা করতেই হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা ভোট হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—(মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এইটা হল বিস্ময়জনক যে, তারা ছাটাই প্রস্তাব এনে ছাটাই প্রস্তাবে তারা ভোটে জিতবেন এটা আগেই বুঝতে পেরেছেন, তারা বুঝতে পেরেছেন যে তাদের ছাটাই প্রস্তাবগুলি অবান্তর ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—[উপ মুখ্যমন্ত্রী] :— স্যার, ওরা যখন অন্য ডিসকাশন হচ্ছে তখন আসছে না, শুধু পারটিকুলার একটা পিরিয়ডের সময় আসে আবার চলে যায়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—(মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এইটা রেকর্ড হয়ে থাকা দরকার যে তারা ভোটে দেওয়ার জন্য ছাটাই প্রস্তাব মোভ করলেন, কিন্তু ভোটের সময় তারা কেউ উপস্থিত থাকলেন না, চলে গেলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত মূল ডিমাণ্ডটি ভোটে দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No—1 to vote. The question before the House is the Demand No.-1 moved by the Hon'ble Dy Chief Minister that further a sum not exceedingof Rs. 60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :—

2011–Parliament, State/Union Territitories Legislature. Rs. 60,000/–

(The Demand was passed by the House.)

Now, the question before the House is the Cut Motion (s) on the

Demand No.-3 moved by Shri Rati Mohan Jamatia 3-2013 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

"Failure to control & wasteful expenditure on discretionary grants by the Chief Minister."

(Motion was Lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No.-3 to vote. The question before the House is the Demand No.-3 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister that further a sum not exceeding Rs. 5,00,000/— be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads :—

2013—Council of Ministers. Rs. 5,00,000.

(The Demand was passed by the House.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No- 5 to vote. The question before the House is the Demand No.-5 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister. that further a sum not exceeding Rs. 84,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :—

4070-Capital Outlay on other Administrative Services. Rs. 84,00,000/-

(The Demand was Passed by the House)

Mr Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion

on the Demand No. 22 moved by Sri Dilip Chowdhury, 22-2235 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to provide better accommodation to medical facilities to the Chakma Refugees.

(Motion was Lost)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 22 to vote .The question before the House is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Dy, Chief Minister, that further a sum not exceeding Rs. 5,58,08,000/ - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.-22 under the following major Heads :-

2235-Social security and welfare. Rs 5,58,08,000/-

(The Demand was passed by the House)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 6 to vote . The question before the house is the Demand No. 6 moved by the Honourable Minister charge of the Revenue Department that further a sum not exceeding Rs.50,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand under the followiug Major Head :—

2506—Land Reforms. Rs. 50,00,000

(The Demand Was Passed By Voice Vote)

Mr. SPeaker : Now, the question before the House is the Cut Motion(S) on the Demand No. 10 moved by-

1) Shri Rati mohan Jamatia on Demand No. 10 Major Head- 2055

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & climinate wasteful expenditure on T.S. Bn, - IV & I R, Bn."

2) Shri Ashok Deb Barma on Demand No. 10 major Head 2055 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effeeted on the particular matter viz :—

"Failure to control climinate wasteful cxpenditure on effective deployment of Forces."

(The two cut motions were put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 10 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 10 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Home Department-that further a sum not exceeding Rs. 4,33,11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :—

2055— Police	Rs.	4,32,20000/-
2070— Other Administrative Services.	Rs.	91,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 17 to Vote

The question before the House is the Demand No. 17 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Tourism Department —

That further a sum not exceeding Rs. 25,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

3452—Tourism Rs. 25,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 20 to vote. The question before the House is the Demand No. 20 moved by the Honour-able Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department-that further a sum not exceeding Rs. 5,88,49,000/- be granted to defray the charges which will come in course payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :

2403— Animal Husbandry	Rs,	12,02,000/-
2406— Forestry & Wildlife	Rs.	4,00,000/-
2415—Capital outlay on water Supply and Sanitaton,	Rs-	1,54,27,000/-
4216— Capital outlay on Housing	Rs.	3,78,00,000/-
4515— Capital outlay on other H D. Programme	Rs.	40,20,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am Putting the Demand . 39 to vote,

The question before the House is the Demand No. 39 Moved by the Honourable Minister- in- charge of the education Department that further a sum not exceeding Rs. 1,80,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.39 under the following Major Heads :—

2202- General Education.	Rs, 24,00,000/-
2203- Technical Education.	Rs. 6,00,000/-

4202- Capital Outlay on Education
Sports, Art & Culture. Rs. 1,50,00,000

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr, Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 40 to vote. The question before the House is the Demand No.40 moved by the Hon'ble Minister.-in-charge of Education Department that further a sum not exceeding Rs. 3,00,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No 40 under the following Major Heads :—

2202— General Education Rs. 3 00,00,000,/ -

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr, Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 15 moved by Sri Dilip Choudhuri "That the amount of the Demaed be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to expenditure to Medium Irrigation of Project of Gumati & Manu respectively."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No, 15 to vote. The question before the House is the Demand No. 15 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the M I.F.C. Department that a sum not exceeding Rs. 4,87,00,000/- be granted to defray the charges which will come in curse of payment duridg the year ending on the 31st March 1997 in

respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—
4701—Capital outlay on Major and medium Irrigation. Rs. 4,87,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Then, Demand No. 19. There three Cut Motion on demand. I put all the three cut motions to vote first and then the demand.

The question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 19 move by Shri Rati Mohan Jamatia "That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grivence that Need to provide water supply schemes at Duluma & Paharpur & Bawanbari of Udaipur, Kakrichara & Bachaibari East of Khowai etc. immediately."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— The questiou before the House is the Cut Motion on the Demand No. 19 movee by Shri Ashok Deb Barma" That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to construct village roads Charilam Bazar to Ramnagar village and Sutarmora to Ramnagar under Bishalghar and Pabirta Rambari, Noabari to Darjeelingbari at Udaipur."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : The question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 19 moved by Shri Rati Mohan jamatia" That the amount of the Demand by reduced Rs. 100/- to Ventilate the Specific grievance that Need to regularise special Nutrition Programme all over the State',

(The Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 19 to vote. The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department that a sum not exceeding Rs. 12,06,23,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.-19 under the following major Heads :-

2236-Nutrition	Rs. 2,00,00,000/-
2407- Plantation	Rs. 25,00,000/-
24o3- Animal Husbandry	Rs. 16,29,000/-
24o6—Forestry aud wildlife	Rs. 16.00,000/-
4215—Capital outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs. 3,69,22,000/-
4216- Capital outlay on Housing	Rs 4,74,37,000/-
4515- Capital outlay on Rural Development programme	Rs, 70,35,000/-
2225- Welfare of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes.	Rs. 35,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 6 to Vote. The question before the House is the Demand No. 6 move by Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that a sum not exceeding Rs. 44,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.6 under the following Major Heads :

2053—District Administration.	Rs. 6,00,000/-
2235- Social security and welfare.	Rs. 20,00,000/-

2245—Relief on Account of
Natural Calamities. Rs. 10,00,000/-
4070—Capital Outlay on Other
Administrative Services. Rs. 8,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, Demand No. 14. There is one Cut motion on this Demand. The question before the House is that Cut Motion moved by the Hon,ble member Sri Ashok DebBarma, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

" Failure to control wasteful expenditure on Transmission & distriution of power ".

(The Motion was put to voice vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 14 to vote. The question before the House is the Demand No. 14 moved by the Minister-in-charge of the power Department that further a sum not exceeding Rs.3,00,00,000/- be granted to defray the charged which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :-

4801— Capital outlay on Power Project, Rs. 3,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am Putting the Demand No, 29 to vote, The question before the Honse is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Minister-in-

charge of the Animal Husbandry Department that a sum not exceeding Rs. 21,69,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No 29 under the following Major Heads :—

2403- Animal Husbandry. Rs. 21,69,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No, 36 to vote. The question before the House is the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Minister- in-charge of the Jail Department that a sum not exceeding Rs. 13,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 on respect of Demand No.36 under the following Major Heads :—

2056- Jail. Rs. 13,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 9 to vote. The question before the House is the Demand No. 9 moved by the Hon'ble minister-in-charge of the Statistics Department that a sum not exceeding Rs. 10,000/– be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 March, 1997 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :—

3454—Census, Survey and Statistics. Rs 10,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 21 to vote. The question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Department that a sum not exceeding

Rs. 38,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :

3456–Civil Supplies. Rs, 7,00,000/-

4408- Capital outlay on Food Storage and warehousing. Rs. 31,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 30 to Vote. The question before the House is the Demand No. 30 move by Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department that a sum not exceeding Rs. 55,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 30 under the following major Heads :–

2406- Forestry aud wildlife. Rs. 30,00,000/-

5465 – Investment in General Financial and Trading Institution. Rs. 25,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 11 to vote. The question before the House is the Demand No. 11 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department that a sum not exceeding Rs. 40,00,000/- pe granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :—

3075 Other Transport Services Rs. 10,00,000/-

5055— Capital outlay on Road Transport. Rs. 30,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 25 to vote. The question before the House is the Demand No 25 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department that a sum not exceeding Rs. 75,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

2851- Village and Small Industires.	Rs. 5,00,000/-
4425— Capital Outlay on Co-operation.	Rs. 20,00,000/-
5465— Investment in General Financial Trading Institute .	Rs. 50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker:— Now, I am Putting the Demand No. 41 to vote. The question before the House is the Demand No. 41 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the social welfare Depertment that a sum not exceeding Rs. 1,00,00,000- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.41 under the following Major Head :—

2236- Nutrition	Rs, 1,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 42 to vote. The question before the House is the Demand No. 42 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the sports & welfare Department that a sum not exceeding Rs. 50,00,000/- be granted to defray the charges which will

in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.42 under the following Major Heads :—

2204- Sports & youth Services.	Rs.	10,00,000/-
4202- Capital outlay on Education Sports, Arts & Culture	Rs.	40,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 26 to vote. The question before the House is the Demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Fishery Department that a sum not exceeding Rs. 50,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No 26 under the following Major Head. :—

2405- Fisheries	Rs.	50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 24 to vote. The question berfore the House is the Demand No. 24 moved by the Hon'ble Minister-in--charge of the Industry Department that a sum not exceeding Rs. 1,40,00,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2851- Village and Small Industires.	Rs.	70,00,000/-
4860- Capital outlay on comsumer Industires.	Rs.	50,00,000/-
5455- Investment in General Financial and Trading Institute.	Rs:	20,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No 28 to vote. The question before the House is the Demand No. 28 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department that a sum not exceeding Rs. 30,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No 28 under the following major Head :

2401—Crop. Husbandry. Rs. 30,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 31 to vote. The question before the House is the Demand No. 31 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department that a sum not exceeding Rs 6,88,59000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :—

2505—Rural Employment. Rs. 25,00,000/

4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation. Rs. 2,26,51,000/-

4216—Capital Outlay on Housing. Rs. 3,47,63,000

4515—Capital Outlay on Other Rural Development Programme. Rs 89,45,000/-

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Now, the Demand No 16. There are two Cut Motions on this Demand. Now, the question before the House is the Cut Motion on the demand Major Head moved by the Hon'ble Member Shri Ratmohna

Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to supply more Medicines to the P.H.E.'s of Ampinagar, Killa Chhamanu, Atharabla, Nutun Bazar etc.

And Further

Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 16 Major Head–4210.

That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance that :—

'Need to provide more Ambulance to the Rural P.H.E.'s".

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 16 to vote. The question before the House is the Demand No. 16 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department that a sum not exceeding Rs. 1,50,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1997 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

2210—Medical and Public Health Rs. 1,35,00,000/-

4210—Capital Outlay on Medical and Public Health, Rs, 15,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 35 to vote The question before the House is the Demand No, 35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department that a sum not

exceeding Rs. 2,32,45,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1997 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2217—Urban Development Rs. 46,45,000/-
4216—Capital Outlay on Housing Rs. 86,00,000-/

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr, Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion on the demand No. 12 Major Head 4425 moved by the Hon'ble Mamber Shri Dilip Choudhury That the amount of the Demand the reduced by Rs. 500/- to represent the economic that can be effected on the particulars matter viz :—

"Failure to control & climinate wasteful ex-penditure on LAMPS & PASSED,

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr, Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 12 to vote. The question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department that a sum not exceeding Rs. 1.02'00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :—

4425—Capital Outlay on Co-operation. Rs.50,00,000/-
6125—Loans for Co-operation Rs. 52,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

GOVERNMENT BILL-Introduced

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 3 of 1997)". উত্থাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবিদ্যাধর মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997 (Tripura Bil No. 3 of 1997)". এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এই সভা আগামী ২৭,২,৯৭ ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A

Admitted starred Question No ঃ— 118

Name of M L.A. Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে ডি, বি, ফার্মা, ও এম,ফার্মা পাশ করা বেকার সংখ্যা কত,

২) রাজ্যে ড্রাগ ইনস্পেকটর অথবা সমপর্যায়ের পদ খালি আছে কি (যদের নামসহ খালি পদের সংখ্যা)

ANSWER

১) রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত Regional Pharmacy Institute থেকে ডি,ফার্মা, কোর্স পাশ করেছেন এবং সরকারী চাকুরী পাননি এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৭৪। বি ফার্মা, ৪ বছরের কোর্স। স্বাস্থ্য দপ্তর ১৯৯২-৯৩ বৎসর থেকে এ কোর্সে ছাত্রছাত্রী পাঠাচ্ছে। এ পর্যন্ত যাদেরকে এই কোর্সে পড়ার জন্য পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে ১ জন এর কোর্স শেষ হওয়ার কথা। যদিও সে পাশ করেছে কিনা এরকম কোন তথ্য দপ্তরকে দেয়নি। এম, ফার্মা, কোর্সে যাদেরকে পড়ার জন্য পাঠানো হয়েছে সবাই চাকুরীরত প্রার্থী (in-service candidate)

২) Tripura state civil services Revised rules, 1998 অনুসারে Drugs Inspector পদের Inspecting officer (Drugs) হিসাবে নূতন নামাকরন করা হয়েছে। বর্তমানে Inspecting pay

officer [Drugs এর ১টি শূন্য পদ আছে যাহা তপশিলী উপজাতি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত । উক্ত পদের একজন তপশিলী উপজাতি প্রার্থীকে চাকুরী দেওয়ার জন্য সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে ।

Admitted Starred Question No :— 211

Name Of M. L. A. :— Sri Hasmai Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) কমলপুর মহকুমার কুলাই হাসপাতালে রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য কি কি ব্যবস্থা চালু আছে ও পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং উক্ত হাসপাতালে কয়টি শয্যা আছে ?

২) কুলাই হাসপাতালে কতটি সরকারী এম্বুল্যান্স আছে তাহার হিসাব ?

৩) উক্ত হাসপাতালে সরকারী গাড়ী ও এম্বুল্যান্স না থাকিলে তাহার কারন কি ।

ANSWER

১) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সুচিকিৎসার জন্য যে সমস্ত সুযোগসুবিধা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থাই কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আছে । কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫ জন চিকিৎসক আছে যাহা খুব কম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই আছে । বর্তমানে কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নতুন কোন ব্যবস্থা সংযোজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি । কুলাই প্রাথমিফ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ১০ ।

২) কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১টি এ্যাম্বুলেন্স আছে ।

৩) প্রশ্ন আসে না ।

Admitted Started Question No : 238

Name Of M. L. A. Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'bie Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যধি হেপ টাইটিস বি পজেটিভ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে,

২) সত্য হলে ত্রিপুরায় এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কত,

৩) এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক Engerex 'B" ভেকসিনের মূল্য অত্যাধিক হওয়ায় সরকারী হাসপাতালগুলি থেকে বিনামূল্যে এই প্রতিষেধক দেওয়ার কর্মসূচী বর্তমান রাজ্য সরকার মানবিক

দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহন করবেন কি ,

৪) বিনামূল্যে দেওয়া হলে কবে থেকে সেটা কার্যকরী হবে, এবং

৫) না হলে এর কারন কি ?

ANSWER

১) ইহা সত্য নয়।

২) ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ২০, ৪৩ এবং৩৯।

৩) এই ভ্যাকসিনের মূল্য অত্যাধিক হওয়ার দরুন ইচ্ছা থাকা সত্বেও সরকারী হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে এই প্রতিষেধক দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহন করা সম্ভব হবে না। তবে যে সমস্ত কর্মী রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংক ও প্যাথলজিতে নিযুক্ত তাদের মধ্যে যাতে এই রোগ সংক্রমিত না হতে পারে তারজন্য সেই সমস্ত কর্মীদেরকে এই প্রতিষেধক দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আছে।

৪) প্রশ্ন আসে না।

৫) এই ভ্যাকসিনটি অতিরিক্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সরকারের পক্ষে এই বিরাট অংকের অর্থ প্রতিষেধক খাতে খরচ করা সম্ভব হবে না ।

ANNEXURE—'B'

Admitten Un-starred Question No :— 29

Name of the Members :— 1) Shri Sudhan Das, M.L.A.

2) Shri Rati Mohan Jamatia M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Manpower planning and Employment Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার স্পেশাল ড্রাইভে কোন্ দপ্তরে কতজনকে চাকুরী দিয়েছে,
(দপ্তরভিত্তিক হিসাব)

২। কোন্ কোন্ দপ্তরে এখনও দেয়নি এবং এতে কত শূন্যপদ বিভিন্ন দপ্তরে রয়েছে ;
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Un-Starred Question No—30

Name of M. L. A. :— Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be please to state :—

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি হেলথ্ সাব সেন্টার আছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২) এর মধ্যে কয়টি হেলথ্ সাব সেন্টার চালু আছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) মোট কয়টি হেলথ্ সাব্সেন্টার আইন শৃঙ্খলাজনীত কারনে সারা রাজ্যে বন্ধ আছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট ৫৩৬ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল।

আগরতলা পুর এলাকা—	৬		জিরানীয়া—	৩৪
মোহনপুর	— ৪৩		বিশালগড়—	৬১
মেলাঘর	— ৩৭		খোয়াই —	৩৩
তেলিয়ামুড়া	— ৩০		সালেমা —	৩১
কুমারঘাট	— ৩৮		ছামনু —	১৯
পানিসাগর	— ৩৭		কাঞ্চনপুর —	৩১
মাতাবাড়ী	— ৩৯		রাজনগর —	২১
বগাফা	— ৩২		সাতচাঁদ —	২২
অমরপুর	— ১৭		ডম্বুরনগর—	৫

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No :— 33

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং পর্যন্ত কতজন বেসরকারি চাকুরী পেয়েছে, এবং তার মধ্যে কতজন উপজাতি ও অ-উপজাতি ?
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগৃহীতাধীন।

Admitted Un-starred Question No. 34

Name of the Members :— 1) Shri Rati Mohan Jamatia
2) Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং রাজ্যে বেকারের সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে কতজন উপজাতি ও কতজন অ-উপজাতি এবং
২) উক্ত বেকারের মধ্যে কতজন মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ, কতজন মাধ্যমিক, কতজন উচ্চ মাধ্যমিক, কতজন স্নাতক এবং কতজন স্নাতকোত্তর (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১) বর্তমানে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং রাজ্যে বেকারের সংখ্যা হল ১,৫১,৫৪১ জন। তন্মধ্যে উপজাতি ৩২,৫৯৪ জন অ-উপজাতি ২,১৮,৪৫১ জন।
২। উক্ত বেকারের মধ্যে মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ হল ১,৩১,৮৫৩ জন, মাধ্যমিক ৬৩,১৯১ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ২৬,৪৯১ জন, স্নাতক ২৪,৯৬৮ জন এবং স্নাতকোত্তর ৪,৫৬২ জন।

ANNEXURE—'C'

Admitted Un starred question No. 36

Name of M. L. A's ,— 1) Shri Amal Mallik. 2) Shri Mati Lal Saha. 3) Shri Rati Mohan Jamatia. 4) Shri Ratan Lal Nath. 5) Shri Dilip Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ১৫-৭-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য নিরাপত্তার অভাবে এবং নিরাপত্তা কর্মী রাখার কারণে কয়টি বিদ্যালয় বন্ধ অবস্থায় আছে, বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়গুলির এ, ডি, সি

এলাকা সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত উপজাতি ও অ-উপজাতির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত এবং কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন, (প্রতিটি বিদ্যালয়ের উপজাতি ও অউপজাতির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকার পৃথক পৃথক হিসাব)

৩) উক্ত বন্ধ বিদ্যালয়গুলি চালু করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে

৪) নিরাপত্তার কারনে বিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না অথচ প্রতিমাসে বেতন নিচ্ছেন এমন শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা কত।

৫) ১৯৯৫-৯৬ ইং শিক্ষাবর্ষে নিরাপত্তার অভাবে রাজ্যের কয়টি বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নাই ? (মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের নাম সহ হিসাব)

উত্তর

১) ১৫-৭-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের জন্য নিরাপত্তার অভাবে এবং নিরাপত্তা কর্মী রাখার কারণে মোট ৫৩টি স্কুল বন্ধ ছিল (মহকুমা ভিত্তিক স্কুলের তালিকা সঙ্গে দেওয়া গেল) :—

বন্ধ স্কুলগুলির তালিকা ঃ--

গণ্ডাছড়া মহকুমা ঃ

১। অমূল্যধন পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
২। বদনা ,, ,, ,, ,,
৩। ভগীরথ রোয়াজাপাড়া ,, ,,
৪। গুনরাজ চাকমা নিঃ বুঃ বিদ্যালয়
৫। চন্দ্র কুমার ,, ,, ,,
৬। মাঝিমনি সি, এস, পি ,, ,,
৭। কুপছড়া ,, ,, ,,
৮। নং ৮ ডাইক জমাতিয়া জে, বি,
৯। শুক্রাইছড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়
১০। বাটাবাড়ী ,, ,, ,,
১১। দবারাম আর সি, পি ,,
১২। ধনমাই আর পি ,,
১৩। পূর্ণজয় ,, ,, ,,
১৪। তর্জাকুমার ,, ,, ,,
১৫। পুষ্পরাম ,, ,, ,,

১৬। ডাঙ্গাবাড়ী আর পি বিদ্যালয়
১৭। বৃক্ষধর ,, ,, ,,
১৮। বৃক্ষজয় ,, ,, ,,
১৯। কৃষ্ণজয় " " ,,
২০। কল্লাইয়া ,, ,, ,,
২১। বনমাই নিঃ বুঃ বিদ্যালয়
২২। দুর্গাধনবাড়ী ,, ,, ,,
২৩। পক্ষনজয় ,, ,, ,,
২৪। কলাবাড়ী ,, " "
২৫। বাটাবাইবাড়ী " " ,,
২৬।
২৭। মানদাআলি নিঃ বুঃ বিদ্যালয়
২৮। পল্টন জয় ,, ,, "
২৯। তরময় ,, ,, ,,
৩০। সফিরাইবাড়ী ,, ,, ,,
৩১। গুমসিং আর পি ,, ,, ,,
৩২। গঙ্গানগর হাই স্কুল
৩৩। রতনপুর এস, বি, স্কুল।

খোয়াই মহকুমা ঃ—

১। পানবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২। হলুদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩। ভারত সর্দার পাড়া H. S. School
৪। হাউয়াইবাড়ী এস. বি.
৫। গৌরাঙ্গটিলা হাই স্কুল

সদর মহকুমা ঃ

১। দারগামুড়া হাইস্কুল।
২। চাঁনপুর হাইস্কুল
৩। রাধানগর হাইস্কুল
৪। মলয় সর্দার এস. বি. স্কুল
৫। কাম্বুকছড়া এস. বি. স্কুল

বিশালগড় ঃ—

১। সুখময় বি. এইচ, কলোনী জে বি স্কুল

লংথরাই ভ্যালি ঃ—

১। গকুল নগর কলোনী নং ২ জে, বি.
২। অভিমুন্ন কার্ব্বারী পাড়া ,, ,,
৩। গেতুয়া ,, ,, ,,
৪। জলচন্দ্র ,, ,,
৫। মেজেস্টার ,, ,, ,,
৬। কর্ণকুমার আর পি ,, ,,
৭। ডেংগাছড়া ,, ,,
৮। যোগেন্দ্র ,, ,, ,, ,,
৯। কালাটিলা ,, ,,

মোট— ৫৩ টি

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩১২১ জন এবং তার মধ্যে উপজাতির সংখ্যা ২৪০১ জন এবং অউপজাতির সংখ্যা ৭২০ জন। শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ১৪৭ জন। উপজাতি শিক্ষকের সংখ্যা ৫৪ জন এবং অউপজাতি শিক্ষকের সংখ্যা ৯৩ জন।

(তালিকা সঙ্গে দেওয়া গেল)

বন্ধ স্কুলগুলি পাঠরত উপজাতি ও অউপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং উপজাতি অউপজাতি শিক্ষক শিক্ষিকার পৃথক পৃথক হিসাব।

ক্রমিক নং	স্কুলের নাম	উপজাতি শিক্ষক শিক্ষিকা	অউপজাতি শিক্ষক শিক্ষিকা	উপজাতি ছাত্র/ছাত্রী	অউপজাতি ছাত্র/ছাত্রী
১	২	৩	৪	৫	৬
	গণ্ডাছড়া মহকুমা :				
১।	অমূল্যধন পাড়া নি: বু: বিদ্যালয়	—	—	—	—
২।	বদন্যপাড়া নিঃ বু: বিদ্যালয়	—	—	—	—
৩।	ভগীরথী রোয়াজা পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	—	—	—	—
৪।	গুনবাজ চাকমা নি: বুঃ বিদ্যালয়	৯	—	—	—
৫।	চন্দ্রকুমার নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	—	—	—	—
৬।	মাঝিমনি সি এস, পি ,, ,,	—	—	—	—
৭।	কুপছড়া " " ,,	১	—	৫৫	৫
৮	নং ৮ ডাইক জমাতিয়া জে, বি	১	—	১১৫	—
৯।	শুক্রাইছড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	—	—	—	—
১০।	বাটাবাড়ী ,, ,, ,,	—	—	—	—
১১।	দবারাম আর সি পি "	১	—	৩২	—
১২।	ধনমাই আর পি "	১	১	৩৭	—
১৩।	পূর্ণজয় ,, ,, "	২	—	৮০	—
১৪।	তর্জা কুমার ,, " "	—	১	৩৯	—
১৫।	পুস্পরাম ,, " "	১	১	৪৮	—
১৬।	ডাঙ্গাবাড়ী ,, ,, ,,	১	—	১৫	—
১৭।	বক্ষধর ,, ,, ,,	১	—	২৯	—
১৮।	বক্ষরাম ,, ,, ,,	১	—	৩১	—

১	২	৩	৪	৫	৬
১৯।	কৃষ্ণজয় নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১	—	৪১	—
২০।	কড়াইয়া ,, ,, ,,	১	—	৩৯	—
২১।	বনমাই নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	—	—	—	—
২২।	দুর্গাধন বাড়ী নিঃবুঃ বিদ্যালয়	১	—	৫৭	—
২৩।	পঞ্চনজয় নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১	—	১৮	—
২৪।	কলাবাড়ী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১	১	১৮	—
২৫।	বাটারাইবাড়ী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১	১	২৬	—
২৬।	রাইমারাই নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	—	১	৭৫	—
২৭।	গালদা আপি নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	২	—	৩	—
২৮।	পল্টন জয় নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	—	১	২০	—
২৯।	তরময় নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	—	—	—	—
৩০।	সফিরাইবাড়ী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১	—	৪৯	—
৩১।	গুমসিং আর পি নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	২	—	৩৫	—
৩২।	গঙ্গানগর হাই স্কুল	—	—	—	—
৩৩।	রতনপুর এস, বিঃ স্কুল	—	—	—	—
	খোয়াই মহকুমা :—				
১।	পানবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	—	—	—
২।	হলুদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	—	—	—
৩।	ভারত সর্দার পাড়া H.S.School	৫	৪	২৪৬	
৪।	হাউয়াই বাড়ী এস, বি স্কুল	১	৫	৫০	৭৫
৫।	গৌরাঙ্গটিলা হাইস্কুল	৫	৯	৭৭	২৩১
	সদর মহকুমা :—				
১।	দারগামুড়া হাই স্কুল	২	২৯	১৫১	—
২।	চাঁনপুর হাই স্কুল	৩	১৫	৩২৩	—
৩।	রাধানগর হাইস্কুল	৪	১৬	৪৩৩	—
৪।	মলয় সর্দার এস বি	৫	৫	৫৯	৪২৩
৫।	কাম্বুকছড়া এস, বি, স্কুল	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	লংথরাইভ্যালি ঃ— (ছৈলেংটা)				
১।	গকুল নগর কলোনী নং ২ জে বি	—	—	—	—
২।	অতিমুন্ন কার্ব্বারী পাড়া ,, ,,	—	—	—	—
৩।	গেতুয়া কার্ব্বেরী পাড়া ,, ,,	—	—	—	—
৪।	জলচন্দ্র ,, ,,	—	—	—	—
৫।	মেজেষ্টার ,, ,,	—	—	—	—
৬।	কর্জকুমার আর পি ,, ,,	—	—	—	—
৭।	ডেংগাছড়া ,, ,,	—	—	—	—
৮।	যোগেন্দ্র ,, ,,	—	—	—	—
৯।	কালাটিলা ,, ,,	—	—	—	—
	বিশালগড় ঃ				
১।	সুখময় বি. এইচ কলোনী জে বি স্কুল	—	—	—	—

৩। উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ ও নিরাপত্তাজনীত কারণে বন্ধ হওয়া স্কুলগুলি পুনরায় চালু করার জন্য প্রশাসনিক স্তরে ও স্থানীয় জনসাধারণের মাধ্যমে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। শুধু গণ্ডাছড়া এলাকায় কিছু স্কুল বসতি পরিবহনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে নিরাপত্তা রক্ষা রাখার কারণে যেসব স্কুল সাময়িক বন্ধ ছিল সেইগুলো এখন চালু আছে।

৪। ৮৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা।

৫। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে নিরাপত্তার অভাবে ৪৭টি বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নাই। [মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া গেল।

যে সকল স্কুলে ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নাই তার তালিকা ঃ—

গণ্ডাছড়া মহকুমা ঃ

১। অমূল্যধন পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
২। বদনা ,, ,, ,, ,,
৩। ভগীরথ রোয়াজাপাড়া ,, ,,
৪। গুনরাজ চাকমা নিঃ বুঃ বিদ্যালয়
৫। চন্দ্র কুমার ,, ,, ,,
৬। মাঝিমান সি, এস, পি ,, ,,

৭। কুপহড়া ,, ,, ,,

৮। নং ৮ ডাইক জ.তিয়া জে, বি,

৯। শুক্রাইছড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়

১০। বাটাবাড়ী ,, ,, ,,

১১। দবারাম আর সি, পি ,,

১২। ধনমাই আর পি ,,

১৩। পূর্নজয় ,, ,, ,,

১৪। তর্জাকুমার ,, ,, ,,

১৫। পুষ্পরাম ,, ,, ,,

১৬। ডাঙ্গাবাড়ী আর পি বিদ্যালয়

১৭। বৃক্ষধর ,, ,, ,,

১৮। বৃক্ষরাম ,, ,, ,,

১৯। কৃষ্ণজয় ,, ,, ,,

২০। কব্রাইয়া ,, ,, ,,

২১। বনমাই নিঃ বুঃ বিদ্যালয়

২২। দুর্গাধনবাড়ী ,, ,, ,,

২৩। পক্ষনজয় ,, ,, ,,

২৪। কলাবাড়ী ,, ,, ,,

২৫। বাটারাইবাড়ী ,, ,, ,,

২৬। রাইমারায় ,, ,, ,,

২৭। মালদাআলি নিঃ বুঃ বিদ্যালয়

২৮। পল্টন জয় ,, ,, ,,

২৯। তরময় ,, ,, ,,

৩০। সফিরাইবাড়ী ,, ,, ,,

৩১। গুমসিং আর পি ,, ,, ,,

৩২। গঙ্গানগর হাই স্কুল

৩৩। রতনপুর এস, বি, স্কুল।

খোয়াই মহকুমা ঃ—

১। পানবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়

২। হলুদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩। ভারত সর্দার পাড়া
H.S. School

বিশালগড় ঃ—

১। সুখময় বি. এইচ, কলোনী জে বি স্কুল

লংথরাই ভ্যালি ঃ—

(ছৈলাংটা)

১। গকুল নগর কলোনী নং ২ জে, বি,

২। অভিমুন্ন কার্বারী পাড়া ,, ,,

৩। গেন্দুয়া ,, ,, ,, ,,

৪। জলচন্দ্র ,, ,, ,,

৫। মেজেস্টার ,, ,, ,, ,,

৬। কর্জকুমার আর পি ,, ,,

৭। ডেংগাছড়া ,, ,,

৮। যোগেন্দ্র ,, ,, ,, ,,

৯। কালাটিলা ,, ,,

মোহনপুর ঃ—

১। কামুকছড়া এস. বি. স্কুল

মোট— ৪৭ টি

—: ● :—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

THURSDAY, THE 27TH FEBRUARY, 1997.

The Assembly met in the Assembly House. Agartala, at 11 A. M. on thursday, the 27th February. 1997.

PRESENT

Shri Jitendra Sarker, Speaker, in the Chair. The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 14 Ministers, and 35 Members.

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— স্যার, গতকালের (২৬, ২. ৯৭ ইং) "ত্রিপুরা দর্পণ" এবং "স্যন্দন পত্রিকায়", খবর বেরিয়েছে, আসাম রাইফেলসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে অত্যাচারের, অত্যাচারিত লোকজন পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। খোয়াই-এর পূর্ব চেবরীতে এই সব ঘটনা ঘটছে। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতি চাই।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন, আপনাদের একটি শর্ট ডিসকাশনের নোটিশ আছে। আর একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, আসাম রাইফেলসের ব্যাপারে। তবে এটা এডমিট করা যায়নি। তবে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন। ঐ ডিসকাশনের সময় যদি আলোচনা করতে চান, তাহলে আপনাদের টাইম দেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— না, না, এটা সিরিয়াস্ মেটার। ও, বি, সি - ভুক্ত লোকদের উপর ব্যাপক অত্যাচার হচ্ছে। সেই ব্যাপারে সরকার পক্ষের বিবৃতি দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার :— সেটা তো আপনারা আলোচনার সময় জানতে চাইলে সরকার থেকে উত্তর পাবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা : - পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। লীডার অব দি হাউস বিবৃতি এখনই দিন, নাহলে আলাদা সময় করে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আলাদা করে সময় নয়। শর্ট নোটিশ ডিসকাশনের সময়ই এক সঙ্গে আসাম রাইফেইস সম্পর্কে বলবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, এটা খুবই জরুরী ব্যাপার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আমি আপনাদের সময় দেব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা :— সময়ের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, এই রকম ভাবে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর আসাম রাইফেলসের অত্যাচার। আপনি কি ঘটনাটি দেখবেন না ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা আলোচনার সুযোগ পাবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আপনি একটি শর্ট নোটিশ অ্যাকসেপ্ট করেছেন আলোচনার জন্য। এটার উত্তরের সময়ই সমস্ত বিষয় বলব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আপনিত বলেছেন ঐ ডিস্‌কাশনের সময় আপনি এ ব্যাপারে বলার জন্য সময় দেবেন। এখনই বিবৃতি চান, এটাত হতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, ওরা ডিস্‌কাশনের সময় এটা নিয়ে আসুক। খবর নিতেও সময় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হয় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর নিয়ে জানাবেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি খবর নিয়ে দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আজকের হাউসে সুনির্দিষ্টভাবে লিষ্ট অব বিজনেসে একটি শর্ট নোটিস ডিস্‌কাশন আছে। সেই আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা হবে পত্র পত্রিকায় যা খুশী বেরুলেইত হবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আপনি লীডার অব দি হাউসের কথা শুনবেন না ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আগে বলতে দিন। কি মুশকিল। এভাবে হলে চলবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আগে বলতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** আমিত বলেছি, আজকে আলোচ্য বিষয়ে একটি শর্ট নোটিশ ডিস্‌কাশন আছে। তখনই সব আলোচনা করা যাবে। আমি এক কথায় বলছি, সব দিয়ে আলোচনা করব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী একই সঙ্গে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর) :— স্যার, আমি অ্যাকসেপ্ট করছি। প্রভাইডেড, ঐ শর্ট ডিউরেশনের যে আলোচনা তার সময় বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— আমিত বলেছি এটা আমি দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা স্পীকার দেখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্পীকারকেই বলেছি, আপনাকে নয়। এখানে উত্তর আমি আপনার কাছে চাইনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি বলছি, সময় দেব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— স্যার, আপনার কাছে জানতে চাই যে, আজকের বিজনেসে আমার আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩২কে ডিলিট করা হয়েছে। কেন এটাকে ডিলিট করা হলো ? এখানে আমি প্রশ্ন এনেছি "তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের নাম ও ঠিকানা সহ পূর্ণ বিবরণ।" কেন এটাকে ডিলিট করা হলো ?

মিঃ স্পীকার :— এ্যাট প্রেজেন্ট গভর্ণমেন্ট থেকে লেখা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, তাহলে ডিলিট করা হলো কেন ? গভর্ণমেন্ট তো বলবে পরবর্ত্তী সেশানে এটা উত্তর দেওয়া হবে। এটা কি করাপশানকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না ?

মিঃ স্পীকার :— না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কেন স্যার, এক এক উগ্রপন্থীর নামে ৫০ হাজার, কারোর নামে ২ লাখ, কারো নামে ৩ লাখ টাকা। এই তথ্যগুলি আমরা চাই। এটা ডিলিট করা হলো কেন ? ইনফরমেশান আণ্ডার কালেকশান এটা বলতে পারতেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, হাউস চল্ক এটা উনারা চান না। ওঁরা এখানে হৈ চৈ করছেন কেন ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন। এটা আইন মেনেই করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— স্যার, জনগণের সমস্যাগুলি তোলে না ধরার জন্যই এই সমস্ত কথাগুলি বিরোধী সদস্য মহোদয়রা বলছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি সরকার পক্ষকে বলছি আপনারা আমাকে হাউস চালাতে সাহায্যত করুন। আপনারা বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমরা এটা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— আমার চেম্বারে যাবেন। তারপর আমি বলে দেব কি কারণে এটা করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— আপনি হাউসে বলুন স্যার। এটা হাউসের ব্যাপার আপনার এখানে যাব কেন ? আপনি বলুন আমরা ভবিষ্যতে এই ইনফরমেশান পাব কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা বলতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কোন প্রশ্নটা আমি জানলে পরে বলতে পারি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩২ কে ডিলিট করা হলো কেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অনেক প্রশ্ন এডমিটেড হয় এসেম্বলীতে। এডমিটেড সেটা স্টার্ড হোক বা আনস্টার্ড হোক সরকার উত্তর দিতে বাধ্য। তথ্য যাতে সঠিক হয় তার জন্য দপ্তর সব সময় চেষ্টা করে। এটার ব্যাপারে কি হয়েছে এক্ষুনি আমি বলতে পারব না। নির্দিষ্ট ভাবে আমি খোঁজ খবর নেব এটার তথ্য যেন সঠিকভাবে আসে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— তাহলে আপনি ডিলিট করলেন কেন স্যার ? আপনার দিকে অঙ্গুলির নির্দেশ হচ্ছে। কিভাবে কি হয়েছে আমি জানি না। আপনার সেক্রেটারিয়েট এটা বাদ দিয়েছে স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ওয়ানস ইট ইজ এডমিটেড, হোয়েদার দ্য হাউস উইল গেট দ্য ইনফরমেশান অর নট ? আপনি সেটা বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান সবসময়েই আনসারেব্যল্।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— তাহলে ডিলিট হল কেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : এই ভাবে টাইম নষ্ট করা যায় না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—মিঃ স্পীকার স্যার, পি. এস হাউসে ঢুকল কি করে আপনি বলুন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : আপনি কোন আইনে ঢুকতে দিলেন আমরা জানতে চাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি বলছেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—পি. এস হাউসে ঢুকলো কি করে ? আপনি জানেন না স্যার ; আমরা জানতে চাই কোন আইনে ও ঢুকেছে ?

মিঃ স্পীকার : আমার পারমিশ্যানে ঢুকেছে ও।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—কোথায় পারমিশ্যান নিল ?

মিঃ স্পীকার :—আমার পি. এস. উনি। আমার পারমিশান নিয়ে উনি ঢুকেছেন।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ—লজ্জা থাকা উচিত)।

শ্রীসমর চৌধুরী :—(মন্ত্রী) আমরা আশা করব স্পীকার সম্বন্ধে এই ধরণের মন্তব্য যেন না হয়।

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক, মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মা (চড়িলাম) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশান নাম্বার ৭৭।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে কয়টি উগ্রবাদী সংস্থা সক্রিয় আছে এবং সংস্থাগুলির নাম কি কি ?

২। সব কয়টি উগ্রবাদী সংস্থা মিলিয়ে মোট উগ্রবাদীর সংস্থা কত হবে ?

(সংস্থাভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

উত্তর

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর- ৪,৯১১ জন বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংস্থার সদস্য রয়েছে।

সংস্থাগুলির নাম ও তাদের সশস্ত্র মিলিটেন্ট সদস্যদের সংখ্যা আনুমানিক নিম্নরূপ ঃ—

ক) এ. টি. টি. এফ

১]	অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এ. টি. টি. এফ)—	২০০/২২৫ জন।
২]	অল ত্রিপুরা ভলান্টিয়ারস ফোর্স (এ. টি. ভি. এফ)—	৪০/৫০ জন।
৩]	সোসেল ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এস. ডি. এফ-টি)—	৩০/৪০ জন।
৪]	ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইয়ুথ ফোর্স (টি. টি. ওয়াই. এফ)—	৬০/৭০ জন।
৫]	ত্রিপুরা ট্রাইবেল আর্মড ফোর্স (টি. টি. এ. এফ)—	১২/১৩ জন।
৬]	অল ত্রিপুরা ন্যাশনাল ফোর্স (এ. টি. এন এফ)—	২০/৩০ জন।
		মোট—৩৬৭/৪২৮ জন।

ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল সেংক্রোক্ ফোর্স (টি, এন, এল, এফ)—১০-১২ জন, ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল ফোর্স (টি, এন, এফ)—১৮-১৯ জন, ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল আর্মি—(টি, এন, এ)- ২৪-২৫ জন, ন্যাশন্যাল মিলিশিয়া ফোর্স—১৮-২০ জন, টি, আর, এ,—তাদের সবাই আত্মসমর্পণ করেছে-প্রায় ১৪৪ জন একটা গ্রুপে আরেকটা গ্রুপে ১৩ জন আত্মসমর্পণ করেছেন। তারপর ত্রিপুরা লায়নস্ ফোর্স ১০-১২ জন, ত্রিপুরা লায়নস্ ফোর্স টাইগারস্—২২-২৩ জন, ত্রিপুরা রাইফেলস পুলিশ—১০-১২ জন, সর্ব্বমোট প্রায় ৯১৮ জনের মত সুনির্দিষ্ট যারা মিলিটেন্ট সদস্য হিসেবে কাজ করছে বিভিন্ন গ্রুপে —মেইনলি টাইগারস ফোর্স এবং এম, এন, এল, এফ এবং তাদের সাকরেদ হিসেবে তাদের অ্যাসিস্ট করার জন্য বিভিন্ন গ্রুপে কাজ করছে টি, আর, এ, এর সমস্ত সদস্যরা আত্ম সমর্পণ করেছেন এবং তাদের সংস্থার অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। এবং তাদের যারা ওভারগ্রাউণ্ডে কাজ করছে তারাও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আণ্ডারটেকেন দিয়েছে।

আর এম, এন, এল, এফ এবং এ, টি, টি. এফ এর বেশ কিছু সংখ্যক ওভারগ্রাউণ্ডে উগ্রপন্থার রাজনৈতিক লোক রয়েছে যারা বিভিন্নভাবে তাদের সহায়তা সাহায্য করেন তাদের সংখ্যা হিসেব করা সম্ভব নয়।

শ্রীঅশোক দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেকগুলি উগ্রপন্থী দলের নাম বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন তাদের কিসের ভিত্তিতে উগ্রপন্থী দল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং উগ্রপন্থী হিসেবে গণ্য করার জন্য কোন ক্রাইটেরিয়া আছে কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, তাদের উগ্রপন্থী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কারণ তারা স্বাধীন ত্রিপুরা করার জন্য ঘোষণা করেছে। তাদের প্রত্যেকটি দলেরই নিজস্ব

কন্‌স্টিটিউশন রয়েছে, লিটারেচার তৈরী করেছে এবং এম, এন, এল, এফ এবং টাইগার ফোর্স এবং কিছু আগে টি, আর, এও ছিল-কিছুদিন আগে তারা ডিক্লেয়ারেশন দিয়েছে। তাদের বিভিন্ন সহায়ক এবং সাহায্যকারী গ্রুপ রয়েছে এবং চাঁদা কালেকশন করার জন্য এই সব উগ্রপন্থী দলগুলি যে নোটিশ দিয়েছে বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাতে তারা সুনির্দিষ্টভাবে সেই নোটিশে 'হোলি ল্যাণ্ড অব ত্রিপুরা' এবং সেই ল্যাণ্ডকে মুক্ত করার, সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করার জন্য নোটিশ দিয়েছে। এই সমস্ত বিবেচনা করে এই সব উগ্রপন্থী গ্রুপগুলিকে-এদের মধ্যে আবার দুইটি ভাগে রয়েছে-একদল সশস্ত্র-অস্ত্র হাতে নিয়ে-ডাইরেক্টলি সশস্ত্র অভিযান করছে। অপরদিকে কিছু গুভারগ্রাউণ্ডে লোক রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়-সেই লোক কোথাও কোথাও পরিবার, কোথাও ব্যক্তি-হিসেবে কাজ করছে-এবং এইভাবে উগ্রপন্থী দলগুলির কার্য্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

শ্রীঅশোক দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না-যে এই সব উগ্রপন্থী দলগুলিকে ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা সুনির্দিষ্টভাবে দুইটি উগ্রপন্থী দল এবং তাদের যে সাহায্যকারী যে সমস্ত ব্রাঞ্চ বা সংস্থা রয়েছে তাদের নিষিদ্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। বেশ কিছুদিন হয়ে গেলো এবং আমরা শুনেছি তাদের নিষিদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন কোন উগ্রপন্থী দলকে নিষিদ্ধ করার জন্য কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, টাইগারর্স ফোর্স, এ, টি, টি, এফ, এম, এন, এল, এফ এবং তাদের যারা যে সব গ্রুপ বা সংস্থা সাহায্য সহায়তা করছে তাদের সমস্ত গ্রুপগুলিকে নিষিদ্ধ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আপনার মাধ্যমে জানতে চাই-মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে অনেকগুলি উগ্রপন্থী সংস্থার নাম ঘোষণা করেছেন এবং এসেস্‌ করেছেন, সংখ্যাও বলতে পারছেন এবং দেখা গেল ভালভাবেই তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এখানে এই যে সংস্থার নামগুলি বলা হল, এই সংস্থাগুলি কোন কোন এলাকায় কোন কোন সংস্থা অপারেশন করছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে এই উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ আমরা

দেখতে পাই সেখানেই পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মাননীয় সদস্য আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন, শুধু তাই নয় মাননীয় সদস্য কখনও কখনও প্রেসেও ব্রীফ করে থাকেন যে, কোথায় কোথায় করছে, কোথায় কোথায় যাচ্ছে। আমি এই কথা সকলকে মুক্তভাবে অনুরোধ করেছি সংবাদপত্র এবং এম, এল, এ সকলকে কোথায় কোথায় কি অবস্থা আছে সেগুলি সম্পর্কে সরকারকে জানান, সরকার তার ব্যবস্থা নেবে।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) :—স্যার, প্রশ্নের উত্তর দিতে বলছি, আমি প্রশ্নের উত্তর চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেসব এলাকাগুলিকে আক্রান্ত বলি আমরা এই পিরিয়ডে খোয়াই অম্পি তৈদু জারুলবাছাই সেখানে গিয়ে আমরা দেখেছি, প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি কোন এলাকা থেকে উগ্রপন্থীরা এল, প্রত্যেকটি জায়গায় তারা খোয়াই বাদ দিয়ে ওরা বলেছে যে এলাকার লোক না বাহিরে থেকে এসেছে। তারপর আমরা প্রশ্ন করেছি, কোন বাহিরে থেকে কোন এলাকা থেকে ? উত্তরে তারা বলেছে দক্ষিণ দিক থেকে। স্যার, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আশ্চর্য্যের কথা এই দুইটা এলাকায় তৈদু ও জারুলবাছাইতে কোন মন্ত্রী বা কংগ্রেসের কোন নেতা একবার ঘুরে দেখলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন না তাদের।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই শুনেছেন, তৈদু ও জারুলবাছাইর লোকরা বলেছে যে, এলাকার লোক না, ওখান থেকে এসেছেন। স্যার, উগ্রপন্থীর কার্যাকলাপ কি একটা বাড়ী ঘর তৈরী করে সেখানে থাকেন নাকি তারা স্থায়ীভাবে ? তারা নির্দিষ্ট ভাবে থাকেন না, ঘুরে ফিরে থাকেন তারা। মাননীয় সদস্য যদি শুনে থাকেন তো সেটা তিনি নির্দিষ্ট একটা তারিখে নির্দিষ্ট একটা সময়ের খবর শুনেছেন। তারা মুভমেন্টে থাকে। মাননীয় সদস্য কি চান আজকে আমি এখানে সকাল বেলা কোথায় কোথায় ছিল সেগুলি এখানে বলি আর তারা সেখান থেকে সুযোগ গ্রহণ করে। পুলিশ তার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে পুলিশের তার নিজস্ব ব্যাপার কিছু সিক্রেট থাকে এবং তা তাদের মেনটেইন করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) : —মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩২।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩২।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বছরে ধানের মোট উৎপাদন কত ?

২) কবে নাগাদ আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব ?

উত্তর

১) ১৯৯৫-৯৬ সনে রাজ্যে ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ৬,৯৮,৩২৫ মেট্রিক টন।

২) সহসা স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্বর্ণমাশুরী ধান কানিতে কত মন করে ফলে এবং এই ধান বৎসরে রাজ্যে কত পরিমাণে উৎপাদন হয় ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :—স্যার, সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব এবং রাজ্যে বর্তমানে জুম এলাকার মধ্যে আমরা বেশীর ভাগ স্বর্ণ মাসুরী দেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ধান উৎপাদন প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে। আমি যতটুকু জানি এই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের জমি বাড়েনি। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এখন ভারত সরকার এবং আমাদের রাজ্যের কৃষি দপ্তরও বিভিন্ন উন্নত মানের ধান চাষের পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমাদের রাজ্যের মাটিতে এই ধরনের ধান চাষ কি রকম হচ্ছে এবং কি কি ধরনের উন্নত মানের ধান বীজ আনা হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :—স্যার, মূল প্রশ্নে বলেছি যে, আমাদের রাজ্যে জমি যা পরিমাণ এবং লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার নিকট ভবিষ্যতে কোন সম্ভাবনা নেই। ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে যে পরিমাণ ধান আমাদের এখানে উৎপাদন হয়েছে তা হলো-আউস সমতলের ৩৫৩১০ হেক্টর জমিতে যার উৎপাদন ৯০ হাজার মে: টন। জুম চাষ এলাকায় ৮ হাজার ৮৮৫ হেক্টর জমিতে হয়েছে, যার উৎপাদন হয়েছে ৭ হাজার ৬৯৫ মে: টন, আমনের ক্ষেত্রে সমতল এলাকায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৩৫ হেক্টর জমিতে হয়েছে এবং বড়ো হয়েছে ৫৩ হাজার ৭০৫ হেক্টর জমিতে যার উৎপাদন হয়েছে ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ২১০ এবং ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪২০ মোট ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৩৫ হেক্টর জমিতে আউস এবং বড়ো খন্দে আমাদের আমন ফসল হয়েছে যার মোট উৎপাদন হয়েছে ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২৫ মে: টন। জমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ধান উৎপাদনের অনুপাত সংগতিপূর্ণ নয়। প্রথমত কারণ হচ্ছে, সেচের অভাব। আমরা সমস্ত কৃষিযোগ্য জমিতে তার যে টোটাল প্রডাকটিভ লিমিট যেটা, সেখানে আমরা পৌছতে পারিনি। দ্বিতীয়ত: হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে কৃষকদের সারের যে প্রয়োগ ব্যবহার সেটার এভারেজ সর্বভারতীয় এভারেজের চাইতে কম। নবম পরিকল্পনা শেষে আমরা মনে করছি যে, রাজ্যে ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫শত মে: টন ধানের প্রয়োজন হবে

তবে আমাদের কৃষিদপ্তর যে টার্গেট নিয়েছে নবম পরিকল্পনা শেষে তা হচ্ছে ১০লক্ষ ১২হাজার ৫শত মেঃ টন। যার ফলে প্রায় ২ লক্ষ ৮৫ হাজার মেঃ টন ঘাটতি নবম পরিকল্পনা শেষেও থেকে যাবে আমাদের রাজ্যে। চলতি বছরে যেটা উৎপাদন হয়েছে আমাদের ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৫ শত মেঃ টন ধান, বিভিন্ন জাতের ধান সেখানে উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদন বাড়াবার লক্ষ্যে যেহেতু জমি সীমিত সেই জন্য আমাদের একসাথে কতগুলি উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। প্রথমত হচ্ছে, সারের এলাকা বাড়ানো। মাটির নিচে মাটির উপরের যে জল সম্পদ আছে এটাকে ব্যবহার করা। শুধু বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল না থাকা। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, সারের যে ব্যবহার সেই সারের ব্যবহারকে বাড়িয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, জমির এবং উন্নত মানের ধান বীজ যা আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবহার করছে। শুধু স্বর্ণ মাসুরী নয় অন্যান্য হাইব্রীড ভেরাইটি যেগুলি আজকে বেরুচ্ছে সেগুলি আমাদের রাজ্যে কৃষকদের মধ্যে আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৩

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৩।

প্রশ্ন

১) ১লা জুন, ১৯৯৩ ইং সন হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ ইং পর্য্যন্ত উগ্রবাদীদের কোন দলের কতজন আত্মসমর্পণ করেছে ?

২. আত্মসমর্পণকালে তারা কোন ধরনের কতটা আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্র জমা দিয়েছে ?

স্যার, এটা আসলে আনস্টার্ড কোয়েশ্চান হওয়া উচিৎ ছিল। যাই হউক, আমি সবটা পড়ে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— খুব বেশী বড় হলে লে করে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— আমি সবটা পড়ছি।

উত্তর

১. ১লা জুন ১৯৯৩ ইং সন হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন উগ্রবাদী দলের মোট ৪৯০১ জন সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দলভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২. আত্মসমর্পণকালে জমা দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

তালিকা—ক

১. এ, টি, টি. এফ (অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোর্স) ১.৬.৯৩ইং হইতে ৩১.১২.৯৩ ইং সন পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ১৬৩৫ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ২ এন, এল, এফ, টি ১.৬.৯৩ ইং হইতে ৩১.১২.৯৩ ইং সন পর্য্যন্ত ৪ জন, ১৯৯৭ ইং সনে ১৬৯ জন, ১৯৯৫ইং সনে ১২ জন, ১৯৯৬ ইং সনে ১ জন। মোট ১৮৬ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ৩. এ, টি, ভি, এফ, ১৯৯৫ইং সনে ২৬৬জন, ১৯৯৬ইং সনে ১৮ জন। মোট ২৮৪ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ৪. এস, ডি, এফ, টি ১৯৯৫ইং সনে ১৮ জন। মোট ১৮ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ৫. টি, টি. ওয়াই, এফ, ১৯৯৪ ইং সনে ১১ জন, ১৯৯৫ ইং সনে ১৮৩ জন, ১৯৯৬ইং সনে ২২ জন। মোট ২১৬ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ৬. টি, টি, ভি, এফ, ১৯৯৪ইং সনে ৩০ জন, ১৯৯৫ইং সনে ২৭৬ জন, ১৯৯৬ইং সনে ৪৯ জন। মোট ৩৫৫ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ৭. এ, টি, টি, এফ (টাইগার) ১৯৯৪ইং সনে ১৫৪ জন. ১৯৯৫ইং সনে ৬৭৭ জন, ১৯৯৬ইং সনে ১৬৪ জন। মোট ৯৯৫ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ৮. টি, টি, ডি, এফ ১৯৯৪ ইং সনে ১২ জন, ১৯৯৫ইং সনে ২০৬ জন। মোট ২১৮ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ৯. টি, আর, এ, ১৯৯৪ইং সনে ৩ জন, ১৯৯৫ইং সনে ১ জন। মোট ৪ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১০. স্যাংক্রাক ১৯৯৫ইং সনে ৫ জন, ১৯৯৫ইং সনে ৪৩ জন, ১৯৯৬ইং সনে ৭৪ জন। মোট ১২২ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১১. টি, টি, এ ১৯৯৪ইং সনে ৪৬ জন, মোট ৪৬ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১২. টি, ইউ, এস. এস, ডি ১৯৯৫ইং সনে ২০ জন। মোট ২০ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৩. এ, টি, ভি, এ, ১৯৯৫ইং সনে ৫১ জন, ১৯৯৬ইং সনে ৮ জন। মোট ৫৯ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৪. টি, এল, ও ১৯৯৫ইং সনে ২৫৭ জন, ১৯৯৬ইং সনে ১২৬ জন। মোট ৩৮৩ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৫. টি, টি, এ, সি, এফ ১৯৯৫ইং সনে ১৬৫ জন। মোট ১৬৫ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৬. টি আর এস এফ ১৯৯৫ ইং সনে ২১ জন, ১৯৯৬ ইং সনে ১০ জন। মোট ৩১ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৭. টি এইচ এস ১৯৯৬ইং সনে ৬ জন। মোট ৬ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৮. এ টি বি এস এফ ১৯৯৬ই সনে ৪১ জন। মোট ৪১ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৯. টি আর এফ ১৯৯৬ ইং সনে ৭ জন। মোট ৭ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ২০. এস টি টি এফ ১৯৯৬ ইং সনে ৩০ জন। মোট ৩০ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ২১. টি টি এস এফ ১৯৯৬ ইং সনে ৬ জন, মোট ৬ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ২২. এ টি এস এ এফ ১৯৯৬ ইং সনে ৭ জন। মোট ৭ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ২৩. টি ওয়াই আর ১৯৯৬ ইং সনে ৫৯ জন। মোট ৫৯ জন আত্মসমর্পণ করেছে।

Sri Samar Choudhuri (Minister) :—

TOTAL EXTREMISTS SURRENDERED AND ARMS & AMMUNITIONS DEPOSITED DURING THE PERIOD W. E. F. 1.6.93 TO 31 12.93.

Sl. No.	Name of the Extremists outflt	Total Extremists Surrendered.	Arms & Ammunitions Deposited
1.	2.	3.	4.
1.	ALL TRIPURA TRIBAL FORCE	1633	ARMS— SLR—1, ·303 Rifle –19, Carbine—1, Country made gun-Country Made pistol 13, Country made Revolver-2, Country made Pipegun-10, 36″ He Grenade 4 (3-damaged). Gas Grenade 4, (1-damaged). Bomb-3. Dagger Bhojali -5, Country made-SBBL Gun-21, Air gun-1, Country made Sten-gun-2. AMMUNITON 7·62 rounds-11 (1-damaged) ·303 Rounds-43 (2-Damaged) Revolver Rounds-5 (1-damaged) ·22 Rounds-7 (2-Damaged). Cartridges of gun -32, Morter Shell-1, Walkie Talkie Set, Gun powder-200 grams.
2.	NATIONAL LIBFRATION FRONT OF TRIPURA	4	ARMS :- ·303 Rifle-1, Country made gun-2. ·22 Revolver-1. AMMUNITION :- ·303 rounds-2. ·22 rounds-4

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সবগুলি পড়তে কত সময় লাগবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার এইগুলি পড়তে অনেক সময় লাগবে। যেহেতু এটা স্ট্যার্ড কোশ্চেয়েন সুতরাং আমাকে সবটাই পড়তে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, এটার উপর আমাদের সাপ্লিমেন্টারী আছে। সবটাই পড়তে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

Sri Samar Choudhuri (Minister) :—

TOTAL EXTREMISTS SURRENDERED AND ARMS AND AMMUNITION DEPOSITED DURING THE YEAR—1994.

Sl No.	Name of the Extremist outfit	Total Extremists Surrendered	Arms & Ammunition Deposited
1.	2.	3.	4.
1.	NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA.	169	ARMS :- SLR-3, 7·62 Bolt Action Rifle 1, ·303 Rifle-5, ·22 Revolver-7, ·38 Revolver -1, Country made guns-36, Country made Pistol 5, Country made Stengun-1, Country made Pipegun-2, 36″ HE Grenade 9, SBBL gun-6, Country made Canon-6, SBML gun-3, Gas Bomb-4, Hand Bomb-1. AMMUNITION :- 7'6 Rounds-154, '303 Rounds 47, 9mm Rounds-1, '38 Rounds 8, ·22 Rounds-9, Gun Cartridges 31.

1.	2.	3.	4.
2.	ALL TRIPURA TIGER FORCE	154	ARMS :- ·22 Revolver-5, Country made gun -90, Country made Pistol-8, Country made Canon-5, Country made Stengun-1, 36″ HE Grenade-2, Bomb-2, Country made Bomb 9, Bhojali-8. AMMUNITION :- ·32 Rounds-2, ·22 Rounds-2, Pistol Round-3, Morter Shell 1, Gun Cartridges-24, Country made Sten Rounds-2.
3.	TRIPURA TRIBAL VOLUNTEER FORCE.	30	ARMS :- SBBL gun-1, Country made guns-13, Country made Pipeguns-4, Country made Pistol-5, Gas Grenade-1, Bhojali-2. AMMUNITION :— Empty cartridges-4
4.	TRIPURA TRIBAL DEMOCRATIC FORCE	12	ARMS. ·22 Revolver-1, Country made SBML gun-4, Country made Sten-gun-2, 36″ HE Grenade-3, Gas Grenade-1, Country made SBBL gun-5, Dagger-1.

1.	2.	3.	4.
			AMMUNITION :- 7·62 Rounds-2, ·303 Round-1, ·22 Round-6, Gun Cartridges-24, Empty Cartridges-2.
5.	TRIPURA TRIBAL ASSOCIATION	46	ARMS :- Country made gun-29, Country made Pistol-3, Country made Pipe-gun-3. AMMUNITION - Empty Cartridges-2
6.	TRIPURA TRIBAL YOUTH FORCE	11	ARMS :- Country made gun-7, Country made Pistol-2, Gas Grenade-1. Ammunitions-Nil
7.	SENGKRAK	5	ARMS :- Country made gun-2, Country made Pistol-2, Dagger-1. Ammunition-Nil
8.	TRIPURA RESURRECTION ARMY	3	ARMS :- ·22 Pistol-1, Country made gun-2 AMMUNITION Round-2, Gun Cartridges-4

TOTAL EXTREMISTS SURRENDERED AND ARMS & AMMUNITIONS DEPOSITED DURING THE YEAR 1995

Sl No.	Name of the Extremists outflt	Total Extremists Surrendered	Arms & Ammunition Deposited
1.	2.	3.	4.
1.	NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA	12	ARMS :- Stengun-1, ·303 Rifle-1, DBBL gun-3, Country made Pistol-2, Country made SBBL gun-2, 36″ HE Grenade -1, ·38 Revolver-1. AMMUNITION Sten Magazine-1, 9mm round-6, ·303 Round-23, Gun cartridges-25, ·38 round-8.
2.	ALL TRIPURA TIGER FORCE	677	ARMS :- G. F. Rifle-4, Country made SBBL gun-6, ·22 Revolver-2, ·32 Revolver -1, 36″ HE Grenade-12, Wireless Set 7, Country made gun-317, Country made Pistol-29, Country made Pipe gun-8, Country made Stengun-10, Dagger-10, Country made like AK-47 Rifle 2, Country made Revolver 1, 7·62 Rifle-1, Country made ·22 Revolver-1. AMMUNITION ·303 Round-204, Gun Cartridges-76 ·32/·22 round 7, 7·62 round (misfired)-2.

1.	2.	3.	4.
3.	TRIPURA TRIBAL VOLUNTEER FORCE	276	ARMS :- ·303 Rifle-2, Country made gun-163, Country made Pipe gun-28, Country made Pistol-8, Dagger-14, ·22 Revolver-2, Ram Dao-2, Country made Canon-1, Bomb-2, 36″ HE Grenade-3, Bhojali-5. AMMUNITION Country made cartridges-22, ·303 round 1, ·22 round-8.
4.	TRIPURA TRIBAL DEMOCRATIC FORCE	206	ARMS :- Country made Pipe gun-4, 36″ HE Grenade-4, Country made Pistol-4, Das Grenade-1, Country made gun -5, ·22 Revolver-5, Country made Stengun-5, Country made gun-139, Dagger-3, Country made Revolver -4, Country made Canon-1. AMMUNITION 7'62 Round-2, Empty Cartridges-2, ·22 round-6, Country made gun cartridges-43, '303 round-3.
5.	ALL TRIPURA VOLUNTEER FORCE	266	ARMS :- Country made gun-165, Country made Pipe gun-12, Country made Pistol-31, Hand made Bomb-20, Kukri-2, Dagger-17, Country made Sten gun-1. AMMUNITION Country made gun cartridges-6, ·303 Round-4

1	2.	3.	4.
6.	ALL TRIPURA VOLUNTEER ASSOCIATION	51	ARMS :- Country made gun-33, Country made Pistol-5, Country made Pipegun-1, Dagger-1. AMMUNITION :- Country made gun cartridges-22.
7.	SENGKRAK	43	ARMS :- Country made gun-27, Country made Pipe gun-3, Country made Pistol-7, Dagger-2.
8.	TRIPURA RESURREC-TION ARMY	1	AMMUNITION Gun Cartridges-16. ARMS :- Country made gun-1.
9.	TRIPURA UPAJATI SAMAJ SEVA DAL	20	ARMS :- Country made gun-11, ·22 Revolver-1, 36″ HE Grenade-1. AMMUNITION Country made gun cartridges ·22 round-7.
10.	TRIPURA TRIBAL YOUTH FORCE	183	ARMS :- Country made gun-116, Country made Pipegun-16, Country made pistol-26, ·22 Revolver-16, 36″ HE Grenade 2, Dagger-2.

1.	2.	3.	4.
			AMMUNITION ·22 round–12, Country made gun cartridges-7.
11.	TRIPURA TRIBAL ARMED COMMA-NDO FORCE	165	**ARMS :-** Country made gun 106, Country made Pistol-13, Hand Bomb-1, 36″ HE Grenade 6, Country made Morter 2, Dagger-3. **AMMUNITION** Gun cartridges–1.
12.	TRIPURA RAJYA SURAKHA FORCE	21	**ARMS :-** Country made gun-15, Country made Pistol–5, Iron rod-1.
13.	SOCIAL DEMOCRATIC FRONT OF TRIPURA	18	**ARMS :-** Country made gun-1, Country made Pipe gun-12, ·22 Revolver-2, Bhojali-1 **AMMUNITION** Country made Cartridges-59, ·22 round-5.

TOTAL EXTREMITS SURRENDERED AND ARMS AND AMMUNITION DEPOSITED DURING THE PERIOD 1.1.96 TO 31.12.96

Sl No.	Name of the Extremist outfit	Total Extremists Surrendered	Arms & Ammunition Deposited
1.	2.	3.	4.
1.	ALL TRIPURA TIGER FORCE	164	ARMS :- Country made gun-85, Country made Stengun-4, Country made pistol-18, Country made Revolver-1, Country made pipegun-9, ·22 Revolver-1, 36″ HE Grenade-1. AMMUNITION Revolver round-3, ·22 Round-5 Gun Cartridges-51.
2.	ALL TRIPURA SECURITY ACTION FORCE	7	ARMS :- Country made gun-4, Country made Pistol-1, Country Bomb-2.
3.	TRIPURA TRIBAL YOUTH FORCE	32	ARMS :- Country made gun-19, Country made Pistol-6, Country made Pipe-gun-1, Dagger-2. AMMUNITION ·303 Round-15, Gun cartridges
4.	TRIPURA HUMKURAI SEPOY	6	ARMS :- Country made gun-3, Country made Pistol-2, Dagger-1. AMMUNITION Gun Cartridges-20.

1.	2.	3.	4.
			উত্তর
	ALL TRIPURA VOLUNTEER FORCE	18	ARMS :- '22 Revolver-1, Country made gun-8, Country made pistol-2, Bomb-1 AMMUNITION '22 Round-1, Gun cartidges-10.
	TRIPURA TRIBAL SENGKRAK FORCE	6	ARMS :- Country made gun-7, Dao-1, Dagger-2.

Annexure—'A'

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, এটা লে করার বিষয়বস্তু। আমাদের আরো অনেক ইমপরটেন্ট বিষয়বস্তু আছে। বিষয়টি যদি আপনি একটু বিবেচনা করেন।

শ্রীদীপক নাগ :— এটা লে করার জন্য নয়। এটা আমাদের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান। এটার উপর আমাদের সাপ্লিমেন্টারী আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— দু' মিনিট স্যার, শেষ হয়ে যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আরো ৫ পৃষ্ঠা পড়তে হবে। আমি পড়তে রাজী আছি।

মিঃ স্পীকার :— বাকীটা লে করে দিন।

শ্রীদীপক নাগ :— স্যার, শুধু টি. আ . এ কত অস্ত্র জমা দিয়েছে এটা বলতে দিন আমরা এর উপরে সাপ্লিমেন্টারী করব।

মিঃ স্পীকার :— না, আরো বিজনেস রয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বাকী সবটা লে করে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, আর আমরা সাপ্লিমেন্টারী করতে পারব না?

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— লে করে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি লে করে দিচ্ছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমরা সবটা না শুনলে কি করে সাপ্লিমেণ্টারী করব ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যরা ওখান থেকে কালেক্ট করে নেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমরা কি সাপ্লিমেন্টারী করতে পারব না ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— নিশ্চয়ই করতে পারবেন। যতটুকু হয়েছে তার মধ্যে করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আপনি এটা অ্যাডমিট করেছিলেন ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, করেছিলাম। উত্তর এত বড় হবে এটা আগের থেকে বুঝা সম্ভব নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, কে কতটা অস্ত্র জমা দিয়েছে সমীরবাবু জানেন। যদি আরো জানার প্রয়োজন হয়, তাহলে দেখে জেনে নিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী আছে।

মিঃ স্পীকার :— বলুন না।

শ্রীদীপক নাগ :— স্যার, ধনঞ্জয় রিয়াং-এর টি, আর, এ, পার্টি দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিভিন্ন জায়গায় হামলার সময় মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সেই এ, কে ৪৭, এ, কে ৫৬ ইত্যাদি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, আত্মসমর্পণের সময় তারা কি কি অস্ত্র জমা দিয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার। আপনি একটি প্রশ্ন এডমিট করেছেন। জবাব দিচ্ছেন। আমাদের সাপ্লিমেন্টারী আছে। মাঝখানে আপনি বলে দিলেন, লে করে দিন. কোন্ আইনে ? আপনি এই চেয়ারে বসে কোন্ আইনে এটা করলেন ? কোন্ ক্ষমতা আপনার এটা করার !

মিঃ স্পীকার :— অনেক আলোচনা আছে। উত্তর দীর্ঘ হলে লে করা যায়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয় জানেন কোয়েশ্চানের আনসার বড় হলে লে করার পদ্ধতি সব জায়গাতেই আছে। এই হাউসের মধ্যেই আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** বড় আনসার হলে সবসময়েই লে করতে হয় এবং স্পীকারের সেই ক্ষমতা আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন।

শ্রীমতিলাল সাহা : এই ভাবে চলতে পারে না, কিছু পড়বেন, কিছু লে করবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০১ স্যার।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) **:—**এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০১ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিশালগড়ীয়া মহকুমার বাইখোড়া কোল্ড ষ্টোরটি মেরামত করা সম্ভব হবে কি ?

২) যদি না করা যায় তবে তার বিকল্প কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে অচল বাইখোরা হিমঘরটি নূতন করে নির্মাণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

২) বাইখোরা কোল্ড ষ্টোরটি মেরামতি সাপেক্ষে রাজ্যের আলুচাষীদের স্বার্থে আগরতলায় বিভিন্ন ষ্টোরেজে ৩১০০ মেঃ টন আলু রাখার স্থান সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আপনারাতো বলতেই দিচ্ছেন না, চেঁচামেচি করছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এই সভা ১০ মিনিটের জন্য মুলতবী রইল।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—যে অসভ্যতা মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী এবং হরিচরণবাবু করেছেন তার প্রতিকার আমরা চাইছি। কারণ মাননীয় সদস্য হরিচরণবাবু টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে যে অসভ্যতা করেছেন এবং তার যে নিদর্শন রেখেছেন একজন মাননীয় সদস্য হিসাবে····

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা যে ব্যবহার করেছেন এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার, আমাকে এক মিনিট বলতে দিন। মাননীয় সদস্য যে অসভ্যতা করেছেন ··········

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার, আপনি তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলছি আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :—আঙ্গুল নামিয়ে কথা বলুন। সিনিয়ার ম্যানদের আপনারা যে সম্মান দিচ্ছেন সেটা আমরা দেখছি এবং হাউসে দেখছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার, আমরা এর প্রতিবাদে হাউস থেকে বের হয়ে যাচ্ছি।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ওয়াক-আউট করেন)

REFERENCE PERIOD

মিঃস্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে চারটি (৪) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয় কর্তৃক ২৪, ২, ৯৭ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ

করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—
"নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা মহোদয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্রুত মূল্য বৃদ্ধিতে তাঁর নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, আমরা নিজেরাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যে দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তার সঙ্গে সমভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা দেখছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে চাষযোগ্য যে জমি আছে সেটা হচ্ছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর। এতে ১৯৯৫-৯৬ সালের যে হিসাব সেই অনুসারে দেখা যায় ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২৫ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়। অন্যান্য শস্যাদি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই হচ্ছে না। কাজেই, এই দিয়ে আমাদের ত্রিপুরার চাহিদা মেটে না, তাই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য আমাদের বার বার বহিরাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের খাদ্য শস্য আমদানি করতে হয়। তার মধ্যেও আমরা দেখি প্রশাসনিকভাবে দ্রব্যের দাম বাড়ানোর যে প্রবণতা সেটা অনেক আগে থেকে চলে আসছে এবং এর ফলে জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। ত্রিপুরা একটা প্রত্যন্ত রাজ্য এবং এখানকার পরিবহন খরচ অনেক বেশী। কাজেই, আনুপাতিক-ভাবে আমাদের এখানে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এগুলিতে আমি একটু পরে আসছি। প্রথমত আমাদের এই গরীব রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ রেশনের উপর নির্ভরশীল, রেশনে আমরা চাউল চিনি কেরোসিন তৈল, আয়োডিন যুক্ত লবণ এগুলি সরবরাহ করে থাকি। রেশনে মোটামুটি কিছু কিছু ভোজ্য তৈল আমরা দেই। অন্যান্য বাকী জিনিসগুলি বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এই অবস্থায় আমাদের রাজ্যে যে অবস্থা সেটা হচ্ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথা চাউল, ভোজ্যতৈল (সরিষার তৈল) বিভিন্ন প্রকার ডাল (মুসুরী, মুগ ইত্যাদি) পেঁয়াজ, চিনি, আলু ইত্যাদি বহিঃরাজ্য থেকে আমদানি করতে হয় এবং পরিবহন খরচ ও অন্যান্য খরচ যোগ করে আমদানিকৃত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত করা হয়। বিগত বৎসরে এবং বর্তমান সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য এক নজরে প্রায় একই হারে ছিল। কোন কোন দ্রব্য মূল্য যথা সরিষার তৈলের মূল্য গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর অপেক্ষাকৃত কম। এই বৎসর ২১, ২, ৯৬ইং তারিখের এবং ২১, ২, ৯৭ইং তারিখের পাইকারী ও খুচরো মূল্যের তালিকা আমি উপস্থিত করতে চাই হাউসের কাছে। এটা আমি একটু পরে করছি।

কাজেই, উল্লেখ করা যায় যে, রাজ্য সরকার খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ই, সি, এক্ট অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণ ও অতিমুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে। মহকুমা শাসকগণ ও অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণকে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি রোধ করতে তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখন তুলনামূলকভাবে আমরা একটা চার্ট দেখাচ্ছি ২১, ২, ৯৬ইং তারিখ আগরতলা চাউলের পাইকারী বা খুচরা মূল্য কি ছিল, আর ২১, ২, ৯৭ইং তারিখে তা কি রকম বেড়েছে অতি মিহি চাউলের পাইকারী দর ছিল ১৯৯৬ সালে প্রতি কুইন্টাল হিসাবে ১০৫০ টাকা, তার খুচরো দর ছিল প্রতি কেজিতে ১১ টাকা করে। ১৯৯৭ সালে সেটা হয়েছে প্রতি কুইন্টাল ১১০০ টাকা, আর খুচরো দর হয়েছে প্রতি কেজিতে ১১ টাকা ৫০ পয়সা। তারপর মিহি ১৯৯৬ সালে প্রতি কেজিতে তার খুচরো দর ছিল ১০'৫০ পয়সা। ১৯৯৭ সালে সেটা হয় প্রতি কেজিতে ১০ টাকা। মধ্যম চাউল, ১৯৯৬ সালে প্রতি কেজিতে তার খুচরো দর ছিল ১০ টাকা, সেটা ১৯৯৭ সালে হয়েছে ৯'৫০ পয়সা। সরিষার তৈল (ইঞ্জিন) ২১.২.৯৬ইং তারিখে ছিল ৪৩ টাকা পার লিটার, ১৯৯৭ সালে সেটা হয়েছে ৪২ টাকা পার লিটারে। তার পাশাপাশি আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের হিসাব দেখি তাদের ওখানে এই সরিষার তৈলটাই বিক্রি হচ্ছে ৩৬ টাকা থেকে ৪৭ টাকা পার লিটারে। আয়োডিনযুক্ত লবণ টাটা থেকে ২১.২.৯৬ইং সালে খুচরো প্রতি কেজি ছিল ৫ টাকা, আর ১৯৯৭ সালে সেটাই হয়েছে ৪'৫০ পয়সা থেকে ৬ টাকা খোলা লবণের খুচরো দর হচ্ছে প্রতি কেজিতে ৩'২৫ থেকে ৩'৫০ পয়সা। কলকাতায় এই সময়ে এটা ২'৪০ থেকে ২'৫০ এ. আছে।

মুসুরী ডাল ছিল ২৪,৫০ টাকা, তা' থেকে এখন যেটা আছে তা হচ্ছে—২৬,০০-২৭,০০ টাকা। কলকাতাতে এটা ২৬-২৮ টাকা। মুগ ডাল ১৯৯৬ তে ছিল ২৪ টাকা এখন ১৯৯৭ তে হয়েছে ২৩-২৫'৫০ টাকা। কলকাতাতে এটা ২৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চিনি ১৯৯৬ তে ছিল ১৬ টাকা কে, জি,-১৯৯৭ তে হয়েছে ১৫ থেকে ১৬ টাকা প্রতি কে, জি। পশ্চিমবঙ্গে এটা ছিল—১৪'৯০-১৫'০০ টাকা। আলু ৪,০০ টাকা ছিল এখনও চার টাকায়ই বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এটা—২'৬০-৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ ৬ টাকা ছিল এখন ৭-৮ টাকা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির দরুন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১, ২, ৯৪ থেকে ১৬, ৮, ৯৬ পর্য্যন্ত পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বেড়েছে নিম্নরূপ :—

পেট্রোল :—১, ২, ৯৪ তে প্রতি লিটার ছিল—১৬' ৮৮ টাকা আর ১৬. ৮. ৯৬-এ তা বেড়ে হয়েছে—২১' ০৬ টাকা। প্রতি লিটারে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪' ১৮ টাকা।

ডিজেলের দাম : - ৯৪ তে ছিল ৬' ৭২ টাকা এবং সেটা ৯৬ তে হয়েছে ৭' ২২ টাকা। লিটারে ১ টাকা বেড়েছে। ই, সি, অ্যাক্টে ৯২ থেকে ডিসেম্বর ৯৬ পর্যান্ত ১২টি কেইসে রেইড করা হয়েছে এবং তারমধ্যে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৪৬ জনকে আদালতে বিচারের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। মামলাগুলি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। এইতো গেলো সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থা। তাছাড়াও আমরা যেটা দেখছি—দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংসদে যে

অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করা হয়েছে সেই সমীক্ষায়—বলা হয়েছে বেসরকারীকরণ এবং বিদেশী বিনিয়োগের উপর জোর দিতে হবে। তাতে পেট্রোলজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে সাওয়াল করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে দাম বাড়ানো ছাড়া অন্য কোন বিকল্প রাস্তা নেই। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন খরচ বাড়বে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়ে চলছে। ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যান্ত দেখা গেলো জাতীয় খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গড় মাত্রা ১.৭ শতাংশ। সমীক্ষা অনুযায়ী বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার পাইকারী মূল্যের ৭৬ শতাংশ। জ্বালানী—১৭.৪ শতাংশ, দাম বেড়েছে ১১.৭ শতাংশ। খাদ্যশস্য এবং তরীতরকারীর দাম বেড়েছে ৩৬ শতাংশ।

এতদিন আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রের নরসীমা সরকার দেশের দশ শতাংশ মানুষের রক্ষার জন্য সমস্ত নীতি, সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছে। এর পরিণাম সপেক্ষো সারা দেশের মধ্যে অর্থনীতিবিদ যারা আছেন তারা বক্তব্য রেখেছেন যে যেভাবে দেশের অর্থনীতি চলছে, কৃষিনীতি চলছে, তাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই এবং তার মূল্য বৃদ্ধিটা কিভাবে ঠেকাতে পারি তারজন্য চেষ্টা করছি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও অনুরোধ রাখা হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে নাকি ভর্তুকীতে সাধারণকে দেওয়া হয়। তারজন্য সারা দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে।

আমরা মনে করি এই ট্রেণ্ড যদি চলতে থাকে, এই যে মনমোহন সিং পথ যদি অনুসরণ করা হয়, তাহলে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে আমরা রেহাই পাব না, এই আশংকা আমাদের রয়েছে। তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, নিতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকেও আমাদের অনুরোধ জানাতে হবে যাতে নাকি এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দ টাকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সীমার মধ্যে রাখার জন্য ভর্তুকী দিয়ে সেটা সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, এই রাজ্যে কিছু কিছু জিনিস যেমন স্টীল ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া হত। এখানে দেওয়া হয় কিনা আমি জানি না। দেখা যাচ্ছে, একই দেশে যেমন দিল্লীতে এক ব্যাগ সিমেন্টের দাম ১২০ টাকা আর আমাদের এখানে ২৪০ টাকা। যেহেতু উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ব্যাপারেই ছাড় দিচ্ছে এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকারের তরফ থেকে একটা দাম করা উচিৎ যে এসমস্ত জিনিস কিছু কিছু জিনিস যেগুলি ট্রেন্সপোর্টের কারণে আমাদের অনেক ডাবল খরচ হয়ে যায় এখানে, এর জিনিসের দাম বেড়ে যায়, কনস্ট্রাকশন কষ্ট ডাবল হয়ে যায়। সেই সমস্ত আইটেমগুলি যেগুলি আমাদের এখানে দাম অনেক বেশী ট্রান্সপোর্ট কস্টের জন্য। সেগুলি যাতে ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করবেন কিনা উত্তরপূর্বাঞ্চল এর সঙ্গে ত্রিপুরাও আছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে ট্রেন্সপোর্ট ফেসিলিটি এবং সাবসিডির কথা বলেছেন। এটা দুই হাজার সাল পর্য্যন্ত চালু থাকবে এই রাজ্যে। এটা এখনও চালু আছে এবং দুই হাজার পর্য্যন্ত থাকবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—স্যার, তাহলে এত বেশী দামের ডিফারেন্স হচ্ছে কেন ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—ডিফারেন্সের অনেকগুলি কারণ থাকে তারমধ্যে ধরুণ এই যে বাইরের…… ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এমনিতেই অনেকগুলি জিনিসের উপর সাবসিডি আছে। আমার কাছে লিস্ট নেই তবে সবগুলি বোধ হয় নয়। যাই হউক, মেইন হচ্ছে এই ওয়াগন এবং মাঝে মাঝে ফরাক্কাতেও এইসব রেস্টিকশন হয়ে যায়। আমাদের জন্য ওয়াগন এলটমেন্ট হয় তার মধ্যে বেশীরভাগ চলে যায় ফুড ক্যারি করতে এবং ফাইটিলাইজার ইত্যাদি। কাজেই, অন্য যেসমস্ত প্রয়োজনীয় মাল আছে সেগুলি ক্যারি করতে অনেক অসুবিধা হয়ে যায়। এটা হচ্ছে বড় অসুবিধা। আমরা ডেইলি মনিটারিং করেও এটা বলা যাচ্ছে না। এই সমস্যাটা হচ্ছে। ব্রড গেজ মিটর গেজ-এ এসে সব কিছু মিলে এই সমস্যাটা বেশী হচ্ছে। যার জন্য জিনিসের দাম আমাদের এখানে অনেক বেশী বেড়ে যায়।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয় কর্তৃক গত ২৫. ২. ৯৭ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—"খোয়াইয়ে ত্রাণ শিবির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল বৈরীরা, গুলী, এই শিরোণামে গত ২৪. ২. ৯৭ইং তারিখে "স্যন্দন" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, খোয়াই ত্রাণ শিবির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল বৈরী. গুলী এই শিরোণামে গত ২৪. ২. ৯৭ইং তারিখে "স্যন্দন" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।" স্যার, তার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ এই খবরের যে তথ্য এই তথ্যে কোন প্রমাণ তদন্তে পাওয়া যায়নি। খোয়াই শহর ও মহকুমার সমস্ত ত্রাণ শিবিরে এবং সমগ্র এলাকায় নিরাপত্তা কর্মীদের প্রহরা রয়েছে এবং নিরাপত্তা কর্মীরা সতর্কতার সহিত কর্তব্য কাজে নিযুক্ত আছেন। গত ১৬ ২. ৯৭ইং তারিখে গৌরাঙ্গ টিলার ঘটনা ছাড়া আর কোন প্রকার আক্রমণের ঘটনা এই মহকুমায় ঘটে ছিল ২৪. ২. ৯৭ইং তারিখের অব্যবহিত পূর্বে এই জাতীয় কোন হুমকির খবরও

প্রশাসনের জানা নেই। কেহই প্রশাসনের কাছে এই রকম খবর উপস্থিত করেন নাই। এমন কি "স্যন্দন" পত্রিকার সংবাদদাতারাও প্রশাসনের কাছে এই রকম কোন খবর জানায় নানা রকম রিপোর্ট সেই রিপোর্টও তারা করেন নাই। "স্যন্দন" পত্রিকায় সংবাদ, হুমকির খবর প্রচারিত হওয়ায় সকল শরণার্থী শিবিরে আতঙ্ক গভীর হয়ে উঠেছিল। উপজাতি জনগণের মধ্যে আতঙ্ক আরো বেশী ছড়িয়ে পড়ায় শহরের দূরবর্তী গ্রামে বহু উপজাতি পরিবার আশ্রয়ের সন্ধানে ঘরবাড়ী ছাড়তে শুরু করে এই খবরের ভিত্তিতে। সমগ্র এলাকায় কড়া প্রহরা বজায় রেখে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। সবাই বুঝতে পারে এগুলি মিথ্যা সংবাদ। এই সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সময় লাগছে। বর্তমানে "স্যন্দন" পত্রিকায় সংবাদে উল্লিখিত ত্রাণ শিবির এবং টি, এস, আর, ক্যাম্প উড়িয়ে যেটার কোন হদিশ খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে উপজাতি অউপজাতি জনগণ এখন ক্রমে বেশী বেশী সংখ্যায় নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরে যাচ্ছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, স্যন্দন পত্রিকায় গত তারিখ যে, সত্য নিহত শিক্ষকের বাড়ী থেকে বিভিন্ন তথ্য উদ্ধার এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাগ্নের বাড়ী থেকে অস্ত্র উদ্ধার এই সমস্ত ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছে। কিন্তু আমরা পুলিশের কাছ থেকে এবং সূত্রে আমরা খবর পেলাম যে এসমস্ত খবর স্যন্দন পত্রিকায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং উস্কানীমূলক ভাবে তারা এসমস্ত খবর প্রচার করছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আমি জানি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ক্লেরিফিকেশান করে বলুন।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— যে তথ্য আছে, সেই তথ্য হচ্ছে, গঙ্গাচরণ দেববর্মা যার নাম পত্রিকায় উঠেছে, পরেশ দেববর্মার ছেলে। তার বাড়ী ১৬ তারিখ প্রায় ৬ টার সময় সমস্ত বাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই বাড়ীতে আটটি ঘর ছিল, একটা দালান ছিল। পুরা বাড়ীটা পুড়ে গেছে। তার ঘরে ছিল ধান ১৬০ মন, রাবার সীট যেটা তৈরী করা হয়েছে বার টন ছিল যেটা এই ট্যাকসের সমস্যার জন্য বিক্রি করতে পারেনি। বার টন রাবার স্ট্রেপ যেটা এটা ছিল এক টন। কাঠ ছিল দশ কাম, ইট ছিল আট হাজার। পাঁচ কানি আলু ছিল খেতের মধ্যে সেটা পর্য্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে সেখানকার সন্ত্রাসবাদীরা। সন্ত্রাসবাদী বলতে বিশেষ করে কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালীর লোকেরা। তারপর শূয়র চারটি, বলদ ছয়টা, জার্সী গাভী একটা, বাছুর দুইটি রাইস মিল একটা, স্কুটার একটি, রাবার বাগান ৩৫ কানি সমস্ত পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। সমস্ত জিনিসকে তারা আড়াল করার জন্য "স্যন্দন" ও "দৈনিক সংবাদ", পত্রিকা আজকে এইরকমভাবে প্রচার করছে। যে তপন দেববর্মার নামে অভিযোগ উঠেছে যে সে উগ্রপন্থীর অস্ত্র সরবরাহকারী। আমার কাছে তথ্য আছে যে গত ২৭শে ডিসেম্বর সে এখান

থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল, আপনারা শুনেছেন কোকড়াঝাড়ের ট্রেন দুর্ঘটনার কথা, সে তখন সেই ট্রেনে ছিল এবং আজ পর্য্যন্ত সে আই, এস, কোচিং সেন্টারে আছে এবং আজকে পর্য্যন্ত সে দিল্লীতে। সে স্টেট ব্যাংকের ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ার, খোয়াই ব্রাঞ্চে আছে। কিন্তু তাকে ব্যাংকে গিয়ে পর্য্যন্ত এই কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালীর লোকেরা বেশী তাই তার জীবনের প্রতি এবং সে এখন পর্য্যন্ত যে বাইরে আছে তার ডকোমেন্ট আমার হাতে আছে। এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এই সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোন বিবৃতি দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— যে সংবাদ নিয়ে পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান এটা আলাদা একটা সংবাদ। এবং নির্দিষ্ট ভাবে এটা সম্পর্কে আমরা তদন্ত করে আজকে গত দুই দিনের দুটি বিবৃতি সরকারী ভাবে বেরিয়েছে, সরকার থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণ অসত্য এবং স্যন্দন পত্রিকার বানানো খবর এটা দেওয়া হয়েছে। এই হাউজেই আমি আরেকটা বিবৃতিতে বলেছি যে কিভাবে এই সমস্ত মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ধরণের প্রস্তুতি নিয়েছেন। এবং কি ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। স্যার, এটা খুবই দুঃখ জনক যে আমাদের ত্রিপুরার বিরোধী নেতা সমীররঞ্জন বর্মন এবং আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী তারা ৪,৫ জন যখন শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করতে গেলেন কয়েকদিন আগে তারপর থেকেই দেখা যাচ্ছে এই "স্যান্দন", পত্রিকায়, এই জাতিয় খবরগুলি বেশী বেশী বের হচ্ছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, গত ২৩.২.৯৭ ইং তারিখ সমীর বর্মন, নৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং রতিমোহন জমাতিয়া তারা আরো কয়েকজন মিলে খোয়াইতে গিয়েছেন এবং এই চক্রান্ত করেছেন এবং তার পরদিনই পত্রিকায় তা বের হয়েছে। আপনারা যদি তদন্ত করতে চান, তা সে দিল্লীর ১২১ নং ফ্লেটে আছে, আপনারা তপন দেববর্মার ব্যাপারে খবর নিতে পারেন। আর সমীর বর্মন, নৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং রতিমোহন জমাতিয়া তারা যে ধরনের চক্রান্ত করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) — স্যার, এই সংবাদগুলি যে মিথ্যা তা তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই, এই সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনায় যারা এই বাড়িটা ধ্বংস এবং লুটপাট করে নিয়ে গেছে তারা আমরা বাঙ্গালী এবং কংগ্রেসের লোক। এই ঘটনা তদন্ত করে যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার, সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে এই মিথ্যা সংবাদ তদন্তে ধরা পরেছে। সরকারী ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারী ভাবে এই মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জন্য। পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই ক্ষেত্রেও তা বজায় থাকবে।

শ্রীসুবল রুদ্র :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মন্ত্রী যা বলেছেন্ তা পরিষ্কার করে বুঝা গেল না। 'খোয়াইয়ে ত্রাণ শিবির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল বৈরীরা' এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই ত্রাণ শিবিরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সেখানে তা এ শিবির থেকে অনেকে পালিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা আজ একটি চিঠি দিয়ে ত্রাণ শিবির এবং টি, এস, আর, ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় এবং সেই হুমকিতে থাকবে না। এটা হচ্ছে নং ১ নাম্বার দুই—এদিকে খোয়াই শ্রীকৃষ্ণ গার্লস্ স্কুলে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া কামিনী পাড়া রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভার অন্তর্গত আজ তাদের বাড়ীঘরে ফিরে গেলে ৩০, ৪০ জনের একটি উপজাতী সশস্ত্রদল এদেরকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ে। এই যে ৩০, ৪০ জনের দল তারা কে ? তাদের তো এক জনের নাম থাকবে এখানে। কোথা থেকে চিঠিটা টি, এস, আর ক্যাম্পে পৌঁছল তার একটা প্রামাণ্য দলিল থাকবে এবং এই প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে সংবাদপত্র বলতে পারে যে আমি যে সংবাদ দিয়েছি এটা সত্য। কিভাবে মানুষকে উত্তেজিত করছে এবং আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এবং সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, আলোচনায় মূল দুইটা বিষয় এসেছে কলিং এটেনশন বা রেফারেন্স পিরিয়ড এর মূল বিষয় সংবাদপত্র সম্পর্কে এবং তার যে সংবাদ এথম আরেকটা বিষয় এসেছে। মাননীয় সদস্য যেভাবে উৎবেগ প্রকাশ করেছেন, আমি তাদের জানাচ্ছি খোয়াই এবং কল্যাণপুর থানা এলাকায় মোট ২৪টি কেইস এখন তদন্তাধীন এবং সেই ২৪টা কেইস তার একটা স্পেশাল সরকারী ভাবে সিদ্ধান্ত করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নির্দিষ্ট ভাবে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটা টিম তৈরী করা হয়েছে যেটা সি, আই, ডি, দপ্তরের একজন এস. পি. সি, আই, ডি, কে দিয়ে সমস্ত তদন্ত করানো হচ্ছে। যতগুলি অভিযোগ আছে কেইসগুলি সব কেইসগুলিই তার মধ্যে আছে অর্ন্তভুক্ত। এই যে নির্দিষ্ট ভাবে তদন্ত করতে গিয়ে ধরা পড়ল গঙ্গাচরণ, তপন, ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের বাড়ী আগুনে পুড়েছে সেটিও তদন্তে এসেছে। এটা নয় যে কোন খানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটি সংবাদ সংস্থায় যে রেফারেন্স এনে এখানে বলেছেন আমি তারই উত্তর দিতে গিয়ে বলেছি আমরা সরকারী ভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ তারা উদ্দেশ্য মূলকভাবে পরিবেশন করছেন। অথবা ভুলবশত তারা যদি পরিবেশন করে থাকে সবটাই আয়ত্বে এনে পরীক্ষা করে দেখা প্রচলিত আইন এবং অন্যান্য যে সব

আছে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটা সরকার উদ্যোগ নেবে। আর এই হাউসে এই কথা উত্থাপন করেছেন তারমধ্যেই এটা পড়বে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— পার্লিমেন্টারী স্যার, পত্রিকার ব্যাপারে আজকে এখানে যে মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলেন তাতে আমরা দেখলাম যে খবরগুলি সম্পূর্ণ অসত্য। স্যার, খুবই দুঃখিত গত ১৪ তারিখ "স্যন্দন," পত্রিকায় এই রকম একটি খবর নিয়ে এখানে বিরোধী দলনেতা সমীর রঞ্জন বর্মন জনস্বার্থ বিষয়ক যে কর্মসূচী আমরা নিয়েছি তার উপরে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে নানাভাবে আক্রমণ করে এমন কি তাঁর পিণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে এখানে পত্রিকার একটি খবর নিয়ে। আজকেও আবার "স্যন্দন" পত্রিকার খবর নিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা হৈ-হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে। যেখানে একটি ঘন্টা মাত্র সময় আছে সমস্ত সদস্য জনস্বার্থ বিষয়ক প্রশ্ন করার জন্য। সেখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সেই মূল্যবান সময়টিকে নষ্ট করে যাতে আমরা জনকল্যাণমূলক কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারি। তাই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য "স্যন্দন" পত্রিকার একটা কিছু করার জন্য এই সভাতে একটি মতামত চাই, —এই অনুরোধ রইল মাননীয় স্পীকারের কাছে।

মিঃ স্পীকার :— আমি মনে করি কেউ কারও স্বাধীকার ভঙ্গ করেনি। যদি করে থাকে তাহলে দুঃখজনক।

উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি মাননীয় সদস্য সুধন দাস কর্তৃক গত ২৫.২.৯৭ ইং উত্থাপিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব বিবৃতিটি দেওয়ার জন্য। উল্লিখিত বিষয় বস্তুটি হচ্ছে "গত ১২ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব থানাধীন কল্যাণী এলাকার ইতি সাহা নামে এক মহিলার গায়ে আগুন ধরিয়ে মেরে সং পণের দায়ে বধূ নির্যাতন ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ঘটনাটি গত ১২ ফেব্রুয়ারী ঘটেনি, ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে জানা গেছে ১১ই ফেব্রুয়ারী, ৯৭ইং দুপুর অনুমান একটার সময় গাঙ্গাইল রোডস্থিত মৃত নবদ্বীপ সাহার পুত্র শ্রীসুধীর সাহা নিম্ন বর্ণিত এক অভিযোগ দায়ের করেন যে তার পঞ্চম কন্যা ইতি সাহা পূর্ব আগরতলা থানা কল্যাণী সাকিনের মৃত বিপীন বিহারী সাহার পুত্র শ্রীচুনীলাল সাহা তিনি ইতি সাহার শ্বশুর কল্যাণী সাহা স্বামী চুনীলাল সাহা তিনি হচ্ছেন শাশুরী। এবং চুনীলাল সাহার তিন পুত্র মৃত ইতি সাহার দেবর তিন জন ও শ্রীমতি মীনা সাহা বেলা অনুমান ১২টার সময় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ ভারতীয় দঃ বিঃ আইনের ৪৯৮ (এ)। ৩২৩। ৩০৭। ৩৪ ধারার বিধান অনুসারে বেলা ৫টা ৫৫মি সময়ে পূর্ব আগরতলা থানায় ২৫। ৯৭নং

মোকদ্দমা রুজু করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ১ নং চুনীলাল সাহা, ২নং পার্থ সাহা, ৩নং কল্যাণী সাহা, ৪নং মীনা সাহাকে ধৃত করিয়া পুলিশ হেপাজতে নিয়া আসেন। ১১। ২। ৯৭ইং রাত্রি ৯টা ৫মিঃ সময়ে ইতি সাহা জি. বি. হাসপাতালে মারা যায়।

তদন্তে প্রকাশ থাকে যে গত ১১। ২। ৯৭ইং ১২-৩০। ১২.৪৫ মিঃ সময়ে উপরিউক্ত আসামী-গণ চুনীলাল সাহার একটি পশ্চিমের ভিটি ঘরের ভিতর ইতি সাহার শরীরে কেরোসিন তেল দিয়া আগুন লাগাইয়া দেয় এবং উক্ত ঘরের দরজা বাহির দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

ইতি সাহার চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশীগণ ঘরের দরজা খুলিয়া অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ইতি সাহাকে উদ্ধার করিয়া স্থানীয় প্রতিবেশীগণ চিকিৎসার জন্য জি. বি. হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

উপরোক্ত ধৃত আসামীগণকে ১২। ২। ৯৭ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন এবং আসামী প্রশান্ত সাহা পিতা চুনীলাল সাহা ১৭। ২। ৯৭ইং তারিখ মাননীয় আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। সর্বমোট ৫ জন আসামীকে ৬। ৩। ৯৭ইং পর্য্যন্ত জেল হাজতে থাকার নির্দ্দেশ দেন।

তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

তদন্তে পণের দায়ে নির্যাতন সম্পর্কিত প্রাথমিকভাবে যদি এভিডেন্স মেলে তবে ভারতীয় প্রিভেনশন অ্যাকট ১৯৬১ এর আওতায় বিচারাধীন করা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— স্যার, এই ইতি সাহার খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগরতলা শহর থেকে শুরু করে সারা রাজ্যের নারীরা এগিয়ে এসেছেন। এটা একটা উল্লেখ করার মত ঘটনা। শুধু তাই নয়, আগরতলা বারের যত এডভোকেট আছেন তারা এই ঘটনার নিন্দা করেছেন এবং আসামী পক্ষে কোন উকিল দাঁড়াবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটাও ঘটনা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, যাতে আর কেহ কোন দিন এ ধরণের ঘটনা না ঘটাতে পারে সেজন্য আসামীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, শাস্তি দেবেন বিচারক। আমরা শুধু ভারতীয় প্রিভেনশন আইনের মধ্যে ঘটনাটা আনা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করতে বলেছি।

শ্রীমতি কাত্তিককন্যা দেববর্মা :— স্যার, আমরা পত্রপত্রিকায় দেখছি, এই ইতি সাহার মত অনেক মহিলা খুন হচ্ছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, দৈনন্দিন এই যে ঘটনা ঘটছে তা বন্ধ করার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কোন ঘটনা ঘটলেই পুলিশ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া আমরা জেলা প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতগুলিকে বলেছি, জায়গায় জায়গায় ক্যাম্পিং করার

জন্য। স্যার, আমরা জানি, গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন সম্প্রতি বেড়েছে। অন্যান্য অংশের মানুষও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছেন। আর হয়ত, সরকার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম মহিলা কমিশন আমরা করেছি। এই মহিলা কমিশন খবর পেলে প্রতিটি কেসই গিয়ে এটেণ্ড করে থাকে। সুনির্দ্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মহিলা কমিশন সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করছেন। সরকারও মহিলা কমিশনের সুপারিশগুলি ফলো করতে চেষ্টা করছেন।

শ্রীমতি কাত্তিককন্যা দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সব কিছুই ঠিক আছে। যারা আসামী তাদেরকে আইন অনুসারে কারা বন্দী করে রাখা হয়। কেউ কেউ জামিনে ছাড়া পেয়ে যান বা কেস শেষ হলে কারাদণ্ড ভোগের পর ছাড়া পেয়ে যান। কিন্তু যে সমস্ত মাতা-পিতা তাদের সন্তানকে হারালো তাদেরকে ক্ষতি পূরণ দেবার কোন উদ্যোগ সরকারী ভাবে নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো কোর্টের ব্যাপার। মাননীয় কোর্ট যেভাবে নির্দেশ দেন সেইভাবেই আমাদেরকে ফলো করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ে চতুর্থটি মাননীয় সদস্য শ্রীশহীদ চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক গত ২৫.২.৯৭ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—"গত ২১ ২ ৯৭ইং তারিখে আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় অগ্নিকাণ্ডে সোনামুড়া শহর সংলগ্ন ছয়টি পরিবারের বাড়ীঘর ও আসবাব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রীশহীদ চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর আমি এখন বিবৃতি দিচ্ছি। গত ২২ ১.৯৭ইং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সোনামুড়া সংলগ্ন কোন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ২২.২ ৯৭ইং রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ডে (দুর্গাপুর) আগুন লাগিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ সোনামুড়া থানাতে আসে। উক্ত সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে থানার পুলিশ ও সোনামুড়া ফায়ার সার্ভিস অক্লান্ত পরিশ্রম করে আগুন আয়ত্বে আনিতে পারিতেছে না বিধায় বিশালগড় ফায়ার সার্ভিস হইতে আরও দুইটি অগ্নিনির্বাপক গাড়ী আসে এবং শ্রীমন্তপুর বি. এস. এফ জোয়ান, থানার পুলিশ কর্মী ও জনসাধারণের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আনে। উক্ত ঘটনায় শ্রীপংকজ দাস নামে এক ফায়ার ম্যান সামান্য আহত হয়েছেন।

উক্ত ঘটনা সোনামুড়া থানার পুলিশ ৫৯০ নং দৈনিক নামছায় নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে উক্ত অগ্নিকাণ্ডে ১১টি পরিবারের ২২টি বসত ঘর ও আসবাবপত্র সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয় এবং ২টি পরিবারের ২টি বসতঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদন্তকালে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আগুন দুর্গাপুর সাকিনের শ্রীশাহজাহান মিঞার রান্নাঘর হইতে আসে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে মোট আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

এই ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীশহীদ চৌধুরী (বক্সনগর):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি ২২.২.৯৭ ইং তারিখে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সেইভাবেই রেফারেন্সটি এনেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে শাহজাহান মিঞার রান্নাঘর থেকে আগুন লেগেছে। আমি নিজে সেখানে গিয়েছি। যেদিন আগুন লাগে সেইদিন সন্ধ্যার সময় (২২.২ ৯৭) ইং তারিখে শাহজাহান মিঞার ঘরটি তালাবন্ধ ছিল, আগুন লাগার কোন ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না। পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা দেখবেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি সরকারী সাহায্য হিসাবে কি কি পেয়েছে?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, বিষয়টি তদন্তাধীন আছে। রিলিফ ম্যানুয়েলে যেভাবে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে সেইভাবেই তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ডি. এম. কে বলা হয়েছে এই ব্যাপার দেখার জন্য।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার:— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:- "ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অসযোগিতার ফলে পি. এম. আর. ওয়াই প্রকল্প বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী):— পি. এম. আর. ওয়াই. প্রকল্পটি ভারত সরকার ১৯৯৩ইং সালের অক্টোবর মাসের ২ তারিখ হতে চালু করার ঘোষণা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতী স্ব-উদ্যোগ শিল্প, ব্যবসা ও সেবামুলক সংস্থা স্থাপনের জন্য ব্যাংক থেকে সর্বমোট ১ (এক) লক্ষ টাকা ঋণ নিতে পারেন। তন্মধ্যে ৫ পারসেন্ট (পাঁচ শতাংশ) প্রমোটার কন্ট্রিবিউশান থাকতে হবে এবং ভর্তুকী বাবদ ৭,৫০০ টাকা পাওয়া যাবে। এর জন্য একজনকে ন্যূনতম শিক্ষা-গত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ বা ফেইল অথবা কোন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। দরখাস্তকারীগণকে তার এবং পরিবারের বাৎসরিক আয় ২৪ (চব্বিশ) হাজার টাকার কম হতে হবে।

প্রকল্পটি প্রথম বছরে শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরবর্তী বৎসর (১৯৯৪-৯৫ ইং) থেকে প্রকল্পটি শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য চালু করা হয়েছে।

খ) এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রাপ্তি ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৬-৯৭ ইং এর জানুয়ারী মাস অবধি বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :-

বৎসর	লক্ষমাত্রা	দরখাস্ত ব্যাংকে পাঠানোর সংখ্যা	ঋণ বিলির সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ঋণ বিলির শতকরা সংখ্যা	ঋণ বিলির পরিমান গড়ে
১৯৯৩-৯৪	২০০	২৫৪	১৫৫	৫২	৬,৭৯৯০ টাঃ
১৯৯৪-৯৫	১০০	৯২৬৪	৫৬৮	৫৬	৬৯,০০০ টাঃ
১৯৯৫-৯৬	১৩০০	১৮৯৩	৮৫১	৬৫	৫৮,০০০ টাঃ
১৯৯৬-৯৭ (জানুয়ারী ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত)	১৯১০	১৮০৯	৭৩	৪	৪৬,৯০৪ টাঃ

গ) উপরিল্লিখিত তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, যদিও শতকরা ঋণ বিলির সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেলেও ঋণের পরিমাণ গড়ে কমে গেছে। ব্যাংকে কর্তৃপক্ষ সঠিক পরিমাণ ঋণ প্রকল্প অনুযায়ী মঞ্জুর করছেন না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, এখন ১ (এক) টা বাজে, তাই যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হাউসে উঠেছে এটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি হাউস বাড়ার অনুমতি দিন।

মিঃ স্পীকার :— দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাউস চলবে।

১) ব্যাংকগুলি দ্বারা ঋণ মঞ্জুরীতে ও বিলিতে অপর্য্যাপ্ত বিলম্ব।

২) টাস্ক ফোর্স কমিটির সাথে কোন আলোচনা ছাড়াই কমার্শিয়াল ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ কর্তৃক টাস্ক ফোর্স কমিটির সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্প রূপায়ণে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রেরিত ইস্তাহারের পরিপন্থী।

৩) কিছু কিছু কমার্শিয়াল ব্যাংক ঋণ আদায় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত জামানত-এর দাবী করে যা ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত নির্দ্দেশাবলী পরিপন্থী।

৪) রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রেরিত ইস্তাহার বা গাইড লাইন অনুযায়ী কমার্শিয়াল ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ টাস্কফোর্স কমিটির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই প্রয়োজনানুযায়ী

প্রকল্পের ঋণের পরিমাণ বাড়াতে পারেন। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে কমারশিয়াল ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ উপরি উল্লিখিত প্রকল্পটি পুনরায় টাস্ক ফোর্স কমিটির কাছে পেশ করছে যা এড়ানো যেত।

৫) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, পাঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাংক-এর কাছে পি. এম. আর. ওয়াই-এর অধীনে ঋণ মঞ্জুর করার কোন রকম ক্ষমতা অর্পিত হয়নি।

৬) ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পরে বাতিলকৃত ঋণ পত্রের শতকরা হার ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী।

ঘ) এটা সত্য যে কিছু কিছু ব্যাংক যথা, পাঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাংক, এলাহাবাদ ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, ব্যাংক অফ বড়োদা, ইউনিয়ন ব্যাংক, ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি ঠিক মতো ঋণ মঞ্জুর করছে না। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ইং সাল পর্যন্ত ব্যাংক অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরের পরিসংখ্যান এখানে আমরা দিতে পারি যাতে প্রতীয়মান হবে যে ব্যাংকের কাছে পাঠানো প্রকল্প রূপায়ণের জন্য তাঁরা যথা সময়ে ঋণ মঞ্জুর করেননি।

ঙ) পি আর. এম. ওয়াই-এর প্রকল্প রূপায়নের জন্য গত ২১.১.৯৭ইং মুখ্য সচীব ত্রিপুরা সরকারের পৌরহিত্যে, রাজ্য ভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে সমস্ত কমারশিয়াল ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ উপস্থিত ছিলেন। পি. এম. আর. ওয়াই প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে রাজ্য ভিত্তিক ব্যাংকারস্ কমিটির মিটিং-এ আলোচনা হয়। স্থানীয় কিছু ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের কাছে ঋণ মঞ্জুরের ক্ষমতা অর্পিত না থাকাতে সচীব (শিল্প ও বাণিজ্য) ত্রিপুরা সরকার চিঠি দিয়ে অধিকর্তা (পি. এম. আর. ওয়াই), ভারত সরকারকে জানিয়েছেন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ১৯৯৩ সাল থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যাংকের কাছে পাঠানো আবেদনপত্র এবং একচুয়্যাল ডিসবার্সমেন্ট ১৯৯৬-৯৭ যেটা দেওয়া আছে ১৯৫০ টারগেট ১১১৯ মঞ্জুর করেছেন ৭৩ এর থেকে দেখা যায় যে বিরাট সংখ্যক আবেদনপত্র একচুয়্যাল যেটা ব্যাংক মঞ্জুর সেটা দেওয়া হয় নি। ব্যাংক মঞ্জুরি দেওয়ার পরে ট্রেনিং-এ পাঠানো হবে এবং সেই ট্রেনিং-এর অপেক্ষমান তালিকা অনেক বড়। আমি অন্ততঃ পক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার একটা সংখ্যা এখানে দিতে পারি যে ১৯৯৫-৯৬ সালে যেখানে টারগেট ছিল ২৬৫ জন সেখানে ৪৭ জনের ট্রেনিং দেওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়নি। ১৯৯৬-৯৭ সালে টারগেট ছিল সেই টারগেটের ১৭১ জনকে স্যাংশান দেওয়া হয়েছে। ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, বাকী ৯৪ জনের এখনও ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। এই যে অবস্থা তার ফলে বেনিফিসিয়ারিরা কোন ধরণের স্কীম নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য কর্মে নিযুক্ত হবে এই রকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তাদের এই দীর্ঘসূত্রিতার জন্য তাঁরা সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। সুতরাং, সেই দিক থেকে যারা ট্রেনিং নিতে চাচ্ছেন তারা ট্রেনিং নিয়ে এসেও সময় মত অর্থাৎ ট্রেনিং চলাকালীন সময়েই যাতে তাদের

ঋণ বরাদ্দ হয় এই ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যাতে উপযুক্ত মানে বিভিন্ন রূপে আলাপ-আলোচনা করে এই ব্যাপারে নিশ্চিত করা হবে কি করে বা করার উদ্যোগ নেবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, প্রতিনিয়ত ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ষ্টাট লেভেলে ব্যাংকারস্দের যে সভা হয় এস. এম. বি. সি সেখানে এটা নিয়ে ডিটেলস্ আলোচনা করা হয়। তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি যেমন ১৯৯৬-৯৭ সালে ষ্টাট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আমরা কেস পাঠিয়েছি ৬৩৮টি কিন্তু জানুয়ারী ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত তাঁরা ডিসবার্স করেছে মাত্র ৭টি। অনুরূপভাবে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে ৮২৬ কেইস পাঠানো হয়েছে কিন্তু তারা ডিসবার্স করেছে ৪২টি। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ৩০টি কেইস পাঠানো হয়েছে কিন্তু তাঁরা একটিও ডিসবার্স করেনি। ব্যাঙ্ক অব বরোদাতে ৫০টি কেস পাঠানো হয়েছে কিন্তু তার মধ্য থেকে মাত্র ২টি কেস তাঁরা ডিসবার্স করেছে। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে ৩০টি কেইস পাঠানো হয়েছে, তাঁরা ৪টি কেস ডিসবার্স করেছে। কেনাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব এবং সিন্ধ ব্যাঙ্ক এদের কাছে ৩০টি কেইস পাঠানো হয়েছে কিন্তু উনারা ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত একটি কেইসও ডিসবার্স করেনি। ইউনাইটেড কমারশিয়্যাল ব্যাঙ্ক-এর কাছে ১২১টি কেইস পাঠানো হয়েছে কিন্তু তাঁরা মাত্র ৩১টি কেইস ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ডিসবার্স করেছে। বিজয়া ব্যাঙ্কের কাছে ৩০টি কেস পাঠানো হয়েছে কিন্তু তাঁরা একটি কেসও ডিসবার্স করেনি। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের কমারশিয়্যাল ব্যাঙ্ক বা ন্যাশনালাইজড্ ব্যাঙ্কগুলির যে চিত্র আমি দেখলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে বছর প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে কিন্তু সমস্ত কেসগুলি তারা ডিসবার্স করেনি। এটা সারা ভারতবর্ষের এই রকম নমুনা। এই মাসের ১১ তারিখ কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম আমাদের রাজ্যের কথা। সারা ভারতবর্ষের রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রকল্প যাতে বলা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে কথা ছিল অষ্টম পরিকল্পনায় এই মার্চ মাসের শেষ অবধি সারা ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকারকে তাঁরা এই ঋণ প্রকল্পের আওতায় আনবেন। কিন্তু অষ্টম পরিকল্পনা শেষ হতে যাচ্ছে কিন্তু রিভিউ করে দেখা গেল যে ফেব্রুয়ারী ১১ তারিখ পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষে ৬০ লক্ষ কেস তারা দিতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে সামনে রেখেও পর্য্যালোচনা হয়েছে মিজারাবল এবং আমরা বলেছি যে এই প্রকল্পগুলি চালু রাখার উদ্দেশ্য কি ? যদি সরকার কর্তৃক ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী সেখানে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি এ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে সমস্ত স্পনসর্ড কেস বিভিন্ন ষ্টেটগুলিতে রয়েছে সেগুলি তাঁরা দেখবেন। এটা খুব আশার কথা যদি এই প্রকল্পগুলি সুষ্ঠভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হতো, ব্যাংকারস্রা যদি সহযোগিতা করতেন তাহলে সারা দেশের মধ্যে যে বিরাট সংখ্যক বেকারের সমস্যা তার একটা অংশ হলেও সুরাহা

হচ্ছো। এটা আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, ভারত সরকারের নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পি. এম. আর. ওয়াই-কে রেখেছেন এবং অতিরিক্ত টার্গেট সেখানে নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্য থেকে আমরা দাবী করে যে গাইড লাইনের কথা একটু আগে বলেছিলাম, সেই গাইড লাইনের মধ্যে কিছু সংশোধনের কথা সারা ভারতবর্ষে উঠেছে। আমরা বলেছি এইজ (বয়স) লিমিটেশান যেটা হয়েছে ৩৫ বৎসর নয় সেটা ৪০ বৎসর কর। কিন্তু পারিবারিক ইনটাক শিলিং যেটা ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে, আমরা সেটা বলেছি ৫০ হাজার টাকা করতে হবে এবং ঋণ দানের সর্বমোট পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা ছিল আমরা সেখানে বলেছি ন্যূনতম ২ লক্ষ টাকা করতে হবে কারণ তা না-হলে কোন বেকারের পক্ষে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়টা আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বললাম।

মিঃ স্পীকারঃ—এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

AFTER RECES AT 2-00 P. M·

(মধ্যাহ্ন বিরতির পর)

মিঃ স্পীকারঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর ত্রাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি ত্রাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন :—

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"খোয়াই জারুলবাচাই ও তৈদুতে সম্প্রতি হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত পরিবারগুলির ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (ত্রাণমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়বস্তুর উপর আজকে বক্তব্য রাখতে স্বীকৃত হয়েছিলাম। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে "খোয়াই জারুলবাচাই ও তৈদুতে সম্প্রতি হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পে অবস্থানরত পরিবারগুলির ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

স্যার, তৈদু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীর দ্বারা সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পর ঐ অঞ্চলের যে সমস্ত লোকজন তৈদু বাজারে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের সবাই ঘটনার দুই তিন দিনের মধ্যেই নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরে গেছেন। আপৎকালীন সাহায্য হিসেবে নিহতদের প্রতিটি পরিবারকে এককালীন ৫,০০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর সরকারী সাহায্য হিসেবে মৃত ব্যক্তির পরিবারের উপযুক্ত একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া এবং যদি এই পরিবারে সরকারী চাকুরী পাবার উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকে তাকে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য খুব সহসাই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্যার, জাকুলবাচাইএ হিংসাত্মক ঘটনাবলীতে ৫১টি পরিবারের ২৪৬ জন ব্যক্তি তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে জাকুলবাচাই এস, বি, স্কুলে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতিদিন তাদের প্রত্যেককে রান্না করা খাবার এবং মাথাপিছু ৬ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আক্রান্ত ২৩টি পরিবারকে ধুতি, শাড়ি, পেন্ট, শার্ট, কম্বল এবং বাসনকোশন ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এবং যাদের বাড়ী পুড়ে গেছে তাদের ৩,০০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শরণার্থী শিবিরে আশ্রিতদের কাজ দেওয়ার জন্য ঐ অঞ্চলে ৫০০ শ্রম দিবস মঞ্জুর করা হয়েছে। ঐ শিবিরের কাছে নতুন দুইটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে এবং একটি পুরানো টিউবওয়েল মেরামত করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তর থেকেও পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রতিদিনই করছেন। প্রায় প্রতিদিনই শিবিরগুলিতে চিকিৎসকরা পরিদর্শন করছেন পর্য্যাপ্ত পরিমান প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

স্যার, খোয়াইর ঘটনাবলীর পর ঐখানে ২২টি শিবির করা হয়েছে। এই ২২টি শিবিরে ৫৬ হাজার লোকজন আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লোকজন আস্তে আস্তে তাদের বাড়ি ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

আর শিবিরে যে সমস্ত শরণার্থী আছেন তাদের চাল, চিড়া, গুড় এবং দৈনিক মাথাপিছু ৬ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। উপজাতি শরণার্থীদের শুকনো মাছও দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া কেরোসিন, মোমবাতি, চিনি, ধুতি ইত্যাদি বিলি করা হয়েছে এবং এখনো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। শিশুদের মাথাপিছু দৈনিক ৫০ গ্রাম করে দুধ দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তাররা প্রতিদিনই শিবির পরিদর্শন করছেন। স্বাস্থ্য কর্মীদের সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শৌচাগারের সুবিধার জন্য ১৯৩টি কাঁচা শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। ফিনাইল এবং ব্লিচিং পাউডারও ছড়ানো হচ্ছে যাতে করে রোগের প্রাদুর্ভাব হতে না পারে।

পাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর থেকে জলের পুরানো উৎস যেগুলি ছিল সেগুলিকে সংস্কার করে দেওয়া হয়েছে। নতুন উৎস সৃষ্টি করে পানীয় জল সরবরাহ করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং যে সমস্ত পরিবার বাড়ীঘরে ফিরে গেছেন তাদের কাজ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে বা ব্লক থেকে সেখানে তাদের শ্রম দিবস মঞ্জুর করা হয়েছে। বি, ডি, ও তুলাশিখড়, তেলিয়ামুড়া, এবং খোয়াই যথাক্রমে ৯ হাজার ৬৭০, ৮ হাজার ২২০ এবং ৫ হাজার ৮৮২টি শ্রম দিবস এর মধ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে। পানীয় জল, শৌচাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রেশন সম্পর্কে শিবির অনুযায়ী পূর্ণ বিবরণ এখানে তালিকায় দেওয়া আছে। ২০.২.৯৭ইং পর্য্যন্ত শিবিরের শরণার্থী তালিকাও, এখানে তালিকা 'বি' করে আর একটি তালিকা করে

তারমধ্যে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তালিকা অনেক বড় সেই জন্য আমি এটা লে করে দিতে পারছি। স্যার, গত দশ দিন ধরে ওখানে যেহেতু আর অন্য কোন হিংসাত্মক ঘটনা এরমধ্যে ঘটেনি। এবং মানুষের মনে আস্তে আস্তে স্বস্তির ভাব ফিরে আসছে। সেই জন্য গতকাল পর্য্যন্ত ওখানে যে ২২টি ক্যাম্প ছিল তারমধ্যে একটি যেটা দিব্যদয় ক্যাম্প ওখানে যে পরিবারগুলি ছিল সকলে তাদের নিজস্ব বাড়ীঘরে ফিরে গেছেন। সুতরাং, এই ক্যাম্পটি বন্ধ হয়েছে। আর ২১টি ক্যাম্প আছে। এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফিরেছেন আমার কাছে ঠিক হিসাবটা নেই সম্ভবত দিব্যদয় যেখানে আছে ওখানে নন-ট্রাইবেল ক্যাম্প হবে। ঘরে ফিরেছেন গতকাল পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৭শত ২৬ পরিবার মোট ১৪ হাজার ৮শত ৬ জন। এই পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত আছে। মানুষের মনেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। মাননীয় সদস্য যারা এই ঘটনায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন আমি তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আবেদনও রাখব সকলে মিলে এই দুস্থ মানুষ যারা বাড়ীঘর ছেড়ে এখানে এসেছেন তাদের মনে যাতে স্বস্তির ভাব ফিরে আনতে পারি প্রশাসন সেই চেষ্টা করছেন। এবং এতে সকল অংশের মানুষ উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এখানে রাজনৈতিক দলমতের কোন প্রশ্ন না সকলে মিলে আমরা যাতে এই দুঃস্থ মানুষদের আবারও তাদের ভিটে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারি তারা যাতে বেঁচে থাকবার জন্য নতুন কাজ শুরু করতে পারে।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার আমরা জাকুলবাচাই গিয়েছিলাম ২৩ তারিখে। মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন তারা সব পেয়েছে। এবং তারাও এই সরকারীভাবে সংযোগিতায় সন্তুষ্ট। তারপরেও আমরা যেটা জানতে পারি ২২ পরিবারকে ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে ব্লকের তরফ থেকে জাকুলবাচাই এলাকার মধ্যে এটা বলা হয়েছে। এইভাবে যে সমস্ত এলাকার মধ্যে বাড়ীঘর পুড়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ঘর তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের যদি শুধু ইন্দিরা আবাসন যোজনায় এদের সব বাড়ীঘর তৈরী করে দিতে হয় যেহেতু এটা একটা স্কীম কেন্দ্রীয় সরকারের। সারা রাজ্যে এই স্কীমটাকে কার্য্যকরী করতে হবে। তার নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে। সুতরাং, সেইজন্য যদি এক জায়গায় ঐ একই স্কীম আমাদের দিতে হয় পারটিকুলারলি তাহলে পরে অন্য জায়গায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শুধু এই স্কীম না অন্যান্য স্কীমও মিলে যাতে বাড়ীঘর তৈরী করে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা আমাদের সরকার করবেন। সেই রকম চিন্তাভাবনা আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীঘর করবার জন্য যারা যারা বাড়ীঘর করতে পারছেন আমাদের প্রাথমিকভাবে সরকারী নরমস অনুযায়ী আপনারা শুনেছেন আমি বলেছি যে, তিন হাজার টাকা করে আগে দেওয়া হয়েছে

সেটা তৈছু অঞ্চলে। আর অন্যান্য অঞ্চলে যেটা হয়েছে সেগুলি নিশ্চয় সরকার থেকে আমরা ব্যবস্থা করে দেব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, সত্যি দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমরা আশা করি যে আস্তে আস্তে মানুষের মনে বিশ্বাস এবং ঘরে ফিরতে শুরু করছে। গতকাল আমাদের মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার মহোদয়-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম তিনি জানিয়েছেন যে, বেশীর ভাগ চাইছে বাড়ীঘরে ফিরতে। এবং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করতে চাই যারা এখনও ফিরতে পারেনি তাদের এই যে ত্রাণ-এর, বিভিন্ন কাজের যেমন আমপুরাতে শুনেছি কিছু কম্বলের অভাব আছে। তবে নিশ্চয় যে সমস্যাগুলি শিবিরবাসীরা এখন ভুগছেন যারা এখনও যেতে পারছেন না তাদের যথাযথ যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার জন্য আরও খতিয়ে দেখে এগুলি করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, শিবিরবাসীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তারজন্য সরকার কমিশনার পর্য্যায়ে একজন অফিসারকে অলরেডি আমরা ওখানে ডেপুট করেছি। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছেন। আমাদের কাছে এই ধরণের এখন পর্য্যন্ত কোন খবর নেই যে এই ধরণের কিছু অসুবিধা আছে। যদি কারো কাছে এই ধরণের খবর থাকে নিশ্চয় আমাদের জানাবেন আমাদের অফিসার সেখানে দেখছেন, সবটা ব্যাপার দেখছেন। যদি এই ধরণের থাকে জানালে নিশ্চয় আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করব। শিবিরে যারা আছেন তাদের যাতে ত্রাণের কোন অসুবিধা না হয় সরকার সবসময় সেই দৃষ্টি রক্ষা করে চলছেন।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, যারা শরণার্থী শিবিরে আছেন তাদের প্রশাসন থেকে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে বাড়ীঘরে ফিরে যাবার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করেই। আজকে বিভিন্ন পত্রিকায় উঠেছে বিশেষ করে খোয়াই অধ্যুষিত বিভিন্ন ত্রাণ শিবির থেকে এ, ডি, এম নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেককে বাড়ীঘরে ফিরে যেতে হবে।

নিরাপত্তা ছাড়াই তাদের যেতে হবে এটা সত্য কিনা বা সেই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যের কথা শুনে আমার একটা পুরানো গ্রাম্য প্রবচন মনে পড়ে গেল। যে যার মাথার ব্যথা নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। ওখানে যারা আছেন শিবিরে তো কেউ শখ করে আসে না। ওধরণের ব্যবস্থা হয়েছে বলেই এসেছে। আর যারা ফিরে যাচ্ছেন যদি সরকার প্রেসারাইজ করত তাহলে শুধু ২২টা শিবিরের মধ্যে একটাই

খালি হত না, ২২টাই খালি হয়ে যেত। যারা নিরাপত্তার কারণে শিবিরবাসী হয়েছেন শিবির থেকে যখন বাড়ীতে যাচ্ছেন তাদের নিরাপত্তা তারা বুঝেছেন না আমি এটার অর্থ বুঝি না। সেইজন্য পত্রিকায় কি উঠছে, পত্রিকায়তো অনেক কিছু উঠছে যা সত্যের সঙ্গে কোন রকমের সম্পর্ক নেই। যে ট্রাইবেল বাড়ীগুলি শেষ হয়ে গেল, ওদের সম্পদগুলি শেষ হয়ে গেল যাদের সম্পর্কে পত্রিকায় উঠছে আমি তাদের কথাই বলছি। যে লোক ত্রিপুরা রাজ্যে নেই সরকারী কর্মচারী, দিল্লীতে ট্রেনিংয়ে আছে তাকে সাজানো হয়েছে পত্রিকায় উঠেছে যে তার বাড়ী থেকে অনেক কিছু পাওয়া গেছে তিনি উগ্রপন্থীর সঙ্গে যুক্ত। লক্ষ লক্ষ টাকার তার সম্পত্তি তাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এই পত্রিকার খবরটা এই হাউসের মধ্যে সকালবেলাতে সেটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে আমাদের মাননীয় সদস্যরাও সেগুলি সমস্ত এনেছেন। পত্রিকার খবর আমাকে স্বীকার করতে হবে? আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদের এই ধরণের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে এবং শুধু সদস্যদের না যারা পত্রপত্রিকায় আছেন, পত্রপত্রিকাগুলিকেও আমি অনুরোধ করব যে, রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে, রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের অনেক অমূল্য প্রাণ গেছে আর প্রাণ নেওয়ার খেলায় তারা যাতে না মাতেন, তারা যাতে অন্তত শান্তি সম্প্রীতির রক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা নেন। মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব এখানে রাজনীতির কোন প্রশ্ন নেই মানুষের জীবন নিয়ে ব্যাপার। সুতরাং, সেই জীবনসম্পত্তি রক্ষায় সকলে এককাট্টা হয়ে, একযোগ হয়ে এগিয়ে আসুন, সরকারকে সহযোগিতা করুন এই কথাই আমি আবেদন রাখছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমরা খোয়াই ক্যাম্পগুলি যখন দেখি তখন অধিকাংশ ক্যাম্প দেখেছি। রাস্তার উপর যতগুলি ক্যাম্প দেখেছি হাজার হাজার এই সব প্রশ্ন তুলবেন না। আমাদের কাছে প্রত্যেকে বলেছে যে আমরা প্রেসারাইজড হচ্ছি চাপ দেওয়া হচ্ছে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য। আমরাতো বাড়ী ফিরে যেতে পারি কিন্তু সেখানে আমাদের ক্যাম্প দিতে হবে। কয়টা ক্যাম্প এরকমভাবে তৈরী করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হিসাব দেবেন? আর যারা ফিরে গেছে তাদের রক্ষা করবার জন্য কোন ক্যাম্প দেওয়া হয়েছে কিনা, অথবা কয়টা হয়েছে?

দ্বিতীয়ত, এই যে পত্রিকা বলেন, "স্যান্দন পত্রিকা," এতকথা লিখেছে তাকে এরেষ্ট করেন না কেন, তার বিরুদ্ধে শাস্তি দেননা কেন? তাকে জেলে পুরান না কেন? কি এতই দুর্বল আপনারা? শুধু পত্রিকা পত্রিকা, পত্রিকা যদি তাহা মিথ্যা কথা বলে থাকে কেন তাকে এরেষ্ট করেন না? তার সোর্স কি জানবার চেষ্টা করেন না কেন?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এতে উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই। আমরা এর মধ্যেই সরকারী তরফ থেকে ব্যবস্থা নিচ্ছি। যে সমস্ত পত্রিকায় এই ধরনের খবর লিখে

দাঙ্গার উসকানী দেয় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এবং সেইগুলি কার্যকরী করা হবে। সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। আর যারা ফিরে গেছে, আমার কাছে এই তথ্যটা নেই এখন আমার কাছে কোন কোন জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছে। তবে সেটা বিষয় না। যারা ফিরে গেছেন তারা তো নিরাপত্তার আস্বস্ত হয়েই ফিরে গেছেন। আর যারা যাননি তারা এখনো তো শিবিরেই আছেন। আমরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেই তাদেরকে বাড়ী ঘরে পাঠাব। স্যার, এখানে বলা হচ্ছে যে পেসারাইজ্‌ড করা হচ্ছে। যদি তা করা হত তা হলে তারা তো আর ১০দিন এই সমস্ত ক্যাম্পে থাকত না। একটি ক্যাম্পের তারা সবলে বাড়ীঘরে চলে গেছেন আর বাকী ২১টা ক্যাম্প খোয়াইতে আছে। সরকারী তরফ থেকে পেসারাইজ্‌ডের কোন প্রশ্নই নেই। উপযুক্ত নিরাপত্তা করেই তাদেরকে পাঠাচ্ছি এবং মানুষ নিরাপত্তা বোধ করছেন বলেই বাড়ী যাচ্ছেন।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান স্যার, আর যখন ২৩ তারিখ জারুলবাচাই এ গেলাম সেখানে একজন ট্রাইবেল কমরেড আমাদেরকে নিয়ে গেলেন এবং সমস্ত কিছু দেখালেন। আমার কাছে নাম আছে সেখানে একটা অংশের লোক বিভিন্নভাবে তাদেরকে বলার চেষ্টা করছে যে তাদেরকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে হবে এবং তারা যাতে বেশীদিন শিবিরে থাকে এবং তাদের মুখ দিয়ে দাবী তুলানো হচ্ছে যে এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। এখানে এই ধরনের প্ররোচনা দিচ্ছে যাতে এখানে এই ধরনের অস্থিরতা থাকে। সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সরকারীভাবে এই ধরনের এখন কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে বিভিন্ন লোকজন মারফত তো এই ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্যার, সব সময় এইগুলি থাকে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল চায় যাতে তারা শিবির ছেড়ে চলে না যায়। আমি সকলের কাছে আবেদন করব এই ধরনের যারা প্রচেষ্টা কেউ যদি করেন যার নজরেই আসুক তারা যেন প্রতিহত করেন এবং মানুষ তারা যাতে বাড়ি ফিরে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে কাজ কর্ম করতে পারে সেই ব্যাপারে উৎসাহিত করেন, সহায়তা করেন আমরা সে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমাদের কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে এই সমস্ত শিবিরে অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য যারা এখানে রয়েছেন বিশেষ করে চবরী দ্বাদশ স্কুল, এবং গার্লস্ স্কুলে যে সমস্ত শরণার্থী রয়েছেন সেখানে ১৩ জনের মত আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে জানতে চাই এই সমস্ত রোগী-দের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে মোহনবাসী দেবনাথ, বামা সুন্দরী দেবনাথ, প্রতাপ দেবনাথ, রঞ্জিত দেবনাথ, সরলা দেবনাথ, প্রেমদাময়ী দেবনাথ, হরেন্দ্রকুমার দেবনাথ,

শ্যামল সূত্রধর, ঝর্ণা দেবনাথ, মনীন্দ্র দেবনাথ, শিবু দেবনাথ, জ্যোৎস্না দেবনাথ তারা আক্রান্ত হয়ে খোয়াই হাসপাতালে আছে। এবং ব্যাপক অংশের লোক এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ? আর না থাকলে খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? এবং আর ব্যাপকভাবে সেখানে তাদের আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং এরা কি অবস্থায় আছে সেটি আপনার তথ্যে আছে কিনা এবং যদি না থাকে তাহলে তাদের সুচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগেই বলেছি ওখানে যারা আছে তাদের চিকিৎসার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়ে নাম বলেছেন তাদের নাম আমার এখানে নেই। তবুও যাতে আন্ত্রিক আক্রান্ত না হন সেই ব্যবস্থা আমরা নেব। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সেখানে থাকতে চাইছে না বা ১১ জন লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে সেটি হয় না। সেখানে হাজার হাজার লোক বসবাস করছে যদি সেইরকম হয় তাহলে কেন সেই ১১ জন হবে। তবে এটা ঠিক সব কিছুর ব্যবস্থা থাকলেও বাড়ী ঘরের মত কি আর হবে। সেটি হয় না। সেখানে যতটুকু রক্ষা করা সম্ভব সরকারের পক্ষ থেকে সেটি আমরা করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমি জানতে চাই, আমরা অপজিশনের তরফ থেকে যখন আমরা খোয়াই যাই, প্রশাসনের তরফ থেকেও এস. ডি. ও, বি. ডি. ও ছিলেন দেখা গেল এই অগ্নিকাণ্ডে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে এক এক জায়গায় এক এক ধরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ডিফারেন্স এর কারণে এস ডি. ও, অমরপুর, এস. ডি. ও- বিশালগড় কি কি সাহায্য দিয়েছে শুধু রেকর্ড সই করা দেখা যায় তাদের সাহায্যের নমুনা দুই রকম। এই ডিফারেন্সের কারণ কি জানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সব জায়গায় সব মানুষের চাহিদা এক রকম নয়। এক এক জায়গায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের সেইখানে এক রকম পরিস্থিতি। আর এক জায়গায় আর এক রকম পরিস্থিতি। যখন যেখানে যেরকম দাবী উত্থাপিত হয়েছে আমরা সেই ধরণের দিয়েছি। সেটা সেইভাবে দেওয়া হয়েছে। শিবিরে যারা আছেন তাদের দাবীর মতে দেওয়া হয়েছে। এটাতো আমার মনে হয় দৃষ্টি আকর্ষণের কোন বিষয় হতে পারে না। কি অপোজিশন কি পজিশন এই ধরণের হতে পারে না। সেটি কোন বিষয় হতে পারে না। যেখানে যেরকম দরকার সেই রকম দেওয়া হয়েছে।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, শর্ট ডিসকাশন অন দি মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স'',—আজকের কার্য্যসূচীতে একটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।
নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, —"রাজ্যে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনতি সম্পর্কে।"

এই ডিসকাশনের সময় ১ ঘন্টা। এখানে আসাম রাইফেলসের ব্যাপারে আলোচনাও ইনক্লুড করেছি। সময় বাড়িয়ে ৮০ মিনিট করেছি। আপিনাদের পাওনা ১৩/১৪ মিনিট। কিন্তু আমি বাড়িয়ে অপজিশানকে দিয়েছি ৩০ মিনিট এবং রুলিং পার্টি পাবেন ৫০ মিনিট।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার, ৪০ মিনিট করে দিন।

মিঃ স্পীকার :—না, না, এমনিতেই বাড়িয়ে দিয়েছি। আপনারা অল্প কয়েকজন বলুন। বেশী করে বলুন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নোটিশটির উপর আলোচনা করতে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের এই যে ভয়াবহ অবস্থা এটার উপর আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যার, আমার শর্ট নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে, "রাজ্যে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনতি সম্পর্কে।' স্যার, চরম বললে ভুল হবে। আরো বেশী বলা যায়। স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৈরী কার্য্যকলাপ, গণহত্যা, স্কুল বন্ধ, নিরীহ মানুষের সম্পদ হানি, তাদের বাস্তুচ্যুত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে আমি আপনার মারফতে এই হাউসে একটি প্রস্তাব রাখছি। প্রস্তাব হচ্ছে,

Hon'ble Speaker Sir,

Due to total breakdown of the Law and Order situation in the West and South District of Tripura, the ethnic tension, between Tribals and Bengalees in the entire State, have gone beyond the control of the Third Left Front Government.

May I, request this Bidhan Sabha to recommend President's Rule in the State of Tripura and dismiss the Third Left Front Government.

Fresh Bidhan Sabha Election may be held, under President's Rule as soon as the Law and Order situation improves in the State.

স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি এই হাউসে উল্লেখ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা কি আলোচনা ?

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি আলোচনা করতে গিয়েই বলছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— না, এটা আলোচ্য বিষয় নয়। যে বিষয়ের উপর আলোচনা করতে বলা হয়েছে, তার উপরই আপনি আলোচনা করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ফাঁকি কেন ? সাহস থাকলে 'নো কনফিডেন্স মোশান' আনুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, উনারা বলছেন রাজ্যে শান্তি আছে। রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। আমি এই কথার চ্যালেঞ্জ হিসাবে এখানে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, উনারা নাকি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্র কায়েম করছেন। গণতন্ত্রের নামে ওরা সবাই ব্যস্ত। সারা রাজ্যে হাজার হাজার মানুষকে গৃহহারা করে দিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, এভাবে বলা যায় না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাত্র এক মাসে রাজ্যে ১০৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, বাড়িঘর পুড়েছে ৬৮১টি পরিবারের, ৪০,০০০ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : —পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যেসব বক্তব্য রাখছেন তার সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের মিল নেই। স্যার, যদি মিল না থাকে, তাহলে অ্যাক্সপান্জড করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে বলছি, আপনি আপনার আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখুন। সাথে আসাম রাইফেলস ইত্যাদির উপরও বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এটা আমি প্রস্তাব দিয়েছি। এখানে দু'টি বিষয় কোথায় দেখলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা, বিষয়তো একটি। মানুষের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা। এখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন, উনি বলেছেন' স্বনামধন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় ১১/১২ তারিখে বলেছিলেন আমার রাজ্য সবচেয়ে উন্নত। তার ৩/৪ দিন যেতে না যেতেই রাজ্যে কয়েকটি এলাকা উপদ্রুত ঘোষণা করতে হল। উনারা ক্ষমতায় এসেছেন আজকে ৪৭ মাস। এই ৪৭ মাসের মধ্যে ৪৬ মাস বাদ দিয়ে শুধু এক মাসের কথাই আমি বলছি। সারা রাজ্যে মানুষ কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছে? ৪০ হাজারের মত ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল মানুষ রাজ্যের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আছে, মৃতের সংখ্যা ১০৫। এই এক মাসের মধ্যে। আমার কাছে লিষ্ট আছে। কিন্তু যেহেতু সময় কম তাই আমায় অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে। হাজার হাজার লোক বাস্তুহারা হচ্ছে, স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, স্কুলে কোন পড়াশুনা হচ্ছে না। স্যার, সরকার পক্ষ থেকে এই সেশানেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন ৪৯টার মত স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া যায়নি। উনারাই বলেছেন ২০০ মত স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। এই উগ্রপন্থীদেরকে দমন করার জন্য এই সরকার কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না। ৩০শে জুলাই এ. টি. টি. এক বাজার বন্ধ ঘোষণা করেছিল-অপারেশন বক্‌স্‌ নাই। তখন যদি তাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হত তাহলে আজকে এই সমস্ত ঘটনা ঘটত না। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক দল বলে উনারা আমাদের কথা শুনলেন না। কিন্তু যারা নাগরিক, বুদ্ধিজীবি রাজনীতি করেন না উনারাওতো দাবী করেছিলেন উগ্রপন্থীদেরকে দমন করা হোক, ওদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। নিষিদ্ধ উনারা করলেন না। প্রথমে ৬ তারপর ৪ তারপর ৩ তারপর ৪ এই ভাবে পর্যায়ক্রমে উগ্রপন্থী-দেরকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে পার করে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য আমার এই যে আপীল সেটাকে বিবেচনা করার জন্য আমি হাউসের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী। আপনার সময় ৭ মিনিট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, সরকারে যাঁরা আছেন তাঁদেরকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই যে এটা কি রকম ভাবে হলো যে খোয়াইতে বলুন, তেলিয়ামুড়াতে বলুন, জারুলবাচাইতে বলুন শুধু বাঙ্গালীদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য করা হয়েছে। শতকরা ৭০ জন ট্রাইবেল এখন টি টি. এ. ডি সির মধ্যে। টি. টি. এ. ডি. সি যেহেতু পার্লামেন্টের সন্তান কাজেই টি. টি. এ. ডি. সিকে স্পর্শ করা খুব কঠিন। টি. টি. এ. ডি. সির বাইরে কত আছে? বাইরে আছে শতকরা ৩০ ভাগ। তাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে সমস্ত জায়গায়। আগরতলা শহরে কত, ফিফ্‌ট থাউজ্যাণ্ড, সবচেয়ে কম। আর আগরতলায় এদের উপর আক্রমণ করার জন্য ইন্টারন্যাশন্যাল্ টেরিরিস্ট, যারা আনন্দমার্গী তাদের প্রস্তুতি একেবারে সম্পূর্ণ। তারা পুরুলিয়া থেকে স্মল আর্মস এনেছে, তাদের হাতে টাইম বোম আগেও ছিল। আমার সময়তো তারা ছয়টি ট্রাইবেল মেয়েকে খুন করেছিল। আপনারা জাগরণ পত্রিকা পড়েন, বদলা নেওয়ার জন্য প্রতিদিন লিখছে। অথচ আমি লিখেছিলাম ওদের জেলে আটকাও, প্রিভেন্টিভ ডিটেনমেন্ট কর, না হলে আগরতলা শহরে যদি একবার দাঙ্গার

আগুন লাগে তো কি অবস্থা হবে। টি, টি, এ, ডি, সির বাহিরে কোথায়ও একটু বেশী থাকতে পারে ট্রাইবেল, কিন্তু কোন জায়গাতেই আমাদের ক্ষমতা নাই রক্ষা করতে পারে। এখন কি অবস্থাটা হয়েছে মি: স্পীকার স্যার, এদের পার্টিটা হয়েছে অবাঙ্গালী পার্টি। যারা ট্রাইবেল জীবনের প্রথম থেকে এখানে আন্দোলন করছে, সংগ্রাম করছে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করছে, ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল ঐক্যকে শক্তিশালী করছে, আজকে তাদের স্থান পার্টিতে নাই। তারা আগরতলা শহরে আসতে পারে না, আগরতলা শহরে এক রাত্রি তাদের থাকার জায়গা নাই, আগরতলা আসার পথে উপপন্থী বলে এই বিলোনীয়া এলাকায় অন্তত ১৪ জন লোক খুন হয়েছে। এইটা আমার রিপোর্ট না, পুলিশের রিপোর্ট, খাবার সন্ধানে এসেছিল তারা। একটা তদন্ত করেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলতে পারেন খুনীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা, একটা তদন্ত করেননি।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, বিলোনীয়াতে যে ১৪ জন খাওয়ার জন্য আসতে গিয়ে মারা গেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এটা উনি নাম বলে তার সত্যতা প্রমাণ করুন। আমি এটা চ্যালেঞ্জ করছি ১৪ জন লোক বিলোনীয়াতে এইভাবে এসে মারা যায়নি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য এখানে উপস্থিত করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— দ্বিতীয়ত হচ্ছে, এই যে মন্ত্রীসভা বলেছেন, এই মন্ত্রীসভাটা কোথায়, আমরাতো খুঁজে পাচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রীতো, আমি প্রকাশ্যেই বলছি, তিনি বিধানসভায় আসতে পারেন না বুঝলাম, কিন্তু খোয়াইতে যেতে পারেন না কেন? খোয়াইতে আগেতো গিয়েছেন, কয়েকদিন আগেওতো গিয়েছেন। দুর্নীতিতে ডুবে আছে এই ভদ্রলোক।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, উনি অসুস্থ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা ভবনটা নিয়ে কালকে আলোচনা হয়েছিল, তার সর্ব্বনাশ করেছেন কে? মুখ্যমন্ত্রী। "আমার চেক-আপের জন্য যাচ্ছি।" কিসের চেক-আপ, কোন রিপোর্ট তিনি দেখাতে পারেন, কোন ডাক্তার তার চেক-আপ করছেন, তাহা মিথ্যা কথা। পরিবার পরিজন নিয়ে ওখানে থাকার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন, ত্রিপুরা ভবন তার একার জন্য? এত বড় দুর্নীতি বাজ মুখ্যমন্ত্রী, তো সরকার চালাবে কে? ঐ যে মাথা মোটা ভদ্রলোক, তারতো অনেক আগেই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। এর মনে আছে সম্ভবত, উদয়পুরের একটা বাজারে চারটা ট্রাইবেল ছেলে এসেছিল, যাদের আটকে সেই রাত্রিতেই খুন করা হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তুমিতো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তোমার হাতে পুলিশ ছিল। ছেলে-গুলিকে পুলিশে না দিয়ে তুমি দুইটা ফাণ্ডামেন্টাল রাইট তাদের কেড়ে নিয়েছ, একটা হচ্ছে

রাইট টু লীফ, আর একটা হচ্ছে, রাইট টু গেট দা অপরটিউনিটিভ টু ডিপেণ্ড হিমসেল্ফ ইন দা কোর্ট।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী যে ঘটনাকে অঙ্গুলী হেলন করেছেন সেটা হচ্ছে বাগমার ঘটনা। সেই বাগমাতে যারা খুন হয়েছিল এটা হচ্ছে দুঃখজনক, কিন্তু তারা বাগমা বাজারে ডাকাতি করতে এসেছিল এবং তাদের জনগণ পিটিয়ে খুন করেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা পয়েন্ট অফ্ অর্ডার না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি ডাকাতি করতে এসে থাকেতো উনি পুলিশে দিলেন না কেন। পরের দিন আমাকে কি লিখেছেন জানেন, ও বুড়ো হয়ে গেছে, ও বুঝতে পারছে না, তারা আসলে ডাকাত। আজকে এই মাধব সাহা এখানে যা বলেছেন সেদিন ওর বক্তব্যও তাই ছিল। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম সেটা হচ্ছে গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে, এখানে কোন সরকার নাই, শুধু দুর্নীতি। কয়েকজন যুবক মন্ত্রী ছাড়া, যারা অনেষ্ট যারা ইজ্জত এনেছে আমিও একজন সি, পি, এম-এর লোক, পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিলেও আমি এখনও সি, পি, এম-এর লোক আছি এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি সি, পি, এম থাকব। এই সরকারটাকে আনার জন্য যদি কেউ কাজ করে থাকে তো সে আমি, ওরা ভুলে যাচ্ছেন যে কথা এত সীট, এত ভোট সংগুলি নির্বাচনে যেটা, যতগুলি নির্বাচন হয়েছে যেমন পার্লামেন্ট ইলেকশানেও আমি জিতেছি, সব ইলেকশানেই আমি জিতেছি। কি করেছেন আপনারা গরীবের জন্য, একটা রাজ্যে যেখানে শতকরা ৯০ জন দরীদ্র সীমার নীচে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, জনগন আপনাকে ভোট দিয়েছিল যখন আপনি কমিউনিষ্ট ছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— ওনাকে বলতে দিন। মাননীয় সদস্য, আপনি কনট্রোল করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— যখন ওখান থেকে চলে যাচ্ছে মিজোরামে, মিজোরামে বাধা পেল, তারপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন বাজারে শহরে খাদ্যের সন্ধানে, কাজের সন্ধানে আগরতলায় এসে দাঁড়ালো। আগরতলার কোথায়, ঐ খালপাড়ে, একটা মন্ত্রী গিয়েছেন দেখতে যে ওরা কি অবস্থায় রয়েছে। আম্বিকে মেলেরিয়ায় শত শত শিশু মারা গেছে, একটা মন্ত্রীও দেখতে যায়নি। এরা আবার মন্ত্রিত্ব করছে, কার জন্য মন্ত্রিত্ব, টাকার জন্য ? চাকুরীতে টাকা, এরা এ কথা অস্বীকার করতে পারবে, না হলে ওদের মন্ত্রীদের চাকুরী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে কেন ? বেকারদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এই চাকুরী, এই সমস্ত করার ফলে আপনাদের অধিকার নাই এই সরকারকে টিকিয়ে রাখার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, ওনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, চাকুরী দিয়ে মন্ত্রীরা টাকা নিচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— একশতটা প্রমাণ করব, এখানেই প্রমাণ করব।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— একটাও না, আপনার বক্তব্যে শতকরা ৯০ ভাগ মিথ্যা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছেন আপনারা, মন্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে কে বেশী চাকুরী দিয়েছে, কে কম চাকুরী দিয়েছে এই নিয়ে। লোক্যাল কাগজগুলি দেখেন, এটা আমার নিজের কথা আমি বলছি না, লোক্যাল কাগজগুলি দেখুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ও কাগজ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— হ্যাঁ, কাগজের কোন দাম নেই, আপনার মগজের দাম আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যে লোক দাঁড়িয়ে দৈনিক সংবাদের মুণ্ড-পাত না করে জলস্পর্শ করত না, সেই পত্রিকা এখন ওনার পেট্রোন, উনিও এখন দৈনিক সংবাদের পেট্রোন এবং "দৈনিক সংবাদ " ওকে পেট্রোনাইস করছে, এই হল চেহারা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার দুই মিনিট সময় নষ্ট করল শুধু শুধু। এই ভদ্রলোকতো উপমুখ্যমন্ত্রী, ওতো কৈলাশহর-ধর্মনগর, ধর্মনগর-কৈলাশহর, এ ছাড়া অন্য কোন জায়গায় যান না। আর ঘরে বসে বসে অর্ডার দেন এটা করতে হবে ওটা করতে হবে। টি বি রোগী বলে আমি কিছু বলি না, ভদ্রলোকতো বেশী দিন বাঁচবেন না, ওকে আক্রমণ করে কোন লাভ নেই। অন্তত একটা জিনিষ আছে ও দুর্নীতিবাজ না। অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে উনিই একমাত্র লোক যে দুর্নীতিবাজ নয়, কেউ বলতে পারবে না যে দুর্নীতিবাজ। যার প্রশংসা করতে হয় তার প্রশংসা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেনবাবু, এইটাতো আপনার হাতে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমাদের মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি মন্ত্রীরই কোন দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার নাকি, কি বলছেন শুনতে পাচ্ছি না। এইটা কি পয়েন্ট অব্ অর্ডার ? একেবারে আউট হয়ে গেলো। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে

কোন মন্ত্রীসভা নেই, এখানে গরীবের জন্য কেউ নেই। এখানে সন্ত্রাস দমনের ক্ষমতা কারো নেই। সেজন্য আমরা চাইছি এই সরকারকে, এই মন্ত্রীসভাকে এক্ষনি বাতিল করে দেওয়া হোক এবং রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা যতদিন পর্য্যন্ত অবস্থা স্বাভাবিক না হচ্ছে-ততদিন পর্য্যন্ত।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ৮০-র দাঙ্গাতে ১৪০০ লোক খুন হয়েছিল-তখন উনি (শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী) মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিন লক্ষ লোক আশ্রয় শিবিরে ছিল, ৪০ হাজার বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল উনি তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তখন কংগ্রেস থেকে দাবী তোলা হলো রাষ্ট্রপতির শাসন। আজকে উনি রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এইটা কি পয়েন্ট অব্ অর্ডার হলো? এইটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না। এইটার দ্বারা শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করা হচ্ছে। স্যার, আমি যেটা বলছি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী এবং অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যা আসে সেগুলির মীমাংসা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করে একটি কমিটি করা। সেই কমিটি রাজ্যপালের আণ্ডারে কাজ করবে। সব দলের প্রতিনিধিত্ব সেখানে থাকবে। এবং তারাই সব দেখবে যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে কিনা কাজেই আমি যে প্রস্তাব এনেছি এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছি।

(গণ্ডগোল)

চেঁচামেচি করে উগ্রপন্থা বন্ধ করা যায় না। কতগুলি এলাকা রয়েছে রাজ্যে উপদ্রুত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এই উপদ্রুত এলাকা আরো বাড়ছে। এই সমস্ত জায়গায় আমি যেতে পারছে না। অথচ এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে। এই সমস্ত ওদের জানার কথা না। এরা কার কাজ করছে মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে আর ৮০ সালের দাঙ্গার কথা বলছে লজ্জা করে না। ৮০ র দাঙ্গা এক বছরের মধ্যে বন্ধ করা হয়েছিল। লজ্জা করে না, মুর্খ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, লজ্জা যদি কারোর থাকে তাহলে ঐ ভদ্রলোকটির। লজ্জার মাথা খেয়েছে। ওর উচিৎ ছিল যে আবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এখানে আসা। কাঁচি হাতুড়ী তারকা নিয়ে উনি জিতেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা কি আলোচনা হচ্ছে? এটা কি পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে মাননীয় সদস্য (শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীকে) আপনি বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া। আপনার সময় দশ মিনিট।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এখানে যে একটা শর্ট ডিউরেশন ডিস্‌কাশন এনেছেন রাজ্যের আইন শৃংখলার প্রশ্নে আমি প্রথমেই এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং উনি এই যে শর্ট ডিউরেশন ডিস্‌কাশন নোটিশ এনেছেন এটার কোন যুক্তিকতা নেই। আমি উনাকে জিগ্যেস করতে চাই যে, আজকে উনি আয়না দেখে এসেছেন কিনা যে উনার নিজের ঠিক আছে কি না ?

উনি কি করতে চাইছেন ? উনি যেভাবে এখানে এই নোটিশটি উত্থাপন করতে চাইছেন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে—কিন্তু সত্যিকারে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সে রকম না। আমরা জানি আমাদের আইন শৃঙ্খলা দুইটি ভাগে বিভক্ত। একটা হচ্ছে সাধারণ আইন শৃঙ্খলা আর আরেকটি হচ্ছে উগ্রপন্থী সমস্যা। রাজ্যের সাধারন আইন শৃঙ্খলা অনেক বেটার। এই রাজ্যের মধ্যে অনেক ভাল হয়েছে আইন শৃঙ্খলা অন্তত: জোট আমল থেকে শতগুণে ভাল। কিন্তু এই যে উগ্রপন্থী এই যে ইন্‌সার্জেন্সী প্রব্‌লেমস্‌—এটা বিভিন্ন কারণে হচ্ছে। আমি তারজন্য মাননীয় সদস্য রতিমোহনদাকে বলেছি—যে আপনারা যে উদ্দেশ্যে আইন শৃঙ্খলাকে নিয়ে মাতামাতি করতে চাইছেন এটাতো আপনারা সবই জানেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আপনাদের সামনে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—স্যার।

আমি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একটি জায়গা থেকে বলতে চাই যেমন তেলিয়ামুড়া এলাকায় রাজেন্দ্র রিয়াং হচ্ছে সেংক্রাকের নেতা। সে হচ্ছে যুব সমিতির নির্বাচনী প্রার্থী সর্বাহং রিয়াং -এর ছেলে। গোটা এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। গণ্ডাছড়ায় ওদের চেয়ারম্যান ছিলেন ভাগ্যরাম রিয়াং বর্তমানে উগ্রপন্থী নেতা। গঙ্গা নগরের নেতা। নিরঞ্জন রিয়াং, ভগবন্ধু গাঁও পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বর্তমানে গণ্ডাছড়া এলাকায় তিনি উগ্রপন্থী নেতা। সরঞ্জয় ত্রিপুরা হচ্ছেন ভগীরথ পাড়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং উনার ভ্রাতুস্পুত্র বর্তমানে সেংক্রাকের নেতা। কাজেই স্যার, এতেই একটি জিনিষ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারা মদত যাগাচ্ছে। আমি জানি স্যার, এই বিধানসভাতেই এমন কয়েকজন সদস্য রয়েছেন যারা এগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন। আমার এলাকায় প্রতিদন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন শক্রকুমার জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, উনি নিজে একজন খুনী ছিলেন। বিনন্দের সঙ্গে জঙ্গলে কাটিয়ে এসে উনি খুনী হয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এই এলাকার মধ্যে শব্দকুমার জমাতিয়া এন এল. এফ. টি থেকে শুরু করে প্রত্যেক উগ্রপন্থীর সঙ্গে এই শব্দকুমার জমাতিয়া রয়েছে। এটা আমরা বার বার এই বিধানসভায় বলে এসেছি। আর কংগ্রেসের নেতা অশোক বৈদ্য উনার নাম বললেই সবাই জানেন যে, কার মাধ্যমে টাকা, ঔষধ এগুলি উগ্রপন্থীদের কাছে পৌছে দিচ্ছেন। এলাকার সবাই জানেন যে, কে তাদেরকে সব ধরণের সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদি করে চলেছে। কাজেই উগ্রপন্থীর পিছনে রাজ্যে কারা রয়েছে সেটা রাজ্যবাসীকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এটা সবাই জানেন এবং আমরাও জানি। কয়েকটি ঘটনাই এর প্রমাণ দিচ্ছে। যেমন খোয়াই থানাতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এতে কংগ্রেসের হাত ছিল। আর এটা নিয়ে সমগ্র খোয়াই শহরে কংগ্রেস এবং আমরা বাঙালী দল একটা আতংক মিথ্যা কায়দায় ছড়িয়েছিল যে উগ্রপন্থীরা খোয়াই থানায় গ্রেনেড ছুঁড়েছে। এখানে আর কেউ থাকাটা সুরক্ষিত নয়। এই ধরণের আতংক ছড়িয়েছিল এবং কয়েকটি সংবাদ পত্রও ওদের মদতের পিছনে তখন ছিল। বলা হয়েছে এই উগ্রপন্থীরা হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। সেইজন্য উপজাতিদের টুঁটি চেপে ধরতে হবে। তাদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল। জাতি এবং উপজাতির মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে সেই ঐক্যকে ফাটল ধরানোর জন্যই এই দাঙ্গার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

গত ৬ তারিখে খোয়াই এস. ডি. ও অফিসে ডেপুটেশানের নামে যে গণ্ডগোল হয়েছে সেটাতে কার মদত ছিল বা কারা সেটা করেছিল তাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি। সমীর দাস, পিতা খগেন্দ্র দাস, কংগ্রেস (ই) স্থানীয় নেতা। সুব্রত বিশ্বাস, শিক্ষক এবং কংগ্রেস (ই) নেতা। আমাদের মেম্বার সদস্যা তথা নগর পঞ্চায়েতের সদস্যা শ্রীমতী অর্চনা বিশ্বাসের স্বামী ঐ সুব্রত বিশ্বাস। সমীর চক্রবর্তী, পিতা-অনুকূল চক্রবর্তী উনি শিক্ষক এবং কং (ই) নেতা। তারা প্রথমে স্থানীয় মহাদেব টিলাতে এসে সমবেত হন এবং সেখানে একটি ঘণ্টা গোপন শলা পরামর্শ করে দাঙ্গা বাধানোর গোপন নক্‌সা সুচারুরূপে তৈরী করে। সেদিনের ডেপুটেশানের নামে এস. ডি. ও অফিসে যে সমস্ত আমরা বাঙ্গালী এবং কংগ্রেস(ই) লোকেরা হাজির ছিল তাদের অনেকেরই কোমরে পিস্তল ছিল। শুধু তাই নয় মহিলাদের কাপড়ের নীচে বোতল জাতিয় কিছু ছিল বলে খবর রয়েছে। তারা বহুদিন থেকে খোয়াইয়ের উপজাতিয় এস. ডি ও-কে খুন করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। তারা সবাই একটি প্রচার খোয়াইতে করত যে খোয়াই থেকে নির্বাচিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন উপজাতি। খোয়াইয়ের এস ডি ও উপজাতি। সেখানকার বি. ডি. ও উপজাতি। তারা এই সমস্ত উস্কানি দিয়ে তারপর দাঙ্গার চক্রান্তে লিপ্ত হয় এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন স্থানীয় দু-একটি পত্র-পত্রিকাও তাতে কিছুটা হলেও মদত জুগিয়েছিল। খোয়াই হচ্ছে জাতি-উপজাতি ঐক্যের দূর্গ। এখানেই ফাটল ধরাতে পারলে চক্রান্তকারীরা সফল হবে এটাই ওদের আশা ছিল।

স্যার, প্রদীপ চক্রবর্তী নামে একজন শিক্ষক ছিলেন, উনার বাড়ীতে কিছু উপজাতি শিক্ষার্থী

ভাড়া থাকতেন। তারা ৬ তারিখের হামলার পরই বাড়ী চলে যায়। তারপর প্রচার করে দেওয়া হল যে ঐ সমস্ত উপজাতিদের ভাড়া ঘরে সন্দেহজনক গর্ত পাওয়া গিয়েছে। ইঁদুরের গর্ততে এই রূপ দেওয়া হয়েছে। আমরা বাঙ্গালী এবং কংগ্রেস (ই) জাত্যাভিমানীরাই এইসব চক্রান্তে ছিল। কেননা তারা জানত যে, এইগুলি প্রচার হয়ে গেলে উপজাতিরা খোয়াই শহরে আর ঘর ভাড়া পাবে না এবং শিক্ষা থেকেও ওরা বঞ্চিত হতে বাধ্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কনক্লোড করুন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, কাজেই আমি মাননীয় সদস্য রতিদাকে বলতে চাই-আমরা শান্তিতে চলতে এবং থাকতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ লক্ষ লোকের মিলিত শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমরা বাঁচতে চাই। দাঙ্গা হলে কি উপজাতিদের বা বাঙ্গালীদের কোন লাভ হবে? আমরা ১৯৮০ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই সেটা উপলব্ধি করতে পারি যে এতে কারও কোন লাভ হয়নি ক্ষতি ছাড়া। দাঙ্গায় আমরা কি দেখেছি? যে সমস্ত উপজাতিদের ঘর-বাড়ী পুড়ে গিয়েছিল সেখানে দাঙ্গাবাজরা গিয়ে মাটি খুঁড়ে মাটির নীচে উপজাতি রমণীদের গোপন সঞ্চিত অর্থ-গয়ণা উৎলে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ভীষণ জরুরী সময়ে এগুলি তারা তাদের সঞ্চিত স্থান থেকে তুলে ব্যবহার করছে।

কাজেই এইভাবে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গার যে চেষ্টা চলছে সেটা রাজ্যবাসী জানেন। আমরা এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে। কাজেই, এখানে মাননীয় সদস্য রতিদা যে সর্ট ডিউরেশান নোটিশটি এখানে এনেছেন সেটার বিরোধীতা করে এবং সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়।

শ্রীদীপক নাগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, রাজ্যের সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা খুবই ভাল। আজকেই এটার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন থানায় খুন-ধর্ষণ-ডাকাতি-অপহরণ-অগ্নিসংযোগ-মারামারি অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা কয়টি। তাতে উত্তর এসেছে, সরকারী হিসাব, যদিও বেসরকারী হিসাবে অনেক বেশী হবে। ৯৬৮ জন খুন হয়েছে। ধর্ষণ ২৭৮টি। অপহরণ ৯৭৩টি। ডাকাতি ৩১৬টি। অগ্নিসংযোগ ৫৩৭টি। মারামারি ১০৭৭টি।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৯৬৮ জন খুন হয়েছে। বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী আরো বেশী

হবে। ধর্ষণ—২০৮টি, অপহরণ ৯৭৩ টি। ডাকাতি ৬১৬ টি, অগ্নিসংযোগ ৫৬৭ টি, মারামারি ১,০৭৭ টি। এছাড়া বিভিন্ন কেসে তাদের লোকজন যে যুক্ত আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ৩২৪টি ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ এইসব কেস শেষ, আসামী খালাস। এতে নূতন করে আর আইন শৃঙ্খলার কথা বলতে হবে না। আইন শৃঙ্খলার তো ১২টা বাজিয়েছেন। রাজ্যেরও ১২ টা বাজিয়েছেন আপনারা। আজকে খগেনবাবু যেটা বলেছেন ৮০ সনের জুনের দাঙ্গা। সেটা অনেকেই দেখেন নি। তা আমি দেখেছি। কে দাঙ্গা করেছে তার রেকর্ড আছে। আপনারা এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে অনেক কিছু বলতে পারবেন এই বিধানসভাতে। ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই সহ সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার এই পরিস্থিতির জন্য আমরা তখন বলেছিলাম যে রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করুন। কিন্তু তখন আমাদের কথায় আপনারা কর্ণপাত করেন নি। একটা কথা আছে যে, গাধা ঘোলাইয়া জল খায়, আপনারাও সেই ভাবে খাচ্ছেন। মোট ১৭টা করেছেন। যখন এই ১৭ টা অঞ্চল থেকে উগ্রপন্থীরা চলে গেছে অর্থাৎ সুযোগ করে দিচ্ছেন চলে যাওয়ার জন্য, তারা তো আপনাদের লোক। আপনাদের যত্নে তারা লালিত পালিত। কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করেছি অস্ত্র জমা দেওয়ার কথা। আমরা বলেছিলাম যে, ধনঞ্জয় রিয়াং আত্মসমর্পণ করেছে, উনি বলেছেন টি, আর, এ তাদের সমস্ত সদস্যরা আত্মসমর্পণ করেছে ধনঞ্জয় রিয়াং এর নেতৃত্বে। মোট আত্মসমর্পন করেছে ৪৯০১ জন। অস্ত্র সম্পর্কে উনার উত্তরেই আছে কি কি অস্ত্র ছিল, এ, কে - ৪৭ রাইফেল, এ, কে ৫৬ রাইফেল, পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল, এল, এম, জি, রিভলবার, পিস্তল, কারবাইন, আর উনি যে উত্তর দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে গাদা বন্দুক, গুলতি, ডেগার, টাক্‌কাল, এছাড়া আর কিছু দেখি নি। যার জন্য আমরা বলেছিলাম এ, কে — ৪৭ আপনার তথ্যে আছে। এ, টি, টি, এফ, সারেণ্ডার করেছে কত জন? একটাও কেন অত্যাধুনিক অস্ত্র জমা হল না? এইগুলি কিসের জন্য রাখা হয়েছে? সেইগুলি নির্বাচনে ব্যবহার করার জন্য রাখা হয়েছে। যার জন্য নির্বাচন জুলাই মাসে আনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই গুড়ে বালি। সেই কথা বলে লাভ নেই, এ, টি, টি, এফ সারেণ্ডার করেছে আপনাদের লোক মোট ৪৯০১ জন সারেণ্ডার করেছেন তারা প্রত্যেকে গণমুক্তি পরিষদের লোক। সবাই সি পি এম এর কেডার। তারা সরকারের টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই সারেণ্ডার নাটক করা হয়েছে। তার জন্যই আমরা বলেছিলাম যে তাদের নাম দিন, তাদের ঠিকানা সহ নাম দিন, পিতার নাম দিন। কিন্তু তা না করে তারা কি করল, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে বেকায়দায় ফেলা রাতারাতি, বে-আইনীভাবে একটা প্রশ্ন ৩২ নং প্রশ্নটা বাদ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেটা এডমিটেড আনস্টার্ট কোশ্চেয়েন্ নাম্বার ৩২ সেটা বাদ দিয়েছেন। কি ভাবে? কোন্ ধারায় সেটা বাদ দিয়েছেন আমরা দেখি কোন কোশ্চেয়েন যদি বাতিল হয় তা হলে আমাদের এম এল, এ, হোস্টেলে নোটিশ যায় মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এত নম্বর ধারায় এই প্রশ্ন বাতিল করেছেন।

আমাদেরকে মাননীয় স্পীকার সুযোগ দেন নি। আমরা বলেছিলাম ধনঞ্জয় রিয়াং সারেণ্ডার করেছে উনি বলেছেন টি. আর. এ সেটা সমস্ত গুছিয়ে সারেণ্ডার করেছে ধনঞ্জয় রিয়াং-এর নেতৃত্বে। সারেণ্ডার করছে ৪ হাজার ৯ শত জন। ওনার উত্তরে আছে এ. টি. টি. এফ এর কাছে কি কি অস্ত্র ছিল, এ. কে. ৪৭ রাইফেল, এ. কে. ৫৬ রাইফেল, পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল, এল. এম. জি. রিভালবার, পিস্তল, কার্বাইন। আর উনি যে উত্তর দিয়েছেন সেখানে হাতের তৈরী গাদা বন্দুক, ভোজালি, ভাককাল, এ ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। যার দরুণ আমরা বলেছিলাম এ. কে ৪৭ আপনার পক্ষে আছে। এ. টি. টি. এফ সারেণ্ডার করেছিল কত জন, একটাও কেন অত্যাধুনিক অস্ত্র জমা হল না। সেগুলি নিসের জন্য রাখা হয়েছে? সেগুলি নির্বাচনে ব্যবহার করবার জন্য রাখা হয়েছে। তারজন্য নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে আনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ. টি. টি. এফ যারা সারেণ্ডার করেছে সবাই আপনাদের লোক। তারা সকলেই গণমুক্তী পরিষদের লোক। সবাই বকলমের ক্যাডার, তাদেরকে সরকারের টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই সারেণ্ডারের নাটক করা হয়েছে। আমরা এখানেও দেখেছি আজকের বিজনেস এ ছিল ৩২ নম্বর প্রশ্ন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কি কারণে বাতিল করা হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই। সেখানে উল্লেখ থাকতে পারত যে মাননীয় স্পীকার এত ধারায় এই প্রশ্নগুলি বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কোন কারণ নেই। যারা আজকে উগ্রপন্থী সারেণ্ডার করেছে তারা সরকার থেকে টাকা পয়সা নিয়ে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে তারাই আজকে সেই খোয়াই-এর সমস্ত জায়গায় হত্যালীলায় মেতে উঠেছে। ত্রিপুরার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে—এখানে মাননীয় খগেন্দ্রবাবু ঠিকই বলেছেন এটা হাসির ব্যাপার নয়। দাঙ্গা হলে কেউ রেহাই পাবে না। যেটা আপনারা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয়েছে। আপনারা বলেন ১৯৯৩ এ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কি দেখেছে খুন-খুন-খুন অপহরণ। তার মধ্যে একটি ঘটনা বলব মান্দাই নগরের ডিলার ননীগোপাল সাহা—আপনাদেরই লোক। উনি এ. টি. টি. এফ টাইগারদের দ্বারা অপহৃত হলেন। রসিরামবাবুর বাড়ীর সামনে থেকে। অপহৃত হওয়ার পর উনার মেয়ের জামাই রাণীর বাজার নোটিফাইড এরিয়াতে চাকরী হয়েছে সি. পি. এম দলের আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। তারপর যোগাযোগ করলেন রসিরামবাবুর সঙ্গে। যোগাযোগ করে ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা রসিরামবাবুর হাতে দিয়েছে। দেওয়ার পর ননীগোপাল বাবুকে ছাড়িয়ে আনা হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):—আপনি এখানে যেটা বলেছেন সেটা প্রমাণ করতে হবে। আপনি এখানে বলেছেন রসিরামবাবুকে ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়ার পর ছেড়ে দিয়েছে। এটা প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীদীপক নাগ :—প্রমাণ কিসের প্রমাণ ? প্রমাণ তো দিতেই পারি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ মননীয় রসিয়ামবাবু একজন বিধায়ক। তিনি এখন এই হাউসে নেই। আপনি যদি প্রমাণ দিতে পারেন তাহলে দিন। প্রমাণ থাকতে পারে আর যদি না থাকে তাহলে এটাকে বিজনেস থেকে বাদ দিয়ে দিন।

শ্রীদীপক নাগ :—যে টাকাগুলি দেওয়া হয়েছে সেটি আমার কাছে প্রমাণ আছে। টাকাগুলি কখন কিভাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি সব আমার কাছে প্রমাণ আছে। আপনাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে আপনারা ভোটের মাধ্যমে একাপাও করতে পারেন। সেগুলি এলাকার মানুষের জানা। সুতরাং উগ্রপন্থী সাধারণ আইন শৃংখলা রক্ষায় আপনারা ব্যর্থ। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বুঝার আর বাকী নেই। কালকে উনি যেটা বলেছেন দুর্নীতির কথা কালকে অনেক বড় বড় কথা হয়েছে এখানে। এই হাউসে আমি প্রমাণ করতে পারি জিরানীয়া কে হাজার হাজার মেম্বার যাদেরকে আপনারা রেবার কার্ড দিয়েছেন আজ পর্য্যন্ত একটি কাজও পায়নি এই সরকারের আমলে।

স্যার, ওর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট টাকা আদায়ের অভিযোগ আছে বলেই আপনারা সেই ভি. ডি. ও, কে সরিয়ে দিয়েছেন। আজকে শুধু আমি মান্দাই-এর কথা বলছি না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২/১টি ব্লক ছাড়া প্রত্যেকটি ব্লকে আর. ডি. এর টাকা, এস. আর. ই. পি. এর টাকা, জওহর রোজগার যোজনা বলুন সমস্ত টাকা লুটপাট হচ্ছে। সবাই আজকে মারিং করে কেহ কলকাতা, কেহ দিল্লী কিংবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আস্তানা করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কারণ কি? কারণ একটাই। মানুষ থেকে জন সমর্থন হারিয়ে আজকে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যেই আছে এই সরকার।

মিঃ স্পীকার :— কনক্লোড করুন।

শ্রীদীপক নাগ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে প্যারা মিলিটারী কত ফোর্স আছে? সি. আর. পি. এফ. ৬৪ কোম্পানী, আসাম রাইফেলস-১৪ কলাম, সেনা বাহিনী-১২ কলাম। আরো আসছে। প্রতিদিন আসছে। এটা আগের হিসাব। রাজ্যের আছে, টি. এস. আর-৪টি বাহিনী। গেজেটেড-১৮২ জন, নন-গেজেটেড, ৯,৯২৫ জন পুলিশ। তবু কাজ কোথায় হচ্ছে? মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? গ্রাম ছাড়ার হিড়িক লেগেছে। ঐত তপনবাবু, ইণ্ড্রাষ্টি মিনিষ্টার বসে আছেন। উনার সরকারী ইট ভাটা, জিরানীয়া থেকে হাজার হাজার ফ্যামিলি এসে আশ্রয় নিয়েছে স্যার, সামান্যতম লজ্জাবোধ থাকলে রিজাইন করুন। রিজাইন করে

ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচান, জাতি-উপজাতির মৈত্রী পুনঃরুদ্ধার করুন এই আবেদন রেখে রাজ্যে অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসনের পথ প্রশস্ত করার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরণজিত দেবনাথ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীরণজিত দেবনাথ (মন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধানসভার শেষ লগ্নে বিরোধীরা রাজ্যে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি সম্পর্কে শর্ট ডিসকাশন এনেছেন। স্যার, ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত এই বিধানসভায় আমি ছিলাম না। কিন্তু আমি শুনেছি, তখন এই ধরনের আলোচনা আনা বিরোধী পক্ষে দুরুহ ছিল। আজকে এখানে আলোচনা করতে গিয়ে রতিবাবুও সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র আছে বলেই এই রকম একটি শর্ট ডিউরেশনের নোটিশ আনতে পেরেছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : — এটা সরকারকে নয়। স্পীকারকে ধন্যবাদ দিয়েছি। স্পীকার আর সরকার এক নন এটাও জানেন না।

শ্রীরণজিত দেবনাথ (মন্ত্রী) : — স্যার, উনার বক্তব্যে বলেছেন সাধারণ আইন শৃঙ্খলা এবং উগ্রপন্থী সমস্যা। উনি এই দু'টি জিনিসকে এক করে দেখিয়েছেন। স্যার, জোট আমলে সাধারণ আইন শৃঙ্খলা আমরা কি রকম দেখেছিলাম। স্যার, একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তার কতগুলি সাংবিধানিক নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে। এবং সমাজটা পরিচালিত হয় তার কতগুলি নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে। যখন অপরাধীর সংখ্যা সমাজে বাড়ে এবং সমাজ যখন তার নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে পারে না, অপরাধীদের অপরাধের বিচার হয় না, এবং আমরা দেখি, কোন দেশ এবং রাজ্য সরকার দ্বারা যখন সংবিধানের আইন কানুন আক্রান্ত হয়, আক্রান্তকারীরা যখন সংবিধানের নিয়ম দ্বারা বিচার পাবার অধিকার পায় না এবং সমস্ত জায়গা যখন সমাজ বিরোধীদের দাপটে সন্ত্রস্ত থাকে তখনই আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্থ হয়।
সমস্ত প্রশাসন থেকে সমস্ত জায়গায় সমাজ বিরোধীদের মদত দেওয়া হত, আইন শৃঙ্খলা ছিল বিপর্যস্ত। বিগত জোট সরকারের আমলে সেটা দেখেছি। ১৯৮৮ইং সালে উনারা কি করে ক্ষমতায় এসেছিলেন ? অগণতান্ত্রিক ভাবে রাজীব গান্ধীকে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করে বেআইনী ভাবে সেনা নামিয়ে দিয়ে, গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এই হাউসে বর্ষীয়ান নেতা নৃপেন চক্রবর্তী আছেন, সেগুলি উনি বলতে পারবেন, সেদিন কি

হয়েছিল। স্যার, সংবিধানে আছে বিরোধী রাজনৈতিক দল তার কার্য্যকলাপ চালাতে পারবে, পার্টি অফিস গড়তে পারবে। কিন্তু নির্বাচনের পর আমরা দেখলাম সি, পি, আই (এম) এর সমস্ত পার্টি অফিস অগণতান্ত্রিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, পার্টি কর্মীদের জবাই করা হয়েছে। স্যার, ১৯৮৯ইং সালে আমি এ, ডি, সির এ্যাগ্‌জিকিউটিভ মেম্বার ছিলাম শ্বেত মহলে। তখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির একটা জনসভা ছিল টাউন হলের সামনে, সেখানে একটা মঞ্চ করা হয়েছিল, নৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সেখানে ভাষণ দেবার কথা ছিল। আমি শ্বেত মহল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম টাউন হলের সামনে কি একটা গোলমাল চলছে, একটা জিপে করে কিছু গুণ্ডা বন্দে মাতরম বলে সেই মঞ্চটাকে ভেঙ্গে দিল, লাল পতাকাগুলি মাটিতে ফেলে দিল। এটাই কি ছিল আপনাদের আইন শৃঙ্খলা তখন? এটা কি ছিল গণতন্ত্র? স্যার, বীরচন্দ্র মনুতে দেখলাম আমাদের পার্টির পতাকা তুলতে গিয়ে আমাদের নির্বাচিত সদস্য এবং তাঁর দেহরক্ষী সহ ১৩ জনকে খুন করা হল। তখন জঙ্গলের রাজত্ব চলছিল। কলুবাতে আমাদের পার্টির লোকদের খুন করা হয়েছিল। এ, ডি, সি নির্বাচনে মোহনপুরে বুথ সেন্টারে আমাদের একজন পুলিং এজেন্ট অরুণ দেবকে খুন করা করা হয়েছিল। কোন রাজত্বে আমরা ছিলাম সেদিন? কোন সংবিধান ছিল? আমরা দেখেছি সেদিন আমাদের মিছিল, মিটিং-এর উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। বটতলা পার্টি অফিসে সেদিন আমাদেরকে পুড়িয়ে মারার জন্য চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই রাজ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীর বর্মন মহোদয়। তখন আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য এখানে কোন পুলিশ পাইনি। তখন দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় ছিলেন বুটা সিং। সেখান থেকে পুলিশ এনে আমাদেরকে রক্ষা করা হয়। ১২ ঘন্টা সেদিন আমরা আটক ছিলাম। স্যার, মানুষ জোট সরকারের আমলে খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন করে-ছিল। খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন করতে গিয়ে গর্ভবতী উপজাতি মহিলা চিনুকে হালামকে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছিল। তখন ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া। তার অপরাধ খাবার জন্য সে ২ কে জি. চাউল সরকারের কাছে চাইতে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ সেদিন আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করা হয়েছিল কিন্তু থানায় কোন এজাহার নেওয়া হত না। এই কি ছিল সেদিন আইন শৃঙ্খলা? স্যার, আমরা দেখেছি এ, ডি, সি নির্বাচনের সময় বিশালগড়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীর বর্মন মহোদয়ের সামনে পুলিশ দিয়ে খুন করা হয়েছিল। তারপর ওজান ময়দানে ১৩/১৪ জন উপজাতি মহিলাকে আসাম রাইফেলস জোয়ানরা রেপ করেছিল। সেদিন এই ঘটনাটির কোন তদন্ত বা বিচার করা হয়নি। ওঁরা কামান চৌমুহনীতে দাঁড়িয়ে বলেছিল ২ টাকা দিলে ঐ উপজাতি মহিলাদের ভোগ করা যায়। আমরা দেখেছি কাকলী রায় কিভাবে আক্রান্তা হয়েছিল, সে সময়ে মেয়েরা ঘর থেকে বেরোতে পারত না। সবিতা দেবনাথকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল।

স্যার, এখন তো উনারা প্রকাশ্যে রাজনীতি করছেন। এবং এখন তো কয়েকটা ইলেকশ্যান

হয়েছে, সেখানে উনারাও জিতেছেন কয়েকটা জায়গায়। আমরা দেখেছি পূজার সময় জোট আমলে মানুষরা তটস্থ থাকতেন এবং মেয়েদের স্কুলে দেওয়া হত না কিন্তু সেই জায়গায় আজকে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। সেই আমলে অফিসারদেরও তটস্থ থাকতে হতো কারণ আমরা দেখেছি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের একজন সেক্রেটারী ছিলেন উনাকে পিটিয়ে এবং নারী কেলেংকারীতে জড়িয়ে এখান থেকে বিদায় করেছেন, কারণ উনার জন্য লুটপাট করতে পারছিলেন না। এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে। এই বিষয়গুলি বর্তমান আমলের সঙ্গে তুলনা করুন এই যে সমস্ত বিষয়গুলি আমি এতক্ষণ বললাম। আজকে উনারা সেখানে নির্বাচনের সমালোচনা করছেন, ১০০ বার করুন, আমরা বলছি সংবিধানে অধিকার আছে আপনাদের। আপনাদের পার্টির কাজ চালিয়ে যান। আসুন না মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা বক্তব্য রাখি, মানুষের সামনে কথা বলি কে কতটুকু কাজ করেছে, কত টাকা লুট করেছে। মানুষ যদি আপনাদের ভালবাসে এবং ভাল দেখতে পায় তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনবে, জোর করে কেন আসতে চান? খোয়াই শহরের ঘটনা আমরা দেখেছি স্যার। খোয়াইয়ে আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস (আই) আইন-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ডেপুটেশানের নাম করে এস. ডি. ও. অফিসে ভাঙ্গচুর করেছে, গাড়ীতে আগুন দিয়েছে তাই পুলিশ সেখানে বাধ্য হয়ে ফাঁকা আওয়াজ করেছে, গুলি চালিয়েছে। কি অপরাধ করেছিল চেবরীতে? ২ জন ট্রাইবেল ওরা তো জানত না খোয়াইতে কি হয়েছে কিন্তু তাদেরকে সেখানে খুন করা হলো এবং বাছাই করে খোয়াই শহরে ট্রাইবেলদের বাড়ীগুলি আক্রান্ত হয়ে গেল, কি বলবেন নৃপেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জানি না। এখানে আমি বলতে চাই অভয়ারণ্য বলে একটা কথা ছিল ফরেষ্ট মিনিষ্টার জানেন এটা। ঐ জঙ্গলের রাজত্বে অভয়ারণ্য মানে গরু, ছাগল, বাঘ প্রবেশ করলে তাদেরকে ধরার ক্ষমতা নেই। আমরা দেখেছি জোট আমলে খুন, সন্ত্রাস করে মন্ত্রীর বাড়ীতে আসলে কিছু হতো না কারণ তখন মন্ত্রীদের বাড়ী ছিল অভয়ারণ্য। তাই তাদের বিচার হত না, সেখানে বিচার পাওয়ার কোন অধিকার ছিল না, তাদের শাসন ব্যবস্থায় ধরার কোন ক্ষমতা ছিল না। আমি এইটুকু বলতে চাই সেই আমলের সঙ্গে আমাদের আমলের তুলনা করুন। উগ্রপন্থী সমস্যা, বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা এইগুলি কাদের সৃষ্টি? ১৯৮৯ সনে স্যার, এই বিধানসভায় আমরা এ. ডি. সি. আইন পাশ করেছি এবং ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৮০ সালে জুলাই মাসে এ, ডি, সি নির্বাচনের জন্য বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেন। আমরা দেখলাম উপজাতি যুব সমিতি তৈদু সম্মেলন করলেন। আমরা তো বলেছি তোমরা এ, ডি, সি দাবী করেছ নির্ব্বাচনে কনটেষ্ট করবে না? তৈদু সম্মেলনে আমরা দেখেছি সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা বলছে এ, ডি, সি নির্বাচন করলে ওরা হেরে যাবে, উপজাতিরা কেউ তাদেরকে সমর্থন করে না তাই তারা বলেছে এ, ডি, সি

নির্বাচন চাই না। তারা কি চায়? তারা চায় স্বাধীন ত্রিপুরা, বিদেশী বিতারণ কর। তারপর দেখলাম বিজয় রাংখলকে সর্ব্বাধিনায়ক করে ত্রিপুর সেনা গঠন করা হলো। সেই জায়গায় আমরা দেখলাম অপর দিকে যত কংগ্রেস ছিল সব কংগ্রেস আমরা বাঙ্গালী হয়েছে। অবিশ্বাস করতে পারবেন? এই বিধানসভায় কংগ্রেস আমরা বাঙ্গালী নাম ধরে সেখানে একজন আমরা বাঙ্গালী সদস্যকে ভোটে পাশ করিয়ে এনেছিল। আমরা বাঙ্গালী স্বাধীন বাঙ্গালী স্থান দাবী তুলে সেই জায়গায় দাঙ্গা করেছিল।

বিজয় রাংখল পরবর্তী সময়ে টি, এন, ভি, হয়েছেন সেই জায়গাটার মধ্যে। আমরা দেখেছি কংগ্রেসীরা এদেরকে নিজেদের স্বার্থে বার বার ব্যবহার করে। আমাদের কাছে উদাহরণ আছে, ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে রাজীব গান্ধী ঐ কাশ্মীরে ফারুক আবদুল্লার সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে সাত বৎসর রাষ্ট্রপতির শাসন করেছেন, ২০ হাজারের বেশী লোক সেখানে খুন হয়েছেন এইভাবে কাশ্মীরের যে সর্ব্বনাশ করেছেন এই সমস্যার সমাধান আজকে আমাদের সমস্ত দেশবাসীকে দিতে হচ্ছে। আজকে পাঞ্জাবে কি হয়েছে, সেখানে বিন্দোয়ালাকে উগ্রপন্থী বানিয়ে সেখানে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছেন আজও সারা ভারতবর্ষে তার হিসাব নিকাশ গুণতে হচ্ছে। আজকে মিজোরামে কি হয়েছে, সেখানে লণ্ডন থেকে লালদাঙ্গাকে ডেকে নিয়ে এসে সেখানে নির্বাচন করিয়ে তাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই হিতেশ্বর সাইকিয়ার ব্যাপার, আজকে উলফাকে কত টাকা দিচ্ছেন, কোটি কোটি টাকা আজকে উলফাদেরকে দিয়ে প্রলোভন করিয়ে সেখানে সালফা তৈরী করা হয়েছে এবং এই সালফা রাজনৈতিক দেউার হিসাবে পরিণত হয়েছে এবং বিরোধী পার্টিদেরকে ঠেঙ্গানো হয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাই, এখানে একজন বিশ্বমোহন দেববর্মা গত লোকসভা নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে এখানে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে ভারতের পার্লামেন্ট নির্বাচনে এন, এল. এফটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিশ্বমোহন দেববর্মা নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৮৯ সালে টি, এন, ভি, সারেণ্ডার করার পর আবার এন. এল. এফ, টি গঠন করেন এবং সেই এন, এল, এফ, টি সাম্রাজ্যবাদের প্রিয় নায়ক হিসাবে পরিণত হন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা কোন কথা কোন দিন বলেননি। স্যার, এখানে আমি এক টাকা বলছি যে, সাম্রাজ্যবাদ ভারতে দালালী করার উদ্দেশ্যে দুই দুইবার আত্মসমর্পণ করার পর তার বহু সদস্য তৃতীয় বার এন, এল, এফ, টি দলে ফিরে এসেছেন। এই সংগঠনের নেতৃত্বরা শুধু দালালীই নয় রাজনৈতিক মোহগ্রস্থ এবং এই দলের নেতারাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। এন, এল, এফ, টির সংগঠনের জন্ম জুনের তিন বৎসর পর সদস্য সংগঠন হল, দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বমোহন দেববর্মা ১৯৯১ সালে ভারতের পার্লামেন্টের নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তারপর এন, এল, এফ, টির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শব্দকুমার জমাতিয়া গত ১৯৯৫ইং সালে এ ডি সির নির্বাচনে

কংগ্রেস ও যুব সমিতির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সুতরাং এন, এল, এফ, টি দলের নেতৃবৃন্দরা দীর্ঘ দিন নিজের রাজনীতি নিরপেক্ষ বলে যে প্রচার চালিয়েছেন তা উপরের তত্ত্ব থেকে প্রমাণ হয়, এবার বুঝতে পারছেন কারা কার সঙ্গে যুক্ত ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কনক্লোড করুন।

শ্রীরণজিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— তারপর আমরা বলতে চাই, সেই বিশ্বমোহন দেববর্মা এবং তার সঙ্গীসাথীরা টাডা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিল। তারপর আমরা কি দেখলাম, আমাদের বিগত জোট সরকার তাদের টাডা আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এন, এল, এফ, টি, সদস্যরা সেখান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কি করে মুক্ত হয়ে যায় ? সুতরাং আমরা এইটুকু বলতে চাই আজকে যারা উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ করছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খুন করছেন এটা দুঃখজনক ঘটনা এবং এটা করছেন কাজেই এগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেখানে রাজনীতিগত প্রশ্ন নাই। স্যার, আমি আর একটা কথা বলব, গৃহস্থের গরু বিষাক্ত সাপের ছোবলে যখন মারা যায় তখন গৃহস্থ মর্মাহত হয়। আর উল্লাস করে শিয়াল কুকুর শকুন এই তিনটা প্রাণী। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সংহতি বিপন্ন হচ্ছে, আজকে যেখানে উগ্রপন্থীরা ভারতীয় জাতীয় সংহতি এবং জাতি উপজাতির সংহতি, ত্রিপুরা রাজ্যের সংহতি বিপন্ন করছে যে জায়গায়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কথা বলছি তখন আমরা দেখলাম সর্ব্বদলীয় কমিটির মিটিং-এ তারা সেখানে অনুপস্থিত থেকে উল্লাস করছে, ঐ শিয়াল, কুকুর, শকুনগুলির মত, এই তো সুযোগ আগামী নির্বাচনে আমরা আসছি। তাদের এটা মনে রাখা উচিৎ যে, বিষাক্ত ছোবলে গরু মারা গেলেও সেটা বিষাক্ত, এটা খেলে ওদেরও মরতে হবে। সুতরাং এই যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তার বিরুদ্ধে যদি লড়াই না করা যায় তাহলে আমরা আপনারা কেউ রক্ষা পাবেন না। সুতরাং এই ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে এবং ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে তার গুরুত্বটা যদি মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া উপলব্ধি করেন, ত্রিপুরার উপজাতিদের বাঁচানোর স্বার্থে তিনি যদি এটা উপলব্ধি করেন আমি মনে করব এই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ওনার সহযোগিতা করা ছাড়া আর কোন পথ নাই, এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া রাজ্যের বর্তমান আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির সম্পর্কে একটি শর্ট ডিউরেশন ডিস্কাসন নোটিশ দিয়ে আলোচনার উত্থাপন করে হঠাৎ তারমধ্যে একটা প্রস্তাব তোলে দিলেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব আনার জন্য চেষ্টা করলেন।

আলোচনা করতে হয় সুনির্দিষ্ট ফর্মে, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। কিন্তু এইটা যেহেতু শর্ট ডিউরেশন ডিস্‌কাসন—এইটার মধ্যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। রুলস্‌ এ সেটা নেই। স্যার, সেই রুলস্‌ এর মধ্যে এই শর্ট ডিউরেশন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে ডিফাইন করা আছে। সেটার মধ্যেই আমি কয়েকটি কথার উল্লেখ করব।

(নেপথ্যে **শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী** :—এই রুলস্‌টা কে দেবে? স্পীকার না আপনি? মোটা মাথা তাই এই রকম বলছে।)

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, মাথাতো আমার মোটা, পণ্ডিত মশাই আমাদের মাথা দিয়ে থাকেন, অনেকদিন দিয়েছেন।

স্যার, আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যে খারাপ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে একটা চক্রান্ত চলছে, এইটা সত্যি। যতই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে তত বেশী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ওরা করছে। স্যার, খুব বেশী খারাপের দিকে পরিস্থিতিটাকে নেওয়ার জন্য যে চক্রান্ত, যে ষড়যন্ত্র এটা আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। স্যার, টোট্যাল আলোচনাটাকে এইভাবেই করা উচিৎ। রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি; সারা দেশে যখন বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তৎপর, বিদেশী শক্তি যেমন তৎপর, তখন সেই পরিস্থিতিতে ভেতরে অত্যন্ত সংযতভাবে নিজেদের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা-কিভাবে তাকে আমরা যে উন্নয়নের যে গতিটা সেটা আমরা রক্ষা করতে পারি। এবং যে চক্রান্ত যে ষড়যন্ত্র তার বিরোধীতা করতে পারি, এটাই আমাদের দেখার দরকার।

আমি এই বিধানসভায় আলোচনার মধ্যে কয়েকবার যেগুলিকে উল্লেখ করেছি-সাধারণ আইন শৃঙ্খলার অবস্থা কি রকম।—১৯৯০-৯১, ৯২-৯৩ সালে কি ছিল, আর ১৯৯৫-৯৬ সালে এমনকি বর্তমান বছরেও যা' সমাপ্ত হলো ১৯৯৬ সালে এই ১৯৯৬ সালেও আপনাদের তুলনা করে আমি দেখাতে চাই ১৯৯১ তে ৫,৬৩০টি রেজিষ্ট্রেশন ছিল ক্রাইম, আর ১৯৯৬ তে ৩৬৩০টি ক্রাইম। এটা হচ্ছে রেকর্ড। তারমধ্যে আমি এই সভাতে বলেছি এই ক্রাইমের যে চার্ট এরমধ্যে নারী নির্য্যাতন একটু বেড়েছে। আমি উল্লেখ করেছি-কিড্‌ন্যাপিং একটু বেড়েছে। এটাকেও কি করে দমন করা যায় তার ব্যবস্থা নিচ্ছি।

স্যার, আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে রাজ্যের অবস্থাটা কি। আমার মনে আছে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী একটা বই লিখেছিলেন—বেশীদিন আগেকার ঘটনা নয়—সেই ৮০ সালের দাঙ্গায় টি, এন, ভি, ও বিশ্বাসঘাতক রাজীব-রাংখল চুক্তি নিয়ে—তখন তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন।

(নেপথ্যে **শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী** :—আমি এখনো কমিউনিস্টই আছি।)

তখন তার কমিউনিস্ট এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শুধু দাবী করলেই কমিউনিস্ট হয় না। জনগণের স্বীকৃতি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন একটা কমিউনিস্টও আর সমর্থন করে না। একটা সাধারণ মানুষও সমর্থন করেন না—এই পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছেন—ওরাইতো তার আশ্রয় হয়েছে-"সারথী"।

তখন তিনি একজন কমিউনিস্ট ছিলেন। তখন উনার কমিউনিস্টের দৃষ্টিভংগী ছিল। দাবী করলেই কমিউনিষ্ট হওয়া যায় না। উনার প্রতি জনগণের স্বীকৃতি-সমর্থন সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই জন্যই উনার আশ্রয় হয়েছে আজ তাদের সঙ্গে। যারা একদিন এই রাজ্যে আধাফ্যাসিষ্ট কায়দায় রাজত্ব করেছিল তাদেরই সঙ্গে আজ তিনি সামিল হয়েছেন। লজ্জা হওয়ার কথা। যারা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গেই সামিল হয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না, না, এটা রিলেটেড, ব্যাপার এবং আইন শৃঙ্খলার তুলনামূলক প্রসঙ্গ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কংগ্রেস (ই)-র পক্ষভুক্ত হয়ে রাজ্যে টি, ইউ, জে, এসের জন্ম হয়। দাঙ্গা করে বাংলাদেশে গিয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার দাবীতে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে। তাদের সংগ্রাম চরম ব্যর্থতায় পরিণত হয় রাজীব-রাংখল চুক্তির মাধ্যমে। হতাশাগ্রস্ত টি, ইউ, জে, এস নেতারা তল্পিবাহকের ভূমিকা নেয় ক্ষমতায় কংগ্রেস (ই)-কে জালিয়াতির মাধ্যমে বসানোর জন্য। তখন নৃপেন চক্রবর্তী কোথায় ছিলেন ? এই বই তাঁরই লেখা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে কি সব বলে যাচ্ছেন। উত্থাপিত প্রসঙ্গের সঙ্গে এর মিল কোথায় ? রাজ্যে গত এক মাসে শতাধিক খুন হয়েছে সেই ব্যাপারে বলুন। উপদ্রুত নিয়ে বলুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন !

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্যে আবার কংগ্রেস (ই) টি, ইউ, জে, এস উগ্রপন্থার জন্ম দিয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, শর্ট ডিউরেশনটা কিসের উপর ? আর এখানে আপনি বলছেন এটা রিলেটেড।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে, আপনি বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— বাংলাদেশে ক্যাম্প রয়েছে। তাদের সঙ্গে সি, আই, এ এবং আই, এস, আই, রয়েছে। সিলেটে ক্যাম্প রয়েছে। নৃপেন চক্রবর্তী এখন নেই। কাজেই এগুলি তিনি বলেননি। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে কি করেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— তুমি এখন আর কম্যুউনিস্ট নও।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি কম্যুউনিস্ট থাকতেই চেষ্টা করছি এবং আন্তরিকভাবে রক্ত দিয়ে কম্যুউনিস্টে থাকতে চেষ্টা করছি। গত সাড়ে চার বছর ধরে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কি করে আরোও ভাল করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করে এসেছি। একদিকে সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা, ঠিক তার পাশাপাশি উগ্রপন্থায় যারা বিভ্রান্ত হয়ে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে কি করে ফিরিয়ে আনা যায় সেই চেষ্টাও আমরা করছি। এই নিয়ে ওরা হাসেন-টিটকারী দেন। "দৈনিক সংবাদ" এবং "স্যন্দন পত্রিকা" বেশী করে এইগুলি করে যাচ্ছে। ফলে তারা কাকে সাহায্য করছে ? সি, আই, এ, আই, এস, আই, সহ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ ভারতবর্ষকে টুকরো-টুকরো করে দিতে চাইছে, তাদেরকে ওরা প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করছে। ত্রিপুরাতেও এই শক্তি রয়েছে এবং সেটা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, দলের মধ্যেও রয়েছে। আজ নৃপেন চক্রবর্ত্তী সামিল হয়েছেন তাদের দলে। স্যার, ১৯৯৩ সাল থেকে রাজ্যে তারা বলতে লাগলেন—রাজ্যের সমস্ত উপজাতিরাই শত্রু। তখন "দৈনিক সংবাদের", সম্পাদকীয়, "স্যন্দন"-এর পাশাপাশি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিও কিভাবে উপজাতিদের বিরুদ্ধে অনুপজাতিদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। এই সমস্ত পত্রিকাগুলিতেই নৃপেনবাবু কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস,-এর নেতারা লিখে যাচ্ছেন। আজকে নৃপেন চক্রবর্তী এই সভায় আছেন। প্রবীণ নেতা আজকে নিজেকে তিনি 'জননেতা' বলে পরিচয় দেন। তিনি আজকে কি বক্তব্য রাখলেন এখানে। বাঙ্গালীরা কি করে খুন হলো ? তিন-তিনটে জায়গাতে বাঙ্গালীদের কলোনী বা ক্যাম্পে কেন আক্রমণ করা হলো ? এই কথা দিয়ে শুরু করেছেন তিনি। তিনি কাকে প্রভুকেটেস্ করেছেন ? স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পাঁচ হাজার উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে এবং স্বাভাবিক জীবনে তারা ফিরে এসেছে। এতে আমরা গৌরব বোধ করি।

এর মধ্যে মাত্র ১২০০ থেকে ১৩০০ আত্মসমর্পণকারীকে সরকারী চাকুরী এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ পুনর্বাসন ছাড়া একটি পয়সাও কোন আত্মসমর্পণকারীকে দেওয়া হয়নি। এটা পত্রিকায়

উঠেছে কিন্তু ওরা সেটা দেখেও পড়তে চায় না। ওরা শুধু রাজ্যে গণতান্ত্রিক ঐক্যকে আঘাত করার চেষ্টাই করে চলেছে। গ্রামের মানুষের চেষ্টাতে ওরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। আজ গ্রামে গ্রামে উন্নয়ন-মূলক কাজ হচ্ছে। রাস্তা হচ্ছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ সমস্ত স্কুলগুলি আজ খুলছে। কাজেই এই মুহূর্তে ওদের ফিরে আসাটা জরুরী এবং ওরা ফিরে আসছে, এটাই স্বাভাবিক। রাবার এবং চা বাগান করছে তারা। স্যার, এই ভাবে এক-একটি পরিবার তাদের নিজেদের সন্তানদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা গৌরব বোধ করি এতে এবং এটাই রাজনৈতিক সমাধানের পথ। এই সমাধানটা নৃপেনবাবুও জানতেন যতদিন তিনি কম্যুউনিস্ট ছিলেন। আজকে তিনি কম্যুউনিস্ট নন-উনার বিচ্যুতি হয়েছে। উনার দেশপ্রেম উনি ভুলে গিয়েছেন। বিরোধী বেঞ্চ আজকে এখানে কি করেছে? আজকে সকালে ওরা কি করলেন? ওরা প্রশ্নোত্তর পর্বও মানছেন না— বিধানসভার নিয়ম-শৃঙ্খলাও মানছেন না। তাদের দাবী এটার উপর একটি বিবৃতি দিতে হবে নৃপেনবাবু পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে দাঁড়ালেন। তার পরের অবস্থাটা কি? বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া আর কিছুই আসল না। কোথায় গেল সকালের সেই আসাম রাইফেলসের তথাকথিত আক্রমণ? কোথায় গেল গ্রামে গ্রামে অত্যাচারের কথা?

স্যার, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি অনুসারে উনাদের যে দাবী ছিল সেটা সম্পর্কে আমি পুলিশ রিপোর্ট পেয়েছি। রিপোর্টে আছে—"নো সাচ্ এলিগেশান অব্ টর্চার অব্ ইননোসেন্স ভিলেজার্স অর লুটিং অব্ দেয়ার প্রপারটি হেজ বিন রিপোর্টেড্ টু দি পুলিশ স্টেশান। অন্ ইন্‌কোয়ারি দ্যা ইনফরমেশান ইজ ফাউণ্ড টু বি বেইসলেস্।" কাজেই, প্রকাশিত বেইসলেস্ সংবাদ সম্পর্কে আর কোন জবাব দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এটা তৈরী করা হয়েছে। যাতে করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এই প্রচারটা কাজে লাগিয়ে কিছু একটা গণ্ডগোল করা যায়। কারণ, তাতেই পাহাড়ী-বাঙ্গালীতে লাগানো যাবে। স্যার, বাড়ন্ত উগ্রপন্থী সমস্যা দমনের চেষ্টা ও সমাধান করতে এই সরকার সচেষ্ট রয়েছে এবং পাশাপাশি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের গতিও অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি উগ্রপন্থা দমন করতে। সি, আর, পি, এফ, ত্রিপুরা রাজ্যের পেরা-মিলিটারী ফোর্স তা দেওয়া হয়েছে। ওরা আসাম রাইফেলস্ তুলে নিলেন। এখানে এম পি এস এফ, আর এ, সি এই সমস্ত ছিল এই সমস্ত তুলে নিলেন। সমস্ত ফোর্স তুলে নেওয়া হয়েছে। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মাত্র ১০ কোম্পানী থেকেও ছেড়ে দিতে চাইলেন। তখন স্যার ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ, শুধু সরকার নয়, তখন ব্লকে ব্লকে, এলাকায় এলাকায় মানুষকে নামতে হয়েছিল, আমাদের শক্তি

চাই, সাহায্য চাই, কেন্দ্রীয় সরকার তোমার দায়িত্ব আছে, চাপ সৃষ্টি হল। বহু চেষ্টার পর শেষ পর্য্যন্ত ৩০ কোম্পানী, কখনো একটু বেড়ে যায় ৪০-৪৫ হয় আবার পট্ করে কমে আসে, ৩০ কোম্পানী মোটামুটি তারা স্ট্যাণ্ডার্ড করে তারা ঘোষণা করলেন এর বেশী দেবনা। এই ৩০ কোম্পানীর মধ্যে সমীরবাবু, রতনবাবু এই দুইজন ১ কোম্পানী আটকে রেখেছেন সি আর পি। ওদিকে মানুষ খুন হয়, গৌরাঙ্গ টীলায় ক্যাম্প দেওয়া যায়না, এই সমীরবাবু আর রতনবাবু স্পেশাল প্রেয়ার দিয়ে ১ কোম্পানী আটকে রেখেছেন। আমরা বলেছি নিরাপত্তা আমরা দেব, তার দায়িত্ব আমাদের তারা তা বিশ্বাস করেন নি। এবং এখনো তারা ১ কোম্পানী ফোর্স আটকে রেখেছেন। ঠিক এই রকম করে যখন ফোর্সের নানান রকম সঙ্কট, সেই সঙ্কটের মধ্যে আমরা বার বার বলেছি, আমাদের সরকার আসার আগেই প্রস্তাব গিয়েছিল। ওরা ক্ষমতায় আসতে পারেননি। অতএব কেন্দ্রের থেকে নরসীমা রাও এবং চরণ সাহেব বলে দিচ্ছেন না পারেনা, তাই আর ব্যাটেলিয়ান পেলাম না। কোন রকম সহায়তা পেলাম না। স্যার, এই ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা...

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দল নেতা) :—স্যার, সর্ট ডিউরেশান কি, আর কি গান গায়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলনেতা শান্ত হোন। বলতে দিন মন্ত্রী মহোদয়কে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এর পরেও আমরা চেষ্টা করেছি কি করে ফোর্স বাড়াতে পারি। কারণ আমরা জানি এই যে ষড়যন্ত্র চলছে এই ষড়যন্ত্রের পেছনে বিদেশী শক্তি হাত লাগাচ্ছে। যেই ষড়যন্ত্র বিদেশের মাটিতে ট্রেনিং দিয়ে তারপর ত্রিপুরার ভিতরে ঢুকে আক্রমণ করে। তা নৃপেনবাবু খুব ভাল করে জানেন। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় কত বার দরবার করেছেন আবেদন করেছেন, আমরা তখন একসঙ্গে ছিলাম। আজকে এই সব কথা ভুলে গেছেন। এই সব কথা নেই। আজকে উনি এখন খুঁজছেন যেমন করে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। আজকে সকাল থেকে এই কথাই বলছেন বার বার। এই কথা বলছেন না যে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের এ শক্তি বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সমস্ত রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালী এক হও।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আজ হোক কাল হোক তা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন, শান্ত হোন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আপনারা শান্ত হোন। বসুন। বসুন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) : স্যার, আমরা যখন দেখেছিলাম এন, এফ, টি, র হাতে একে-৫৬ আসল, তাদের হাতে এল, এম, জি; এস, এল, আর; একে-৪৭; একে-৫৬ এইগুলি কি রকম সংখ্যায় তা পুলিশ আর্মি তদন্ত করেছে। তাতে দেখা গিয়েছে ১৫০-২০০ করে একে-৪৭, একে-৫৬ আমদানী হচ্ছে। সেইগুলি কোথায় আসে ? এই যে অস্ত্রগুলি কোথা থেকে আসে ? এইগুলি বিদেশী সাহায্যে আসে।

(গণ্ডগোল)

স্যার, এই বিদেশী শক্তির সহায়তা, বিদেশী শক্তির সাহায্য এবং রাজ্যের মধ্যে এই সমস্ত উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ এটাকে দমন করতে হলে আমাদের আরো বেশী শক্তির দরকার। আমরা লক্ষ্য করেছি এর মধ্যে ঘটনা ঘটল তৈদুতে, এর মধ্যেই ঘটনা ঘটল কল্যাণপুরে, এর মধ্যেই ঘটনা ঘটল খোয়াই, এই ঘটনাগুলির সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে এইগুলি মোকাবেলা করার জন্য আমরা ঘোষণা করেছি ডিস্টার্ব এরিয়া। তা আমরা শক্ত হাতে মোকাবেলা করব। শুধু উগ্রপন্থী নন যারা ষড়যন্ত্র করছে যারা পাহাড়ী বাংগালী লাগিয়ে দিতে চান এই সমস্তকেই আমরা শক্ত হাতে মুকাবেলা করব। ত্রিপুরায় দাঙ্গা হতে দেব না। এ সরকার একা নয় ত্রিপুরার মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। হাঁ আমরা জানি আইনকে ফাঁকি দেওয়া যাবে কিন্তু সত্যকে কখনো ফাঁকি দেওয়া যাবে না। আজকে যারা এই বিরোধী আসনে আছে তারা বিভিন্ন জায়গাতে দৌড়াচ্ছে এবং একটু একটু করে আগুন লাগাতে চেষ্টা করছে। দেশ প্রেমী স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের সঙ্গে গিয়ে হাত মিলাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : - সেই কারণেই তো আপনাদের দেহে বাসী রক্ত মেখে দেয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এন, এল, এফ, টি ; এ, টি, টি, এফ সমস্ত রকমের যত উগ্রপন্থী আছে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা যখন দেখছি, রাজ্যের পুলিশ সমস্ত রকম চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। তখন আমরা কেন্দ্রের সি, আর, পি বাহিনীকে ডাকছি, আসাম রাইফেলস বাহিনীকে ডাকছি, আসাম রাইফেলসকে ডাকছি তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে। আমরা রাজ্যের ৪৭টি থানাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করেছি। অল্প সময়ের জন্য আমরা তখন সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমরা খুব খুশী নই। আমরা জানি এতে গণতন্ত্র খর্ব হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে মানুষ কাজ করতে পারে, মানুষ অফিস করতে পারে, মানুষ উপার্জন করতে পারে, মানুষ শান্তিতে ঘোরাফেরা করতে পারছে এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। আজকে কিছু দিনের জন্য ডিসটার্ব এড়িয়া লাগু করতে হয়েছে তাতে আমরা জানি রাজ্যে গণতন্ত্র কিছুটা হলেও খর্ব হবে। কিন্তু যেভাবে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি না করে আমাদের হাতে আর কোন উপায় ছিল না। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সেট আমাদের কিছু দিনের জন্য লাগু করতে হয়েছে। রাজ্যের অশুভ শক্তিকে কন্ট্রোল করার জন্য সেটি বিশেষ করে দরকার হয়ে পড়েছে। স্যার, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ নয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ করে চক্রান্তকারীরা। সেই আইন শৃঙ্খলাকে নষ্ট করার জন্য চক্রান্ত চলছে। সেই চক্রান্তকে রোখার-জন্যে একা বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা সম্ভব নয় সবার সহযোগিতা চাই।

স্যার, এই রাজ্য নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের নয়। সাহায্য সহযোগিতায় দেশটি সুন্দর ভাবে চলুক এটা আমাদের বুঝতে হবে! দেশটাকে ধ্বংস করার জন্য কারা সাহায্য করছে, কারা মদত দিচ্ছে তাদেরকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। এই টুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"প্রেজেন্টেশান অব দি রিপোর্ট অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (চেয়ারম্যান অব দি পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির সাতাশতম (টুয়েন্টিসেভেনথ) প্রতিবেদন সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটির সাতাশতম প্রতিবেদন (টুয়েন্টি সেভেনথ রিপোর্ট) সভার টেবিলে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা কমিটির রিপোর্টের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS—Considered and Passed

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 3 of 1997)".

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 3 of 1997.)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।
প্রস্তাবটি হলো ঃ - "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 3 of 1997)." বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (স্কীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (স্কীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (স্কীডিউল) এই বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোনামাটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভাকক্ষে গৃহীত হলো।

মি: স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :- "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 3 of 1997)."

পাশ করার প্রস্তাব উথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ক অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997 (Tripura. Bill No. 3 of 1997). পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1997. (Tripura Bill No. 3 of 1997)." পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 1 of 1997 ."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Samar Chowdhury Minister :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 1 of 1997) be taken into consideration.

স্যার, এই বিধানসভায় আমরা টি. এল. আর এ্যাণ্ড এল. আর ৯৪ ইং এ্যাক্ট পাশ করিয়ে প্রেসিডেন্টের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলাম এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন আমরা পুরাপুরি পেয়ে গেছি ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ ইনসারটেড সেকশান ১৮৭, ১৮৭ বি এ্যাণ্ড আদার ফাইভ

সেকশানস ইন দ্য প্রিন্সিপ্যাল এ্যাক্ট। বিলটি পাশ হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের অবজারভেশনে আবার নূতন করে কিছু সংশোধনী আনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নূতন সংশোধনী এনে বিলটাকে পুরোপুরি রেগুলার করতে হবে। সে সংশোধনীর জন্য পরামর্শ এসেছিল, সেই সংশোধনী দিয়ে আমরা এটাকে অর্ডিন্যান্স জারী করেছিলাম আজকে বিল পাশ করে আমরা অর্ডিনান্সকে রিপীল করব। ৬ষ্ঠ সংশোধনী যে আনা হয়েছিল তার একটা ইতিহাস রয়েছে। ১৯৬০ ইং সনে টি. এল. আর এ্যাণ্ড এল. আর এ্যাক্ট -এ উপজাতিদের জমি সম্পর্কিত সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি ছিল। কিন্তু তাতে উপজাতিদের যথেষ্ট স্বার্থ রক্ষিত হয় নি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে বিশেষ করে যখন সার্ভে হয়ে গেল এবং নূতন রেকর্ড সংশোধন হয়ে গেল তাতে দেখা গেল প্রচুর উপজাতির জমি অউপজাতির হাতে রেকর্ড রেগুলার হয়ে যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ ইং সালে এই আইনে কিছু সংশোধনী আনা হয়। তখন সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন ছিল। সেই সংশোধনীতে ১৮৭ নং ধারায় ২য় সংশোধনীক্রমে নিম্নলিখিত ধারাগুলি সংযোজন করা হয়ঃ—

১) উপজাতি সম্প্রদায় কোন অউপজাতির নিকট ভূমি হস্তান্তর করতে পারবেন না।

২) উপজাতি সম্প্রদায় অপর কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের নিকট ভূমি হস্তান্তর করতে পারবেন।

৩) যে কোন উপজাতি জেলা কালেকটরের আগাম লিখিত অনুমতিক্রমে যে কোন অউপজাতির নিকট ভূমি হস্তান্তর করতে পারবেন।

৪) অধিকন্তু যে কোন উপজাতি নিজ প্রয়োজনে জমি ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে পারবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই উক্ত ব্যাংক, সমবায় সমিতি ইত্যাদি উক্ত বন্ধকী জমি জেলা কালেকটরের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোন অউপজাতির নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না।

৫) রেজিষ্ট্রি দলিল ব্যতীত উপজাতি কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর আইনে সত্য বলিয়া বিবেচিত হবে না, ১৯৭৪ ইং সনের সংশোধনীতে এই ব্যবস্থা ছিল।

৬) ১৯৬৯ ইং সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ বা তার পরবর্ত্তী সময়ে কোন উপজাতির জমি কোন অউপজাতির নিকট হস্তান্তরিত হয়ে থাকলে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত রাজস্ব কার্য্যকারক স্বয়ং লিখিত আবেদনক্রমে জমি গ্রহীতাকে যথোপযুক্ত শুনানীর সুযোগ দিয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হলে হস্তান্তর জমি থেকে বেআইনী দখলদার অউপজাতিকে উচ্ছেদ করতে পারবেন এবং উক্ত দখলী জমি উপজাতিকে ফিরিয়ে দেবেন এবং জমি প্রত্যার্পন করা হবে আদেশের ১লা বৈশাখ ও তার পর।

এ রকম নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সেই সংশোধনীতে যাতে যে সমস্ত উপজাতির জমি আছে তারা যেন সেই জমি থেকে উচ্ছেদ না হয়ে যান।

এই রকম কতগুলি নির্দিষ্ট ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সংশোধনীতে যেন উপজাতি যাদের জমি আছে সেই জমি থেকে উচ্ছেদ না হয়ে যান তার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা দরকার। ১৯৭৪ এর সংশোধন সেই সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে নানা রকম সমস্যা এবং নূতন নূতন প্রশ্ন সরকারের সামনে আসে। স্যার, টি. এন. ভির সাথে যখন চুক্তি হয় রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তখন এই প্রশ্নগুলি সামনে উপস্থিত হয়। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার তখন কিছু কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাকে নির্দিষ্ট ভাবে এই জমি আইন. ভূমি আইন সেই আইনগুলিকে সংশোধনের ক্ষেত্রে সেই সব ব্যবস্থাগুলিকে বিবেচনার মধ্যে রাখবেন স্বীকার করেন তারজন্য (১) একটা হলো জমি প্রত্যাপনের জন্য কোন উপজাতি কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্ত বাতিল হয়ে থাকলে তার পুনর্বিবেচনা (২) উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার এবং আরও কার্যাকর আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োগ (৩) নূতন ভাবে জমির হস্তান্তর রোধে আরও কঠোর ব্যবস্থা। এই প্রশ্নগুলি এর পর আরও এসেছে অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোর্স যখন একর্ড হয় সেই একর্ডের মধ্যেও ঠিক এই রকম ভাবে আরও কতগুলি প্রশ্ন আসে। সমস্ত প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখে তদানিন্তন সরকার তার পরবর্তী সময়ে আমাদের সরকার এইগুলি নিয়ে আরও বেশী আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। তদানিন্তন সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটিতে তদানিন্তন রাজস্ব সচীব শ্রীশশী প্রকাশ, আদিবাসী কল্যাণ সচীব এস. ডবলিউ তেনজিং, নিয়োগ ও সেবা দপ্তরের সচিব এস. আর. নন্দী এবং আইন সচিব শ্রী এন. জি. দাস তাদের নিয়ে তখনকার সেই কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে কতগুলি প্রস্তাব রাখেন কি ভাবে এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে সংশোধন করতে হবে দুর্ব্বলতাগুলিকে তাঁরা চিহ্নিত করেন (১) কোন উপজাতির জমি অন্য কোন উপজাতি বল প্রয়োগে দখল করে নেন তবে সেটা হস্তান্তর যোগ্য বলে বর্তমান আইনে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এই দুর্ব্বলতা আইনের (২) আদালতসমূহ উপজাতির জমি অউপজাতির নিকট বিক্রয়ের রায় দিতে পারেন। (৩) জমি প্রত্যার্পন সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে এই প্রশ্নে প্রত্যার্পন বাতিল হতে পারে। এইগুলি দুর্ব্বলতার দিকগুলি। (৪) সরকারী খাস জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া উপজাতি প্রর্ত্যাপনের মাধ্যমে সেই জমি ফিরে পাননি। (৫) জমি হস্তান্তরের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক এবং সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন কারণ আইনে উপজাতিদের শোষণের ফাক-ফোকর রয়ে গেছে। (৬) উপজাতির জমি উপরিযুপরি অউপজাতির নিকট হস্তান্তরিত হলে তা প্রর্ত্যাপণের সঠিক কোন পন্থা আইনে নেই। (৭) উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে জমি, ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতির নিকট বন্ধক রাখতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য আর্থিক সংস্থাকে জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহন করতে পারেন না। এই যে দুর্ব্বলতাগুলি সেই দুর্ব্বলতাগুলি দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে ৬ষ্ঠ সংশোধনীতে একটা প্রস্তাব তৈরী করা হয় আইন সংশোধনীর জন্য। এবং যেহেতু এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া এই ভাবে চট করে আইন সংশোধন করা যায় না সে জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাবে এই প্রস্তাবগুলি হোম ডিপার্টমেন্ট, কেন্দ্রের ল্য ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট

সকলের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় তখন কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির জোট সরকার ছিলেন। ১৯৮৯ সনে যখন সরকার ক্ষমতায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে বিলটা পাঠাবেন এবং সেখান থেকে যে প্রশ্ন পাঠাবেন তার মধ্যে যে পরিবর্ত্তনগুলি করতে হবে তার নির্দ্দিষ্ট সুপারিশ লিখে দেন যে এই সুপারিশ করা হলো, "এই ভাবে তোমরা আইনকে সংশোধন কর।" এই আইনকে সংশোধন করা প্রশ্নে তালবাহানা চলতে থাকে। জোট আমলে সেই সুপারিশগুলিকে কার্য্যকরী করার জন্য সেই রকম যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ১৯৮৯-থেকে ৯০ পার হয়, ১৯৯০ থেকে ৯১—পার হয়। কিন্তু উপর থেকে ভয়ংকর চাপ আসে কেন এখন পর্য্যন্ত এই সুপারিশগুলিকে কার্যকর করার জন্য তোমাদের আইন সংশোধন করছ না। তাড়াহুড়া করে তখন একটা অর্ডিন্যান্স জারির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

সেই অর্ডিন্যান্স সুনির্দিষ্টভাবে এই রকম ধরণের কতগুলি সুপারিশকে উল্লেখ করে সেই অর্ডিন্যান্স শেষপর্য্যন্ত কার্যাকরী করা হয়নি। অর্ডিন্যান্সটাও পরে থাকে। ১৯৯৩ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত ব্যবস্থাটাকে হাতে নিয়ে তার নির্দিষ্ট যে সংশোধনীগুলি সেগুলিকে করে ১৯৯৪ সালে ৬ষ্ঠ সংশোধনীতে সম্মতি দেন। এই যে ৬ষ্ঠ সংশোধনী গৃহীত হল তার মধ্যে কিছু দুর্বলতা ছিল, আইনগত প্রশ্নে যে দুইটা দুর্বলতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে মঞ্জুরী দিতে একটু অপেক্ষা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সর্ব্বশেষে তারা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সেই প্রস্তবকে ভিত্তি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সর্ব্বশেষে তারা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে আমরা আমাদের সংশোধনী বর্তমানে অর্ডিন্যান্সে যেটা আছে, তার উপর নির্দিষ্টভাবে এটাকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে অর্ডিন্যান্স রিফিল হয়ে যাবে এবং আইনের আওতার মধ্যে এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি করবে। এতে যে ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে, যে ব্যবস্থাটার মধ্যে আইনে লিপিবদ্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে সেটা ৬ষ্ঠ সংশোধনীতে ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গেছে, তার ভিতরের সিদ্ধান্তগুলি কখন থেকে কার্যকরী হবে এই প্রশ্নটা তৈরী হয়ে যাবে। এখানে ১৯৬৯ সালের পর ১৯৭০, ১৯৭১ সালে যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি হয়ে গেছে, রায় হয়ে গেছে বিভিন্ন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে ব্যবস্থাগুলি আছে, যেমন রেভেনিও কোর্ট থেকে, ট্রাইবিউন্যাল থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি হয়ে গেছে সেই সিদ্ধান্তগুলি আবার নূতন করে ওপেন বা রি-ওপেন করা হবে কিনা যে ভাবে সংশোধনীটা হয়েছিল তার মধ্যে এটার একটু ডিফেক্ট ছিল। এই সম্পর্কে স্পেসিফিক কিছু ছিল না, আমরা রাজ্য সরকার সম্মত হই এবং আমরা এটা বলি যে নির্দিষ্টভাবে এই আইনে আমরা নির্দিষ্ট যে তারিখে ঠিক করে দেব সেই তারিখ থেকে এই আইনটা নূতনভাবে যখন থেকে চালু হবে তখন থেকে এটা কার্য্যকরী হবে, এই ক্ষমতাটা এই ব্যবস্থার মধ্যে আছে। এই যে ব্যবস্থাটা তার সঙ্গে পীন্যাল প্রভিশন যদি কেউ জমি হস্তান্তরের পর পুনরায় যদি সেই জমি জোর করে দখল করে ফেলেন তাহলে পরে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা পীন্যাল প্রভিশন আইনের মধ্যে রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার এটার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু পীন্যাল প্রভিশনটা

আগে যে কেসগুলির বিচার হয়ে গেছে এবং তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তাতে যাঁরা দোষী সাবস্ত হয়ে গেছেন জমি ফেরত হয়ে গেল বা অন্য কোন রকমে সে অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হল সেই অপরাধী সম্পর্কে এখানে কি এই পীন্যাল প্রভিশনটা সেখানে চলবে সেখানেও প্রস্পেক্টিভ। নূতন যে সমস্ত কেসগুলি হবে, নূতন যে ব্যবস্থাগুলি হবে তার মধ্যেই সেগুলি চলবে। ঠিক এই দুইটাকে নির্দিষ্টভাবে সংশোধনী এনে আমরা ৭ম সংশোধনী যেটাকে রেখেছি। খুব সংক্ষেপ এটার মধ্যে যে সংশোধনী দুইটা আছে এই সংশোধনী দুইটা হচ্ছে মূলত এটাই। এটা রাজ্যের উপজাতি জনগণের স্বার্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৬ষ্ঠ সংশোধনী আমরা আগেই পাশ করিয়াছি, তার মধ্যে এই দুইটা জায়গায় দুর্বলতা যেটা ছিল সেটাকেও আমরা দূর করে নিয়ে ৭ম সংশোধনী দিয়ে টি. এল, আর, এল আর এ্যাক্ট যেটা মূল আইন সেই আইনের অন্তর্ভূক্ত করে এই ব্যবস্থাকে আমরা রাজ্যে চালু করার মধ্য দিয়ে উপজাতি জনগণের জমির যে অধিকার সেই অধিকারকে শুধু শক্তিশালী করাই নয় তার যে মর্যাদা দান এবং তাতে উপজাতি ও অ-উপজাতি অংশের জনগণের যে ঐক্য ও সংহতি এতে বাড়বে এবং শক্তিশালী হবে। বর্তমানে যে সমস্ত উগ্রপন্থী দলগুলি নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়ে চলে যাচ্ছে হতাশাগ্রস্ত হয়ে সেই হতাশাটাকেও কাটিয়ে তুলতে আমরা অনেক বেশী তাদের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারব। তাদেরকে আমরা পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করতে পারব যে, তোমরা এই রাজ্যেরই নাগরিক হিসাবে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার জন্য যে সংগ্রাম যে কায়দায় মেইন স্ট্রীমের মধ্যে থেকে ডেমক্র্যাটিক্ প্রসেসের মধ্যে থেকে যে কায়দায় নিজেদের বিকাশ এটা সম্ভব। সাধারণ মানুষ যা করছেন এখানকার সাধারণ উপজাতিরা যারা করছেন তার সঙ্গে তোমরা এই বিভ্রান্ত দূর করে ফিরে আস স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে, ঠিক এই কায়দায় এই আইনের সংশোধন আমাদের যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নেবে এইটুকু বলে আমি এটাকে উপস্থিত রেখে সকল সদস্যকে এটাকে সমর্থন জানানোর অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—বিরোধী বেঞ্চ থেকে কি কেউ আলোচনা করবেন ?

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টি. এল. আর. এবং এল. আর. এ্যাক্টের সেভেন্থ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৬০ সনে রচনা করা হয়েছিল। পরে টাইম টু টাইম এই আইনটাকে প্রবর্তন করতে গিয়ে বিভিন্ন ডিফিকাল্টিস্ ধরা পড়েছে। জমি হস্তান্তর আইন বিশেষ করে যে সমস্ত ট্রাইবেলরা জমি হস্তান্তর করেছে লিগ্যালী নয়, অথচ হস্তান্তর করেছে বিফোর ১-১-৬৯—সেগুলি ফেরৎ পাবার বেলায় এবং পরবর্তী সময় দেখা গেলো তাতে প্রচুর ত্রুটি রয়েছে। একবার হস্তান্তর করা হয়েছে আবার এই আইনে সেটাকে আবার ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। এই যে মিস্ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং বিটুইন ট্রাইবেল অ্যাণ্ড নন্-ট্রাইবেল—এই আইনে কিন্তু ত্রুটি যথেষ্ট আছে। এখন যে সেভেন্থ এমেণ্ডমেন্ট বিলটি সেইজন্য ৬ষ্ঠ সংশোধনীর পর যে বিলটি পাঠানো হয়েছে তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। যেখানে উপজাতির স্বার্থ

রক্ষার প্রশ্ন, জমির অধিকার পাবার প্রশ্ন সেখানে তাড়াহুড়া করে বিলটি পাশ না করে ডিটেইলস্ আলোচনার জন্য এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক্—দিস্ ইজ মাই সাব্‌মিশন্ স্যার। সেখানে আলোচনা করে তারপর হাউসে এই বিলটি উৎথাপন করা হোক যাতে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ধরা পড়ে। এবং সেজন্য এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক এইটা পুর্ণ-বিবেচনা করার জন্য। ধন্যবাদ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানের প্রশ্নই উঠে না। ১৯৯৬–৯৭ এইটা যথেষ্ঠ সময় শুধু নয়, পরীক্ষা–নিরীক্ষা—কেন্দ্রিয় সরকার শুধুমাত্র হোম ডিপার্টমেন্ট নয় 'ল' ডিপার্টমেন্ট এবং নানা রকমভাবে এটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু ঠিক করে তারপর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তাতে মামনীয় রাষ্ট্রপতি তাঁর অ্যাসেন্টও দিয়েছে। এখন এইটাকে শুধু কার্য্যকরী করা—এটা আমরা করছি। এখন এটাকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা, আমরা অর্ডিন্যান্সের যে ক্ষমতা সেটাকে আইনের ক্ষমতার মধ্যে এনে করব। কাজেই এই বিলটিকে আবার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। আমি অনুরোধ জানাবো এইটাকে ভোটে দেওয়া হোক এবং পাশ করা হোক্।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 1 of 1997)." বিবেচনা করা হোক্।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে 8 নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে পাশ করা হোক।

(ধ্বনিভোটে বিলের ধারাগুলি সভাকর্তৃক বিলের অংশরূপে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Land Revenue and LandReforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 1 of 1997)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill, No. 1 of 1997."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 1 of 1997)." পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন এই প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 1 of 1997)." পাশ করা হউক।

(অতঃপর সভা কর্তৃক আলোচ্য বিলটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

GOVERNMENT RESOLUTION—Adopted.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো গভর্ণমেন্ট রিজিউলিউশান। রিজিউলিউশানটি গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ ইং তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় "The transplantation of human organs Act. 1994 (42 of 1994)." সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রস্তাব (গভর্ণমেন্ট রিজিউলিউশান) উৎথাপন করেছিলেন। এখন উৎথাপিত রিজিউলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি রিজিউলিউশানটি ভোটে দেব। এখন আমি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজিউলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু করার জন্য।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার উপর আলোচনা আমি করেছি। এটা পাশ করার জন্য এখন আমি সভার কাছে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক্ আছে। আমি এখন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মামনীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি

হলো— "WHEREAS Tripura Legislative Assembly considers that it is deseireabal to have a uniform law throughout India for the regulation of removal, storage and transplantation of Human Organs for there-peutic purposes and for all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto.

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable mainly to matters enumerated in entry 6 of list—II in the seventh to schedule to the Constitution of India.

AND WHEREAS Parliament has no power to make such a law for the State with respect to matters enumerated in entry 6 of List—II aforesaid except as provided in Article—249 and 250 of the Constitution of India.

AND WHEREAS by virtue of the powers under clause (1) of Articale 252 of the Constitution and in pursuance of the resoliutions passed by all the Houses of the Legislatures of the State of Goa. Himachal Predesh and Maharashtra, Parliament has passed the Trans-plantation of Human Organs Act. 1994 (42 of 1994)

AND WHEREAS the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994) applies in the first instance to the whole of the States of Goa, Himachal Pradesh and Mahar shtra and all the Union Territories.

AND WHEREAS the said Act shall apply to other States which may adopt this Act by resolution passed in the behalf in pursuance of clause (1) of Article—252 of the Constitution.

NOW THEREFORE, in pursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution, this Assembly here by resolves that the Transplanta-tion of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994) be adopted in the State of TRIPURA.

(অতঃপর রিজিউলিউশানটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

VELEDICTORY SPEECH BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজ সপ্তম বিধানসভার দশম অধিবেশনের

শেষ দিন। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার ১৯৯৭ ইং তারিখ হইতে এই বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়েছিল। একনাগারে এই বাজেট অধিবেশন সাত দিন চলেছে। আমি এই অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গনতন্ত্রের নিয়ম-নীতিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এই ক্ষেত্রে আপনাদের সৌহার্দ্যমূলক সহযোগিতা পেয়েছি। সংসদীয় গনতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা এবং বিশেষ করে বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব অপরিসীম। বিধানসভায় উপস্থিত থেকে ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর স্বার্থে উনার কাছ থেকে আরোও সুচিন্তিত ও সংগঠিত পরামর্শ আশা করেছিলাম। অনেক ক্ষেত্রেই উনি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। তবে আমি আশা করব রাজ্যবাসীর স্বার্থে বিধানসভাকে ব্যবহার করে আমাদের উপকৃত করবেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় সরকারের কার্যপ্রণালীর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সভায় তোলে ধরা এবং গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করা হল সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলে মুখ্য ভূমিকা। আমি সব সময় মাননীয় বিধায়কদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। বিভিন্ন সমস্যা সঙ্কুল ত্রিপুরাবাসীদের আবেদন-নিবেদন এবং সমস্যার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সেগুলো সুরক্ষাকল্পে অপনাদের সহযোগিতা আগামী দিনেও পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস রাখি। এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যে সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তারা সভার কার্য্যবিবরণীর বিষয়বস্তু তাদের সংবাদপত্রে পরিবেশন করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভানসভার সচিব, অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসার ও কর্মীবৃন্দ এবং আরক্ষা বিভাগের কর্মীবৃন্দ যে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে, আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ANNEXURE—'A'

Portion of Q. No. 2 of starred Q. No. 173

7. TRIPURA LIBERATION ORGANISATION	126	Arms–Couutry made gun–44, Country made Pistol–1, Country made Cannon–1 Hand Bomb–4, Chopper–1, Dagger–5, Ammunition '30 3round-3, 7·62 round-2

1.	2	3	4
8.	TRIPURA YOUNG RIFLE	59	Arms–Couutry made gun–24, Country made Pistol-4, Country made Granade–1, Hand bomb–3, Dagger–3 Ammunition–Gun cartridges–10
9.	AHINGSHA TRIPURA BHARAT SURAKSHA FORCE	41	Arms—Couutry made gun–28, Country made Pistol–2, Country made Pipegun - 1, '22 Revolver—1 Ammunition Gun cartridges—12
10.	TRIPURA RAJYA SURAKSHA FORCE	10	Arms - '22 Revolver 1 Country made Gun - 6
11.	NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA	1	Arms - '38 Revolver - 1, Ammunition '38 Round - 3
12.	SENGKRAK	74	Arms—Country made gun --43, Country made Pistol—12, Country made Pipe gun—3, Dagger - 2, Ammunition– Gun Cartridges–4
13.	TRIPURA TRIBAL VOLUNTEER FORCE	49	Arms Country made—15 (fif-teen), Country made Pistol—3 Country made Pipegun - 1, Coun-try made Stengun – 1, Country made Canon—1, '22 Pistol 2, Hand Bomb—6, Degger—1, Bhojalli - 1, Ammunition– Gun cartridges—34

1.	2	3	4
14.	ALL TRIPURA VOLUNTEER ASSOCIATION ASSOCIATED GROUP OF T.R.A.	8	Arms—Country made gun—4
15.	LIBERATION OF TRIPURA TRIBAL FORCE	30	Arms Country made gun - 18, Country made Pistol—3, Country made Stengun—1, Bomb—2. Ammunition '303 Round—1, gun cartridges—6
16.	TRIPURA REGIMENTAL FORCE	7	Arms—Country made gun- 4, Country made Pipegun—1, Country made Pistol - 1, Dagger – 1 Ammunition—Gun cartridges—4

ANNEXURE—'B'

Assembly Admitted Starred Question No. :— 113

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar ,

Will the Hon'ble Minister of Fisheries Departmant be please to State :—

প্রশ্ন ঃ—১ রাজ্যে মোট কতটি ফিসারী সার্কেল অফিস আছে ?

উত্তর ঃ— রাজ্যে মোট ৩৪১টি ফিসারী সার্কেল আছে।

প্রশ্ন ঃ—২ রাজ্যে মোট কত জন ফিসারী অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন ?

উত্তর ঃ—২ রাজ্যে মোট ১৪২ জন ফিসারী অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন।

প্রশ্ন ঃ—৩ ফিসারী অ্যাসিস্ট্যান্টদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য কোন অফিস আছে কি ?

উত্তর ঃ—৩ হ্যাঁ ফিসারী অ্যাসিস্ট্যান্টদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য ব্লক ভিত্তিক ফিসারী অফিসারের অফিস রয়েছে।

Admitted Starred Question No.—114

Name of Member :— Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-In-charge for Agriculture Department be pleased to State :

প্রশ্ন :—	উত্তর :—
১। বর্তমান অর্থ বৎসরে রাজ্যে কোন গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হবে কি না ; হলে কতটি ?	১। বর্তমান অর্থ বৎসরে কোন গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেই।
২। খোয়াই মহকুমার চেব্‌রী বাজারে বাজার ষ্টল নির্মাণের জন্য এ বৎসর কোন কাজ হাতে নেওয়া হবে কি-না।	২। বর্তমান অর্থ বৎসরে চেবরী বাজারে কোন ষ্টল নির্মাণের পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Q. No. 180.

Name of the Member :— Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt be pleased to State :—

১। রাজ্যে বর্তমান সময়ে কত কোম্পানী আধাসামরিক, কত সংখ্যক সেনা বাহিনী ও আসাম রাইফেলস্, আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আছে ? (কেন্দ্রীয় বাহিনী)।

২। রাজ্য সরকারের নিজস্ব কত সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী আছে বর্তমানে এবং কোন্ কোন্ ধরণের কতজন তার হিসাব (আলাদা আলাদা ভাবে) ?

Answer

১। সি, আর, পি, এফ—৬৪ কোম্পানী

আসাম রাইফেলস্—১৪ কলাম

সেনা বাহিনী - ১২ কলাম

২। মোট ১০,৯৯৬ জন। যাহার হিসাব নিম্নরূপ।

১। গেজেটেড্—১৮২ জন

২। নন গেজেটেড্— ৯৯২৫ জন

৩। টেক্‌নিকেল সাপোটিং ষ্টাফ—৮৮৬ জন।

Admitted Starred Question No. 208.

Name of the Member ;—Shri Ratan Lal Nath,

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

১। সিধাই থানাধীন কুটনাবাড়ীর ঘটনার ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি পরিবার পিছু এখন পর্যান্ত কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

২। অম্পি থানাধীন উত্তর তৈত্রুর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি পরিবার পিছু এখন পর্যান্ত কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। (ক) ৬-১১-৯৬ ইং থেকে ৮-১১-৯৬ ইং পর্যান্ত ১৬৪টি পরিবারকে মোট ২৭,৯১৮ টাকার এবং ৯-১১-৯৬ ইং থেকে ২০-১১-৯৬ ইং পর্যান্ত ১১৪টি পরিবারকে মোট ৩৪৭০৪ টাকার রেশন সামগ্রী বিলি করা হয়েছে।

(খ) ৯৫টি পরিবারকে মোট ৩৯,৮৭১ টাকার বাসন-পত্র, ৪৯,৪৭০ টাকার কাপড়-চোপড় ৭.৯১৩ টাকার ঔষধ, সাবান, কেরসিনতৈল ইত্যাদি এবং ৯৫টি হারিকেন বিলি করা হয়েছে।

ঘর মেরামতির জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ২,২০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

গ) আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ দোকানঘর মেরামতির জন্য পরিবার পিছু ৫০০ টাকা করে ১৭টি পরিবারকে এবং ১টি পরিবারকে ২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

ঘ) ৩ জন মৃত ব্যক্তির পরিবারকে পরিবার পিছু ৫,০০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

ঙ) তাছাড়া, ৯৫টি পরিবারের মধ্য ২,০৭৮ সিট ঢেউটিন, এবং অস্থায়ী ঘর নির্মাণের জন্য ৫৩৩ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

১৫টি অস্থায়ী পায়খানা ও ২০টি প্রস্রাবাগার তৈরী করে দেওয়া হয়েছে এবং কাঁচা কুয়া খননের জন্য ৫,৪০০ কেজি চাল Employment Generaition Work এর মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ বিনমূল্যে ঔষধ বিতরণ করেছে এবং জন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পানীয় জলের জন্য জলের টেঙ্কার ব্যবস্থা করেছিল।

২। ক) ৪টি পরিবারের পরিবার পিছু একজন মৃত ব্যক্তির জন্য ৫,০০০ টাকা করে।

খ) একাধিক মৃত ব্যক্তির জন্য একটি পরিবারকে ১০,০০০ টাকা।

গ) পুড়ে যাওয়া ঘর মেরামতির জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৭,৫০০ টাকা করে ৮টি পরিবারকে।

ঘ) ২ জন আহত ব্যক্তির প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে ঔষধ কেনার খরচ।

ঙ) প্রত্যেককে ১টি করে ৮টি কম্বল,

চ) ৮টি পরিবারকে পরিবার পিছু ১টি ডেকচি, ১টি গ্লাস, ২টি কড়াই, ৫ কেজি পলিথিন সিট, ৫ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, সাহায্য হিসাব দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 209.

Name of the Member :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

(১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের বর্তমান সময়কালের মধ্যে রাজ্যে কয়টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে ?

(২) খুন হওয়া ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের কতজন করে ?

(৩) তাদের পরিবারকে সরকার কি কি সাহায্য দিয়াছেন ?

উত্তর

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৫-২-৯৭ ইং পর্যন্ত ৩৫টি ঘটনায় মোট ৩৬ জন খুন হওয়ার তথ্য পুলিশের কাছে রয়েছে।

যারা খুন হয়েছেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়,

সি. পি. আই (এম) কর্মী ও সমর্থক ১৪ জন

কংগ্রেস (আই) কর্মী ও সমর্থক ১৮ জন

এবং টি. ইউ. জে. এস. কর্মী ও সমর্থক ৪ জন

সকল খুনের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যুক্ত ছিল কিনা তাহা পরীক্ষাধীন রয়েছে।

(৩) রাজনৈতিক খুনের সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া পর্য্যন্ত সরকার কাহাকেও কোন স্কিমের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

Addmitted Starred Question No. 213

Name of Member :—Sri Pannalal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি মহকুমায় মাটি পরীক্ষার কি কি সুবিধা আছে?	১। বর্তমানে অরুন্ধুতিনগর কৃষি খামারে অবস্থিত স্থায়ী মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র ও একটি ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষাগার মারফৎ রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি মহকুমার কৃষকগণ মাটি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়া থাকেন।
এবং	
২। এর দ্বারা কতকগুলি পঞ্চায়েত উপকৃত হচ্ছে।	২। এখন পর্যন্ত ৫৯২টি পঞ্চায়েত উপকৃত হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 214

Name of Members :— (1) Sri Panna Lal Ghosh
(2) Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to State :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কতজন লোক উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হয়েছেন? এবং এর মধ্যে কত জন লোক এ পর্য্যন্ত উগ্রপন্থীদের হাত থেকে ফিরে এসেছেন? (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

২। এর মধ্যে অপহৃত কতজন লোককে পুলিশ উদ্ধার করেছে? এবং কতজন অপহৃত ব্যক্তির পরিবারের সাহায্যে উদ্ধার হয়েছে? (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। এই সময়ের মধ্যে কত জন অপহৃত অবস্থায় মারা গেছেন? (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

৪। এই সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যে অপহৃত ব্যক্তিদের পরিবারদের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না? যদি দেওয়া হয়ে থাকে পরিবার পিছু কত করে?
(থানা ভিত্তিক হিসাব)

৫। উক্ত সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থী সংস্থাগুলির দ্বারা মোট কতজন খুন এবং আহত হয়েছে এবং তাদের পরিবারবর্গকে কোন প্রকার সাহায্য করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। ৯৭৩ জন অপহৃত হয়েছেন এবং এর মধ্যে ৮৩০ জন ফিরে এসেছেন।

২। উদ্ধারকৃত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই পুলিশ ও জনসাধারণের সহযোগিতায় উদ্ধার পেয়েছেন।

৩। উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত অবস্থায় মারা গেছেন ৬৮ জন।

৪। অপহৃত হয়ে নিহতদের পরিবারে সরকারের স্কীমের সাহায্য দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

৫। ১৯৯৩ ইং হইতে ৩১–১–৯৭ ইং মোট ৪২১ জন উগ্রপন্থী আক্রমণে খুন এবং ৪২৫ জন আহত হয়েছেন এদের মধ্যে পুলিশ ও প্যারামিলিটারীও রয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত তথ্য সমুহের থানা ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন আছে।

Admittad Starrad Question No. 230
Name of Member :— Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to State :—

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য সারা রাজ্যে অবৈধ দ্বিতীয় বিবাহ করার একটা প্রবনতা বাড়ছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত সারারাজ্যে আদালতে এবং পুলিশের নিকট এই ধরণের অবৈধ বিবাহের ব্যাপারে কয়টি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর মধ্যে কয়টি মোকদ্দমা চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :—

১।
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩।

Admitted Starred / UnstarredQuestion No. 231

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Law Departmant be please to State :—

প্রশ্ন :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। এর মধ্যে কয়টি মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর :—

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No.—245

Name of the Member :— Sri Panna Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি রাজ্যে কোন্ বৈরী সংগঠনের কাছে কি কি ধরণের অস্ত্র আছে ?

২। ৩য় বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর কত সংখ্যক উগ্রপন্থী নিঃসর্তভাবে আত্মসমর্পন করেছে ?

উত্তর

১। সংগঠন ভিত্তিক পুলিশের জানা মত আনুমানিক অস্ত্রের হিসাব নিম্নরূপ :—

এ. টি. টি. এফ	:—	এ. কে. ৪৭ রাইফেল/এ. কে. ৪৬ রাইফেল/ .৩০৩ রাইফেল/এল. এম. জি/রিভলবার/পিস্তল/ কার্বাইন।
এ. টি. ভি. এফ	:—	দেশী বন্দুক
এন. ভি. এফ. টি	:—	রিভলবার/পিস্তল/দেশী বন্দুক

টি. টি. ওয়াই	:—	এস. এল্. আর / ৩০৩ রাইফেল / পিস্তল।
টি. টি. এ. এফ	:—	দেশী বন্দুক।
টি. টি. এন. এফ	:—	দেশ বন্দুক।
টি. এল. এফ (লায়ন)	:—	দেশী বন্দুক।
টি. এল. এফ. (লিবারেশন)	:—	দেশী বন্দুক।
টি. দি. পি.	:—	দেশী বন্দুক।
এন. এল. এফ. টি.	:—	এ. কে. ৫৬ / এল এম. জি / এস. এল. আর / রাইফেল / স্টেনগাম/পিস্তল/রিভলবার/কার্বাইন এস. বি. টি. এল. গান/গ্রেনেড।
টি. টি. ভি. এফ.	:—	৩০৩ রাইফেল/দেশী বন্দুক।
টি. টি. বি. এস. এফ.	:—	পিস্তল / দেশী বন্দুক।
টি. এন. এস. এফ	:—	দেশী বন্দুক।
টি. এন. এফ	:—	দেশী বন্দুক
এন. এম. এফ.	:—	দেশী বন্দুক
টি. এন. এ.	:—	দেশী বন্দুক
সেংক্রাক	:—	এস এল. আর/কার্বাইন/গ্রেনেড/দেশী বন্দুক।

২। মোট ৪,৯১১ জন
(৩১-১-৯৭ ইং পর্য্যন্ত)

ANNEXURE'—C'

Admitted Starred Question No. 24

Name of Members :— (1) Sri Amal Mallik
(2) Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to State :—

১। রাজ্যে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে বিভিন্ন থানায় খুণ, ধর্ষণ, অপহরণ, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ, মারামারি ও অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটানার কয়টি কেস নথীভূক্ত হয়েছে? (অপরাধ অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব)।

২। উক্ত কেসের মধ্যে কতগুলির তদন্ত রিপোর্ট কোর্টে পেশ করা হয়েছে এবং কতকগুলিয় ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়েছে, এবং (৩) কতগুলি এখনও তদন্ত সাপেক্ষ অবস্থায় আছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samar Choudhury
Home Minister, Tripura.

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

(১) মামলা নথীভুক্ত হয়েছে		(২) কেইস পজিসন		
		ফাইন্যাল রিপোর্ট	চার্জসিটেড	তদন্তাধিন
১। খুন—	৯৬৮	৩২৪	৪৪৫	১৯৯
২। ধর্ষণ—	২৭৮	২৪	১৯৯	৫৫
৩। অপহরণ—	৫৭৬	১৯৪	১৬৭	২১৫
৪। ডাকাত—	৬১৬	৩১৬	১৮৬	১১৪
৫। অগ্নিসংযোগ—	৫৬৭	৪১১	৮৯	৬৭
৬। মারামারি—	১.০৭৭	৩৩১	৭০৭	৩৩
৭। অন্যান্য—	১০,৯৭৩	৫,২৩১	৩,০৬৯	২,৬৩৭
মোট	১৫,০১৯	৬,৮৩১	৪,৮৬২	৩,৩২৫

Admittad Un-Starrad Question No. 27

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Fisharise Departmen be pleased to State :—

প্রশ্ন :— ১. মৎস্যজীবী কল্যাণ গৃহ নির্মাণ কতজন মৎস্যজীবীকে ১৯৯৩–৯৪ ইং থেকে ১৯৯৬–৯৭ ইং অর্থ বৎসর অব্দি রাজ্যে মোট কতটি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে ?

(বৎসর ও ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর :— ২। মৎস্যজীবি কল্যাণ প্রকল্পে ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৬-৯৭ ইং (জানুয়ারী '৯৭) আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত মোট ৫৬৬টি মৎস্যজীবি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং ৩৪০টি গৃহ নির্মাণের কাজ চলেছে। আশা করা হচ্ছে, বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হবে।

বৎসর এবং ব্লক ভিত্তিক গৃহ নির্মাণের হিসাব নিম্নরূপ :—

মৎস্য জীবিদের জন্য গৃহ নির্মাণের হিসাব।

প্রকল্পের নাম।	আর্থিক বৎসর।	লক্ষ্য মাত্রা।	ব্লকের নাম	ঘরের সংখ্যা	গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।	নির্মাণ কার্য্য চলেছে।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। মৎস্য-	১৯৯৪-৯৫ ইং	১০৬টি	ডুম্বুরনগর।	১৬০টি	১৬০	—	
জীবি কল্যাণ	১৯৯৫-৯৬ ইং	১২০টি	১। সালেমা।	২০টি	২০		
প্রকল্প।			২। পানিসাগর	২০টি	২০		
			খোয়াই।	২০টি	২০		
			৪। মেলাঘর।	২০টি	২০		
			৫। অমরপুর।	৪০টি	৪০		
			মোট—	১২০টি	১২০		
	১৯৯৬-৯৭ ইং	১৮০টি	১। কদমতলা	২০টি	—	২০	
			২। মনু	২০টি	—	২০	
			৩। কুমারঘাট	২০টি	—	২০	
			৪। তেলিয়ামুড়া	২০টি	৭	১৩	
			৫। বিশালগড়	২০টি	—	২০	
			৬। ডুকলি	২০টি	১০	১০	
			৭ রাজনগর	২০টি	—	২০	
			৮। মাতাবাড়ী	২০টি	—	২০	
			৯। সাঁতচাদ	২০টি	—	২০	
বিশেষ কেন্দ্রীয়			মোট—	১৮০টি	১৭	১৬৩	
প্রকল্পে ডুম্বুর	মোট			৪০৬	২৩৩	১৬৩	
জলাধার হইতে	১৯৯৬-৯৭ ইং	৫০০টি	১। ডুম্বুরনগর	৪২৫টি	২৫১	১৭৪	
উচ্ছেদকৃত-			২। রাজনগর।	৭৫টি	৭২	৩	
গণের পুন-		৯০৬টি	মোট—	৫০০টি	৩২৩	১৭৭	
র্বাসন প্রকল্প।			সর্বমোট—	৯০৬টি	৫৬৬	৩৪০	

Admitted Un Starred Question No. 35

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে পণ প্রথা সংক্রান্ত কয়টি মামলা রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এবং বিভিন্ন আদালতে দায়ের হইয়াছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। এর মধ্যে কয়টি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়েছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। পণ প্রথা নিষিদ্ধ আইন অনুসারে কোনও মামলা নথীভুক্ত হয়নি। সকল মামলা সি, আর, পি, সি আইনে নথীভুক্ত রয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Addmitted Starred Question No. 39

Name of Member :—Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে থানা ভিত্তিক কতটি নারী ধর্ষনের ও নারী নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ?

ANSWER

১। মোট ২৮২টি নারী ধর্ষণ ও ৭৩৩টি নারী নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

থানা ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 40

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Law Departmant be please to State :—

প্রশ্ন :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত সারা রাজ্যে কতজন গৃহবধু তাঁর নিজের ভরনপোষন-এর জন্য তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেছেন এবং

২। কতজন গৃহবধু তাঁর এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির ভরন পোষনের অভিযোগ দায়ের করেছেন ; (দুইটি ক্ষেত্রেই পৃথক হিসাব এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। এর মধ্যে কয়টি মোকদ্দমা চুড়ান্ত নিস্পত্তি হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :—

১।
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন ।
৩।

Admittad Un-Starrad Question No. 43

Name of Member :— Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge for Agriculture Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১৯৮৮ সাল হইতে ১৯৯৭ ইং সাল পর্য্যন্ত গত দশ বৎসরে সারা রাজ্যে কি পরিমাণ কৃষি জাত ফসল উৎপাদন হয়েছে ? যেমন—ধান, পাট, তিল, সরিষা সহ অন্যান্য ফসলাদি (বর্ষ ভিত্তিক হিসাব এবং প্রত্যেকটি ফসলের আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৭ ইং সাল পর্য্যন্ত গত ১০ (দশ) বৎসরে রাজ্যে যে পরিমাণ কৃষি জাত ফসল উৎপন্ন হয়েছে তার বর্ষভিত্তিক ও আলাদা আলাদা ফসলের হিসাব অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল,

বর্ষ ভিত্তিক হিসাব					(·000 মেঃ টন / গাইট হিসাবে)					
ফসলের নাম	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
চাউল	৪৩৩·১৯	৪৫৭·৪৭	৪৫৯·০২	৫০১·৩৪	৪৭৪·৫৪	৪৩৮·১২	৪৯৩·২১	৪১৩·৯০	৪৫৫·৫৫	৫৮১·৭০
পাট	২১·৫৭	২২·৬৬	১৬·৮০	২৩·৬১	১৮·৮০	১৪·৪৫	১৩·৯৮	১৪·৮০	১০·১০	১২·৯৫
মেস্তা	৬৬·০০	৫০·৫৪	৩০·৭০	৪৭·১১	৩২·২০	২৬·৬০	২৪·৮০	২৮·৩০	২০·৫৭	২৩·৪০
গম	৫·১০	৬·০৬	৬·৬৫	৬·৯০	৪·৭০	৯·১৩	৭·৮০	৪·৮৫	৫·২৪	৯·০০
সরিষা	৩·৪২	৪·০০	৬·২৫	৬·৩১	৭·০৭	৭·৪১	৭·৬৫	৬·৬৫	৬·১০	৮·৫৫
বাদাম	১·৪৬	১·৪৩	২·১১	২·২০	১·৯৫	১·৯৬	২·২০	১·৯০	১·৩০	৪·৭০
কার্পাষ	১·০০	১·০৯	১·০০	১·০২	০·৮১	১·৬১	১·৫৮	২·৩৫	১·৬৫	৩·০০
আখ	৭২·৪৫	৮০·৫২	৮৭·৯০	৯১·০০	৭৬·৮০	৬৯·০০	৭২·২৩	৭৪·২৫	৭৫·০০	১৫০·০০
তিল	১·১৫	১·৩৫	১·৭৫	১·৭৭	১·৪৫	১·৩৫	১·২২	১·১০	১·১০	১·৮৫
আলু	৪৬·৮১	৫৪·৪০	৬৬·২০	৬০·৩০	৬৪·২০	৬৫·৫০	৭০·৪৬	৭৩·০২	৭৬·৮৭	৭৭·০০
ডাল	৩·৮৩	৪·৪০	৬·০৪	৬·২০	৬·২০	৬·৪৫	৬ ৪৮	৫·৭০	৪·৭২	৭·৩৫

Admitted Un-Starred Question No. 44

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to State :—

প্রশ্ন : ১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত পরিমাণ অনাবাদী জায়গা সরকারী প্রয়াসে কৃষির আওতায় আনা হইয়াছে।
(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

১নং উত্তর : ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১১১৭'০৮ হেঃ পরিমাণ অনাবাদী জায়গা সরকারী প্রয়াসে কৃষির আওতায় আনা হইয়াছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ব্লকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা হেক্টর	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৭)
পানিসাগর	২৮'৫৮	৭৪'৫৪
কাঞ্চনপুর	৫৯'৬৪	১১৩'৮৬
কুমারঘাট	৩৬'৩৪	৯৫'৪৫
ছামনু	৪১'০৬	৮'০০
সালেমা	৩৭'৮৮	৬২'২২
গণ্ডাছড়া	১১০'০০	২২'৫০
মাতাবাড়ী	১৩৪'৫০	১০০'৮৫
অমরপুর	৯৪'৭৫	১০১'৩৫
বগাফা	৮৯'২০	৭৫'৫০
রাজনগর	৯৮'৫০	১০১'৫৫
সাঁতচান্দ	৮২'২৫	৬৪'৫০
খোয়াই	৬৫'০০	৫৭'৪০
তেলিয়ামুড়া	৪০'০০	৩১'৬০
জিরাণীয়া	৪২'০০	৩৫'৮০
মোহনপুর	৩৮'০০	৮৭'৩১
বিশালগড়	৪৫'০০	৪৮'০০
মেলাঘর	৬৬'০০	৩৬'৬৫
	১১০৮'৭০	১১১৭'০৮ হেঃ

প্রশ্ন :— ২। এর ফলে কতগুলি পরিবার উপকৃত হয়েছেন ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :— ২। এর ফলে মোট আনুমানিক ৫৫৮০টি কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

পানিসাগর	:—	৩৭২টি
কাঞ্চনপুর	:—	৫৬৯টি
কুমারঘাট	:—	৪৭৭টি
ছামনু	:—	৪০টি
সালেমা	:—	৩১১টি
গণ্ডাছড়া	:—	১১২টি
মাতাবাড়ী	:—	৫০৪টি
অমরপুর	:—	৫০৬টি
বগাফা	:—	৩৭৭টি
রাজনগর	:—	৫০৭টি
সাতচাঁদ	:—	৩২২টি
খোয়াই	:—	২৮৭টি
তেলিয়ামুড়া	:—	১৫৮টি
জিরাণীয়া	:—	১৭৯টি
মোহনপুর	:—	৪৩৬টি
বিশালগড়	:—	২৪০টি
মেলাঘর	:—	১৮৩টি
		৬৫৮০টি পরিবার

প্রশ্ন ৩ :— ইহা কি সত্য উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা জনিত কারণে বিপুল পরিমাণ চাষযোগ্য ভূমি অনাবাদিতে পতিত হয়েছে ?

উত্তর ৩ :— সত্য নহে।

প্রশ্ন ৪ — যদি সত্য হয়ে থাকে তবে মোট জমির পরিমাণ কত এবং এর-ফলে কতগুলি কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর ৪ :— প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন ৫ :— ইহা ও কি সত্যি এর ফলে সামগ্রিক ভাবে বিপুল পরিমাণ কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ?

উত্তর ৫ :— সত্য নহে। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un Starred Question No. 45

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে বহু পরিবার নিরাপত্তা জণিত কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

২ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে এর মোট সংখ্যা কত ?
(থানা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাদের পুণর্বাসনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা তদন্তাধীন। কোন ঘটনায় ভয়ভীতির জন্য সাময়ীকভাবে ঘরবাড়ী ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে কয়েকদিন থেকে পুণঃরায় বাড়ী ফিরে গিয়েছেন।

১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল হইতে ৩১–১–৯৭ ইং পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত থানাগুলো থেকে মোট ১১১৭টি পরিবারের হিসাব রয়েছে :—

কল্যাণপুর থানায়—	৪৩৭টি
তেলিয়ামুড়া থানায়—	২৮৫ ,,
গঙ্গানগর থানায়—	২১৬ ,,
রইস্যাবাড়ী থানায়—	১২ ,,
অম্পি থানায়—	১৩ ,,
বীরগঞ্জ থানায়—	১৩ ,, পরিবার এবং
ফটিকরায় থানায়—	৪১ ,, ,,

রিপোর্টে জানা গিয়েছে অধিকাংশই নিজ বাস্তুতেই বাস করছেন।

গৃহে অগ্নি সংযোগ এবং ভাঙ্গচুর ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

Addmitted Un-Starred Question No. 46

Name of the Member :– Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যান্ত রাজ্যে কয়টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un–Starred Question No. 47

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Departmant be pleased to State :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কতজন উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন।
(থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সময়ের মধ্যে কতজন উগ্রপন্থীদের আক্রমণে আহত হয়েছে এবং পঙ্গু হয়েছেন ?
(থানা ভিত্তিক হিসাব)

৩। নিহত পরিবারদের কয়টি পরিবারকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?
(থানা ভিত্তিক হিসাব)

৪। নিহত এবং আহত পরিবারগুলিকে কত টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?
(নিহত এবং আহত প্রতি পরিবার পিছু আলাদা হিসাব এবং থানা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

(১) ৪১৯ জন লোক Extremists-দের হাতে গত ৯৩ ইং হইতে জানুয়ারী ১৯৯৭ পর্য্যন্ত নিহত হয়েছে যাহার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

১৯৯৩ ইং (1.4.93 to 31-12-93)	–	৬৮ জন
১৯৯৪ ইং	—	৯৯ জন
১৯৯৫ ইং	—	১২২ জন
১৯৯৬ ইং	—	১১৫ জন
১৯৯৭ ইং (৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত)	—	১৫ জন
		৪১৯ জন

(২) ৪৬১ জন লোক Extremists দের হাতে আহত হয়েছে যাহার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৯৩ ইং (1-4-93 to 31-12-93)	—	৪৮ জন
১৯৯৪ ইং	—	৯৪ জন
১৯৯৫ ইং	—	১৭০ জন
১৯৯৬ ইং	—	১১১ জন
১৯৯৭ ইং (৩১-১-৯৭ ইং পর্য্যন্ত)	—	৩৮ জন
		৪৬১ জন

(৩) ও (৪) নং প্রশ্নের উত্তর :—

সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী চাকুরী অথবা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সবাইকে আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি নিয়ম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।